নব্য-ন্যায়

কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ

ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি অবলম্বনে

শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র স্মৃতিভূষণ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জিলা ত্রিপুরা।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

মূল্য সাধারণের পক্ষে
ছাত্রগণের পক্ষে

প্রাপ্তিস্থান—

গ্রন্থকারের নিকট পোঃ বৈদ্যেরবাজার, কৃষ্ণপুরা, ঢাকা।

অথবা ঢাকা আশুতোষ লাইব্রেরী।

অথবা প্রকাশকের নিকট।

প্রিন্টার

শ্রীগোপালচন্দ্র দে,

হেনা প্রেস, লক্ষীবাজার, ঢাকা

ভূমিকা।

্যাত্ম-আলোচনা পুণ্যভূমি-ভারতের আর্য্য-মহর্ষিগণের প্রা.ণর
। বস্তু। যে সময়ে এই ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রদেশে মানব স.ঙ্গ
্য় নাই, মনুষ্য সকল জ্ঞান এবং কর্ম্মরাজ্যে পশুবৎ অন্ধতমসাচ্ছন্ন
নই স্মরণাতীতকালে ও এই পুণ্যভূমি মহর্ষিগণের অধ্যাত্ম-আলো-
্রেরিত হইত। মহর্ষিগণ কি জ্ঞান রাজ্যে, কি কর্ম্ম রাজ্যে, সর্ব্বত্র
ৎ হইতে স্বতন্ত্র-অতিসূক্ষ্ম-আত্মতত্ত্বের সন্ধান দিতেন; পক্ষান্তরে
ক সহজ সরল ভাবে অদ্বিতীয়-ঈশ্বর-তত্ত্বের উপদেশ করিতেন।
কত যে পবিত্রাত্মা মহর্ষি ভারতভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন
সংখ্যা করা যায় না। ক্রমে সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে মহর্ষিগণের
বিত্র-আত্মতত্ত্বোপদেশের বিরুদ্ধে সরল-ঈশ্বর তত্ত্বোপদেশের বিরুদ্ধে
তবাদের সৃষ্টি হওয়াতে পরহিতৈষী মহর্ষিগণ অধ্যাত্ম-বিচা.শাস্ত্র
করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদ সমূহ খণ্ডন পূর্ব্বক কেহ বা আত্মতত্ত্ব কেহ
সঙ্গে অদ্বিতীয়-ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণে
চার পূর্ণ ঐ সকল শাস্ত্রই দর্শনশাস্ত্র; তন্মধ্যে প্রচলিত ষড়দর্শনই
দ্ধ। ষড়দর্শন ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ, অধ্যাত্মবিচার নৈপুণ্যের
র নিদর্শন। মহর্ষিগণের এই বিজয়স্তম্ভের সমীপে নতশির হয়
প দার্শনিক জগতে বিরল, আছে বলিয়া মনে হয় না।

ায়দর্শন ঐ ষড়দর্শনের অন্যতম। ইহা ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র,
া, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি নামে সুপ্রসিদ্ধ। বাৎস্যায়ন ন্যায়-ভাষ্যে
নকেই আন্বীক্ষিকী বলিয়াছেন। ভাষ্যে "ন্যায় কি'? এইরূপ
থাপিত করিয়া প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
াগমের অবিরোধী অনুমানকে ন্যায় বলিয়াছেন; এবং ঐরূপ

অনুমান বা ন্যায়ই অন্বীক্ষা, ইহা বলিয়া "আন্বীক্ষিকী" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ পূর্ব্বক আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শব্দ একই শাস্ত্রের বোধক ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। (১)

আন্বীক্ষিকী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়; কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের প্রথম প্রকরণে (বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে) সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত (চার্ব্বাক) দর্শন এই তিনটীকেই আন্বীক্ষিকী বলিয়াছেন, (২); ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকীর মধ্যে গণ্য করেন নাই। কেহ কেহ কৌটিল্যের "লোকায়ত" শব্দের ন্যায়শাস্ত্র অর্থ করিয়া থাকেন, এবং কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি ইহাও বলেন (ক) কিন্তু লোকায়ত শব্দের ন্যায়শাস্ত্র অর্থ করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; বাৎস্যায়ন স্বকৃত ভাষ্যে ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, প্রকাশ্যেই আন্বীক্ষিকী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; কৌটিল্য ন্যায়-শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী বলেন নাই বা প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং কৌটিল্য এবং বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি ইহা আমরা স্বীকার করি না। কৌটিল্য, বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে বলিয়াছেন "শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা", বাৎস্যায়ন ভাষ্যে বলিয়াছেন "বিদ্যাস্থানে প্রকীর্ত্তিতা" ইহা দ্বারা কৌটিল্য এবং বাৎস্যায়ন বিভিন্ন ব্যক্তি ইহাই নিশ্চিত হয়। বিশেষতঃ গোত্র

---

(১) কঃ পুনরয়ং ন্যায়ঃ ? -প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং, সাঽন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী, ন্যায় বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্রং।

(২) সাংখ্যং যোগঃ, লোকায়তঞ্চেত্যান্বীক্ষিকী
কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণ।

(ক) বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ দ্রমিলঃ পক্ষিলস্বামী
বিষ্ণুগুপ্তঃ স এবহি। ইতি অভিধান চিন্তামণিঃ।

প্রবুরাধ্যায়ে কৌটিল্য এবং বাৎস্যায়ন ভিন্নগোত্রজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ভিন্নগোত্রজ ব্যক্তি কি করিয়া এক হইতে পারে? পরন্তু উভয়ের ভাষাগত ও অনেক বৈষম্য দেখা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অপাণিনীয় প্রয়োগ বহু আছে, বাৎস্যায়নের ভাষ্যে অপানিণীয় প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাও সুধী মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। বাৎস্যায়ন কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী ইহা নিয়াও বিদ্বৎসমাজে মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল এই স্থানে বিচার্য্য বিষয় নহে। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির ভূমিকা লিখিতে যাইয়া ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ন্যায়শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্য পরম্পরা সুপ্রসিদ্ধ এবং ন্যায়দর্শন যে একখানি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ, ভারতের একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ এ বিষয়ে বিদ্বৎসমাজে মতদ্বৈধ নাই।

মহর্ষি-অক্ষপাদ-গোতম ন্যায়দর্শনের রচয়িতা। দেবী পুরাণে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে নাস্তিক বালকরূপী মহাদেবের সহিত মহর্ষির বিচার হইয়াছিল, ঐ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব নিজের বাহন বৃষের দ্বারা মহর্ষির নিকটে ন্যায়শাস্ত্র প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন (১)। দেবী পুরাণের এই সংবাদ প্রক্ষিপ্ত না হইলে মহর্ষিকে ন্যায়দর্শনের প্রচারক বলিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি ন্যায়দর্শনের বক্তা, পূর্ব্বাচার্য্য পরম্পরা এইরূপ প্রসিদ্ধি। আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত, নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির নিমিত্ত, বিচার

(১) ভো মুনে! বেদ ধর্ম্মজ্ঞ! কিংতুষ্ণী মাস্যতে চিরং।
যামনির্জ্জিত্য মেধাবিন্! ক্ষুদ্র নাস্তিক বালকং॥
কথন্তু বিদুষোবৃদ্ধান্ নাস্তিকান্ লোকসম্মতান্।
বিজেষ্যসি মহাযুদ্ধে তৎপালয়স্ব মাচিরং॥
দেবী পুরাণ, শুম্ভ নিশুম্ভ মথনপাদ ১৩শ অধ্যায়।
ইত্যেবং ব্রুবতঃ শম্ভোর্জজ্ঞে বাহনো বৃষঃ।
দর্শয়ন দন্তলিখিতান্ প্রমাণাদীংশ্চ ষোড়শঃ॥

করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত, বেদার্থ নিরূপণের নিমিত্ত, বেদাদি শাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীর ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় (১)। বেদে আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আত্মার শ্রবণের পরে ক্রমে মননাদির বিধান করা হইয়াছে (২)। প্রথমতঃ সাঙ্গ বেদ পাঠ করিয়া আত্মার নিশ্চয় করিতে হয়, ইহাই শ্রবণ ; পরে নানাবিধ হেতু দ্বারা আত্মার অনুমান করিতে হয়, ইহাই মনন ; পরে আত্মনিশ্চয়ের একতানতা বা অবিচ্ছেদে আত্মধ্যান করিতে হয়, ইহাই নিদিধ্যাসন। তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকার (আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি) হইয়া থাকে। আত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির একমাত্র উপায়, অর্থাৎ নিজকে স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিলে জীব এই জ্বালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। বেদে যে যে স্থলে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে সেই সেই স্থলে "আত্মা" শব্দের অর্থ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। উভয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের উপযোগী। শ্রবণ মননাদি স্বরূপ উপাসনা দ্বারা পরমাত্মা-ঈশ্বরকে সাক্ষাৎরূপে জানিতে পারিলে ঐ সাক্ষাৎকার জনিত-শুভাদৃষ্টের

---

(১) তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিত মেবৈতৎ ঋগ্‌বেদো, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদো অথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দো, জ্যোতিষাময়নং, ন্যায়ো, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্রাণি। সুবালোপনিষৎ।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম বিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥ ৭।৪৩ মনু
ত্রৈবিদ্যো, হৈতুক, স্তর্কী, নৈরুক্তো, ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিনঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরাঃ॥ মনু
স্বরন্ধ্র গোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈবচ।
বিনীত স্তথ বার্ত্তায়াং ত্রৈয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

(২) আত্মাবাঽরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যশ্চ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

বলে জীব নিজের স্বরূপ সাক্ষাৎউপলব্ধি করিয়া দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে (১) ; মুক্তজীবের পুনরাবৃত্তি নাই (২) ; জীবকে আর দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হয় না (৩)। অলৌকিক (ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) বিষয় সমূহ অনুমান এবং শব্দ এই উভয় প্রমাণের বিষয়, কিন্তু অনুমান শব্দ হইতে বলবৎ প্রমাণ। বিশেষতঃ মহর্ষিগণের মধ্যেও কণাদ শব্দের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য বলেন নাই, তাঁহার মতে শব্দ অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অপরকে বিশেষতঃ বিরুদ্ধ বাদীকে বিচার করিয়া অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয়-য় বুঝাইতে হইলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই তাহা বুঝাইতে হয়, অর্থাৎ নানারূপ নির্দ্দোষ হেতুর জ্ঞান জন্মাইয়া বিরুদ্ধবাদীকে অলৌকিক বিষয়ের নিশ্চয় (অনুমিতি) করিতে বাধ্য করিতে হয়। অতএব বিচারের আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদিও জীবাত্মা প্রত্যেকেরই "অহং" ইত্যাকার মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। কেহই নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বা সন্দিগ্ধ নহে, অর্থাৎ কেহই মনে করে না "আমি নাই" কিংবা "আমি আছি কিনা ?" তথাপি জীবাত্মার স্বরূপে মতভেদ দেখা যায় ; কেহ বলেন আত্মা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র, কেহ বা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকেই আত্মা বলিয়া থাকেন। এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরের অস্তিত্বেও মতভেদ দেখা যায় ; যাহারা সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরে অবিশ্বাসী তাহারা দৃঢ়তার সহিতই বলে যে ঈশ্বর নাই, সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর আকাশ-কুসুম ; আবার কেহ বা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ; আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না, কর্ণ তাঁহাকে শুনিতে পায় না ইত্যাদি ; আমাদের

---

(১) তমেব বিদিত্বা হৃতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়।

(২) নসপুনরাবর্ত্ততে।

(৩) দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি।

অসংস্কৃত-চঞ্চল-মন ও তাঁহাকে ধরিতে পারে না। সুতরাং বিচার ব্যতীত বিরুদ্ধ মতবাদ নিরাস করিয়া আত্মতত্ত্ব, অদ্বিতীয়-ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। স্মরণাতীত যুগেও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিকের সন্ধান পাওয়া যায়, সম্প্রদায় বিশেষ স্মরণাতীত কাল হইতেই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে অদ্বিতীয়-ঈশ্বরতত্ত্বের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া আসিতেছে, সুতরাং বিরুদ্ধ মতবাদ নিরাস করিয়া তত্ত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত মহর্ষি-গোতম বিচারের অঙ্গ পদার্থ সমূহ সূত্রাকারে বলিলেও বিশেষ করিয়াই বলিয়াছেন অর্থাৎ কিরূপে বিচার করিতে হয়, বিচার কতপ্রকার, কি উপায়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে নিরস্ত করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। বেদ-বিরুদ্ধ হেতুবাদিগণ নানারূপ হেত্বাভাসের কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহাতে বেদার্থে সংশয় জন্মাইতে না পারে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, ঐ নিমিত্ত মহর্ষি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন বা প্রচার করিয়াছেন। ঐ নিমিত্তই বেদ, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে মহর্ষি-প্রোক্ত ন্যায়শাস্ত্রের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি ঐ ন্যায়-শাস্ত্রেরই একখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ বা ব্যাখ্যাপুস্তক। এই গ্রন্থে ন্যায় শাস্ত্রোক্ত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বিতীয়-সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর তত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ মহর্ষি যে সকল পদার্থ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, অথচ অনুমান করিতে গেলে যে সকল পদার্থজ্ঞানের একান্ত আবশ্যকতা (যেমন-ব্যাপ্তি, কার্য্যকারণের লক্ষণ প্রভৃতি) বিশেষরূপেই আলোচিত হইয়াছে। এই ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদুদয়নাচার্য্য। কেহ কেহ বলেন আচার্য্য এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তীর্থ পর্য্যটন কালে গ্রন্থখানি পাইয়াছিলেন।

যাহারা এই কথা বলেন তাহারা গ্রন্থ প্রাপ্তির বিশেষ সমাচার দিতে পারেন না। সম্ভবতঃ আচার্য্য তীর্থ পর্য্যটন কালে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই ঐরূপ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ভক্তি মাহাত্ম্যের একটী শ্লোকে আচার্য্যের এই গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায় (১), কিন্তু শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাতে আস্থাস্থাপন করা যায় না। শঙ্করাবতার আচার্য্য-শঙ্কর বেদান্তের ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রমাণ কাণ্ডের বিশেষতঃ অনুমান কাণ্ডের এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করেন নাই। চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কাণ্ডের যে সকল সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন ঐ সকল বিচারের পথ-প্রদর্শক আচার্য্য-উদয়ন। গঙ্গেশোপাধ্যায় আচার্য্য-প্রদর্শিত রীতির অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং স্বরচিত অন্যান্য চিন্তামণি গ্রন্থে অনেক স্থানে আচার্য্যের মত প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, আচার্য্যকৃত লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশ-প্রদর্শিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে আচার্য্যই নব্য-ন্যায়ের সূক্ষ্ম-বিচার-কৌশলের উদ্ভাবয়িতা। আচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা-মণিকার গঙ্গেশ, চিন্তামণির ব্যাখ্যাকার পক্ষধর মিশ্র, নবদ্বীপের হরিদাস, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি, পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতিস্থানের চন্দ্রনারায়ণ, কালীশঙ্কর, ভৈরব তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কাণ্ডের যে সকল সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল বিচারের সমষ্টিই প্রকৃত

(১) তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্ গৌড়ে প্রচারিতং।

ভক্তিমাহাত্ম্য;

প্রস্তাবে নব্যন্যায়, এই নব্যন্যায় বাঙ্গালীর শাস্ত্রালোচনার গৌরবময় নিদর্শন। এ বিষয়ে বাঙ্গালী যেরূপ কৃতিত্বের, সূক্ষ্ম বিচার কৌশলের ও সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে অন্যত্র তাহার তুলনা মিলে না। এই নব্য-ন্যায়ের মনীষার ফলেই এক সময়ে বঙ্গের নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থান বিদ্যাপীঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আচার্য্য, এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার কৌশলের উদ্ভাবয়িতা, সুতরাং আচার্য্যের বিশেষ পরিচয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। মৈথিল এবং অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত সমাজের বিশ্বাস আচার্য্য মিথিলাকেই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি মৈথিলগণ মিথিলাতেই আচার্য্যের বসতি স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভক্তি মাহাত্ম্যেও এই সংবাদ পাওয়া যায় (১)। অস্মদ্দেশীয় মনীষিগণেরও অনেকেই এই কথার সমর্থন করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকাতে প্রকারান্তরে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আচার্য্য গৌড়দেশীয় হইলেও গৌড়ের প্রদেশান্তরই আচার্য্যের বসতি স্থান। মনে হয় তিনি গৌড়ের সন্নিহিত মিথিলার প্রান্ত দেশকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা লিখিয়া থাকিবেন। এক সময়ে মিথিলা ও গৌড়েশ্বরের শাসনাধিকার-ভুক্ত ছিল, মিথিলার প্রান্তস্থান গৌড়ের অংশরূপে গৃহীত হওয়া বিচিত্র নহে। অতিপ্রাচীন কাল হইতেই মিথিলা বহুবিদ্যার বিশেষতঃ অধ্যাত্মবিদ্যার লীলানিকেতন, দর্শন শাস্ত্রাদি আলোচনার পীঠস্থান। একসময়ে মিথিলাতেই জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীগণের সুকুমার কোমল-অধ্যাত্ম-কুসুম মিথিলাতেই বিকসিত হইয়াছিল।

---

(১) ভগবানপি তত্রৈব মিথিলায়াং জনার্দ্দনঃ।
শ্রীমদুদয়নাচার্য্য রূপেণাবততারহ ॥ ভক্তিমাহাত্ম্য

শুক্লযজুর্ব্বেদ মিথিলারই সামগ্রী। মিথিলাতে, তৎসন্নিহিত প্রদেশান্তরে বহুবার বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালেও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মনীষিগণ মিথিলাকেই অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি-অক্ষপাদ-গোতম নাস্তিক মতের নিরাসের নিমিত্ত মিথিলাতেই ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন বা প্রচার করিয়াছিলেন। মহর্ষি-অক্ষপাদ অতিপ্রাচীন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা বেদ পুরাণাদিতে জানা যায় (১)। ঋগ্‌বেদে মহর্ষির দেবদত্ত কূপ লাভের সংবাদ পাওয়া যায়; পুরাণ পাঠে জানা যায় মহর্ষি তপস্যা প্রভাবে স্বর্গ হইতে গোমতীগঙ্গা আনিয়াছিলেন। ঐ সকল না কি অদ্যাপি মিথিলার কামতৌল রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিতস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া মহর্ষির মিথিলাবাসের সাক্ষ্য দিতেছে। মিথিলার বিজ্ঞ বিচক্ষণগণ এই কথার সমর্থন করিয়া থাকেন। রামায়ণ পাঠে জানা যায় শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রম হইতে মিথিলায় জনকের রাজধানী যাইবার পথে অহল্যাপতি গোতমের আশ্রম হইয়া গিয়াছিলেন। গোতমের পুত্র শতানন্দ জনকের পুরোহিত ছিলেন। ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঙ্গাতীরে মহর্ষি-অক্ষপাদ গোতমের অপর আশ্রমস্থানের নির্দ্দেশ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে মহামান্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ঐস্থানে মহর্ষির স্মরণার্থ গোতম-পাঠশালা

---

(১) জিহ্মংনু দেহবতাং তয়াদিশা
সিংচন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আগচ্ছং তমবসা চিত্রভানবে
কামং বিপ্রস্য তর্পয়ংত ধামভিঃ॥ ১ম ১৪অ ৮৫সূ ঋগ্‌বেদ।

চীন দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে মহর্ষিগোতম এবং গোতমসূত্র কল্পের আদিতে বর্ত্তমান ছিল, সে যাহা হউক ঋগ্‌বেদে মহর্ষির নামোল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং মহর্ষি এবং মহর্ষি-প্রোক্ত ন্যায়শাস্ত্র যে অতিপ্রাচীন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

নামে একটী চতুষ্পাটী চলিতেছে। তীর্থবাসের নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমান্তর থাকা বিচিত্র নহে ; অদ্যাপি ধার্ম্মিক সমাজে এই প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। মহামতি উদ্যোতকর ন্যায়দর্শনের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, তিনি কোন্ দেশের লোক অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন উদ্যোতকর দাক্ষিণাত্যবাসী, আবার কেহ বা উদ্যোতকরকে মিথিলাবাসী ও বলিয়া থাকেন; কিন্তু উদ্যোতকর যে মিথিলাকে অলঙ্কৃত করেন নাই ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না। স্মরণাতীতকাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলাতে দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। আচার্য্য ও মিথিলার ঐ ধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমাদের এই ধারণা পূর্ব্বাচার্য্য পরম্পরা প্রসিদ্ধ। ত্রিহুতের ইতিহাস লেখক বেহারের সেক্রেটারী শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয় ও আচার্য্যকে মিথিলাবাসী বলিয়াই লিখিয়াছেন। বঙ্গের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ তাহাদের উর্দ্ধতন ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী উদয়ন ভাদুড়ীকেই উদয়নাচার্য্য বলিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করা যায় এরূপ প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাই নাই (১)।

---

(১) উদয়ন ভাদুড়ী এবং উদয়নাচার্য্য একব্যক্তি হইলে ইহা লেখকের পক্ষেও গৌরবের বিষয় হয়। উদয়ন ভাদুড়ীর বসতি স্থান ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি বালিয়াটী গ্রামে, আর এই ক্ষুদ্র লেখকের বসতিস্থান ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রামে সুতরাং আচার্য্য এক জেলার লোক বলিয়া লেখক গৌরবানুভব করিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করা যায় না। উদয়নাচার্য্য শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী, শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। শ্রীহর্ষের অনেক পরে রাঢ়ী, বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল ; সুতরাং শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী উদয়নাচার্য্যই উদয়ন ভাদুড়ী ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। বোধ হয় উদয়ন ভাদুড়ী ও একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, পূর্ব্ব বঙ্গে গদ্যপদ্যময়ী কুসুমাঞ্জলির পঠন পাঠন প্রথমতঃ তিনিই করিয়া থাকিবেন, সেই নিমিত্তই এইরূপ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

এখন দেখা যাউক আচার্য্য কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ আচার্য্য-কৃত গ্রন্থাবলির আলোচনা করিয়া দেখিতে হয় ঐ সকল গ্রন্থে কিছু সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। আচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি, তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি, কিরণাবলি, লক্ষণাবলি প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোত-করকৃত ন্যায়-বার্ত্তিকের টীকার নাম তাৎপর্য্যটীকা, তাৎপর্য্যটীকা সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানাদর্শন টীকাকৃদ্ বাচস্পতিমিশ্রকৃত, ঐতাৎপর্য্যটীকার টীকাই তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি। আচার্য্য, তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধির প্রারম্ভে তাৎপর্য্য-টীকাকে বাচস্পতির বাক্য বলিয়াছেন (১)। সুতরাং আচার্য্য সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্ত্তী, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না। শ্রীহর্ষ, তৎকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে আচার্য্য-কৃত শ্লোকটীকেই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিরাছেন (২), সুতরাং আচার্য্য শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহাতেও সংশয় থাকিতে পারে না। কিংবদন্তীও এইরূপ যে শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহিরের সহিত আচার্য্যের শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল, ঐ বিচারে শ্রীহির পরাজিত হয়েন। পরলোকগত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত ন্যায়-বার্ত্তিকের ভূমিকাতে ঐ বিচারের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

---

(১) মাতঃ সরস্বতি! তবাঙ্ঘ্রিযুগং বিভাব্য
ভূয়োবিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
বাক্চেতসোর্মমতথা ভব সাবধানা
বাচস্পতের্বচসি ন স্খলতো যথৈতে॥

(২) শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাং।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃশঙ্কাবধির্ম্মতঃ॥

ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি, তৃতীয় স্তবক ৭ শ্লোক

তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য

তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বহুদার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ; তৎকৃত ন্যায়সূচী-নিবন্ধে গ্রন্থ সমাপ্তিরকাল ৮৯৮ বৎসর লেখা আছে (১)। এই "বৎসর" শব্দে শকাব্দা ধরিলে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ আর সংবৎ ধরিলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দ হয়। ঐ "বৎসর" শব্দে শকাব্দা ইহাই অনেকের অভিমত। কিন্তু আচার্য্য, তৎকৃত লক্ষণাবলির শেষে গ্রন্থ সমাপ্তির কাল ৯০৬ শকাব্দা লিখিয়াছেন (২)। ৯০৬ শকাব্দায় ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ হয়। যদি উহা আচার্য্যের লেখা সত্য হয়, তাহা হইলে বাচস্পতি মিশ্রের "বৎসর" শব্দের সংবৎ অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। শকাব্দা অর্থ করিলে বাচস্পতি মিশ্র এবং আচার্য্য উভয়ে সমসাময়িক হইয়া পড়েন ; ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ—আচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র-কৃত তাৎপর্য্য-টীকার তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক প্রসিদ্ধ দুইজনের একজন অপরের গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন ইহা গুরু শিষ্য সম্পর্ক ব্যতীত প্রায়শঃ দেখা যায় না। বাচস্পতি মিশ্র এবং আচার্য্যের মধ্যে ঐরূপ সম্বন্ধের সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আচার্য্যের লক্ষণাবলির সময় নির্দ্দেশ দ্বারা বলিতে হয় বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এবং আচার্য্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সে যাহা হউক্ বাচস্পতি মিশ্র খৃষ্টীয় নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন মোটামুটী ইহা বলা যাইতে পারে। চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা ত্রিহুতের ইতিহাস লেখক বেহারের সেক্রেটারী

---

(১) ন্যায়সূচী-নিবন্ধোসা বকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতি মিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে ॥

(২) তর্কাম্বরাঙ্ক প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলিং ॥

শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন। সিংহ মহাশয়ের ঐ সময় নির্দ্দেশ অনেকটা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় ; কারণ—গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায়-কৃত কুসুমাঞ্জলির একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন প্রকাশ টীকা এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে, ঐ গ্রন্থখানি দেখিলেই বুঝা যায় গ্রন্থের পূর্ব্বাংশ এবং শেষ অংশ এক সময়ের লেখা নহে। পূর্ব্বাংশ শেষাংশ হইতে অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে গ্রন্থখানির লিখনের কাল ১৩৩৪ শকাব্দা লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ১৪১২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানির শেষ অংশ লিখিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় পূর্ব্বাংশ একশতাব্দী পূর্ব্বের লিখা ধরিয়া লইলে বর্দ্ধমান উপাধ্যায়কে ১৩১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সময় দ্বাদশ শতাব্দী বলা অসঙ্গত হয় না। শ্রীহর্ষ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী, আচার্য্য শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহিরের সমসাময়িক এবং নানা দর্শনটীকাকৃদ্ বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্ত্তী ; সুতরাং আচার্য্য খৃষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন নানা কারণে মোটামুটী ইহা বলা যাইতে পারে।

এখন আচার্য্যের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া সংক্ষেপতঃ ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতেছে—অনুসন্ধানে জানা যায় ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্যোতকর প্রথমতঃ বৌদ্ধ-দার্শনিক মত নিরাস করিয়াছিলেন। উদ্যোতকর অতিপ্রাচীন। বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরকে অতিজরতী বলিয়াছেন (১)। বৌদ্ধ-দার্শনিকমত নিরাস করাই যে উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনার উদ্দেশ্য ইহা আভাসে ন্যায়-

---

(১) ইচ্ছামঃ কিমপিপুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধ পঙ্কমগ্নানাং।
উদ্যোতকর গবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥

বার্ত্তিকের মুখবন্ধে উদ্যোতকর নিজেই বলিয়াছেন (১)। বৌদ্ধ-দার্শনিকমত নিরাস করাই যে উদ্যোতকরের বার্ত্তিক রচনার প্রয়োজন বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্য-টীকার প্রারম্ভে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তৎপরে আচার্য্যপাদ শঙ্কর বৌদ্ধ-দার্শনিক মত নিরাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে আচার্য্য-পাদ উদয়ন বিশেষ বিচার পূর্ব্বক বৌদ্ধ-দার্শনিক মত নিরাস করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে আর বৌদ্ধমত প্রবল হয় নাই বা মৈথিল এবং বাঙ্গলার মনীষিগণ উদয়ন-প্রবর্ত্তিত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করাতে প্রবল হইতে পারে নাই। প্রসিদ্ধি ও এইরূপ যে আচার্য্য বৌদ্ধ-দার্শনিকমত খণ্ডন করিয়া ৺ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন ; আচার্য্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে দ্বাররুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন "পুনর্ব্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তবস্থিতিঃ।" এইকথা বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া যাওয়ায় আচার্য্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ৺ ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন। আচার্য্যের ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, অতুলণীয়। তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস কত গভীর, কত সরল, তাহা এই গ্রন্থ মধ্যে বহুস্থানে সুস্পষ্ট, "যং কারবোঽপি বিশ্বকর্ম্মেত্যুপাসতে" এই সকল বাক্য সরল ঈশ্বর-

---

(২) যদক্ষপাদো প্রবরো মুনীনাং
শমায়লোকস্য জগাদশাস্ত্রং।
কুতার্কিকধ্বান্ত নিরাসহেতোঃ
করিষ্যতে তস্যময়া নিবন্ধঃ ॥

(৩) যদ্যপিভাষ্যকৃতা কৃতব্যুৎপাদনমেতৎ তথাপি দিঙ্ নাগ প্রভৃতিভির্র্বাচীনৈঃ কুহেতুসন্তমসসমুত্থানেনাচ্ছাদিতংশাস্ত্রং ন তত্ত্বনির্ণয়ায়পর্য্যাপ্তমিত্যুদ্যোতকরেণ স্বনিবন্ধোদ্যোতেন তদপনীয়ত ইতি প্রয়োজনবানয়মারম্ভঃ।

বিশ্বাসেরই পরিচায়ক। অপিচ তৎকৃত স্তবকার্থ সংগ্রাহক শ্লোকাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। আচার্য্য সাধু ভক্তের ন্যায় হে শিব! করুণাময়! প্রভৃতি শব্দে ৺ভগবানকে ডাকিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, আবার অকাট্য-সূক্ষ্ম-যুক্তিজালে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী-গণের মতবাদসমূহ সমাচ্ছন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাহারা ঈশ্বর মানে না, যাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহাদের বিরুদ্ধ মত সকলের নিরাস করিয়া সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত নানাবিধ অসহ্য জ্বালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই, আচার্য্যের এই বিশ্বাস গ্রন্থ মধ্যে পরিস্ফুট, শাস্ত্রও ঐকথা বলে। আচার্য্য যুক্তি দ্বারা বেদবাক্য, শাস্ত্র বাক্যসমূহ অকাট্য প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা আচার্য্যের শাস্ত্র বিশ্বাসেরও পরিচয় বটে। এই গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বিচার প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব বিবেচিত হওয়াতে মনে হয় আচার্য্যই ন্যায়শাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রে যে সাংখ্য শাস্ত্রের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে যে সাংখ্য-প্রোক্তা কপিলাদির মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে, প্রাত্যহিক তর্পনে "কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব" বলিয়া যে সাংখ্যকারগণের তৃপ্তির নিমিত্ত এক এক গণ্ডূষ জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে (সম্ভবতঃ আচার্য্যও দিয়া থাকিবেন) ঐ কপিলাদি মহর্ষি-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া আচার্য্য সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যে আড়ম্বর পূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, যাহা বাদ দিলে হিন্দুর বিশেষ পরিচয় থাকে না, ঐ কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসক ভট্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধ মতবাদ সকলও আচার্য্য বিশেষ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কেন না তাহারা ঈশ্বর মানেন না। আচার্য্য-পাদ শঙ্করও ঐ সকল শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, বিচার করিয়া বিরুদ্ধমতবাদ সমূহের খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আচার্য্য-পাদ শঙ্কর বিধি নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, নিজে সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্মকাণ্ডভক্ত-মীমাংসক প্রভৃতির মতবাদের বিরুদ্ধে বিচার বিতর্ক করিয়াছেন। আর আচার্য্য-উদয়ণ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট থাকিয়া, মীমাংসকগণের নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থাশ্রমোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদেরই মতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও আচার্য্যের ঈশ্বরে আত্যন্তিক বিশ্বাসেরই পরিচয়। যাহারা পরলোক মানে না, দেহাদির অতিরিক্ত-স্থায়ী-আত্মা স্বীকার করে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক; কিন্তু যাহারা সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করেনা আচার্য্য তাহাদিগকেও নাস্তিকের দলেই গণ্য করিয়াছেন। সুধীগণ গ্রন্থ মধ্যে এ সকল বিষয়ের বিশেষ সন্ধান পাইবেন।

এখন সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের পরিচয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ বলা যাইতেছে। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির পাঁচটী স্তবক বা পরিচ্ছেদ। যথাক্রমে ঐ পাঁচটী স্তবকে প্রধানতঃ চার্ব্বাক, মীমাংসক, সৌগত, দিগম্বর এবং সাংখ্যকারগণের বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধমত সকলের নিরাস করিয়া প্রত্যেক স্তবকের পরিসমাপ্তিতে স্তবকের মর্ম্মার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ৺ ভগবানের স্তব করা হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে প্রধানতঃ পাঁচটী বিরুদ্ধ মতের নিরাস করিলেও প্রসঙ্গতঃ বহু বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

১। চার্ব্বাকগণের মত বা বিশ্বাস এই যে পরলোকের নিমিত্ত, স্বর্গাদিফলের নিমিত্ত, অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) কারণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি কিছুই নহে। কর্ম্ম করিলে ফল যাহা হওয়ার পরক্ষণেই হইয়া থাকে, দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে ফলের নিমিত্ত কর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং অদৃষ্টের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) অধিষ্ঠাতা বা কর্ম্মফল-

দাতা কেহই নাই, এবং দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অতিরিক্ত-আত্মা স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা নাই। প্রথম স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের নিরাস করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ কার্য্য কারণ ভাবের ব্যবস্থা, কার্য্য কারণ প্রবাহের অনাদিত্ব, কার্য্যের আকস্মিকত্ববাদ খণ্ডন, মীমাংসকগণের মত-সিদ্ধ-শক্তিপদার্থ খণ্ডন, ব্রহ্ম কারণতাবাদ এবং প্রকৃতি কারণতাবাদ খণ্ডন, ভোক্তৃ-পুরুষের অদৃষ্ট ব্যবস্থা, অভাবের কারণত্ব ব্যবস্থা, বুদ্ধির কর্তৃত্ব খণ্ডন, আত্মার কর্তৃত্ব ব্যবস্থা, ক্ষণভঙ্গ বাদের নিরাস, কারণতার স্বাভাবিকত্ব এবং ঔপাধিকত্বের বিচার, নিত্য পরমমহতের কারণত্ব ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) মীমাংসকগণের মত বা বিশ্বাস এই যে বেদ নিত্য, বেদের বক্তা-কেহ নাই, অনাদি কাল হইতেই বেদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের বক্তা বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বৈধকর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই জীবের স্বর্গাদি সুখ লাভ হইয়া থাকে। জীবের আকাঙ্ক্ষিত ফল স্বর্গ-প্রাপ্তি, ইতোধিক প্রাপ্য আর কিছু নাই। দ্বিতীয় স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ প্রমাজ্ঞানের গুণ জন্যত্ব-ব্যবস্থা, মহাপ্রলয়-ব্যবস্থা, বেদাদি সম্প্রদায়ের ক্রমিক হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩) সৌগত বা বৌদ্ধগণের মত বা বিশ্বাস এই যে কদাচ কুত্রাপি যে বস্তুর প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি সম্ভবপর নয় ঐরূপ কিছুই নাই। কেহ কখনও কুত্রাপি সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর দেখে নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর আকাশ কুসুম। তৃতীয় স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ অলীক বা তুচ্ছের অভাব-প্রতিযোগিত্ব ও অভাবাধিকরণত্ব খণ্ডন, যোগ্যানুপলব্ধি নিরূপণ, ঈশ্বরের বাধক অনুমান খণ্ডন; অনুমানের প্রমাণ্য ব্যবস্থা, "অনুমান প্রমাণ না

হইলেও সম্ভাবনা মাত্রে প্রবৃত্তির উপপত্তি” এই চার্ব্বাক মতের খণ্ডন, মীমাংসকগণের মত-সিদ্ধ উপমান খণ্ডন, ন্যায়মত-সিদ্ধ উপমান নিরূপণ, শব্দের প্রমাণান্তরত্ব ব্যবস্থা, অর্থাপত্তির প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন, অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৪) দিগম্বর (জৈন) গণের মত বা বিশ্বাস এই যে নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত ঈশ্বর থাকিলেও তিনি প্রমাণ নহেন ; যেহেতু ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ যুক্ত নহে। চতুর্থ স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের নিরাস করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ প্রমাজ্ঞান এবং প্রমাণের লক্ষণ, জ্ঞাততা খণ্ডন, জ্ঞানের বিষয় ব্যবস্থার উপপত্তি, প্রমাতা এবং প্রমাণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) সাংখ্যকারগণের মত বা বিশ্বাস এই যে ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ নাই, জগতের কর্ত্তা বলিয়া, ক্ষিত্যঙ্কুরাদির কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরানুমান সম্ভব পর নহে। পঞ্চম স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ বেদের পৌরুষেয়ত্ব ব্যবস্থা, ঈশ্বর-সাধক অনুমানের বলবত্তা, এতদ্বিষয়ে অনুকূল তর্কের অবতারণা, প্রতিকূল তর্কের আভাসত্ব কথন, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নিরূপণ, আখ্যাতের যত্নার্থতা ব্যবস্থা, সমুদায় বেদেরই পরমেশ্বরে তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে নাস্তিক এবং আস্তিকগণকে উপলক্ষ করিয়া ৮ ভগবানের স্তবপূর্ব্বক গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বারর্ত্ততে	রাবর্ত্ততে	২১	২৪
তত্ত্বজ্ঞান	আত্মতত্ত্বজ্ঞান	২৭	২২
সাক্ষেপ	সাপেক্ষ	৪২	১৯
পেরম্পরা	পরম্পরা	৪৩	২৩
ক্রম	ক্রমে	৪৩	২৪
কর	করা	৪৭	২১
র্নৌ	নৌ	৬২	২২
ভাগ্য	ভোগ্য	৬৪	১৫
ইত	ঈত	৬৫	১০
বহ্নিতে	বহ্নির	৬৮	১৮
সদভাবে	সদ্‌ভাবে	৭৫	৫
ভত্ত	ভক্ত	৮৩	৫
প্রকৃতিব	প্রকৃতির	৮৫	১৬
হরনা	হয়না	৯৬	১৯
লীল	লীন	৯৮	১৫
কার্য্যেন্মাথ	কার্য্যোন্মুখ	৯৯	৫
ইতংপূর্ব্বে	ইতঃপূর্ব্বে	১০৪	৩
কথিরূপ	কথিতরূপ	১২৭	২২
ইত্যকার	ইত্যাকার	১৩১	১৭
তদাত্ম্য	তাদাত্ম্য	১০৫	৮

তদন্যস্মিন্ন	তদন্যস্মিন্ন	১৫৫	১৪
আত্মমাত্রই	আত্মামাত্রই	১৮৮	৩
স্রোতার	শ্রোতার	২১৬	১১
শকার্থের	শক্যার্থের	২১৭	৬
বৈশেযিক	বৈশেষিক	২১৯	১৪
স্রোতার	শ্রোতার	২২০	১০
অসন্তব	অসম্ভব	২৩১	১৮
আবশ্যতা	আবশ্যকতা	২৪৮	১২

২৯৩ পৃষ্ঠার ফুটনোটটী ২৯২ পৃষ্ঠার এবং ২৯৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটটী ২৯৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট বুঝিতে হইবে।

তয়ৈর	ত্বয়ৈব	৩৬০	১৩
ত্যন্নাথ	তন্নাথ	৩৬১	১২

নিবেদন

নব্য-ন্যায়ের ভাষা এবং বিষয়সমূহ অত্যন্ত জটিল, দুর্ব্বোধ্য; যাহারা নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে কিছু মাত্রও প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারাই উহা অনুভব করিয়াছেন। এই জটিল, দুর্ব্বোধ্য ভাষার সরল, সুললিত বঙ্গানুবাদ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ অনুবাদে গ্রন্থের রহস্য সম্যক্ প্রকাশ হয় না, তাই অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেই যত্ন লইয়াছি। মাত্র মূল সিদ্ধান্ত শ্লোকগুলির গদ্যে যথাসম্ভব অনুবাদ দিয়াছি। আচার্য্য, কুসুমাঞ্জলিতে গদ্যে বিস্তৃত বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সমূহ সহজ, সরল অনুষ্টুপ ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত সমূহ মনে রাখিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। আমি তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তগুলি বাঙ্গলা পদ্যে নিবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। আচার্য্য কুসুমাঞ্জলিতে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত সমূহ শ্লোকে নিবদ্ধ করেন নাই। একই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত সমূহ ও বাঙ্গালা পদ্যে নিবদ্ধ করিয়াছি এবং পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তগুলি "পূ" এই চিহ্ন দ্বারা এবং উত্তর পক্ষের সিদ্ধান্তগুলি "উ" এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছি। যদ্যপি আচার্য্যের সূক্ষ্ম-বিচার কৌশলের সম্যক্ মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তথাপি বর্ত্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বিদ্যার্থিগণকে নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে যেরূপ হতাদর দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় অচিরকাল মধ্যেই বাঙ্গলা হইতে বাঙ্গালীর মণীষার বিকাশক্ষেত্র নব্য-ন্যায় উঠিয়া যাইবে। এই নিমিত্তই বঙ্গভাষার আশ্রয় লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। কুসুমাঞ্জলির দুরূহ বিষয় সমূহ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক, কিন্তু যে সময়ে পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হয় তৎকালে কাগজ অগ্নিমূল্যে খরিদ করিতে হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা আমার নাই; সুতরাং অনিচ্ছা

সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মহাজন এবং জমীদার পরলোকগত ৺ রূপবাবুর পৌত্র শ্রীমান্ যোগেশ চন্দ্র দাস অর্থ সাহায্য প্রভৃতি নানারূপে প্রোৎসাহিত করাতেই আমি ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমান্ নিরাময় দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বিধান করুন। কুসুমাঞ্জলির বিচারের সঙ্গে ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা করিলে বিচারের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কষ্ট-সাধ্য, তাই অকারাদি বর্ণানুক্রমে পারিভাষিক শব্দগুলির মোটামুটী রকমের ব্যাখ্যা এই সঙ্গেই পরিশিষ্টাকারে বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিলাম। একই কারণে পারিভাষিক শব্দগুলিরও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণে অনেক সময়ে নিজে রীতিমত প্রুফ দেখিয়া উঠিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত আমার ছাত্রগণের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া সামান্য সামান্য অশুদ্ধিগুলির সংশোধন করিয়া লইবেন। গুরুতর ভুলগুলির শুদ্ধি পত্র এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল। বিষয়াংশে ভ্রম, ক্রটী থাকা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নহে, সুধীবর্গ আত্মীয় ভাবে ঐ সকল ভ্রম, ক্রটী জানাইলে অনুগৃহীত হইব। যদি এ জীবনে এই গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ সম্ভবপর হয় তবে যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে মান্যবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ভূমিকা লিখিবার উপকরণাদি দ্বারা সাহায্য করাতেই আমি ভূমিকা লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা উহা সম্পন্ন হইত না। সুতরাং তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ ৩রা শ্রাবণ
সুবর্ণগ্রাম কৃষ্ণপুরা, জিলা ঢাকা।

নিবেদক
শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা।

কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ।

সৎপক্ষপ্রসরঃ সতাং পরিমল-প্রোদ্বোধ-বদ্ধোৎসবো
বিম্লানো ন বিমর্দ্দনেঽমৃতরসপ্রস্যন্দ-মাধ্বীকভূঃ।
ঈশস্যৈষ নিবেশিতঃ পদযুগে ভৃঙ্গায়মানং ভ্রম
চ্চেতো মে রময়ত্ববিঘ্নমনঘো ন্যায়-প্রসূনাঞ্জলিঃ। ১।

সৎপক্ষে (প্রামাণিক পক্ষে) অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপক্ষে প্রসর (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) হয় যাহা হইতে, সৎসকলের (বিবেচকদিগের) পরিমল-প্রোদ্বোধের দ্বারা (যথার্থ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা) বদ্ধ-উৎসব (আনন্দ) হয় যাহা হইতে, বিমর্দ্দনে (বিরোধিপ্রমাণ চিন্তা দ্বারা) যাহা বিম্লান (নিজের কার্য্যে অক্ষম) নহে, যাহা অমৃত রস প্রস্যন্দ (অমৃত রস ক্ষরণকারী) মধুর (মোক্ষের) উৎপত্তি স্থান, যাহা ঈশ্বরের পদযুগে (ঈশ্বর বিষয়ক প্রমাণ এবং তর্কে) নিবেশিত (তদ্বিষয়ে উৎপাদিত) সেই এই নির্দ্দোষ ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি ভৃঙ্গায়মান (মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত) ভ্রমণকারী আমার চিত্ত রমন করুক অর্থাৎ যাহাতে আমার চিত্তে দুঃখ সম্পর্ক না হয় ঐরূপ করুক।

প্রামাণিক পক্ষে ইহা বাঞ্ছিত-সাধক।
সত্য পরামর্শে যোগ্য আনন্দ-দায়ক ॥১।
বিরোধি-প্রমাণ-চিন্তা করে নাহি ম্লান।
অমৃত রসের খণি-মোক্ষ-জন্মস্থান ॥ ২।
কুসুম-অঞ্জলি সম ন্যায় প্রতিষ্ঠিত।
পরমেশ পদ যুগে হ'য়ে নিবেশিত ॥৩।
মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত মম মনে।
যথার্থ করুক দূর দুঃখের কারণে ॥৪।

ব্যাখ্যা—ন্যায় অর্থাৎ পক্ষসত্ত্ব সপক্ষসত্ত্ব বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, এই পঞ্চরূপ বিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাদক বাক্যের সমষ্টি। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এই প্রসিদ্ধস্থলে উদাহরণের দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—এস্থলে পক্ষ-পর্ব্বত, সাধ্য-বহ্নি, হেতু-ধূম।

১। পক্ষসত্ত্ব—পক্ষে হেতুর সত্ত্ব অর্থাৎ যেস্থানে অনুমিতি করা হইবে ঐস্থানে হেতুর অবস্থিতি। ঐস্থলে পক্ষ-পর্ব্বতে হেতু-ধূমের অবস্থিতি।

২। সপক্ষ সত্ত্ব—সপক্ষে-সাধ্যবিশিষ্ট রূপে নিশ্চিত পক্ষাতিরিক্ত বস্তুতে অর্থাৎ যেখানে সাধ্যটী নিশ্চিতরূপে জানা আছে পক্ষাতিরিক্ত ঐরূপ বস্তুতে হেতুর অবস্থিতি। অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা নিশ্চয়াভাব থাকা আবশ্যক (১), সুতরাং পক্ষের অতিরিক্ত বস্তুই সপক্ষ হইয়া থাকে। ঐস্থলে মহানস প্রভৃতিই সপক্ষ, কারণ—মহানস প্রভৃতিতে বহ্নি থাকিতে দেখা যায়; সুতরাং মহানস প্রভৃতিতে হেতু-ধূমের অবস্থিতিই ঐস্থলে সপক্ষসত্ত্ব।

(১) পরিশিষ্টে পক্ষতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

৩। বিপক্ষাসত্ত্ব—বিপক্ষ-সাধ্যের অভাববিশিষ্ট বস্তু অর্থাৎ যেখানে সাধ্য থাকে না। ঐস্থলে জলাশয় প্রভৃতিই বিপক্ষ ; কারণ—জলাশয় প্রভৃতিতে বহ্নি থাকিতে দেখা যায় না, সুতরাং জলাশয় প্রভৃতিতে অথাৎ যেখানে বহ্নি থাকে না ঐরূপ বস্তুতে হেতু-ধূমের অনবস্থিতিই বিপক্ষাসত্ত্ব।

৪। অবাধিতত্ব—বাধিতত্বের অভাব ; বাধিত বাধ বিশিষ্ট, তাহার ধর্ম্ম-বাধিতত্ব অর্থাৎ বাধ ; বাধ-সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পক্ষ ; ঐস্থলে পক্ষ-পর্ব্বত সাধ্য-বহ্নির অভাব বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ পর্ব্বতে বহ্নির অভাব নাই বলিয়া হেতু-ধূম বাধিত (বাধবিশিষ্ট) নহে, সুতরাং হেতু-ধূমে অবাধিতত্ব (বাধিতত্বের অভাব) আছে।

৫। অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব—সৎপ্রতিপক্ষিতত্বের অভাব ; সৎপ্রতিপক্ষিত-সৎপ্রতিপক্ষ বিশিষ্ট, তাহার ধর্ম্ম-সৎপ্রতিপক্ষিতত্ব অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষ। সৎপ্রতিপক্ষ-সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে প্রতিহেতু (হেত্বন্তর) তদ্বিশিষ্ট পক্ষ। ঐস্থলে পক্ষ-পর্ব্বত বহ্ন্যভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট জল প্রভৃতি প্রতিহেতু বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ "পর্ব্বত, বহ্ন্যভাববান্, জলহেতু," ইত্যাদিরূপ সদনুমান সম্ভব পর নয় বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষ নাই ; সুতরাং হেতু-ধূমে অসৎ-প্রতিপক্ষিতত্ব (সৎপ্রতিপক্ষিতত্বের অভাব) আছে।

ন্যায় অর্থাৎ কথিত পঞ্চরূপ বিশিষ্ট লিঙ্গের (হেতুর) প্রতিপাদক-বাক্যের সমষ্টি। ইহা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পাঁচ অবয়ব বা অংশে বিভক্ত ; সুতরাং যথাক্রমে উচ্চরিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট বাক্যের সমষ্টিই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত লক্ষণ।

"পর্ব্বত বহ্নিমান্, ধূমহেতু," এই প্রসিদ্ধস্থলে উদাহরণের দ্বারা ন্যায়কে বিশদ করা যাইতেছে।

১। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্য প্রতিজ্ঞা।

২। "ধূম হেতু" এই বাক্য হেতু।

৩। "যে যে আধারে ধূম থাকে সেই সেই আধারে বহ্নি ও থাকে যেমন মহানস, (১) কিংবা "যে যে আধারে বহ্নি থাকে না সেই সেই আধারে ধূমও থাকে না, যেমন—জলাশয়" (২) ইত্যাদি বাক্য উদাহরণ।

৪। "এই পর্ব্বতও সেইরূপ" (৩) কিংবা "এই পর্ব্বত সেইরূপ নহে" (৪) ইত্যাদি বাক্য উপনয়।

৫। "সেই হেতু এই পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্য নিগমন।

ন্যায়ের উপযোগিতা—পরার্থস্থলে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-বস্তু পরকে বুঝাইবার (অনুমিতি করাইবার) নিমিত্ত তাদৃশ বস্তুসম্বন্ধে অনুমান (পরামর্শ) করাইতে হইলে কথিতরূপে ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয় অর্থাৎ কথিতরূপ ন্যায়বাক্য বলিয়া অপরের অনুমান বা পরামর্শ

১। "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" ১—১—৩৩ গৌতমসূত্র।

২। উদাহরণ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ, ১—১—৩৪ গৌতমসূত্র, ইহা অন্বয়ী-হেতুর লক্ষণ।

"তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ" ১—১—৩৫ গৌতমসূত্র ইহা ব্যতিরেকী হেতুর লক্ষণ।

৩। 'সাধ্য সাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্' ১—১—৩৬ গৌতমসূত্র, ইহা অন্বয়ী উদাহরণের লক্ষণ (১)

"তদ্বিপর্য্যয়াদ্বিপরীতং" ১—১—৩৭ গৌতমসূত্র, ইহা ব্যতীরেকী উদাহরণের লক্ষণ (২)

৪। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথা ইতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ" ১—১—৩৮ গৌতমসূত্র

(৩) ইহা অন্বয়ী উপনয়ন; (৪) ইহা ব্যতিরেকী উপনয়।

৫। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনং, ১—১—৩৯ গৌতমসূত্র (পরিশিষ্টে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য)

জন্মাইয়া দিতে হয়। মনে কর রামকে ধূম দেখাইয়া পর্ব্বতে তদানীং অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি করাইতে হইবে, তাহা হইলে ন্যায়বাক্য বলিয়া পর্ব্বতে বহ্নিধূম সম্বন্ধে রামের অনুমান বা পরামর্শ অর্থাৎ "বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় জন্মাইয়া দিতে হয়; কারণ—ঐরূপ অনুমান বা পরামর্শ হইলেই রামের অনুমিতি হইবে "পর্ব্বত-বহ্নিমান্"। এমত অবস্থায় প্রথমতঃ রামকে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মোটামুটী বলিতে হয়, কারণ-প্রতিপাদ্য বিষয়টী মোটামুটী বুঝিতে না পারিলে বাক্যশ্রবণে রামের ঔদাসীন্য বা অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, সুতরাং প্রথমতঃ ন্যায়বাক্যের প্রথম অবয়ব বা অংশ-প্রতিজ্ঞাবাক্যের উল্লেখ করিতে হয়, অর্থাৎ বলিতে হয় "পর্ব্বত বহ্নিমান্"। উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণের পরে রামের স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করা সম্ভব পর কেন পর্ব্বত বহ্নিমান্? সুতরাং রামের ঐরূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য তদুত্তরে ন্যায়বাক্যের দ্বিতীয় অবয়ব বা অংশ-হেতুর নির্দ্দেশ করিতে হয় "ধূমহেতু" (অর্থাৎ যে হেতু পর্ব্বতে ধূম রহিয়াছে)। উক্ত হেতুবাক্য শ্রবণের পরে "ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকিবে কেন?" রামের এরূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য তদুত্তরে ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব বা অংশ-উদাহরণের নির্দ্দেশ করিতে হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সহকারে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিতে হয় "যে যে আধারে ধূম থাকে সেই সেই আধারে বহ্নিও থাকে যেমন মহানস"। এই পর্য্যন্ত বুঝিলেও পরিদৃশ্যমান পর্ব্বত "ঐরূপ কি না"? রামের ঐরূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য তদুত্তরে ন্যায়ের চতুর্থ অবয়ব বা অংশ-উপনয়বাক্য বলিতে হয়, "এই পর্ব্বতও সেইরূপ" অর্থাৎ মহানসের মত এই পর্ব্বতেও বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ঠ (নিয়তসহচর) ধূম রহিয়াছে। রাম এরূপ বুঝিলেও "পর্ব্বতে ধূমের যেরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে বহ্নি থাকিলে অবশ্যই বহ্নিরও প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু বহ্নির প্রত্যক্ষ হইতেছে না সেইহেতু পরিদৃশ্যমান পর্ব্বতে বহ্নি

নাই" রামের ইত্যাদি রূপ বাধবুদ্ধির নিরাসের নিমিত্ত ন্যায়ের পঞ্চম অবয়ব বা অংশ-নিগমন বাক্য বলিতে হয় অর্থাৎ উপসংহারে হেতু নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাত বিষয়টী পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতে হয় অর্থাৎ "সেইহেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্"।

কথিতরূপ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব যুক্ত ন্যায়বাক্য শ্রবণের পরে প্রতিজ্ঞাত বিষয়টীকে মনন করিতে (বুঝিতে) রাম উন্মুখ হয়; যথার্থরূপে ন্যায় বাক্য প্রযুক্ত হইলে রাম বুঝে যে, বক্তা উপযুক্ত পক্ষে উপযুক্ত সাধ্য এবং হেতুর নির্দ্দেশ করিয়াছে; সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমবান্" কিংবা "পর্ব্বতে বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম আছে" ইত্যাদিরূপ অনুমান বা পরামর্শ হইয়া রামের মনন (অনুমিতি) হয় "পর্ব্বত বহ্নিমান্"।

ঈশ্বর বিষয়ক মনন (অনুমিতি) বেদে বিহিত; যাহারা আস্তিক তাহারা এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা বলিয়াই ঈশ্বরের মনন করিয়া থাকে, তাহাদের নিমিত্ত ন্যায়বাক্য বলিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহারা প্রত্যক্ষ না দেখিলে প্রায়শঃ কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহে না তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝাইবার নিমিত্ত ন্যায়বাক্য বলিতে হয়. তাৎপর্য্য—জগদীশ্বর, পরিদৃশ্যমান ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুর মত একটা মূর্ত্তিমান্ পদার্থ হইলে তাঁহাকে সহজেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশাদি করিয়া দেখাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু তিনি মূর্ত্তিহীন, অসীম; আমাদের লৌকিক-চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না; তিনি একমাত্র যোগজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ মহাযোগিগণেরই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকেন। সুতরাং অপরকে ঈশ্বর বুঝাইতে হইলে ন্যায় বা যুক্তি দ্বারা অর্থাৎ কথিতরূপে ঈশ্বর বিষয়ক ন্যায়বাক্য বলিয়া অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই বুঝাইতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক অনুমিতি জন্মাইয়া

দিতে হয়। শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনকারগণ শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না; সুতরাং অপরকে অপ্রত্যক্ষ-বস্তু বুঝাইতে হইলে একমাত্র অনুমানপ্রমাণের সাহায্য লওয়াই বহুমত সম্মত।

পদযুগ—প্রমাণ এবং তর্ক; "পদ্যতে হনেন" অর্থাৎ জানা যায় ইহা দ্বারা এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ "পদ" শব্দের দ্বারা প্রমাণ এবং তর্ক বুঝিতে হইবে। আমাদের যাবতীয় জ্ঞান, প্রধানতঃ অনুভব এবং স্মৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত; আবার ন্যায়মতে অনুভব চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, (মনন) উপমিতি এবং শাব্দ; এই সমুদায় যথার্থ অনুভবের করণই অর্থাৎ অসাধারণ কারণই প্রমাণ; সুতরাং অনুমান ও একটী প্রমাণ বলিয়া পদ শব্দের একটী অর্থ। ৮ ৭.৮২

"ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক" ইত্যাদিরূপ অনুমিতিই ঈশ্বরানুমিতি, এবং "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বা নিয়তসহচরকার্য্যত্ব ক্ষিত্যঙ্কুরে আছে, অথবা তাদৃশ কার্য্যত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যাদিরূপ পরামর্শ বা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই ঈশ্বরানুমান বা ঈশ্বরানুমিতির অসাধারণ কারণ স্বরূপ অনুমান প্রমাণ। তাৎপর্য্য—ক্ষিত্যঙ্কুর বীজ হইতে প্রথমোৎপন্ন কার্য্য বস্তু; কথিত অনুমানে পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুর, সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব এবং হেতু-কার্য্যত্ব; কার্য্যবস্তুর অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যত্ব, সকর্ত্তৃকত্ব-কর্ত্তৃসাপেক্ষত্ব বা কর্ত্তৃজন্যত্ব; বস্তুর উৎপত্তিতে কর্ত্তার অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কর্ত্তাব্যতিরেকে কার্য্যেরউৎপত্তি অসম্ভব; সুতরাং কার্য্যবস্তুমাত্রই কর্ত্তৃসাপেক্ষ বা সকর্ত্তৃক বলিয়া সকর্ত্তৃকত্বও কার্য্য বস্তু মাত্রের ধর্ম্ম। এমত অবস্থায় কার্য্যত্ব পদার্থটীতে সকর্ত্তৃকত্বের নিয়ত সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি অর্থাৎ যাহা কার্য্য, তাহাই সকর্ত্তৃক, এই-রূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে

কার্য্যত্ব তদ্বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর, এরূপ পরামর্শ হইলে অর্থাৎ ঐরূপে কার্য্যত্ব পদার্থটীকে ক্ষিত্যঙ্কুরে বুঝিতে পারিলে ক্ষিত্যঙ্কুরকে সকর্তৃক বলিয়া অবশ্যই বুঝিতে হয় অর্থাৎ জ্ঞান (অনুমিতি) হয় ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্তৃক। অল্পজ্ঞ-জীবের অপেক্ষা না রাখিয়াই ক্ষিত্যঙ্কুর জন্মে বলিয়া জীবের দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরের ধর্ম্ম-সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃজন্যত্বের নির্ব্বাহ হয় না বা হইতে পারে না; সুতরাং অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যঙ্কুরের সকর্তৃকত্ব ধর্ম্মের নির্ব্বাহক কর্ত্তা হইতে পারে না, এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে কার্য্যত্বহেতুদ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরকে সকর্তৃক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত অল্পজ্ঞ-জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্ত্তাটীকে বুঝিতে হয় (১); তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং কথিতরূপ অনুমান ঈশ্বরের একটি পদ।

অপরকে ঈশ্বর-মনন করাইতে হইলে ন্যায়বাক্য বলিয়া কারণীভূত ঈশ্বরানুমান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক পরামর্শ জন্মাইয়া দিতে হয়; সুতরাং প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিতে হয় "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্তৃক"; তৎপরে পূর্ব্ব প্রদর্শিতরূপ কেন? প্রভৃতি ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে ক্রমে ক্রমে হেতু প্রভৃতি বাক্যের উল্লেখ করিতে হয় অর্থাৎ বলিতে হয় "কার্য্যত্বহেতু" ইহা হেতুবাক্য; "যে যে কার্য্য সে সে সকর্তৃক যেমন ঘট" ইহা উদাহরণ

(১) তাৎপর্য্য—কোনও কার্য্য জন্মাইতে যে যে উপাদানের আবশ্যক ঐসমুদায় উপাদান সম্বন্ধে যাহার সাক্ষাৎজ্ঞান আছে এবং ঐকার্য্য করিতে ইচ্ছা ও যত্ন যাহার আছে সেই ঐকার্য্যের কর্ত্তা হইয়া থাকে। ক্ষিত্যঙ্কুর কি কি উপাদানে গঠিত তৎসম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের নাই, আমরা ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক এবং প্রবৃত্ত না হইলেও ক্ষিত্যঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কুরকে সকর্তৃক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই আমাদিগ হইতে অর্থাৎ অল্পজ্ঞ-জীব হইতে অন্য কর্ত্তার সিদ্ধান্ত হয়; তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং প্রদর্শিতরূপ অনুমিতিই

বাক্য ; "ক্ষিত্যঙ্কুরও সেইরূপ" ইহা উপনয়বাক্য ; "সেই হেতু ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্তৃক" ইহা নিগমন বাক্য। এই সমুদায় বাক্যই ঈশ্বরানুমানের উপযোগী ন্যায়। এইরূপ ন্যায়বাক্য শ্রবণের পরে শ্রোতা তদ্বিষয়ে উন্মুখ হয় ; সুতরাং "সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বা নিয়ত সহচর কার্য্যত্ব ক্ষিত্যঙ্কুরে আছে" ইত্যাদিরূপ পরামর্শ বা ঈশ্বরানুমান হইয়া মনন (অনুমিতি) হয় "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্তৃক"। সুতরাং প্রদর্শিত প্রকারের ন্যায়বাক্যই ঈশ্বরের প্রমাণাত্মক পদের উপায়ভূত ন্যায়।

"পদ শব্দের আর একটী অর্থ-তর্ক ; তর্ক কি ? তর্ক-আপত্তি অর্থাৎ আরোপাত্মক একপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্যবস্তুর আরোপ বশতঃ ব্যাপক বস্তুর আরোপ জ্ঞান (১)। কোনও আধারে কোনও বস্তু নাই বলিয়া জানা থাকা কালে ঐ আধারে ঐবস্তুর জ্ঞান আরোপজ্ঞান। আপত্তিতে বা তর্কে একটী আপাদক এবং একটী আপাদ্য থাকে ; যে বস্তুর আরোপ করিলে আপত্তির উদ্ভবহয় উহা আপাদক এবং যে বস্তুর আপত্তি করা হয় উহা আপাদ্য ; সুতরাং আপাদক-ব্যাপ্য এবং আপাদ্য-ব্যাপক। একটী উদাহরণের দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—জলাশয়ে বহ্নি এবং ধূমের অভাব জানা থাকা কালে, অর্থাৎ জলাশয়ে বহ্নি এবং ধূম নাই এরূপনিশ্চয়কালে "জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক" এইরূপ আরোপজ্ঞান একটী আপত্তি বা তর্ক। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপক ; কোনও আধারে ব্যাপ্য-বস্তুর জ্ঞান হইলে ব্যাপক-বস্তুর জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক ; সুতরাং "জলাশয় ধূমবান্" এরূপ আরোপ করিলেই

ঈশ্বরবিষয়ক মনন এবং প্রদর্শিতরূপ অনুমানই ঈশ্বরানুমান। ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান-প্রণালী পঞ্চম স্তবকের প্রথমকারিকায় অনেক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।

(১) ব্যাপ্যারোপাদ্ব্যাপকারোপ স্তর্কঃ। তর্ক সংগ্রহ।

আপত্তির উদ্ভব হয় "জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক"। কিন্তু কেবল ব্যাপ্যবস্তুর আরোপ করিলেই ব্যাপকবস্তুর আপত্তি হয় না; প্রত্যক্ষ-প্রজ্বলিত-লৌহগোলকে বহ্নির অভাব নিশ্চিত নয় বলিয়া উহাতে ধূমের আরোপ করিলেও আপত্তি হয়না প্রজ্বলিত-লৌহগোলক বহ্নিমান্ হউক। কারণ—প্রত্যক্ষীভূত-প্রজ্বলিত-লৌহগোলকে বহ্ন্যভাবেরনিশ্চয় নাই বলিয়া উহাতে বহ্নিমান্ হউক আপত্তি করা চলেনা, কারণ-উহা বহ্নিমান্ বলিয়া প্রত্যক্ষেরই বিষয়। জলাশয়ে বহ্নি থাকেনা, জলাশয়ে বহ্ন্যভাবের প্রত্যক্ষ হওয়া স্বাভাবিক বা হইয়া থাকে, সুতরাং জলাশয়ে বহ্নিনাই প্রত্যক্ষ কালে ধূম থাকিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ জলাশয়োত্থিত বাষ্পকে ধূম বুঝিয়া "জলাশয় ধূমবান্" বলিলেই বহ্নিমান্ হউক্ বলিয়া আপত্তির উদ্ভব হয়; সুতরাং আপত্তি-যোগ্য-আধারে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয়কে আপত্তির (তর্কের) কারণ বলিতে হয়। এবং ব্যাপ্য-আপাদকে, ব্যাপক-আপাদ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলেও আপত্তির উদ্ভব হয় না বলিয়া আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কারণ বলিতে হয়। যেরূপ পর্ব্বতে ধূমের অসাধারণধর্ম্ম-ধূমত্বরূপে ধূমজ্ঞান থাকিলেও বহ্নির অনুমিতি হয় না, বহ্নির নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্যরূপে ধূমেরজ্ঞান হইলেই অনুমিতি হয় "পর্ব্বত-বহ্নিমান্" তদ্রূপ জলাশয়ে কেবল ধূমের আরোপ করিলেও বহ্নির আপত্তি হয় না; জলাশয়ে ধূমের আরোপ কালে যদি বহ্নির নিয়তসহচর বা ব্যাপ্য বলিয়া ধূমের জ্ঞান থাকে তবেই আপত্তি হয়, "জলাশয় বহ্নিমান্ হউক"; সুতরাং আপত্তি করিতে হইলে আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তি জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার্য্য।। এমত অবস্থায় তর্কে তর্কযোগ্য-আধারে আপাদকের আরোপ, আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় এবং আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান এ তিনটীকেই কারণ বলিতে হয়। সুতরাং তর্কের কারণীভূত আপাদকে

আপাদ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান করাইয়া অপরকে তর্ক করাইতে হইলে ন্যায়-বাক্য প্রয়োগের [illegible] অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তর্কের কারণীভূত উক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানে ন্যায়ের উপযোগিতা।

তর্কের উপযোগিতা [illegible] সংশয়ের নিরাসক, সন্দিগ্ধস্থলে তর্ক উপস্থিত হইলেই সংশয় আর থাকিতে পারে না ; যেমন—সংশয় হইল "সরোবরে ধূম আছে কিনা" ? এইরূপ সংশয় হইলে যদি তর্ক উপস্থিত হয় "সরোবর যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক" তাহা হইলে সরোবরে আর ধূমের সংশয় থাকিতে পারে না ; কারণ—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তর্কে তর্কযোগ্য-আধারে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় কারণ, সুতরাং ব্যাপকের অভাব নিশ্চিত হইলে ব্যাপ্যের অভাব নিশ্চিত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া সরোবরে ব্যাপকীভূত-আপাদ্য-বহ্নির অভাবের নিশ্চয় বশতঃ অর্থাৎ সরোবরে বহ্নি নাই জানা থাকা হেতু ব্যাপ্য-আপাদক-ধূমের অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ সরোবরে ধূম নাই ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হওয়াও স্বাভাবিক ; সুতরাং সরোবর ধূমবান্ কিনা ? ইত্যাদি রূপ সংশয় থাকিতে পারে না।

কার্য্যত্বহেতুদ্বারা "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্ত্তৃক" এরূপ অনুমিতি করিতে হইলে কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় আবশ্যক। ব্যভিচার সংশয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক ; সুতরাং কার্য্যত্বহেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যভিচার সংশয় অর্থাৎ "যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক কিনা" ইত্যাদি রূপ সংশয় হইলে কার্য্যত্ব হেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় অর্থাৎ "যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক" কিংবা "কার্য্যত্ব, সকর্ত্তৃত্বের নিয়ত সহচর" ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। অতএব কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যভিচার সংশয় নিরাস করা আবশ্যক ; নতুবা [illegible] হেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব বলিয়া "ক্ষিত্য[illegible]কত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট

কার্য্যত্ববৎ" ইত্যাদিরূপ অনুমান বা পরামর্শ হইতে পারে না, ঈশ্বরানুমান অসম্ভব হয়। এইরূপে ব্যভিচার সংশয়েরদ্বারা সর্ব্বত্র পরার্থ স্থলে ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব হইতে পারে বলিয়া পরার্থানুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইতে পারে ; অতএব অনুমানে ও তর্কের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়।

কার্য্যত্বস্বরূপ হেতুতে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যভিচার সংশয়ের নিরাসক তর্ক যথা—"ক্ষিত্যঙ্কুর যদি সকর্ত্তৃক না হয় তবে কার্য্য না হউক" এরূপ আরোপজ্ঞান, এস্থলে সকর্ত্তৃকের ভেদ অথবা সকর্ত্তৃকত্বের অভাব আপাদক এবং কার্য্যভেদ অথবা কার্য্যত্বের অভাব আপাদ্য; এইরূপ আপত্তি বা তর্ক করিতে হইলে তর্কযোগ্য-আধার-ক্ষিত্যঙ্কুরে আপাদ্য-ব্যাপক-কার্য্যভেদের অভাবের কিংবা কার্য্যত্বাভাবের অভাবের অর্থাৎ কার্য্যত্বের নিশ্চয় আবশ্যক। সুতরাং ঐরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে, আপাদ্য-ব্যাপক-কার্য্যভেদের অভাবের কিংবা কার্য্যত্বাভাবাভাবের অর্থাৎ কার্য্যত্বের নিশ্চয় দ্বারা আপাদক-ব্যাপ্য-সকর্ত্তৃকভেদের অভাবের কিংবা সকর্ত্তৃকত্বাভাবাভাবের অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বের নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক ; সুতরাং যে আধারে কার্য্যত্ব সেই আধারেই সকর্ত্তৃকত্ব কিংবা যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক এইরূপ বুঝা হয় ; এমত অবস্থায় "যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক কিনা" ? ইত্যাদি রূপ ব্যভিচার সংশয় থাকিতে পারে না।

অপর—ঐরূপতর্ক উপস্থিত করিতে হইলে পূর্ব্ব প্রদর্শিত যুক্তিতে আপাদক সকর্ত্তৃক-ভেদে কিংবা সকর্ত্তৃকত্বের অভাবে আপাদ্য-কার্য্যভেদের কিংবা কার্য্যত্বাভাবের ব্যাপ্তি নিশ্চয় আবশ্যক। অপরকে ঐ ব্যাপ্তি নিশ্চয় করাইতে হইলে উক্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের উপযোগি-ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে হয়। অতএব ঈশ্বরের দ্বিতীয়পদ-তর্কেও ন্যায়ের উপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ—আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় তর্কের কারণ, এবং পরার্থ স্থলে ন্যায়প্রয়োগ দ্বারাই ঐরূপ ব্যাপ্তি

নিশ্চয় হইয়া থাকে, সুতরাং তর্কেও পরম্পরা ন্যায়বাক্য উপযোগী। কথিতরূপ তর্কের নির্ব্বাহক আপাদক-সকর্ত্তৃকভেদে আপাদ্য-কার্য্য-ভেদের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপযোগী ন্যায়ের আকার যথা—

১। "ইহা কার্য্যনহে" (অর্থাৎ কার্য্যের ভেদ বিশিষ্ট) প্রতিজ্ঞা।

২। "যে হেতু সকর্ত্তৃক নহে" (অর্থাৎ সকর্ত্তৃক ভিন্নত্ব হেতু) হেতু।

৩। "যে যে সকর্ত্তৃক নহে অর্থাৎ সকর্ত্তৃকের ভেদ বিশিষ্ট তাহাই কার্য্য নহে অর্থাৎ কার্য্যেরভেদ বিশিষ্ট যেমন– আকাশ। উদাহরণ।

৪। "ইহাও সেইরূপ"। উপনয়।

৫। "সেই হেতু ইহা কার্য্য নহে অর্থাৎ কার্য্যের ভেদ বিশিষ্ট। নিগমন।

ঈশ্বর বিষয়ক অনুমানাত্মক পদের অর্থাৎ কথিতরূপ পরামর্শের উপায়ভূত পূর্ব্বোক্তরূপ ন্যায় প্রামাণিকপক্ষে বাঞ্ছিতের সাধক, সত্য-পরামর্শে যোগ্য, এবং প্রতিপক্ষ চিন্তাদ্বারা মলিন নহে।

প্রামাণিকপক্ষ—সাধ্যবিশিষ্ট সৎপক্ষ অর্থাৎ সাধ্য এবং হেতুযুক্ত যথার্থ পক্ষ; ঈশ্বরানুমিতিতে পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুর, সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব এবং হেতু-কার্য্যত্ব; পক্ষ-ক্ষিতাঙ্কুর, পক্ষতাবচ্ছেদক অর্থাৎ পক্ষে জ্ঞায়মান ধর্ম্ম ক্ষিত্যঙ্কুরত্ববিশিষ্ট এবং সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব ও হেতু-কার্য্যত্ব বিশিষ্ট, সুতরাং প্রামাণিকপক্ষ।

যাহা সদ্ধেতু, তদ্দারাই যথার্থ অনুমিতি হইয়া থাকে; অনৈকান্ত প্রভৃতি দোষ শূন্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট হেতুই

---

(১) ১৮শ পৃষ্ঠায় "তাৎপর্য্য,, বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে ঐঅংশ দ্রষ্টব্য।

সদ্ধেতু। ঈশ্বরানুমাপক-কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুতে অনৈকান্ত প্রভৃতি দোষ সকলের কোনও একটীর সদ্ভাব থাকিলে উহা সদ্ধেতুরূপে গণ্য হইতে পারে না এবং কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতু সদ্ধেতু না হইলে ঈশ্বরানুমানে উপযুক্ত ন্যায়বাক্য ও সন্ন্যায় হইতে পারে না (১)। কথিতরূপ ন্যায়বাক্যকে প্রামাণিকপক্ষে বাঞ্ছিতের সাধক বলাতে কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুতে অনৈকান্ত প্রভৃতি দোষ সকলের মধ্যে পক্ষাসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি এবং বাধ দোষ নাই ইহাই সূচিত হইল (২)। কারণ - পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকের অর্থাৎ পক্ষে জ্ঞায়মান ধর্ম্মের অভাবই পক্ষাসিদ্ধি; পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুর ক্ষিত্যঙ্কুরে জ্ঞায়মানধর্ম্ম-ক্ষিত্যঙ্কুরত্বরূপে প্রসিদ্ধ সদ্‌বস্তু; সুতরাং পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরে পক্ষতাবচ্ছেদক-ক্ষিত্যঙ্কুরত্বের অভাব নাই বলিয়া পক্ষাসিদ্ধি দোষ নাই। পক্ষে হেতুর অভাবই স্বরূপাসিদ্ধি; পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরে হেতু-কার্য্যত্বের অভাব নাই সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি দোষ নাই। (৩)। পক্ষে সাধ্যের অভাবই বাধ; পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের অভাব নাই সুতরাং বাধ দোষ নাই।৵

বাঞ্ছিতের সাধক বলাতে সিদ্ধের সাধন দোষ নাই এবং পক্ষতা স্বরূপ কারণ আছে ইহাই সূচিত হইল। সিদ্ধ-নিশ্চিত, সাধন-জ্ঞাপন; সিদ্ধ-

(২) কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুশব্দে পঞ্চম স্তবকোক্ত হেতুগুলি বুঝিতে হইবে। সাধ্য এবং পক্ষ সম্বন্ধে ও ঐস্থলের সাধ্য এবং পক্ষ্ বুঝিতে হইবে।

(৩) অনুমিতি করিতে হইলে, পক্ষে হেতুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক, অতএব কার্য্যত্ব হেতুদ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষ ক্ষিত্যঙ্কুরে ক্ষিত্যঙ্কুরত্ব স্বরূপ ধর্ম্মটী যেরূপ জ্ঞায়মান, তদ্রূপ হেতু-কার্য্যত্বও জ্ঞায়মান বলিয়া ক্ষিত্যঙ্কুরত্ব এবং কার্য্যত্ব উভয়কেই পক্ষতাবচ্ছেদক শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরকে প্রামাণিক পক্ষ বলাতে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ নাই ইহাও সূচিত হইতে পারে।

সাধন নিশ্চিতরূপে জ্ঞাতবস্তুর জ্ঞান সম্পাদন। বস্তুটী নিশ্চিতরূপে জানা থাকিলে উহাকে পুনঃ জানাইবার কিংবা জানিবার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং সিদ্ধের সাধন করাও দোষ। অতএব অপরকে কোনও বস্তুর অনুমিতি করাইতে যদি বস্তুটী তাহার নিশ্চিতরূপে জানা থাকে তবে সিদ্ধের সাধন স্বরূপ দোষ হয় বলিয়া ঐরূপ বস্তু বুঝাইবার প্রয়াস পণ্ডশ্রম হয়। ✓ ২ ২.৬১ ·

কোনও বস্তুর জ্ঞান দৃঢ় হইলে ঝটিতি ঐ বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত কিংবা প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানে প্রায়শঃ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক জ্ঞানটী অযথার্থ না যথার্থ অর্থাৎ যাহা বুঝা হইল উহা ভুল না সত্য, এইরূপ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত বস্তুটীকে পুনর্ব্বার বুঝিবার ইচ্ছা করিলে সিদ্ধের সাধন করাও দোষের হইতে পারে না। ৭.১৮

"আত্মা বা হরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ,, ইত্যাদি বাক্য বেদের একটী মহাবাক্য। শ্রু+তব্য=শ্রোতব্য; মন্+তব্য=মন্তব্য; শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি শব্দের "তব্য"-প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয়; বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ ইষ্টের (মঙ্গলের) সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব, বলবদনিষ্টের (গুরুতর অমঙ্গলের) অজনকত্ব; সুতরাং—"শ্রোতব্যো" এই বেদবাক্যের-পরে অবগত "মন্তব্যো" এই বেদবাক্যের দ্বারা মোক্ষার্থির আত্মবিষয়ক শ্রবণের পরে মননে ইষ্টের সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব এবং বলবদনিষ্টের অজনকত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ "মন্তব্যো" এই বেদ বাক্যের দ্বারা মোক্ষার্থী বুঝে শ্রবণের পরে মনন আমার ইষ্ট বা মঙ্গলের অর্থাৎ উদ্দেশ্যের সাধন (সম্পাদক) অর্থাৎ মনন আমার উপকারী, মননকর্ত্তব্য এবং উহা বলবদনিষ্ট বা গুরুতর দুঃখ জন্মাইতে অসমর্থ। ইচ্ছারপ্রতি ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান কারণ; কোনও বস্তুতে ইষ্ট বা উদ্দেশ্যের সাধনতা জ্ঞান হইলে

অর্থাৎ কোনও বস্তুকে উদ্দেশ্যের সম্পাদক বা উপকারী বলিয়া বুঝিলে সেই বস্তুর নিমিত্ত ইচ্ছা (অভিলাষ) হইয়া থাকে। "মন্তব্যো" এইরূপ বেদ বাক্য থাকাতে বেদ শ্রবণের অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্মাকে বুঝিবার পরে আত্মার মননে মোক্ষার্থির ইচ্ছা হইয়া থাকে। সুতরাং বাঞ্ছিত বা ঈপ্সিত বলিয়াই প্রথমতঃ বেদবাক্য-শ্রবণ দ্বারা পরমাত্মা-ঈশ্বর অবগত হইলেও মোক্ষার্থিকে ঈশ্বর-মনন করাইতে সিদ্ধের সাধন করা দোষ হয় না; সুতরাং তজ্জন্য ন্যায়বাক্য বলা নিরর্থক হইতে পারে না। পক্ষতা স্বরূপ কারণ থাকা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কবিতার ব্যাখ্যায় আলোচিত হইবে।

সত্য পরামর্শে যোগ্য অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ পরামর্শ জন্মাইতে সমর্থ; ইহা বলাতে ব্যভিচার, বিরোধ, স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ নাই, ইহাই সূচিত হইল। তাৎপর্য্য—সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতু পক্ষে আছে কিংবা ঐরূপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষ ইত্যাদি নিশ্চয়ই পরামর্শ, সুতরাং পক্ষে হেতু, হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি এবং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ম প্রভৃতি পরামর্শের বিষয় হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় যদি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার (ব্যাপ্তির অভাব), বিরোধ (সাধ্য এবং হেতুর একত্রানবস্থিতি,) স্বরূপাসিদ্ধি (পক্ষে হেতুর অভাব) থাকে তবে পরামর্শ টী সত্য বা যথার্থ হইতে পারে না, উহা ভ্রমাত্মক হয়। সুতরাং ঈশ্বরানুমাপক পরমর্শটীকে সত্য বলাতে হেতু-কার্য্যত্ব প্রভৃতিতে সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্বাদিরব্যভিচার অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বাদিরব্যাপ্তি বা নিয়ত সাহচর্য্যের অভাব, বিরোধ অর্থাৎ সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব এবং হেতু-কার্য্যত্ব প্রভৃতির একত্রানবস্থিতি এবং স্বরূপাসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে হেতু-কার্য্যত্ব প্রভৃতির অভাব নাই ইহাই সূচনা করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ চিন্তা হেতু মলিন নহে বলাতে কথিতরূপ ঈশ্বরানুমানে

সৎপ্রতিপক্ষ নাই (অর্থাৎ কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতু, সৎপ্রতি পক্ষদোষে দুষ্ট-হেতু বা হেত্বাভাস নহে) ইহাই সূচিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য—প্রতিপক্ষ-যাহা অন্যের কার্য্যে তুল্যবলে বাধাদিতে সমর্থ ; চিন্তা = নিশ্চয় ; ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু ইত্যাদি অনুমান বা সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য-কার্য্যত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যাদি পরামর্শ দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুর - সকর্তৃক ইত্যাদিরূপ অনুমিতি করিতে, ক্ষিত্যঙ্কুর —অকর্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু ইত্যাদি অনুমান বা অকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য—শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যাদিরূপ চিন্তা বা নিশ্চয় (অর্থাৎ পরামর্শ) বাধক হইতে পারে, সুতরাং এইরূপ চিন্তাই ঐস্থলে আপাততঃ প্রতিপক্ষরূপে সম্ভবপর। কারণ—কুম্ভকার ঘটের কর্ত্তা, তন্তুবায়, বস্ত্রবয়ন করে, এই সকল দৃষ্টান্তে কর্ত্তা মাত্রেরই শরীর থাকা স্বীকার করিতে হয় সুতরাং কার্য্যমাত্রকেই ফলতঃ শরীর জন্য বলিতে হয়, শরীরী —জীব, যত্ন করিয়াও ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি জন্মাইতে পারে না এবং শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বরও ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে না সুতরাং "ক্ষিত্যঙ্কুর —অকর্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু" এইরূপ অনুমান স্বীকার করা যাইতে পারে বলিয়া এইরূপ অনুমানকে আপাততঃ প্রতিপক্ষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ চিন্তা, বাস্তবিক প্রতিপক্ষ হইতে পারে না কারণ এইরূপ চিন্তা বা পরামর্শ, দুর্ব্বল শরীরাজন্যত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস বিষয়ক বলিয়া দুর্ব্বল এবং কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুর চিন্তা বা পরামর্শ, বলবান্ সদ্ধেতুবিষয়ক বলিয়া বলবান্ (১) ; দুর্ব্বল, বলবানের

(১) সাধ্যের ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্ম্মতা (অর্থাৎ পক্ষে অবস্থিতি) এ উভয়ই হেতুর বল ; যাহা হেত্বাভাস তাহা অবশ্যই ব্যাপ্তি কিংবা পক্ষধর্ম্মতাহীন হইবে। শরীরা-জন্যত্ব প্রভৃতি প্রতিহেতু, সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তিহীন অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়া দুর্ব্বল হেত্বাভাস মাত্র ; কারণ—ক্ষিত্যঙ্কুর, শরীরাজন্য এবং বস্তুতঃ সকর্তৃক বলিয়া যাহা-শরীরাজন্য তাহাই সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট বা অকর্তৃক এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। পঞ্চমস্তবকোক্ত কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতু, সকর্তৃকত্ব প্রভৃতি সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট এবং পক্ষ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে অবস্থিত বলিয়া বলবান্ সদ্ধেতু।

কার্য্যে বাধাদিতে পারে না। অথবা সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে প্রতিহেতু, তদ্বিশিষ্ট পক্ষ সম্ভবপর স্থলে তাদৃশ পক্ষই সৎপ্রতি পক্ষ বা বিদ্যমান্ প্রতিপক্ষ ; ক্ষিত্যঙ্কুর—সকর্ত্তৃক,কার্য্যত্ব হেতু, প্রভৃতি স্থলে সকর্ত্তৃকত্বাদির অভাবই সাধ্যাভাব এবং শরীরাজন্যত্ব প্রভৃতিই প্রতিহেতু ; শরীরাজন্যত্ব প্রভৃতি প্রতিহেতু, সকর্ত্তৃকত্বাভাব প্রভৃতির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট নয় বলিয়া পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্টরূপে অবস্থিত নহে, সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুর—সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু প্রভৃতি স্থলে সৎপ্রতিপক্ষদোষ নাই; এমত অবস্থায় প্রতিপক্ষ চিন্তা দ্বারা কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতু মলিন (অর্থাৎ নিজের কার্য্য ক্ষিত্যঙ্কুর—সকর্ত্তৃক, ইত্যাদিরূপ অনুমিতিতে অক্ষম) হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বা ব্যাপ্য-শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট ইত্যাদিরূপ পরামর্শ হইলে, ক্ষিত্যঙ্কুর-অকর্ত্তৃক বা সকর্ত্তৃকত্বাভাববিশিষ্ট এইরূপ অনুমিতি হয় বটে, কিন্তু ক্ষিত্যঙ্কুর, বাস্তবিক সকর্ত্তৃকত্বের অভাব বিশিষ্ট নয় বলিয়া ঐরূপ অনুমিতি প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নয় উহা ভ্রম জ্ঞান ; সুতরাং ঐরূপ পরামর্শ প্রমাণ (প্রমাজ্ঞানের জনক) নহে, উহা প্রমাণাভাস মাত্র ; অপর পক্ষে—ক্ষিত্যঙ্কুর বাস্তবিক সকর্ত্তৃক বলিয়া কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুর কার্য্য "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্ত্তৃক"এইরূপ অনুমিতি, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান সুতরাং এইরূপ অনুমিতির জনক, সকর্ত্তৃকত্ব-ব্যাপ্য-কার্য্যত্ব বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যাদি পরামর্শ প্রমাণ। প্রমাণাভাস, প্রমাণের কার্য্যে বাধক হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—অপরকে কার্য্যত্ব প্রভৃতি হেতুদ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে সকর্ত্তৃকত্ব প্রভৃতির অনুমিতি করাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব এবং হেতু-কার্য্যত্ব প্রভৃতির পরামর্শ সম্পাদন করা আবশ্যক ; কিন্তু ঐ সকল হেতু, বাস্তবিক দুষ্টহেতু বা হেত্বাভাস (অর্থাৎ কথিতরূপ অনৈকান্ত প্রভৃতি দোষ বিশিষ্ট) হইলে, জিজ্ঞাসু কিংবা প্রতিবাদী যথার্থতঃ ঐ সকল

দোষের উদ্ভাবন করিয়া হেতু-কার্য্যত্ব প্রভৃতিতে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তির অভাব-জ্ঞান কিংবা ক্ষিত্যঙ্কুরাদি স্বরূপ পক্ষের ধর্ম্মতার অভাব জ্ঞান সম্পাদন করিতে পারে। তাহা হইলে, ঐ সকল সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ বিষয়ক পরামর্শ (অর্থাৎ সকর্তৃকত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ব বিশিষ্ট-ক্ষিত্যঙ্কুর ইত্যাদি রূপ নিশ্চয়) ভ্রম অবধারিত হওয়া সম্ভবপর; তাহা হইলে, তদ্বারা "ক্ষিত্যঙ্কুর--সকর্তৃক" ইত্যাদি রূপ অনুমিতি (নিশ্চয়) হইতে পারে না, তদর্থে ন্যায়ালোচনা নিরর্থক হয়; সুতরাং আচার্য্য, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ন্যায়, যে নির্দ্দোষ-হেতুর পরামর্শের সম্পাদক, প্রথমতঃ তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

রস=বাঞ্ছিত; অমৃত=অমরতা; মোক্ষ=মুক্তি। জীব, তাহার বর্ত্তমান্ দেহাদির অবসানে পুনর্ব্বার দেহাদি ধারণ না করিলে মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বর-মনন দ্বারা উহা সম্পন্ন হয় বলিয়া তদুপযোগী ন্যায় বাক্যকে মোক্ষের জন্মস্থান বলা হইল.

কুসুমাঞ্জলি পক্ষে—

প্রস্ফুটিত ফুল দল কিবা চমৎকার।
সৌরভে আকুল প্রাণ, আনন্দ অপার ॥৫
বিমর্দ্দনে নহে ম্লান চারু শোভাময়।
অমৃত-রসের খনি-মধুর আলয় ॥৬
অঞ্জলি পূরিত ফুল ন্যায় মতে চিত।
পরমেশ-পদ-যুগে ভক্তিতে অর্পিত ॥৭
করুক আমার মনে মধুকরে যথা।
সুখের উদয় কিংবা দুঃখ নাশ তথা ॥৮

সুখই জীবের অনুকূল সংবেদনীয় (অর্থাৎ কাম্য এবং ভোগ্য)। জীব, স্বভাবতঃই সুখের নিমিত্ত লালায়িত; সুখের কামনায় সর্ব্বদা তদুপায়ান্বেষণে ব্যগ্র। ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত কত দুঃখ সহ্য করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উদ্দেশ্য—সুখের ভোগ বা উপলব্ধি করা। ভ্রান্ত-জীব, সুখ-ভোগের নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছে। জন্ম, মৃত্যুর প্রবাহে নিরন্তর ভাসিতেছে—ডুবিতেছে। কখন ও বা সাংসারিক ক্ষণিক সুখ-লাভে হৃষ্ট, উদার, সংসারী থাকিতে চায়; কখনও বা দুঃখের কশাঘাতে জর্জ্জরিত, ব্যথিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করে, কিসে ত্রাণ পাওয়া যায়। সুখাভিলাষই জীবের প্রকৃত বন্ধন, ঐটী না থাকিলে দুঃখ বহুল সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিবার (অর্থাৎ দেহাদি ধারণ করিবার) প্রয়োজন থাকে না। কাম্য বা অভিলষিত বস্তু পাইলে উহা আর কে চায়? সাংসারিক সুখ মাত্রই ক্ষণিক, নিমিষে আসে যায়। ঐরূপ সুখ-ভোগে জীব একান্ত তৃপ্ত বা কামনা শূন্য হয় না, ভোগ করিতে করিতেই উহা ফুরাইয়া যায়; কামনা-রাক্ষসী আবার জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ সাংসারিক সুখ মাত্রই দুঃখ মিশ্রিত, সুতরাং মুমুক্ষু-বিবেকী, ঐরূপ সুখের কামনা করে না। অনন্ত কাল ভোগ করিতে পারা যায়, এইরূপ সুখেরই (অর্থাৎ নিত্য-চিরস্থায়ী বা অবিনাশী সুখেরই) কামনা করে। অনন্ত কালের তরে উহার উপলব্ধি করিতে পারিলে কিছুই কাম্য থাকে না, জীব, কামনা বা বন্ধন শূন্য হয়। এবং তাহা হইলেই এই সংসার-কারাগারে আর আসিতে হয় না। শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে, (ন স পুনরাবর্ত্ততে)। সুতরাং নিত্য বা অবিনাশী (অর্থাৎ চিরস্থায়ী) সুখের উপলব্ধিই মুক্তি। ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত। ইহা যুক্তি সিদ্ধনয়; কারণ-নিত্য সুখের ভোগ বা উপলব্ধি, নিত্য অথবা অনিত্য বিচার করা আবশ্যক; যদি নিত্য-চিরস্থায়ী (অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ হীন) হয়, তবে সংসার-

দশাতেও জীবের নিত্যসুখ-ভোগের বিদ্যমানতা বারণ করা যায় না, (অর্থাৎ দুঃখ ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যসুখ-ভোগও স্বীকার করিতে হয়) ; কিন্তু এক সময়ে সুখ দুঃখ-ভোগ অনুভব বিরুদ্ধ ; সুতরাং নিত্য-সুখ-ভোগ, অনিত্য-জন্য স্বীকার করিতে হয় ;—উৎকট ধর্ম্ম সঞ্চয় হইলে তদ্দ্বারা দেহান্তেই নিত্যসুখ-ভোগ সংঘটিত হয় এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া থাকে ; জীবের সংসারাবস্থায় নিত্যসুখ বিদ্যমান্ থাকিলেও শরীরাদি সম্বন্ধ রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ উহার ভোগ বা উপলব্ধি হয় না ইত্যাদি ও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐসব কল্পনা মাত্র ; কারণ-সুখ দুঃখাদি ভোগের প্রতি আত্মার শরীর-সম্বন্ধ, কারণ ; যাহা কারণ, তাহা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তর্কস্থলে আত্মার শরীর সম্বন্ধকে নিত্য সুখ-ভোগের প্রতিবন্ধক স্বীকার করিলেও নিত্যসুখ-ভোগ জন্য ভাব পদার্থ বলিয়া অবিনাশী (চিরস্থায়ী) হইতে পারে না, যেহেতু জন্য ভাব পদার্থ মাত্রই বিনাশী। পক্ষান্তরে, ভোগ-উপলব্ধি বা অনুভব ; নিত্যসুখ-ভোগ, নিত্য-সুখের অনুভব (অর্থাৎ নিত্যসুখোপলব্ধি বা নিত্যসুখ-সাক্ষাৎকার ; সাক্ষাৎকার—একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; জীবের জ্ঞানমাত্রই দ্বি-ত্রি-ক্ষণ-স্থায়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং নিত্যসুখ-ভোগ, নাশ-প্রতিযোগী জাতীয় জন্য পদার্থ,নাশ-প্রতিযোগী জাতীয় জন্য পদার্থের নাশ অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা—নিত্য-ঘট, নিত্য-পট প্রভৃতি ও কল্পনার বিষয় হইতে পারে। বিশেষতঃ উৎকট ধর্ম্মকেই নিত্যসুখ-ভোগের কারণ বলিতে হয়, ধর্ম্ম, কার্য্য এবং ভাব পদার্থ বলিয়া ক্ষয়ী ; শাস্ত্র বাক্যে জানা যায়, পুণ্য (ধর্ম্ম) ক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আবার আসিতে হয় (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি) ; মর্ত্ত্য লোকে নিত্যসুখ-ভোগ হয় না সুতরাং ধর্ম্মক্ষয়ে নিত্যসুখ-ভোগ বা মুক্তির ক্ষয়, অবশ্য স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—মুক্ত-জীবের পুনরাবৃত্তি নাই (ন স পুনরাবর্ত্ততে)।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE 26800

অপিচ-উৎকট পুণ্যের বলে অনন্ত কাল স্থায়ী নিত্যসুখ-ভোগ স্বীকার করিলে, তুল্য যুক্তিতে উৎকট পাপের বলে নিত্যদুঃখ-ভোগ স্বীকার করাও আবশ্যক; তাহা হইলে উৎকট পাপীর কখনও নিষ্কৃতি নাই এই বলিতে হয়; পাপীর দুঃখ-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি নাই, শাস্ত্র ইহা বলে না। এবং বদ্ধই বাস্তবিক দুঃখী; বদ্ধ বলিলেই তাহার একটা মোক্ষাবস্থা মানিতে হয়, উৎকট পাপীর কদাচ ঐ অবস্থা আসিবে না ইহা অযৌক্তিক। বিশেষতঃ সুখ, আত্মার একটী বিশেষ গুণ; যদ্দ্বারা বন্ধন করা যায় তাহারই প্রচলিত নাম গুণ; সুখকর কর্ম্ম সমূহ, সুখস্বরূপ গুণদ্বারা আত্মাকে বন্ধনই করে (অর্থাৎ আত্মার কৈবল্য বা কেবল ভাবকে আবৃতই করে); তবে সুখ হইলে জীব, নিজকে সুস্থ বিবেচনা করে, দুঃখ হইতে সুখের এই বিশেষত্ব। উহা মুক্তির স্বরূপ হইতে পারে না। মহর্ষি-গোতম, মোক্ষের উপায়-ভূত তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থ বলিয়াছেন। (১)। তাহাতে সুখ পদার্থকে পৃথক করিয়া বলেন নাই; কারণ—দুঃখ সম্পর্ক বর্জ্জিত খাঁটি সুখ অসম্ভব সুতরাং সুখকেও তিনি দুঃখ মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সুখ বলাও কর্ত্তব্য ছিল। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলেন। নাশ বা নিবৃত্তি একবার হইলে অনন্ত কাল ব্যাপিয়াই থাকে; নাশ, উৎপন্ন হইলেও ভাব পদার্থ নহে কিংবা নাশ প্রতিযোগী জাতীয় নহে; ইহা অভাব পদার্থ, এবং নাশের নাশ নাই। তাহা হইলে, যেটী নষ্ট হয় ঐটী আবার হইত; কিন্তু ঐটী আর হয় না; ঘটটী নষ্ট হইলে আর একটী ঘট সম্ভব পর, কিন্তু ঐটী আর ফিরে না। দুঃখের যেরূপ নাশ হইলে, দুঃখান্তরের সম্ভাবনা থাকে না ঐরূপ নাশ বা নিবৃত্তিই দুঃখের

(১) আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ বুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তি দোষ প্রেত্যভাব ফল দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ং—গৌতম ১-১-৯ সূত্র।

অত্যন্ত নিবৃত্তি (অর্থাৎ চরম দুঃখাবসান) ; তাহা হইলে পুরুষ চরিতার্থ হয়, পুরুষকে আর এই জ্বালাময় সংসারে আসিতে হয় না, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে (ন স পুনরাবর্ত্ততে)। এইরূপ মুক্তি, অভাবের স্বরূপ বলিয়া ইহা আত্মাকে বন্ধন করিতে (অর্থাৎ আত্মার পরম মহত্ত্ব বা কৈবল্যকে আবৃত করিতে) পারে না, আত্মা স্বরূপতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুঃখাভাবের নিমিত্ত ও জীবকে আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যায় ; গুরুভার বোঝা স্কন্ধে থাকিলে, উহা কতক্ষণে নামিবে এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে ; বোঝাটী স্কন্ধ হইতে নামিলেই হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচে, ঐরূপ স্থলে কিছু সুখ হয় না, দুঃখের নিবৃত্তিতেই পুরুষ নিজকে সুস্থ বিবেচনা করে। জীব, এই সংসার কটাহে দুঃখাগ্নিতে ভর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদাই ত্রাহি ত্রাহি করে, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদে অভিলাষ হওয়াও স্বাভাবিক ; দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি এবং উহাই পরম পুরুষার্থ। (১)।

পূঃ— দেহাদিতে অহং বুদ্ধি সংসার-নিদান।
নাশিতে তাহারে যোগ্য, দেহে নাহং জ্ঞান ॥৯
রজ্জুজ্ঞান যথা নাশে রজ্জুসর্প ভান্।
অবিদ্যা নাশিতে তথা নহে ঈশ-জ্ঞান ॥১০
ঈশের মনন তাই তুচ্ছ প্রায় হয়।
ঈশ হ'তে ভিন্ন-জীব, যেহেতু প্রত্যয় ॥১১

(১) মোক্ষ সম্বন্ধে মতভেদ থাকাতেই আমি সুখ এবং দুঃখাভাব উভয়কে মোক্ষ-রূপে নির্দ্দেশ করিলাম। আত্মতত্ত্ব বিবেকে আচার্য্য, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" ; অনেক সময় সুখ-বোধক শব্দ দ্বারাও দুঃখাভাবকে লক্ষ্য করা হয়, সুতরাং সুখ-বোধক শব্দ দ্বারা মুক্তি অভিহিত হইলেও ঐ সকল শব্দ দুঃখাভাবেরই লক্ষক বলিতে হইবে।

বৃথা তাই ঈশ-পদে নিবেশিত ন্যায়।
ঈশের মননে মাত্র যেহেতু উপায় ॥১২

দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জীবের আমিত্ব জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান, ইহাই অবিদ্যা এবং সংসারের কারণ; অনাদি কর্ম্ম-বাসনা জড়িত জীব, অনুক্ষণ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে, (অর্থাৎ আমি গৌর, খাইতেছি, যাইতেছি, কানা, খোঁড়া প্রভৃতি নানারূপে নিজকে বুঝিয়া থাকে)। এইরূপ আমিত্বজ্ঞানই নানাবিধ দোষের আকর; দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আমিত্ব জ্ঞান বশতঃই জীব, তৎসম্পর্কীয়-দারা, পুত্র প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আসক্ত হয়, প্রতিকুল বিষয়ের দ্বেষ্টা হয় এবং অত্যধিক বিষয়োপভোগে মুগ্ধ হইয়া মরণ-ভয়ে সর্ব্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত ভাবে কাল যাপন করে, এই সমুদায়ই দোষ; এই সকল দোষবশতঃ জীব, নিজের সুখকর বা অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং প্রতিকূল বা দুঃখকর বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই জন্মের কারণ; জীব, যখন বুঝে, কিছুতেই বর্ত্তমান্ দেহাদির রক্ষা করা যাইবে না তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মূলেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার বা অদৃষ্টানুসারে দেহান্তর ধারণ করিয়া থাকে, ইহাই জীবের সংসার। জীব, সংসারী হইয়া নানাবিধ সুখ দুঃখের সংঘাতে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাল যাপন করে, সুতরাং ঐরূপ সংসারের উচ্ছেদ করিতে না পারিলে দুঃখের অত্যন্ত অবসান বা মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব—মোক্ষার্থীর সংসারের (জন্মের) উচ্ছেদ করা আবশ্যক। সংসারের উচ্ছেদ করিতে হইলে, তৎকারণীভূত প্রবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে হয়; প্রবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে হইলে, তৎকারণীভূত দোষের উচ্ছেদ করিতে হয়; দোষের উচ্ছেদ করিতে হইলে, তৎকারণীভূত মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার উচ্ছেদ

করা আবশ্যক। (১) তাহা হইলে, কারণাভাব বশতঃ কার্য্যাভাব, এই ন্যায়ে, জীবের অভিলষিত চরম ফল-মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট না হইলে জীব, অশেষ জ্বালা জটিল সংসার হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। যথার্থ জ্ঞান হইলেই মিথ্যাজ্ঞান একান্ত দূরীভূত হয়; যেমন-রজ্জুতে সর্পত্বজ্ঞান (রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝা) একটী মিথ্যাজ্ঞান; এই মিথ্যাজ্ঞান, ইহা রজ্জু কিংবা ইহা সর্প নহে, ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই দূরীভূত হইয়া থাকে (অর্থাৎ রজ্জুটীকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে তদুপলক্ষিত সর্পত্ব ভ্রান্তি থাকে না), তদ্রূপ—দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জীবের আমিত্ব বা নিজ হইতে অভেদ জ্ঞান স্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান, আমি এই, আমি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র-কর্ত্তা-ভোক্তা-চেতন; দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বিহীন অচেতন বস্তু; উহারা আমা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি নানাবিধ যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই দূরীভূত হইবার উপযুক্ত। ঈশ্বর - জীব হইতে স্বতন্ত্র (২); সুতরাং দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জীবের অভেদ বা আমিত্ব জ্ঞান,

---

(১) দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞানানা মুত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। গৌতম-সূত্র ১-১-২।

(২) ঈশ্বর, জীব হইতে স্বতন্ত্র; ইহা শ্রুতি এবং যুক্তি সিদ্ধ। শ্রুতি—দ্বা সুপর্ণা সখয়া সযুজা ইত্যাদি, দ্বেব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরশ্চাপরমেবচ, ইত্যাদি, ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে ইত্যাদি। যুক্তি—ঈশ্বরের কিছুই প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য নাই বলিয়া প্রাপ্তি এবং হানি দ্বারা ঈশ্বরের সুখ, দুঃখের সম্ভাবনা নাই, তিনি সুখ, দুঃখ হীন; জীব, প্রাপ্তি এবং হানির আবর্ত্তে পড়িয়া সুখ, দুঃখে অভিভূত; ঈশ্বর, জগৎকর্ত্তা; জগন্নির্ম্মাণে জীবের সামর্থ্য নাই, এবং যে সময়ে একজন সুখী ঠিক ঐ সময়ে আর এক জন দুঃখী, এইরূপ একই সময়ে একজন কোনও বিষয়ে জ্ঞানবান্, অপরে, ঐ বিষয়ের কিছুই জ্ঞান রাখে না ইত্যাদি সার্ব্বজনীন বিরুদ্ধ অনুভব বশতঃ জীব-নানা, ঈশ্বর-এক, অদ্বিতীয়; সুতরাং ঈশ্বরও জীব এক (অভিন্ন) হইতে পারে না।

ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে না। (১)। উক্তবিধ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে জীবাত্মাবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ যথার্থ জ্ঞানই) উপযোগী; সুতরাং জীবের আকাঙ্ক্ষিত চরমফল-মোক্ষের নিমিত্ত ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই; ঈশ্বরের মননোপযোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ন্যায়-বাক্য সমূহ নিরর্থক।

উ— যদাত্মানং বিজানীয়াদয়মস্মীতিপুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্যকামায় সংসার মনুসংসরেৎ॥
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি—
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়।
স্বর্গাপবর্গয়ো র্মার্গ মামনন্তি মনীষিণঃ।
যদুপাস্তি মসাবত্র পরমাত্মানিরূপ্যতে॥ ২

উ— স্বর্গতুল্য মুক্তিদ্বয় পরম রতন।
ঈশ উপাসনা হ'তে হয় সংঘটন॥ ১৩
স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা ঈশের মনন।
মোক্ষ তরে যুক্ত হেতু বেদের বচন॥ ১৪
তাঁহাকে জানিয়া জীব, মৃত্যু-পারে যায়।
আর যে নাহিক পথ এইত উপায়॥ ১৫

(১) একে আশ্রিতরূপে একের মিথ্যাজ্ঞান, যেমন—রজ্জুতে সর্পত্বের মিথ্যাজ্ঞান অন্যের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা (ঘট, পট প্রভৃতির স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা) বিনষ্ট হয় না, ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে, রজ্জু কিংবা সর্পের যথার্থ জ্ঞানই উপযোগী; তদ্রূপ—জীব এবং দেহাদি হইতে পৃথক ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাও দেহ প্রভৃতিতে জীবের অভেদ বা আমিত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না, ঐরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে জীবাত্মাবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই উপযোগী।

নিজকে জানিবে জীব এই আমি যবে।
কি লভিতে আশাকরি আসিবে এ ভবে॥ ১৬
বিদ্বান্ কহিছে আছে প্রমাণ বচন।
অতএব করি এবে তাঁর নিরূপণ॥ ১৭

কথিত আপত্তি ঠিক নহে; কারণ ৺ ভগবানের উপাসনা হইতে জীবের স্বর্গতুল্য দ্বিবিধ মুক্তি (অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এবং পরম মুক্তি) হইয়া থাকে। ঈশ্বর বিষয়ক মনন দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার উচ্ছেদ না হইলেও ঈশ্বরকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে, তিনি জীবকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুগ্রহে (অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা জনিত শুভাদৃষ্টের বলে) জীব, স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা (অর্থাৎ নিজের স্বরূপ যথার্থ রূপে উপলব্ধি করিয়া) পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা জ্ঞান পরম্পরা হইতে অব্যাহতি পায়; এবং তাহা হইলেই অশেষ জ্বালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। সুতরাং জীবের স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া ঈশ্বর মননও মোক্ষের উপযোগী। অতএব—ঈশ্বর নিরূপণ বৃথা হইতে পারে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে জানিয়া জীব, মৃত্যু অতিক্রম করে, মুক্তির অন্য উপায় নাই এবং জীবের নিজ আত্ম-সাক্ষাৎকার ও যে মুক্তির সম্পাদক তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—আমি এইরূপ, আমি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র-চেতন, ইত্যাদিরূপে জীব, যখন নিজকে বুঝিবে, তখন কি পাইবার আশায় এই জ্বালাময় সংসারে আসিবে (অর্থাৎ দেহ ধারণ করিবে)? অর্থাৎ ঐ অবস্থায় জীবের বাসনা (অদৃষ্ট) উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এসংসারে কিছুই প্রাপ্তব্য থাকে না, সুতরাং সংসারী হইতে হয় না, মুক্তিলাভ করে। সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান, জীবের স্বাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া মুক্তির কারণ; ঈশ্বরোপাসনা বৃথা হইতে পারে না।

ইহ যদ্যপি যংকমপি পুরুষার্থ মর্থয়মানাঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ; আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ; ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টোনির্ম্মাণ-কায় মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রদ্যোতকো হনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ; লোকবেদ-বিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ; শিব ইতি শৈবাঃ; পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ; পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ; যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ; সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ; নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ; উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ; লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ; যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ; কিং বহুনা যং কারবোঽপি বিশ্বকর্ম্মে-ত্যুপাসতে; তস্মিন্নেবং জাতি-গোত্র-প্রবর-চরণ-কুল-ধর্ম্মাদিবদাসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি সন্দেহ এবকুতঃ কিং নিরূপণীয়ং?

যে কোনও রূপ (স্বাভিপ্রেত) পুরুষার্থ ইচ্ছা করিয়া, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মাকে ঔপনিষদ বা বৈদান্তিকগণ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, স্বভাব, কাপিল বা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ—আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ; পাতঞ্জলগণ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট অথচ নির্ম্মাণার্থ শরীর ধারণ করিয়া সম্প্রদায়ের (বেদের) প্রদ্যোতক (অর্থাৎ প্রকাশক) এবং অনুগ্রাহক (অর্থাৎ লোক-শিক্ষক); মহাপাশুপতগণ—লোক এবং বেদ বিরুদ্ধ কার্য্য-করিয়াও নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র; শৈবগণ শিব; বৈষ্ণবগণ—পুরুষোত্তম; পৌরা-

ণিকগণ—পিতামহ ; যাজ্ঞিকগণ—যজ্ঞপুরুষ ; সৌগত বা বৌদ্ধগণ—সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ ক্ষণিক সর্ব্বজ্ঞ); দিগম্বর বা জৈনগণ—আবরণ শূন্য ; মীমাংসকগণ—উপাস্যত্বরূপে কথিত (অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক); চার্ব্বাকগণ—লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ রাজা) ; নৈয়ায়িকগণ—যাবদুক্তোপপন্ন (অর্থাৎ যুক্তি-সিদ্ধ) বলিয়া উপাসনা করে, অধিক কি বলিব কারুকরগণ—যাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উপাসনা করে, জাতি-গোত্র-প্রবর-চরণ-কুলধর্ম্মাদির ন্যায় সৃষ্টি অবধি অতিপ্রসিদ্ধ সেই ভগবানে সংশয় কি ? (অর্থাৎ সংশয় নাই)। এমত অবস্থায় নিরূপনীয় কি হইতে পারে ?

অদ্বিতীয় চিৎস্বভাব বেদান্তে প্রচার।
আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলের সার ॥ ১৮
ক্লেশ, কর্ম্ম, নাই যাঁর বিপাক, আশয়।
নির্ম্মাণের তরে বটে শরীর ধারয় ॥ ১৯
সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক, অনুগ্রহকারী।
পাতঞ্জল মতে বটে সেইত কাণ্ডারী ॥ ২০
লোকে যা করিতে নাই বেদের নিষেধ।
সমর্থ, সকল কার্য্যে নাই প্রতিষেধ ॥ ২১
তথাপি স্বতন্ত্র, ঈশ, কর্ত্তা, নির্ব্বিশেষ।
পাশুপত মতে মাত্র এই যা বিশেষ ॥ ২২
শৈবের আরাধ্য শিব, বৈষ্ণবের হরি।
পিতামহ নামে পূজে পুরাণ কেশরী ॥ ২৩
যজ্ঞ-পুরুষ যাজ্ঞিক করে নিরূপণ।
ক্ষণিক-সর্ববজ্ঞ-আত্মা সৌগত বচন ॥ ২৪
সদাশিব দিগম্বর, দিগম্বর-বাণী।

পূরব মীমাংসা শাস্ত্রে উপাস্যবাখানি ॥ ২৫
লোক-সিদ্ধ, রাজা, প্রভু, চার্ব্বাকসিদ্ধান্ত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরলোক ও সকল ভ্রান্ত ॥ ২৬
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বটে অতি চমৎকার।
বলা কহা কথা মাত্র, উপপত্তি সার ॥ ২৭
যুক্তি-সিদ্ধ, জগৎ-কর্ত্তা, ঈশ নিরূপিত।
নিরঞ্জনে উপাস্যত্ব কেবল বিহিত ॥ ২৮
বেশী কি বলিব আর কারুকর-রীতি।
বিশ্বকর্ম্মা, এই নাম জপে নিতি নিতি ॥ ২৯
সুপ্রসিদ্ধ পরমেশ বৃথা নিরূপণ। ২৬,৪০৩
তথাপি করিতে বাঞ্ছা তাঁর উপাসন ॥ ৩০

চিৎস্বভাব=স্বাভাবিক চেতন; আদি বিদ্বান্=আদিতে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে) জ্ঞান স্বরূপ; সিদ্ধ=অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন (১)।

---

(১) অষ্টৈশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামাবসায়িতা।

অণিমা=অণুত্ব; নিরতিশয় ক্ষুদ্রতা; যে গুণের সাহায্যে কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও প্রবেশ করা যায়।

লঘিমা=লঘুত্ব; অর্থাৎ যে গুণের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া যায়।

মহিমা=মহত্ত্ব; অর্থাৎ যে গুণের সাহায্যে অতিশয় বৃহৎ হওয়া যায়।

প্রাপ্তি=বহুদূরবর্ত্তি বস্তুকেও হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবার ক্ষমতা।

প্রাকাম্য=ইচ্ছার অসঙ্কোচ ভাব; অর্থাৎ কোনও কার্য্যেই ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া।

বশিত্ব=পরের অনধীনতা।

ঈশিত্ব=সকলের উপর নিজের প্রাধান্য।

কামাবসায়িতা=সত্য-সংকল্পতা; অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা।

১। ক্লেশ=অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। (১)

২। কর্ম্ম—ধর্ম্মের হেতুভূত যজ্ঞাদি এবং অধর্ম্মের হেতু-ভূত হিংসা-প্রভৃতি।

৩। বিপাক—জাতি, আয়ু, ভোগ। (২)।

৪। আশয়—ফলের উৎপত্তি পর্য্যন্ত যাহা থাকে, অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম।

৫। সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক=সম্প্রদায়—বেদ; প্রদ্যোতক—প্রকাশক; বেদের প্রকাশক। বেদ নিত্য, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই, সুতরাং ঈশ্বর বেদের প্রকাশক মাত্র। (৩)।

৬। শিব—ত্রিগুণাতীত।

৭। ঈশ্বর, জগৎ কর্ত্তা ইত্যাদিরূপেই যুক্তি সিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার নিরূপণ করিতে যাইয়া যত প্রকারই বলা হউক না কেন, তন্মধ্যে যুক্তি-সিদ্ধ জগৎ-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি অর্থই গ্রাহ্য। তাঁহাকে নিরঞ্জন অর্থাৎ গুণাতীত বলিয়া বেদে যে বলা হইয়াছে, উহা কেবল ঐরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত, ঐরূপ অর্থ যুক্তি-সিদ্ধ নহে। ঐরূপে উপাসনা করিলে, জীবের চিত্ত নির্ম্মল হয়।

১। অবিদ্যা=মিথ্যাজ্ঞান, অনিত্য বস্তুকে নিত্য বুঝা, দেহাদিতে অহং বুদ্ধি প্রভৃতি।

অস্মিতা=অহং ভাব।

রাগ=আসক্তি অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে চিত্তের অবস্থা বিশেষ।

দ্বেষ=বিরক্তি অর্থাৎ দুঃখকর বিষয়ে চিত্তের অবস্থা বিশেষ।

অভিনিবেশ=মরণ ভয়।

২। জাতি—জন্ম; আয়ু—জীবন-কাল; ভোগ—সুখ দুঃখের অনুভূতি।

৩। ন কশ্চিদ্ বেদ-কর্ত্তাস্তি বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা ঈশ্বরের বেদ-স্মারকতাই প্রকটিত।

ঈশ্বর, অতিপ্রসিদ্ধ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে নিরূপণের আবশ্যকতা না থাকিলেও তাঁহাকে উপসনা করিবার প্রয়োজন আছে। ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে জীবের আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া জীব—জন্ম, জরা, মরণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। তথাপি—

ন্যায়-চর্চ্চেয় মীশস্য মনন ব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরা গতা॥ ৩

শ্রবণের পরে জ্ঞাত মনন সংজ্ঞক।
ন্যায়াধীন উপাসনা নহে নিরর্থক॥ ৩১
অতএব করি এবে ঈশের মনন।
যা'হতে ঘুচিয়ে যাবে এ ভব-বন্ধন॥ ৩২

"আত্মা বাহরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা উপদিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাত—শ্রবণের পরে ঈশ্বরের মনন স্বরূপ উপাসনা নিরর্থক হইতে পারে না। সুতরাং এই বিচারাত্মক-ন্যায়ের আলোচনা দ্বারা তাঁহার মনন স্বরূপ উপাসনাই করা যাইতেছে।

শ্রুতোহি ভগবান্ শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণাদিষু ইদানীং মন্তব্যো ভবতি। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইতি শ্রুতেঃ।

আগমেনানুমানেন ধ্যানা-ভ্যাস-রসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ মুত্তমম্॥৪।

শুনেছ বহুধা শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস।
হবেনা মনন-বিনা তত্ত্ব-পরকাশ॥ ৩৩
আগম-মনন-ধ্যান-অভ্যাসের বলে।
উত্তম বিজ্ঞান-ধন লভহে কৌশলে॥ ৩৪

বেদে শ্রবণের পরেই মননের উপদেশ রহিয়াছে। এবং স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, প্রথমতঃ আগম বা শাস্ত্রদ্বারা তৎপরে ক্রমে মনন এবং ধ্যানাভ্যাস দ্বারা উত্তম যোগ বা বিজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং হে মুক্তিকামিজীব! শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদিতে ৺ভগবান্‌কে অনেকরূপ শুনেছ বটে, এখন মনন কর; মনন ব্যতিরেকে তত্ত্ব-প্রকাশ অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইবে না।

পূ—বেদোক্ত শ্রবণ-পরে বিহিত মনন।
পরমেশে সম্ভাবিত নহে কদাচন॥ ৩৫

শ্রবণ—শব্দদ্বারা অর্থের নিশ্চয়; "আত্মা বা হরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি বেদ-বাক্য দ্বারা পরমাত্মা বিষয়ক শ্রবণের পরে মনন বিহিত; সুতরাং প্রথমতঃ পরমাত্মা বিষয়ক শ্রবণ আবশ্যক। এমত অবস্থায় প্রথমতঃ বেদবাক্যদ্বারা ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে নিশ্চয় করিতে হয় বলিয়া শ্রবণের পরে তদ্বিষয়ে মনন অসম্ভব হয়। তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে সাধ্যের সিদ্ধি (অর্থাৎ নিশ্চয়) থাকিলে মনন বা অনুমিতি হয় না; সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর-মননে ঈশ্বরই সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধ বা নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত। শ্রোতব্যোমন্তব্যো ইত্যাদি বেদ-বাক্য থাকাতে প্রথমতঃ বেদ-বাক্য দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্চয় আবশ্যক; সুতরাং আবশ্যকীয় ঈশ্বর বিষয়ক শাব্দ সিদ্ধি বশতঃ ঈশ্বর-মনন হইতে পারে না।

উত্তর— মননে আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে হৃদি পর।
ঈশের শ্রবণ তবে নহে ক্ষতিকর॥ ৩৬

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো" এই স্থলে মন্‌+তব্য=মন্তব্য, ইহার 'তব্য' প্রত্যয়—বিধি প্রত্যয়; ইহার অর্থ ইষ্ট সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব, গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব। বেদের 'শ্রোতব্য' এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের শ্রবণ যেরূপ বিধান

করা হইয়াছে, তদ্রূপ –'মন্তব্য' এই বাক্যদ্বারা মননের ও বিধান করা হইয়াছে। স্থতরাং "শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি একই মহাবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের মনন ও অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইষ্ট বা উদ্দেশ্যের সাধনরূপে অবধারিত হওয়ায় ঈশ্বর-মননে মোক্ষর্থীর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। (১)। স্থতরাং প্রথমতঃ বেদবাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তাৎপর্য্য—সাধ্যের সিদ্ধি বা নিশ্চয় থাকিলে অনুমিতি হয়না বটে, কিন্তু যদি সাধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মননেচ্ছা হয়, তবে পূর্ব্বে সাধ্যের সিদ্ধি থাকিলেও মনন বা অনুমিতি হইয়া থাকে। মনে কর,— রামের আগুণের প্রয়োজন, অনুসন্ধান করিতেছে কোথায় পাওয়া যায়, লোক মুখে শুনিল, "এই পর্ব্বতে আগুন আছে", এই বাক্যদ্বারা রামের পর্ব্বতে আগুন থাকার জ্ঞানটী সম্পন্ন হইলেও যদি তাহার ইচ্ছা হয় কোনও বিশেষ চিহ্ন বা হেতুদ্বারা বুঝিয়া আগুনের নিমিত্ত পর্ব্বতে যাওয়া যাইবে, তাহা হইলে প্রথমতঃ লোকের কথায় পর্ব্বতে আগুণের নিশ্চয় হইলেও যদি পর্ব্বতে ধূম প্রভৃতি হেতুর দর্শন হয়, তবে ঐরূপ ইচ্ছার বলে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ মনন বা অনুমিতি হইয়া থাকে, স্থতরাং সাধ্য-সিদ্ধির ইচ্ছা না থাকিলেই সাধ্য-সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এমত অবস্থায় মোক্ষর্থীর ঈশ্বর-মনন আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া প্রথমতঃ বেদবাক্য দ্বারা পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিশ্চিত হইলেও ঐ নিশ্চয় ঈশ্বর-মননের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—সাধ্য-সিদ্ধির ইচ্ছার অভাব সহকৃত সাধ্য-সিদ্ধিই অনুমিতির প্রতিবন্ধক, স্থতরাং তাহার অভাব কারণ। মোক্ষার্থীর ঈশ্বর-মননের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে শ্রবণ থাকিলেও ঐ শ্রবণ (বেদবাক্য দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক নিশ্চয়), ঈশ্বর বিষয়ক মননেচ্ছার অভাব সহকৃত না হওয়ায়

(১) ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান ইচ্ছার কারণ (অর্থাৎ কোনও বস্তুকে ইষ্টের সাধন বা উপকারী বলিয়া বুঝিলে ঐ বিষয়ে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে)।

(অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ এবং মননেচ্ছার অভাব একই মোক্ষার্থী পুরুষে এক সময়ে অবস্থিত না হওয়ায়) মননের প্রতিবন্ধক নাই।

তদিহ সংক্ষেপতঃ পঞ্চতয়ী বিপ্রতিপত্তিঃ।

১। অলৌকিকস্য পরলোকসাধনস্যাভাবাৎ।

২। অন্যথাপি পরলোক-সাধনানুষ্ঠানসম্ভবাৎ।

৩। তদভাবাবেদক-প্রমাণ সদ্ভাবাৎ।

৪। সত্ত্বেঽপি তস্যাঽ প্রমাণত্বাৎ।

৫। তৎসাধক-প্রমাণাঽ ভাবাচ্চ। মুং—

তাহা হইলেও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে পাঁচটী বিপ্রতিপত্তি বলা যাইতেছে; বিপ্রতিপত্তি – বিপরীত বুদ্ধি বা বিরুদ্ধ ধারণা, যদিও পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেকের অনেকরূপ বিরুদ্ধ ধারণা আছে তথাপি যথাক্রমে এই পাঁচটী বিপ্রতিপত্তির নিরাস করিতে পারিলে অন্যান্য বিপ্রতিপত্তিগুলি সঙ্গে সঙ্গেই নিরস্ত হইবে, ইহাই "সংক্ষেপতঃ" এই কথার তাৎপর্য্য। কোনও বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধ ধারণার ফল ঐ বিষয়ের সংশয়, সুতরাং বিপ্রতিপত্তি বলাতেই সংশয়-সূচনা করা হইয়াছে।

১। অলৌকিক পরলোক-সাধন নাই, ইহা চার্ব্বাকগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বস্তুতে পরলোকের সাধনতা আছে কি না, অতীন্দ্রিয় বস্তু পরলোকের সাধন কিনা, ইত্যাদি সংশয়।

২। ঈশ্বর ব্যতিরেকেও পরলোক-সাধনানুষ্ঠান সম্ভবপর ইহা মীমাংসকগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল বেদ পৌরুষেয় কিনা এইরূপ সংশয়।

৩। ঈশ্বরাভাবের আবেদক (জ্ঞাপক) প্রমাণ আছে ইহা সৌগত

বা বৌদ্ধগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল অনুপলব্ধি বা অদর্শন অভাবের গ্রাহক কিনা এইরূপ সংশয়।

৪। ঈশ্বর থাকিলেও প্রমাণ নহে, ইহা জৈনগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল ঈশ্বর প্রমাণ কিনা, এইরূপ সংশয়।

৫। ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ নাই ইহা সাংখ্যগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি কার্য্য সকর্ত্তৃক কিনা, এইরূপ সংশয় [১]

সংশয় মনন-পূর্ব্বে নহে নিয়মিত,
কুতার্কিক সন্তোষার্থ বলা যে উচিত। ৩৭
সংক্ষেপে বর্ণিনু তাই সংশয় পঞ্চক,
বিচারাঙ্গ ব'লে পুনঃ নহে নিরর্থক ॥ ৩৮
বিরুদ্ধ মতের দ্বন্দ্ব নিরাসিয়া সব
ক্রমে ক্রমে প্রকাশিব সিদ্ধান্ত বিভব। ৩৯

কোনও কোনও তার্কিক পক্ষে সাধ্য-সংশয়কেই পক্ষতা স্বরূপ অনুমিতির কারণ বলে, পক্ষে সাধ্য-সংশয় না থাকিলে অনুমিতি হয় না, ইহাই তাহাদের অনুভব। মনে কর—নৌকা পথে দূর দেশে যাওয়া যাইতেছে, অসাবধানতা বশতঃ সঙ্গের সঞ্চিত আগুণ নিবিয়া গিয়াছে; পাক করিয়া খাইতে হইবে, আগুণ কোথায় পাওয়া যায়, চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল নদীর ওপারে গরু সকল বিচরণ করিতেছে, রাখালগণ হয়ত তামাক খাইবার নিমিত্ত আগুণ রাখিতে পারে, সংশয় হইল তথায় আগুণ আছে কি না? বিশেষ নিরীক্ষণ করাতে দেখা গেল

(১) এখানে বিশেষ করিয়া বিপ্রতিপত্তিগুলি বলা হইল না। এবং স্পষ্ট ভাষা সংশয় না বলিলেও বিপ্রতিপত্তি বলাতেই ফলতঃ সংশয় বলা হইয়াছে, কারণ, বিপ্রতিপত্তির ফল সংশয়

তথায় ধূম উঠিতেছে, তৎপরে স্মরণ হইল ধূম বহ্নির নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট, (অর্থাৎ যেখানে ধূম তথায়ই বহ্নি); তৎপরক্ষণেই নিশ্চয় হইল বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বা নিয়ত সহচর ধূম তথায় আছে. (ইহাই পরামর্শ); সুতরাং মনন বা অনুমিতি হইল ঐ স্থানটী বহ্নিমান্। এইরূপ অনুভবের বলে তাহারা অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্য-সংশয় থাকা আবশ্যক মনে করে। অতএব ঐ সকল তার্কিকগণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত সংশয় বলা হইয়াছে। বাস্তবিক সংশয় না থাকিলেও অনুমিতি হয়, নতুবা পরমাত্মা বিষয়ক শ্রবণের পরে মনন বিধায়ক "মন্তব্য" এই বেদবাক্যটী অনর্থক হয়; কারণ—কোনও বস্তুর নিশ্চয় হইলে ঐ বস্তু সম্বন্ধে আর সংশয় হইতে পারে না, এমত অবস্থায় বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষার্থীর প্রথমতঃ পরমাত্মার নিশ্চয় আবশ্যক বলিয়া প্রথমতঃ বেদবাক্য দ্বারা পরমাত্মার নিশ্চয় করিতে হয়, সুতরাং তৎপরে পরমাত্মা সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না, মনন অসম্ভব হয়। / "শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি বেদ বাক্যের "মন্তব্যঃ" এই বাক্যটী অনর্থক হয়। অপর—তাহারা যে অনুভবের বলে সংশয়কে মননের কারণ বলে তাহাও যথার্থ নহে, কারণ—সংশয় ভাব এবং অভাব বিষয়ক দ্বিক্ষণ মাত্র স্থায়ী এক প্রকার জ্ঞান, যেমন—গৃহ, ঘট বিশিষ্ট কি না? ইত্যাদি জ্ঞান। কথিতরূপে ধূমদর্শনে বহ্নির মনন-স্থলে—পর্ব্বতাদিতে বহ্নির সংশয়ের পরে (অর্থাৎ পর্ব্বত বহ্নিমান্ কি না ইত্যাদি সংশয়ের পরে) মননের পূর্ব্বে ক্রমিক ধূম স্বরূপ হেতুর দর্শন, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞান, পক্ষ-পর্ব্বতাদিতে বহ্নি এবং ধূমের পরামর্শ (অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত ইত্যাদি নিশ্চয়) প্রভৃতি অনুমিতির কারণ সমূহের সংঘটন স্থলে পক্ষ-পর্ব্বতাদিতে সাধ্য-বহ্নির সংশয়টী মননের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকেনা। সুতরাং ঐরূপস্থলে সংশয় মননস্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়াতে মননের কারণ হইতে পারে না।

বস্তুতঃ ঐ সকল দার্শনিকগণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্তই যে সংশয় বলা হইল কেবল তাহা নহে, বিচারের অঙ্গ বলিয়াও সংশয় প্রদর্শন আবশ্যক। বিচার করিয়া কোনও বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে হইলে ঐ বস্তু সম্বন্ধে সংশয় থাকা আবশ্যক, বস্তুটী বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের নিশ্চয়ঃরূপে জানা থাকিলে বিচারের আবশ্যকতা থাকেনা; অতএব বিচার্য্য বিষয়ে সংশয় প্রদর্শন নিরর্থক হইতে পারে না। এই গ্রন্থে পরলোকাদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের দ্বন্দ্ব নিরাস করিয়া ঈশ্বরের নিরূপণাত্মক উপাসনা করাই অভিপ্রেত; সুতরাং পরলোকাদি সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি বা সংশয় প্রদর্শন আবশ্যক। সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

প্রথম সংশয়—

অলৌকিক পরলোক-হেতু আছে কিনা।
সংশয়ের নিরাসক যুক্তিত দেখি না॥ ৪০

পরলোকের হেতুভূত অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় কোনও পদার্থ আছে কি না? এইরূপ সংশয় নিরাস করিতে হইলে অতীন্দ্রিয়-বস্তুর সাধক যুক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক; যুক্তি ব্যতিরেকে ঐরূপ বস্তু স্বীকার্য্য হইতে পারেনা, যেহেতু ঐরূপ বস্তুর-সাধক প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নাই।

উ— মানেনা যাহারা বটে হেতু অলৌকিক।
সাধন তাদের তরে তার বাস্তবিক॥ ৪১
সিদ্ধ হ'লে অলৌকিক, অধিষ্ঠাতা ব'লে।
ঈশ্বর স্বীকার্য্য হয়, বুঝিবে কৌশলে॥ ৪২
কার্য্যের কারণ যদি হয় অচেতন।
চেতন-প্রেরিত তবে, এইত মনন॥ ৪৩

চেতনা-বিহীন ব'লে ছেদনে কুঠার।
চেতন-প্রেরিত রূপে প্রত্যক্ষ সবার॥ ৪৪

যাহারা অলৌকিক (অতীন্দ্রিয়) কারণ অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) স্বীকার করেনা, তাহাদের নিমিত্ত অলৌকিক-কারণ সাধন করা আবশ্যক। উহা সিদ্ধ হইলে বিরুদ্ধ বাদীগণেরও ঐরূপ কারণের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা প্রেরকত্ব রূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য্য—অচেতন-বস্তু মাত্রই চেতনাধিষ্ঠিত (চেতন-প্রেরিত) হইয়া কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে; চেতন-প্রেরিত না হইলে অচেতন-বস্তু কার্য্যের কারণ বা জনক হয় না।

অচেতন-কুঠার, চেতন চ্ছেদন-কর্ত্তাতে অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ চেতন-চ্ছেদন কর্ত্তা দ্বারা প্রেরিত) হইয়াই ছেদন কার্য্যের জনক হয়; ছেদন কার্য্যে অচেতন-কুঠার চেতনাধিষ্ঠিত বা চেতন-প্রেরিতরূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; অলৌকিক-কারণ অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) সিদ্ধ হইলেই তদ্দারা বৈধ যজ্ঞাদি কর্ম্মে কিংবা অবৈধ হিংসাদি কর্ম্মে পরলোক বা স্বর্গ নরকাদির সাধনতা (কারণতা) নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মকেও স্বর্গ নরকাদির সাধন বা কারণ বলিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম অচেতন বস্তু, সুতরাং কুঠারের দৃষ্টান্তে উহারাও চেতনাধিষ্ঠিত বা চেতন-প্রেরিতরূপে অনুমিত হইবার উপযুক্ত (১)। এমত অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীকে অচেতন কারণরূপে অদৃষ্ট স্বীকার করাইতে পারিলে, কুঠারাদির দৃষ্টান্তে উহাও 'চেতনাধিষ্ঠিত বা চেতন-প্রেরিত, এইরূপ অনুমিতি করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অলৌকিক-অচেতন কারণের অধিষ্ঠান

(১) অনুমানের আকার—অলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম—চেতনাধিষ্ঠিত, অচেতনত্ব বিশিষ্ট কারণত্ব হেতু (অর্থাৎ অচেতনত্বের সহিত মিলিত বা একত্রাবস্থিত কারণত্ব হেতু); দৃষ্টান্ত—যেমন ছেদন-কর্ত্তৃ-পুরুষাধিষ্ঠিত কুঠার।

বা প্রেরণা জীবের দ্বারা সম্ভবপর নয় নিশ্চিত বলিয়া এইরূপ অনুমিতি দ্বারাই জীব হইতে স্বতন্ত্র-চেতন নিশ্চিত হয়, তিনিই ঈশ্বর (১); সুতরাং অলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্ত বলা যাইতেছে।

সাপেক্ষত্বা দনাদিত্বাদ্বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ব-বৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্ম নিয়মাদ্‌ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥ ৪

সাপেক্ষত্ব, অনাদিত্ব, বৈচিত্র্য, বিশ্ব-বৃত্তি, ভোগের প্রতিনিয়তাত্মবৃত্তি প্রভৃতি হেতুতে পর লোকের হেতুভূত অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় (ধর্ম্মাধর্ম্ম) আছে।

উ— সন্দেহ ভঞ্জন তরে করিব যতন।
"অলৌকিক হেতু আছে" প্রতিজ্ঞা বচন॥ ৪৫
হেতু-সিদ্ধি বিনা ইহা সম্ভাবিত নয়।
প্রথমতঃ যুক্ত তাই হেতুর নিশ্চয়॥ ৪৬
সাপেক্ষ বলিয়া কার্য্য, সহেতুক হয়।
অনাদি-প্রবাহ তার জানিবে নিশ্চয়॥ ৪৭
পূ— একমাত্র ব্রহ্ম কিংবা অনাদি প্রকৃতি।
হউক কারণ তায়, ইথে কিবা ক্ষতি॥ ৪৮
উ— বিবিধ কার্য্যের তরে বিবিধ কারণ।
অবশ্য স্বীকার্য্য বটে নাহিক খণ্ডন॥ ৪৯

(১) অচেতন কারণের প্রেরক, চেতন; চেতনের চিকীর্ষাই প্রেরকত্ব; চেতন, কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া অচেতন-কারণ সকলকে কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া থাকে। অদৃষ্ট, অচেতন-কারণ; উহাকে কার্য্যে ব্যাপৃত করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে; জীব, কার্য্য-চিকীর্ষু হইলেও অদৃষ্ট দ্বারা ফল হয় না—ঈশ্বরের কার্য্য-চিকীর্ষাই অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা প্রেরকত্ব।

পূ— কারণ-বাহুল্য যদি মানিয়াই লই।
পরলোক-সাধনের যুক্তি আছে কৈ॥ ৫০
উ— যজ্ঞাদিতে বিশ্ব-বৃত্তি, ধরমে প্রমাণ।
হিংসাদি অনিষ্ট কর্ম্ম, অধর্ম্ম-সোপান॥ ৫১
এখন করিলে কার্য্য ফল জন্মান্তরে।
রহস্য রয়েছে ইথে বুঝ সবিস্তরে॥ ৫২
হীনমতি ভোগে রত শুন হে নাস্তিক!
অলৌকিক-হেতু-তত্ত্ব বুঝ বাস্তবিক॥ ৫৩
নানা জনে এই মহী ভুঞ্জে নানা মত।
অলৌকিক-হেতু বিনা নহে তা সঙ্গত॥ ৫৪
কামিনী রমণী কারো কারো ব্যাঘ্রী প্রায়।
ভক্ষ্যের চূড়ান্ত আহা! কেহ বলে তায়॥ ৫৫
সত্য কথা নহে বৃথা সাবহিতে শুন।
ভোগ্যে নহে সেই শক্তি, পুরুষের গুণ॥ ৫৬

যুক্তি আর ন্যায় এক; পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট বাক্য সমষ্টিই যুক্তি। অতএব প্রথমতঃ যুক্তি বা ন্যায়ের প্রথম অংশ-প্রতিজ্ঞা বাক্য বলা যাইতেছে—পরলোকের হেতুভূত-অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় কারণ (ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম) আছে। ৮

কারণ পদার্থ প্রসিদ্ধ না থাকিলে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে না সুতরাং প্রথমতঃ কারণ সাধন করা যাইতেছে=যথা—যেহেতু কার্য্য মাত্রই সাপেক্ষ, সেই হেতু কার্য্য মাত্র সহেতুক। কার্য্য মাত্রই কোনও নির্দ্দিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থিত; কোনও কার্য্যই সর্ব্বদা থাকে না, কার্য্যের এই অবস্থা (অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন

কালে থাকিয়া কোনও কালে না থাকা স্বরূপ কার্য্যের ধর্ম্ম-কাদাচিৎকত্ব) প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; ইহাই কার্য্যের সাপেক্ষতা। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্ম্মের অপলাপ করা অসম্ভব; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষমাত্রের প্রামাণ্য-বাদী চার্ব্বাকগণের মতে, সুতরাং কার্য্যের সাপেক্ষত্ব বা কাদাচিৎকত্ব উভয়বাদি-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় সাপেক্ষত্ব হেতু করিয়া বিরুদ্ধ বাদীকে,—"কার্য্যমাত্রই সহেতুক" (অর্থাৎ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি বস্তু সত্বার অধীন) এইরূপ অনুমিতি করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে; যেহেতু ঘট, পট, প্রভৃতি কার্য্যের দৃষ্টান্তে যেখানে সাপেক্ষত্ব, তথায়ই সহেতুকত্ব (অর্থাৎ যাহা সাপেক্ষ তাহাই সহেতুক) এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভব পর; সুতরাং কার্য্যমাত্রেই সহেতুকত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সাপেক্ষত্ব আছে এরূপ পরামর্শ দ্বারা "কার্য্য মাত্রই সহেতুক" এরূপ অনুমিতি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কার্য্যমাত্রে সহেতুকত্বের নিশ্চয় হইলে ফলতঃ কার্য্যমাত্রের কারণ থাকাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্য—সহেতুকত্ব, নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি বস্তু সত্বার অধীনতা; কার্য্যমাত্রকে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি বস্তু সত্বার অধীন বুঝিলে, কার্য্যমাত্রের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি রূপে বস্তুটী ও ঐজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, যে বস্তু যে কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ বস্তুই ঐ কার্য্যের কারণ, যেমন ঘট স্বরূপ কার্য্যের কারণ দণ্ড, চক্র প্রভৃতি; সুতরাং কার্য্যমাত্রকে সহেতুক বুঝিলে কার্য্যমাত্রের কারণ অবশ্যই বুঝা হইয়া থাকে। (১)।

(১) ঘট, একটী কার্য্য; সর্ব্বদা থাকেনা, সাপেক্ষ বস্তু; সুতরাং সহেতুক অর্থাৎ দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি বস্তু সত্বার অধীন); দণ্ড, চক্র, মৃত্তিকা সলিল, সূত্র প্রভৃতি বস্তু. ঘট স্বরূপ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে ঘট হয় না সুতরাং ঘট স্বরূপ কার্য্যটীকে সহেতুক বুঝিলে ঐসকল বস্তুকে ঘট স্বরূপ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী রূপেই বুঝা হয়; অন্যথাসিদ্ধি-শূন্য কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুই কারণ, সুতরাং দণ্ড চক্র প্রভৃতিকে ঘট স্বরূপ কার্য্যের কারণ বুঝিতে বাকী থাকে না।

কথিতরূপ অনুমানের সাহায্যে না হয় কার্য্য মাত্রের কারণ থাকা স্বীকার করা গেল; কিন্তু তাহা হইলেও বিরুদ্ধ বাদী-চার্ব্বাকগণ,—বলিতে পারে যে, কার্য্যের কারণ সমূহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে কিনা? যদি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে তবে কার্য্যেরও সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকা (অর্থাৎ সদাতনত্ব) প্রসঙ্গ হয়; তাহা হইলে কার্য্যের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধধর্ম্মসাপেক্ষত্বের অনুপপত্তি হয়। কার্য্যের কারণ সমূহ বর্ত্তমান অথচ কার্য্য হইবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং কারণ সমূহকেও সাপেক্ষ বলিতে হয় এবং সেই হেতুতে কারণ সমূহকেও সহেতুক (অর্থাৎ কারণের কারণ থাকা) মানিতেহয়; এইরূপে পরম্পরা ক্রমে কারণের কারণ স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, কারণ-ধারার শেষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, অনবস্থা-দোষ ঘটে; সুতরাং এইরূপ অনবস্থা দোষ পরিহারের নিমিত্ত অগত্যা কারণ-প্রবাহ বা কারণ-ধারার অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া অনবস্থাটী মানিয়া লইতে হয়। ১।

পূ—আচ্ছা কার্য্য মাত্রের কারণ থাকা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও এক ব্রহ্ম কিংবা এক প্রকৃতিকে কারণ স্বীকার করিলেই চলে, অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নানা কারণ স্বীকার করা অনাবশ্যক।

উ—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বস্তুর অপলাপ করা অসম্ভব; ঘট, পট, প্রভৃতি কার্য্য সকল বিভিন্ন জাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। একব্রহ্ম কিংবা এক

---

(১) তাৎপর্য্য—যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর কিংবা অঙ্কুর হইতে বীজ, এ উভয়ের এক শেষ সিদ্ধান্ত হয় না বলিয়া এইরূপ প্রবাহের অনাদিত্ব (অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে ঐরূপই চলিয়া আসিতেছে) স্বীকার করিয়া অনবস্থাটী মানিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ—কারণ পরম্পরার ও একশেষ সিদ্ধান্ত করা যায় না বলিয়া কাদাচিৎক এবং সহেতুক কারণ-ধারার ও অনাদিত্ব (অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে কাদাচিৎক এবং সহেতুকরূপে পরম্পর ক্রম কারণ সকল চলিয়া আসিতেছে) স্বীকার করিয়া অনবস্থাটী মানিয়া লইতে হয়।

জাতীয় প্রকৃতি, বিভিন্ন জাতীয় ঘট, পট, প্রভৃতি কার্য্যের কারণ হইলে ঘট, পট, প্রভৃতি কার্য্যের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিচিত্রধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং কারণের ও নানা জাতীয়তা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।) তাৎপর্য্য—ঘট, পট প্রভৃতি কার্য্য সমূহ, ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; ইহারা সর্ব্বাংশে এক জাতীয় নহে। ঘটের ঘটত্ব, ঘট সমুদায়ের স্বীয় স্বীয় বিশেষ জাতি বা সমান ধর্ম্ম (অর্থাৎ সামান্য); পটের পটত্ব, পট সমুদায়ের স্বীয় স্বীয় বিশেষ জাতি বা সমান ধর্ম্ম (অর্থাৎ সামান্য) ; ঘট সমুদায়ের সামান্য বা জাতি-ঘটত্ব, পটে নাই, এইরূপ পট সমুদায়ের সামান্য বা জাতি-পটত্ব, ঘটে নাই। ইহার কারণ কি ? না—ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের কারণের বিভিন্ন-জাতীয়তাই উহার কারণ ; অর্থাৎ বলিতে হয় দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র মৃত্তিকা কুম্ভকার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় কারণ সমূহের সম্মিলন বশতঃ ঘট, ঘটত্ব স্বরূপ সামান্য বা জাতি লাভ করে এবং তন্তু, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় কারণ সমূহের সম্মিলন বশতঃ পট, পটত্ব স্বরূপ সামান্য বা জাতি লাভ করে। এমত অবস্থায়—একব্রহ্ম কিংবা এক জাতীয় প্রকৃতি মাত্র ঘট পট প্রভৃতির কারণ হইলে উহাদের ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সামান্য বা জাতি লাভ অসম্ভব হইয়া পরে। সুতরাং এক মাত্র ব্রহ্মকে কিংবা এক জাতীয় প্রকৃতিকে কার্য্যের কারণ বলা যুক্তি বিরুদ্ধ।

পূ—আচ্ছা কার্য্য নানা জাতীয় বলিয়া না হয় কারণেরও নানা জাতীয়তা স্বীকার করা গেল ; তাহাতেই বা পরলোকের হেতু অতীন্দ্রিয় পদার্থ মানিতে হইবে কেন ?

উ—পরলোকে স্বর্গাদি ফলার্থিগণের বিহিত-যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ-হিংসাদি কর্ম্মে নিবৃত্তিই অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ।

তাৎপর্য্য—ইহকালে বৈধ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরকালে স্বর্গাদি ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই পরলোকে স্বর্গাদি ফলার্থিগণের ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এবং নিষিদ্ধ-হিংসা প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নারকীয় দুঃখ-ভোগ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঐ সকল কর্ম্মে নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়॥ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে কারণ বর্ত্তমান থাকা নিয়ম; যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহ, ইহকালে অনুষ্ঠানের পরে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায় পরকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরকালে উৎপৎস্যমান স্বর্গাদি ফলের জনক হইতে পারে না; কিন্তু যজ্ঞাদি বৈধ-কর্ম্মে ইষ্ট সাধনতা (অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের জনকতা) জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি এবং হিংসাদি অবৈধ কর্ম্মে, অনিষ্ট-সাধনতা (অর্থাৎ নরকাদির জনকতা) জ্ঞান ব্যতিরেকে নিবৃত্তি হয় না; অতএব যজ্ঞাদি বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম-কর্ত্তার পরকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী শুভাদৃষ্ট বা ধর্ম্ম, এবং হিংসা প্রভৃতি অবৈধ কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম-কর্ত্তার পরকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী অশুভাদৃষ্ট বা অধর্ম্ম হয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার করিয়া বৈধকর্ম্মে স্বর্গাদি ফলের জনকতা এবং অবৈধ কর্ম্মে নরকাদি ফলের জনকতা সম্ভবপর বলিয়া বৈধাবৈধকর্ম্মে ইষ্টানিষ্ট সাধনতানিশ্চয় সম্ভবপর সুতরাং বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অবৈধ কর্ম্মে নিবৃত্তির অনুপপত্তি হয় না। অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকারে আরও যুক্তি এই যে—জন্মাবধি কেহ প্রভু, কেহ দাস, এসব তারতম্যের কারণ কি? ইহার দৃষ্ট হেতু নিরূপণ করা যায় না, অদৃষ্ট কারণ বশতঃই উহারা ঐরূপে জন্ম গ্রহণ করে বলিতে হয়; জগৎকর্ত্তা-পরমেশ্বরকে ঐরূপ তারতম্যের কারণ বলা যায় না, যেহেতু তিনি দোষকলুষ-হীন; যাহার যেরূপ প্রাক্তন কর্ম্ম বা অদৃষ্ট তদনুসারেই জীব, প্রভুভৃত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এখন কথা হইতে পারে এই অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম,

ভোগ্যবস্তুর অথবা ভোক্তা জীবের ? না,—ভোগ্যবস্তুতে অদৃষ্ট স্বীকার করা যায় না, কারণ দেখা যায় একই ষোড়শী রমণীকে কামুক যে চক্ষুতে দেখে, পরিব্রাজক-ত্যাগী পুরুষ ঐরূপে দেখে না, হিংস্র জন্তুর মত বিবেচনা করিয়া উহা হইতে দূরে থাকে. এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ উত্তম ভক্ষ্যবস্তু বিবেচনা করিয়া সুকোমল মাংসের নিমিত্ত উহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়, ইহাতে বুঝা যায় ভোক্তাগণের যাহার যেরূপ অদৃষ্ট, তদনুসারে ষোড়শী রমণী সেই সেই জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভোগ-সম্পাদন করিয়া থাকে ; নতুবা ষোড়শী রমণী সমুদায়ের পক্ষেই একরূপ ভোগের সম্পাদয়িত্রী হইত, সুতরাং ভোক্তা জীবেরই অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

পূঃ—অকস্মাৎ হয় সব চার্ব্বাক-সিদ্ধান্ত।
তীক্ষ্ণতা কণ্টক-ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত অভ্রান্ত ॥ ৫৭

কণ্টকের তীক্ষ্ণতা বা সূচ্যগ্রতা কেহ প্রস্তুত করেনা ; উহা যেরূপ অকস্মাৎ হয়, তদ্রূপ—জাগতিক সমুদায় কার্য্যই অকস্মাৎ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব হেতুদ্বারা সহেতুকত্বের অনুমানে কণ্টকের তীক্ষ্ণতার দৃষ্টান্তে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ উদ্ভাবন করাই উদ্দেশ্য। সৎপ্রতি-পক্ষের আকার—ঘটপট প্রভৃতি কার্য্য সমুদায়-সহেতুক নহে, যেহেতু-উহারা কার্য্য ; দৃষ্টান্ত—যেমন—কণ্টকের তীক্ষ্ণতা। ইহাই চার্ব্বাকগণের গূঢ়াভিসন্ধি।

উঃ—হেতু-ভূতি-নিষেধোন স্বানুপাখ্য বিধির্ন চ।
স্বভাব-বর্ণনা নৈব অবধে র্নিয়তত্বতঃ ॥ ৫

অবধির (নির্দ্দিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থানের) নিয়তত্ব (নিয়ম) বশতঃ "অকস্মাদ্‌ভবতি" (অকস্মাৎ হয়) এই শব্দদ্বারা হেতুর নিষেধ অথবা ভূতি বা উৎপত্তির নিষেধ কিংবা স্ব এবং অনুপাখ্যের (অলীকের)

বিধি (ব্যবস্থা) অথবা স্বভাবের বর্ণনা (অর্থাৎ স্বভাবতঃ কার্য্য জন্মিয়া থাকে) এই সমুদায়ের কোনও অর্থই হইতে পারে না।

উঃ—হেতুর নিষেধ ইহা কভু নাহি হয়।
উৎপত্তির প্রতিষেধ সত্য বটে নয়॥ ৫৮
নিজের কারণ নিজ অলীক সিদ্ধান্ত।
তুচ্ছ হ'তে কার্য্য জন্মে বলে যে সে ভ্রান্ত॥ ৫৯
স্বভাব কার্য্যের হেতু অসত্য বর্ণনা।
অবধি নিয়ত কার্য্য সকলের জানা॥ ৬০

"অকস্মাৎ হয়" এই শব্দের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দটীরদিকে লক্ষ্য করিতে হয়; দেখা যায় শব্দটীর—"অ-কস্মাৎ-হয়" এই তিনটী অংশ; 'অ'-নিষেধার্থক অব্যয়, 'কস্মাৎ' কারণ-বোধক কিম্ শব্দের পঞ্চমীর একবচনে নিষ্পন্ন পদ; "হয়" উৎপত্তির বোধক ক্রিয়া-পদ। এমত অবস্থায় কারণের বোধক "কিম্" শব্দের সহিত নিষেধার্থক "অ" শব্দের অন্বয় স্বীকার করিলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি অর্থ হয়; আর ব্যবহিতান্বয় স্বীকার করিয়া উৎপত্তির বোধক 'হয়' শব্দের সহিত 'অ' শব্দের অন্বয় স্বীকার করিলে উৎপত্তিরনিষেধ অর্থ হয়; অপর—কারণাধীন-উৎপত্তির বোধক "কস্মাৎ হয়" এই সমস্ত শব্দের সহিত অন্বয় স্বীকার করিলে কারণ-জন্য উৎপত্তির নিষেধ অর্থ হয়; এই অর্থে ফলতঃ প্রথম পক্ষের ন্যায় কারণ-ব্যতিরেকে উৎপত্তিই অর্থ হয় (১); এবং কারণ ভিন্ন হইতে উৎপত্তি, অকস্মাৎ হয়' শব্দের অর্থ করিলে নিজ হইতে কিংবা অলীকতুচ্ছ

(১) কারণাধীন উৎপত্তি চার্ব্বাক মতে অলীক বলিয়া তাহার নিষেধ কর চলেনা, সুতরাং কারণ ব্যতিরেকে উৎপত্তিই ফলিতার্থ।

হইতে উৎপত্তি অর্থ হয় (১); অপর—"অকস্মাৎ হয়" শব্দের অব্যুৎপন্ন (অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়াদি দ্বারা অলভ্য) স্বভাব অর্থ করিলে, স্বভাবতঃই কার্য্য হয়, অর্থ হয়; কিন্তু ঐ সকল অর্থের কোনওটীই যুক্তি সঙ্গত নহে; যেহেতু—কার্য্য মাত্রই অবধি নিয়ত। তাৎপর্য্য—কার্য্যের কারণ না থাকিলে কিংবা কার্য্য নিজেই নিজের কারণ হইলে অথবা কার্য্যের কারণ অলীক তুচ্ছ হইলে এবং স্বভাব কার্য্যের কারণ হইলে কার্য্য মাত্রই সর্ব্বদা হয় না কেন আপত্তি হইতে পারে; তাহা হইলে, কার্য্য মাত্রের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়তাবধিকত্বের (সাপেক্ষত্ব বা কাদাচিৎকত্বের) অর্থাৎ-কোনও নির্দ্দিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থানের ব্যাঘাত হয়। তাৎপর্য্য—কার্য্য মাত্রই কোনও পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থিত হয় কেন? অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হয় একমাত্র কারণের সমাবেশই উহার কারণ (অর্থাৎ কারণ সমূহের সমাবেশ পরিচ্ছিন্ন কালে হয় বলিয়া কার্য্যও পরিচ্ছিন্ন কালেই অবস্থিত হয়); যেমন—ঘট একটী কার্য্য, পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থিত (অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিলনা পরেও থাকিবেনা মধ্যবর্ত্তী কালেই বর্ত্তমান); তাহার হেতু-মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণ সকলের সমাবেশ কোনও পরিচ্ছিন্ন কালে হয় বলিয়া ঘট স্বরূপ কার্য্যটী ঐ সকল কারণের সমাবেশ কালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই হইয়া থাকে; এমত অবস্থায়—ঘট স্বরূপ কার্য্য ঐ সকল কারণ-দ্বারা না হইয়া যদি নিজ হইতে কিংবা অলীক-তুচ্ছ হইতে অথবা স্বভাবতঃ হয় স্বীকার করা যায় তবে কারণ সমাবেশ কালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে কার্য্য ব্যবস্থিত হয় নিয়ম হইতে পারেনা; কার্য্য অনিয়মেই হয় স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তি কালের

(১) জাগতিক পদার্থ সকল কার্য্য এবং কারণ দ্বিবিধরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, তদতিরিক্ত অলীক। সুতরাং কারণ নয় বলিলে, হয়—কার্য্য অথবা অলীকে এই অর্থ হইতে পারে।

সীমা নির্দ্দেশকরা যায না ; আপত্তি হইতে পারে কার্য্য মাত্রই সর্ব্বদা হয় না কেন ? ৮

পূঃ—ব্যভিচারে তৃণাদির তৃণ, নির্ম্মন্থন।
কাচ বায়ু সূর্য্য নহে দহন-কারণ ॥ ৬১
ব্যাপক-বিরহ, ব্যাপ্য-বিরহ-জ্ঞাপক।
সাপেক্ষতা নহে তাই কারণ-সাধক ॥ ৬২

যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযুক্ত তৃণে ফুৎকার কিংবা ব্যজনাদির বাতাস দিলে অথবা কাচ বিশেষ সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলে, অরণি-কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিলে, কিংবা প্রস্তর বিশেষে লৌহ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের আঘাত করিলে, আগুন উৎপন্ন হয় ; ঐ সকল বস্তুর কোনও এক জাতীয় বস্তু না থাকিলেও অন্যজাতীয় বস্তু দ্বারা (অর্থাৎ তৃণ ফুৎকার ব্যতিরেকেও অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা) অগ্নির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; এমত অবস্থায় ব্যভিচার বশতঃ (অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নিসংযুক্ত-তৃণ এবং ফুৎকারের অভাব স্থলে অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা অর্থাৎ একজাতীয় বস্তুর অভাব স্থলে অন্য জাতীয় বস্তু দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি হয় বলিয়া) তৃণ প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তুই বহ্নি সামান্যের কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং বহ্নি সামান্য সহেতুক নয় স্বীকার করিতে হয়। এবং যেখানে ব্যাপকীভূত-বস্তুর অভাব থাকে, তথায় ব্যাপ্য-বস্তুর অভাব থাকা নিয়ম ; যেখানে সাপেক্ষত্ব, তথায়ই সহেতুকত্ব সুতরাং সহেতুকত্ব সাপেক্ষত্বের ব্যাপক এবং সাপেক্ষত্ব সহেতুকত্বের ব্যাপ্য ; সুতরাং বহ্নিতে ব্যাপক-সহেতুকত্বের অভাব বশতঃ ব্যাপ্য-সাপেক্ষত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়। এমত-অবস্থায় কার্য্যমাত্রে সহেতুকত্বের অনুমাপক পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্বহেতুটী, পক্ষীভূত বহ্নি প্রভৃতি কার্য্যে অসিদ্ধ ; সুতরাং অসিদ্ধ সাপেক্ষত্ব স্বরূপ

হেত্বাভাসদ্বারা কার্য্যমাত্রে সহেতুকত্বের নিশ্চয় (অনুমিতি) হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অলৌকিক অদৃষ্ট কারণ ও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বর ও সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য।

মীমাংসক মতে উত্তর।

অনুকূল শক্তিরূপে সকলে কারণ।
বিচিত্র কারণ বার্ত্তা অসত্য বচন॥ ৬৩
তৃণ, কাষ্ঠ, মণি, আদি আর ২ যত।
অনুকূল শক্তি তাতে বহ্নির সংহত॥ ৬৪
তৃণ নাই, মণি নাই, কাষ্ঠ থাকা হেতু।
ধপ্ করে জ্বলে উঠে ধূম যার কেতু॥ ৬৫
ব্যভিচার হয় ব'লে, শক্তিরূপে তাই।
তৃণ, কাষ্ঠ, মনি আদি, কারণ সবাই॥ ৬৬

তৃণ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বস্তু, নিজ নিজ অসাধারণ ধর্ম্ম-তৃণত্বাদি রূপে বহ্নি সামান্যের কারণ হইতে না পারিলে ও বহ্নির উৎপত্তিতে তৃণ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বস্তুরই অপেক্ষাবশতঃ তৃণ প্রভৃতি বস্তু সমূহে বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল শক্তি আছে, স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তৃণ প্রভৃতি বস্তু সকল বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল শক্তিমান্; অতএব বহ্নিসামান্যের উৎপত্তিতে, তৃণত্বাদি রূপে তৃণাদির ব্যভিচার থাকিলেও (অর্থাৎ তৃণ ব্যতিরেকে অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণাদি দ্বারা বহ্নির উৎপত্তি সম্ভবপর হইলেও) বহ্নির উৎপত্তিতে তৃণ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বস্তুরই অপেক্ষা বশতঃ বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল শক্তিমানের ব্যভিচার নাই (অর্থাৎ বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল শক্তিমান্ না থাকিলে বহ্নির উৎপত্তি হয়

না); সুতরাং শক্তিমত্ত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মরূপে তৃণ প্রভৃতি সকলেই বহ্নির কারণ। এমত অবস্থায় বহ্নি প্রভৃতি কার্য্যে সহেতুকত্বের অভাব নাইবলিয়া সহেতুকত্বের অভাব বশতঃ সাপেক্ষত্বের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না।

মীমাংসক মতের উপরে দোষারূপ পূর্ব্বক ন্যায় মতে উত্তর।

শক্তি দ্বারা কার্য্য হয় শক্তি-মূলে আর।
শক্তি-মূলে শক্তি মানা অনবস্থা সার॥ ৬৭
নিত্যাশ্রয়ে নিত্য-শক্তি, অনিত্যে অনিত্য।
শক্তের কারণে হয় ও কথাও মিথ্যা॥ ৬৮
তৃণ-বায়ু, মণি-সূর্য্য, অরণি-মন্থন।
পরস্পর সমাবেশে জনমে দহন॥ ৬৯
যার প্রতি যে যে রূপে যে যে হেতু হয়।
সে সে রূপে পরস্পর সহযোগী রয়॥ ৭০
শক্তিরূপে সব যদি কারণ হইবে।
মণি-বায়ু যোগে বহ্নি কেন না জন্মিবে॥ ৭১
বিজাতীয় কার্য্য তরে বিজাতী-কারণ।
স্বীকার করিলে হয়, আপত্তি-ভঞ্জন॥ ৭২
তার্ণ বহ্নি প্রতি তৃণ, মণি নহে আর।
কারণে কারণে মিল জানা সবাকার॥ ৭৩
তৃণ নাই মণি আছে, মণি নাই তৃণ।
এসকল বাধা কেন মনোমধ্যে গণ॥ ৭৪
ব্যভিচার হয় ব'লে হুতাশন-দলে।
দলাদলি সৃষ্টিকর পরম কৌশলে॥ ৭৫

তার্ণ-বহ্নি প্রতি তৃণ, অন্য প্রতি নয়।
এই মত যুক্তি করে কারণ নিশ্চয়॥ ৭৬

মীমাংসকগণের যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও বিশেষ বিচারে ঐরূপ যুক্তির কোনও মূল্য উপলব্ধি হয় না। কারণ—তৃণ প্রভৃতি বস্তু সমূহে বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল যে শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে ঐ শক্তির কারণ কে? জিজ্ঞাসা করিলে যদি তদুত্তরে ঐ শক্তির আশ্রয় তৃণ প্রভৃতিকেই কারণ বলা যায়, তবে তুল্য যুক্তিতে ঐ শক্তির অনুকূল শক্তি-মত্ত্বরূপেই তৃণ প্রভৃতিকে কারণ বলিতে হয়; এইরূপে দ্বিতীয় শক্তির কারণ কে? প্রশ্নের উত্তরে আবার তদনুকূল শক্তিমত্ত্ব রূপেই কারণ স্বীকার করিতে হয়; এইরূপে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তবে তৃণ প্রভৃতি জন্য বস্তু সমূহে যে শক্তি আছে উহা তৃণ প্রভৃতি বস্তুর উৎপাদক কারণ দ্বারা তৃণ প্রভৃতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে এবং বহ্নির কারণীভূত নিত্যবস্তু কাল, দিক্ প্রভৃতিতে যে শক্তি আছে উহা নিত্যা স্বীকার করিলে, কথিতরূপ অনবস্থা দোষ না হইলেও মীমাংসক গণের যুক্তি বিচার সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ—একটী মাত্র কারণের দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না, কেবল তৃণ কিংবা মণি দ্বারা বহ্নির উৎপত্তি হয় না; তৃণের সহকারী রূপে যৎকিঞ্চিৎ অগ্নিসংযোগ এবং ফুৎকার প্রভৃতি, এইরূপ মণির সহকারী রূপে সূর্য্যরশ্মি সংযোগ, এইরূপ অরণি কাষ্ঠের সহকারী রূপে নির্ম্মন্থন বা কাষ্ঠ দ্বয়ের ঘর্ষণ বিশেষকে কারণ বলিতে হয়। সুতরাং বিশেষ ২ কারণের সহিত বিশেষ ২ কারণেরই সহযোগিতা স্বীকার করিতে হয় (অর্থাৎ বিশেষ ২ কারণ বিশেষ ২ কারণের সহিত কার্য্যের অধিকরণে মিলিত হইলেই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয় স্বীকার করিতে হয়)। সহকারী ব্যবস্থার নিয়ম আছে, উহা অনিয়মে হইতে পারে না; (অর্থাৎ যে জাতীয় কার্য্যের প্রতি যে বস্তু নিজের

অসাধারণ যে ধর্ম্মকে নিয়া কারণ হয় ঐ ধর্ম্মরূপেই ঐ বস্তু, ঐ জাতীয় কার্য্যের কারণীভূত অন্য কারণের সহকারী হইয়া থাকে)। যেমন—ঘট জাতীয় কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা, নিজের অসাধারণ ধর্ম্ম—মৃত্তিকাত্বরূপে কারণ, এবং দণ্ড, চক্র, প্রভৃতি ও ঘটজাতীয় কার্য্যের প্রতিই নিজ নিজ অসাধারণ ধর্ম্ম দণ্ডত্ব, চক্রত্বাদিরূপে কারণ বলিয়া দণ্ডত্ব, চক্রত্বাদি রূপে দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণ সমূহ ঘট জাতীয় কার্য্যের কারণীভূত মৃত্তিকার সহকারী হইয়া থাকে)। এমত অবস্থায় তৃণ, ফুৎকার প্রভৃতি কারণ সমূহ স্বীয় ২ বিশেষ ধর্ম্ম-তৃণত্ব, ফুৎকারত্বাদি রূপে বিশেষ বহ্নির কারণ না হইয়া যদি বহ্নির উৎপত্তির অনুকূল শক্তিমত্ত্বরূপে (অর্থাৎ শক্তিমান্ বলিয়া) বহ্নি সামান্যের কারণ হয় তাহা হইলে তৃণের সহকারী (অর্থাৎ বহ্নির কারণীভূত তৃণের সহিত এক আধারে মিলিত হইয়া বহ্নির জনক) ফুৎকার এবং যৎ কিঞ্চিদগ্নি সংযোগ, এইরূপ মণির সহকারী (অর্থাৎ বহ্নির কারণীভূত মণির সহিত একত্র মিলিত হইয়া বহ্নির জনক) সূর্য্যরশ্মি সংযোগ প্রভৃতির পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ সহকারিতার ব্যবস্থা হইতে পারে না ; কারণ—ঐ সকল বস্তু প্রত্যেকেই সামান্যতঃ বহ্নির অনুকূল শক্তিমান্ বলিয়া তাদৃশ শক্তিমত্ত্বরূপে অভিন্ন, সুতরাং কে কাহার সাহায্য করিবে নিরূপণ করা চলেনা ; বরং তৃণে ফুৎকার এবং অগ্নিসংযোগ করিলে যেরূপ আগুন জ্বলে,তদ্রূপ মণি প্রভৃতিতেও ফুৎকার এবং অগ্নি সংযোগ করিলে ও আগুন জ্বলিবার আপত্তি হইতে পারে। অতএব কার্য্যীভূত বহ্নির বৈজাত্য স্বীকার করিয়া বিভিন্ন জাতীয় বহ্নির নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় কারণ স্বীকার করিলে তৃণ ফুৎকার প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সহকারিতার ব্যবস্থা হইতে পারে এবং তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার ও থাকে না। তাৎপর্য্য—তার্ণজাতীয় বহ্নির প্রতি তৃণ, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম বা জাতি-

তৃণত্বরূপেই কারণ এবং ঐ জাতীয় বহ্নির প্রতিই ফুৎকার এবং যৎকিঞ্চিদগ্নি সংযোগ প্রভৃতি ও ফুৎকারত্ব এবং অগ্নিসংযোগত্ব রূপে কারণ বলিয়া তার্ণ জাতীয় বহ্নির উৎপত্তিতেই ফুৎকার এবং যৎকিঞ্চিদগ্নি সংযোগ তৃণের সহকারী হইয়া থাকে; এইরূপ মণিপ্রভব জাতীয় বহ্নির প্রতি মণি, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম বা জাতি মণিত্বরূপেই কারণ এবং ঐ জাতীয় বহ্নির প্রতিই সূর্য্যরশ্মিসংযোগও স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্ম বা জাতি-সূর্য্যরশ্মি সংযোগত্বরূপে কারণ বলিয়া মণিপ্রভবজাতীয় বহ্নির উৎপত্তিতে সূর্য্যরশ্মি সংযোগ মণির সহকারী হইয়া থাকে। মণি এবং সূর্য্যরশ্মি সংযোগ তার্ণ জাতীয় বহ্নির কারণ নয় বলিয়া এবং ফুৎকার ও যৎকিঞ্চিদগ্নি সংযোগ মণিপ্রভবজাতীয় বহ্নির কারণ নয় বলিয়া ফুৎকার এবং যৎকিঞ্চিদগ্নিসংযোগ মণির সহকারী এবং সূর্য্যরশ্মিসংযোগ তৃণের সহকারী হয় না (অর্থাৎ মণিতে ফুৎকার করিলে কিংবা তৃণ সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলে আগুন জ্বলে না); সুতরাং বহ্নির তার্ণত্ব প্রভৃতি জাতি বিভাগ স্বীকার করিয়া কার্য্য কারণ ভাব স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। (১) এবং তাহা হইলে তৃণের অভাবে মণিদ্বারা, মণির অভাবে তৃণের দ্বারা বহ্নি জন্মে বলিয়া পূর্ব্বে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও থাকে না; কারণ—তার্ণ জাতীয় বহ্নিতে তৃণের এবং মণিপ্রভবজাতীয় বহ্নিতে মণির ব্যভিচার নাই (অর্থাৎ তৃণ ব্যতিরেকে তার্ণ জাতীয় বহ্নি এবং মণি ব্যতিরেকে মণিপ্রভবজাতীয় বহ্নি হয় না)। (সুতরাং সামান্যতঃ বহ্নিতে তৃণ প্রভৃতি প্রত্যেকের ব্যভিচার থাকিলেও উহা দোষ হয় না। এমত অবস্থায় বহ্নি সামান্যের তার্ণত্ব প্রভৃতি যত প্রকার সূক্ষ্ম জাতি বিভাগ

(১) এইরূপে প্রণিধান পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সহকারী ভেদ-ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে।

ম্ভব পর (১) প্রত্যেক জাতীয় বহ্নিতেই সহেতুকত্ব অবধারিত বলিয়া হ্নি সামান্যে সহেতুকত্ব নাই বলা অসঙ্গত।

পূ—সহেতুতা ব্যভিচারী সাপেক্ষতা হয়।
প্রবাহ আদিম ব'লে যেহেতু প্রত্যয় ॥ ৭৭

সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে কিছুই ছিলনা এবং পরবর্ত্তী মহাপ্রলয়েও কিছুই থাকিবে না. সুতরাং কার্য্য কারণ প্রবাহের বিচ্ছেদ অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি (অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তুর কারণ নাথাকা) স্বীকার করিতে হয় এবং প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তু কার্য্য বলিয়া সাপেক্ষ বা কাদাচিৎক ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এমত-অবস্থায় প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তুতে সাধ্য-সহেতুকত্ব নাই এবং হেতু-সাপেক্ষত্ব বা কাদাচিৎকত্ব আছে ফলতঃ এই দাঁড়ায়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষত্ব হেতুটী প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তুতে সহেতুকত্বের ব্যভিচারী (অর্থাৎ সহেতুকত্বের অভাব বিশিষ্ট প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তুতে অবস্থিত)। বিচারস্থলে ব্যভিচারী সাপেক্ষত্ব হেতুদ্বারা কার্য্য মাত্রে সহেতুকত্বের নিশ্চয় (অনুমিতি) হইতে পারে না।

উ—প্রবাহো নাদিমানেষ ন বিজাত্যেক শক্তিমান্।
তত্ত্বে যত্নবতা ভাব্য মন্বয় ব্যতিরেকয়োঃ ॥ ৭৮

এই কার্য্যকারণ প্রবাহ, আদিমান্ (অর্থাৎ অতীত কালে বিচ্ছেদ বিশিষ্ট) নহে। বিভিন্ন জাতীয় কারণ সমূহে একশক্তি যুক্ত প্রবাহও

(১) বহ্নির বৈজাত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ঘুটের আগুণ এবং দীপের আগুণের বৈজাত্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সামান্য একটী দীপ দ্বারা গৃহের সমুদায় অংশ আলোকিত হয় কিন্তু গৃহের একপার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে ঘুটের আগুণ থাকিলেও অন্যদিকে কিছুই দেখা যায় না।

নাই; (অন্বয় ব্যতিরেকের) তত্ত্ব বিষয়ে (যাথার্থ্য বিষয়ে) যত্নকরা কর্ত্তব্য (অর্থাৎ কার্য্যের বৈজাত্য স্বীকার করিয়া অন্বয় এবং ব্যতিরেকের নিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য)। (১)

উ—প্রবাহ আদিম হ'লে প্রথমে যে হয়।
অকস্মাৎই হয় তাহা তা ত, ঠিক নয়॥ ৭৮
ইহার উত্তর বটে পূর্ব্বে হ'য়ে গিছে।
প্রবাহ আদিম বলা কথা বটে মিছে॥ ৭৯
এক শক্তিমান্ নহে বিজাতি কারণ।
কার্য্যের বৈজাত্যহেতু দোষের খণ্ডন॥ ৮০

(১) অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা; যেমন—দণ্ডসত্ত্বে ঘটের সত্তা; ব্যতিরেক-তদসত্ত্বে তদসত্তা; যেমন—দণ্ডের অসত্ত্বে (অভাবে) ঘটের অসত্তা বা অভাব। যে জাতীয় কার্য্যে যে জাতীয় বস্তুর এইরূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকে ঐ জাতীয় বস্তুই ঐ জাতীয় কার্য্যের কারণ; যেমন—দণ্ডজাতীয় বস্তু ঘট জাতীয় কার্য্যের কারণ। যে স্থলে সামান্যতঃ এইরূপ নিয়ম ভঙ্গ হয় ঐস্থলে ঐরূপ বস্তুকে কারণ হইতে বাদ দিতে হয়, কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ বস্তুকে বাদ দেওয়া চলেনা সেই স্থলে সামান্যতঃ কার্য্য কারণ কল্পনা না করিয়া কার্য্যের বৈজাত্য স্বীকার করিয়া উক্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হয় অর্থাৎ বিশেষ কার্য্যের প্রতি বিশেষ রূপে কারণ কল্পনা করিতে হয়। বহ্নি সামান্যে তৃণ, মনি, অরণিকাষ্ঠ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেকের নিয়ম ভঙ্গ হইলেও উহাদিগকে কারণ হইতে বাদ দেওয়া চলে না; যেহেতু উহাদের কোনও একজাতীয় বস্তুব্যতিরেকে বহ্নির উৎপত্তি হয় না। অতএব বহ্নি সামান্যের বৈজাত্য (অর্থাৎ তার্ণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি) স্বীকার করিয়া উক্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হয় (অর্থাৎ তার্ণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বহ্নির প্রতি তৃণ প্রভৃতিকে তৃণত্বাদিরূপে কারণ বলিতে হয়)। তাহা হইলে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হয় না, কারণ—তৃণ ব্যতিরেকে তার্ণ বহ্নি, এবং মনিব্যতিরেকে মনিপ্রভব বহ্নি হয় না।

কার্য্য কারণ প্রবাহের বিচ্ছেদ নাই অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তুও কারণ ব্যতিরেকে হয় না; মহাপ্রলয়ে ও জীবের অদৃষ্ট, পরমাণু প্রভৃতি কারণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে। কার্য্যকারণ প্রবাহ আদিমান্ বা অতীত কালে বিচ্ছেদ বিশিষ্ট হইলে প্রাথমিক সৃষ্ট বস্তু অকস্মাৎ হয় বলিতে হয়, কিন্তু অকস্মাৎ কিছুই হইতে পারে না, ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। 'আর কার্য্যকারণ প্রবাহ একশক্তি যুক্ত নহে, তাহা হইলে কার্য্যের বৈজাত্যের উপপত্তি হইতে পারে না?' এসম্বন্ধেও মীমাংসক মতের উপর দোষারোপ পূর্ব্বক ন্যায় মতের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে উহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না।

পূ—জন্মগত জাতিভেদ করিলে স্বীকার।
হয় বটে ব্যভিচার দোষ পরিহার॥ ৮১
বিভিন্ন জাতীয় বহ্নি, বহ্নি ভিন্ন নয়।
বহ্নিত্ব সামান্য যোগে হেতু কে বা হয়॥ ৮২

বহ্নি সামান্যের তার্ণত্ব প্রভৃতি জাতিভেদ বা জাতি বিভাগ জন্মাধীন স্বীকার করিলে বহ্নি সামান্যে তৃণ প্রভৃতি কারণ সকলের পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার দোষের পরিহার হয় (অর্থাৎ ব্যভিচার বশতঃ তৃণ প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তু বহ্নি সামান্যের কারণ হইতে না পারিলেও ক্ষতি হয় না)। যেহেতু তার্ণ প্রভৃতি বিশেষ ২ জাতীয় বহ্নির প্রতিই তৃণ প্রভৃতি বিশেষ ২ জাতীয় বস্তু সকল (অর্থাৎ তার্ণ জাতীয় বহ্নির প্রতি তৃণ, মণি প্রভব জাতীয় বহ্নির প্রতি মণি) কারণ। সুতরাং বিশেষ বিশেষ জাতীয় বহ্নির উৎপত্তিতে তৃণ প্রভৃতি বিশেষ ২ জাতীয় কারণের ব্যভিচার নাই (অর্থাৎ মণি ব্যতিরেকে মণি প্রভব বহ্নির উৎপত্তি হয় না)। এখন কথা হইতে

পারে, বহ্নির তার্ণত্ব প্রভৃতি যতপ্রকার জাতি ভেদই স্বীকার করা হউক না কেন তার্ণ, অতার্ণ প্রভৃতি সমুদয় জাতীয় বহ্নিই বহ্নির অতিরিক্ত আর কিছু নহে বলিয়া সমুদয় বহ্নিই বহ্নিত্ব স্বরূপ সমান ধর্ম্ম বা একজাতি বিশিষ্ট। এমতঅবস্থায় তার্ণ, অতার্ণ প্রভৃতি সমুদয় বহ্নির বহ্নিত্ব স্বরূপ একজাতি বিশিষ্টতার কারণ কি? অর্থাৎ সমুদয় বহ্নিই বহ্নিত্ব স্বরূপ একজাতি যুক্ত হয় কেন? বলিতে হয়। যেহেতু তৃণ প্রভৃতি ভিন্ন ২ জাতীয় বস্তু সকলের কোনও জাতীয় বস্তুই বহ্নিত্ব স্বরূপ সমান ধর্ম্ম বিশিষ্টের (অর্থাৎ বহ্নি সামান্যের) কারণ হইতে পারে না; উহারা তার্ণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ২ জাতি বিশিষ্টেরই কারণ।

উ— বিজাতীয় স্পর্শযুক্ত তেজে করি বল।
বহ্নিত্ব সামান্য লভে হুতাশন দল ॥ ৮৩

তার্ণত্ব, মণিপ্রভবত্ব প্রভৃতি সমুদয় জাতীয় বহ্নির উৎপত্তিতেই বিজাতীয় উষ্ণস্পর্শ বিশিষ্ট তেজঃ সংযোগ কারণ, অর্থাৎ তার্ণ অতার্ণ প্রভৃতি যে কোন জাতীয় বহ্নিই হউক না কেন তাহাদের উৎপত্তিতে তৃণ প্রভৃতি কারণ সমূহে বিশেষ উষ্ণস্পর্শ যুক্ত কিঞ্চিৎ তেজঃ সংযোগ আবশ্যক,; সুতরাং তার্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সমুদায় বহ্নিই বিজাতীয় উষ্ণস্পর্শ যুক্ত তেজঃ সংযোগের কার্য্য। এমতঅবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সমুদয় বহ্নিই বিজাতীয় উষ্ণস্পর্শ যুক্ত তেজঃ সংযোগ স্বরূপ কারণের (অর্থাৎ কারণ নিরূপিত) কার্য্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মরূপে সমান বা এক ধর্ম্মাক্রান্ত অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এই একধর্ম্মই বহ্নিত্ব সামান্য বা বহ্নিত্ব জাতি। সুতরাং তার্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সমুদয় বহ্নিই বিজাতীয় উষ্ণস্পর্শ যুক্ত তেজঃ সংযোগ স্বরূপ কারণ নিরূপিত কার্য্যতার অবচ্ছেদক বহ্নিত্ব স্বরূপ সামান্য

বা এক জাতি লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ বহ্নিত্ব স্বরূপ একজাতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে)। তাৎপর্য্য—যেকোনও জাতীয় বহ্নিই হউক না কেন, বহ্নি নিজের অসাধারণ ধর্ম্ম বহ্নিত্ব জাতিটীকে নিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহার উৎপত্তির মূলে নিজের কারণীভূত তৃণ প্রভৃতি যে কোনও জাতীয় বস্তুর সহিত বিজাতীয় উষ্ণস্পর্শ বিশিষ্ট তেজঃ পদার্থের সংযোগাপেক্ষা রাখে; বহ্নি সামান্যের অনুগত ধর্ম্ম বা জাতি-বহ্নিত্বের সম্বন্ধ উহারই ফল বলিতে হয়।

পূ— একমাত্র দীপ হ'তে আলোক বিকার।
ঘটাদির পরকাশ সেইমত আর ॥ ৮৪
একব্রহ্ম কিংবা এক প্রকৃতি সহায়।
অবশ্য জনম হয় বলা কি না যায় ॥ ৮৫

প্রদীপ জ্বালিলে গৃহ আলোকিত, বর্ত্তিকার প্রদাহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং একমাত্র বস্তু হইতে বিভিন্ন জাতীয় কার্য্য হইতে পারেনা যেরূপ বলা যায় না তদ্রূপ একব্রহ্ম কিংবা এক প্রকৃতি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যবৈচিত্র্য (অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রূপে প্রতীয়মান জাগতিক কার্য্য সমুদয়) সম্ভব পর হয় না বলা চলে না। কারণের নানাত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। তৎপর্য্য—তাহা হইলে অদৃষ্ট কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকারের আবশ্যকতা থাকেনা বলিয়া অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না।

উ— একস্য ন ক্রমঃ ক্কাঽপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন।
শক্তিভেদো নচাভিন্নঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥ ৭। মূ

কার্য্যের ক্রম একটিমাত্র কারণের নিয়ম্য নহে (অর্থাৎ একটীমাত্র কারণের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যের উৎপত্তিক্রম বা একটীর পরে একটীর উৎপত্তি নিয়মিত হইতে পারে না)। কার্য্যের বৈজাত্য, সমানের (অর্থাৎ একমাত্র কারণের) অধীন হইতে পারে না। (বাদীর মতে) শক্তি এবং শক্তিমান্ অভিন্ন হেতু শক্তিভেদ ও (অর্থাৎ একের নানাশক্তি) কার্য্যগত বৈজাত্যের সম্পাদক হইতে পারে না। স্বভাবতঃই এক বা একজাতীয় কারণের দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় কার্য্য হয় বলা চলে না, যেহেতু—স্বভাব, অনতিক্রমনীয়।

উ— একহ'তে কার্য্যক্রম, অসম্ভব কথা।
বিচিত্র সমান হ'তে, দৃষ্ট চর কোথা॥ ৮৬
শক্তি ভেদ মেনে বটে উপপন্ন হয়।
শক্ত হ'তে ভিন্নাশক্তি, তা ত ঠিক নয়॥ ৮৭
শক্তি ভিন্না যদি তবে দ্বৈতাপত্তি হয়।
অভিন্নে যে পূর্ব্বদোষ হইবে উদয়॥ ৮৮
একের স্বভাব এই নানা কার্য্য করে।
তাও কি সম্ভব পর বলি সবিস্তরে॥ ৮৯
যার যে স্বভাব থাকে ছাড়াতে না পারে।
ঘটের জনম কালে পট কে নিবারে॥ ৯০
আলোক করিতে দীপ, একা নহে ক্ষম।
ঘটাদির পরকাশে ঘটাদি সঙ্গম॥ ৯১
বর্ত্তির বিকারে বর্ত্তি-সংযোগ কারণ।
একমাত্র হ'তে কার্য্য, নাই দরশন॥ ৯২

যদি একমাত্র কিংবা এক জাতীয় বস্তু হইতে নানাজাতীয় কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য ক্রমে না হইয়া (অর্থাৎ অগ্র পশ্চাদ্রূপে বিভিন্ন সময়ে না হইয়া) একই সময়ে হয় না কেন ? এবং বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য এক জাতীয় না হইয়া বিচিত্র বা নানা জাতীয় হয় কেন ? এরূপ আপত্তি হইতে পারে ; যদি বলা যায়, এক কিংবা একজাতীয় কারণ, (অর্থাৎ ব্রহ্ম কিংবা প্রকৃতি) স্বীয় অচিন্ত্য নানাশক্তি প্রভাবে যথাক্রমে নানা জাতীয় কার্য্য জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে কথা হইতে পারে ব্রহ্ম এবং তদীয় শক্তি কিংবা প্রকৃতি এবং তদীয় শক্তি, ব্রহ্ম কিংবা প্রকৃতি হইতে ভিন্না কিংবা অভিন্না। যদি বলা যায় শক্তি শক্তিমান্ হইতে স্বতন্ত্র, তবে শক্তি এবং শক্তিমান্ উভয়েই কারণ বলিয়া একের কিংবা এক জাতীয়ের কারণতা বাদ সঙ্গত হয় না। যদি শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন হয় তবে ঐ পূর্ব্ব দোষই হয় (অর্থাৎ কার্য্যের বৈজাত্য এবং ক্রমিকোৎপত্তির হানি ঘটে)। স্বভাবতঃ এক কারণ হইতে নানা জাতীয় কার্য্য হয় বলিলে বস্তুর স্থিতি কালে স্বভাবের (অর্থাৎ স্বকীয় ভাব বা সত্তার) প্রচ্যুতি অসম্ভব বশতঃ একই সময়ে নানা জাতীয় কার্য্য সমুদায়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়। তাৎপর্য্য – ঘট, পট প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য করা একব্রহ্ম কিংবা একপ্রকৃতির স্বভাব হইলে ঘটের উৎপত্তি সময়ে ব্রহ্ম কিংবা প্রকৃতির পট জননানুকূল স্বভাবটী মুছিয়া যায় না বলিয়া ঐ সময়ে ঐস্থানে পট হয় না কেন ? আপত্তি হইতে পারে। নানা জাতীয় কার্য্যের নানা কারণ স্বীকার করিলে কার্য্যের বৈজাত্য এবং ক্রমিকত্বের হানি ঘটিতে পারে না ; কারণ—যেস্থানে যেক্ষণে ঘট জাতীয় যে ঘটটীর কারণীভূত-দণ্ড, চক্র, প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি সমূহের সম্মিলন হয় ঠিক্ তৎ পরক্ষণে সেই স্থানে সেই ঘটটীই উৎপন্ন হয়।

অন্য ঘট কিংবা অন্যজাতীয় পট প্রভৃতি হয় না; ইহাতে স্বীকার করিতে হয় ঐ ঐ জাতীয় ঐ ঐ কারণ ব্যক্তি সমূহের সম্মিলনের পরক্ষণে ঘট জাতীয় যে ঘটটী হয়, অন্য সময়ে ঐ ঐ কারণ ব্যক্তি সমূহের সম্মিলন ঘটে না বলিয়া ঐ ঘটটী অন্য সময়ে হয় না। সুতরাং কার্য্যের ক্রম ভঙ্গ দোষ হয় না। এবং ঐ ঐ কারণ ব্যক্তি সমুদায় পট জাতীয় কার্য্যের উৎপত্তিতে সমর্থ নয় বলিয়াই ঘটের উৎপত্তি সময়ে ঘট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণে পট হয় না; তন্তু বেমা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুই পটের কারণ বলিয়া ঘট, পট জাতীয় না হইয়া ঘট জাতীয়রূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্য্যের বৈজাত্যের ও হানি ঘটে না। পক্ষান্তরে— প্রদীপের দৃষ্টান্তে নানা জাতীয় কার্য্যের এক কারণের যে সমর্থন করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ—গৃহস্থিত দ্রব্যাদির প্রত্যক্ষে ঐ সকল দ্রব্যে প্রদীপ সংযোগ, ইন্দ্রিয় সংযোগ প্রভৃতিও কারণ এবং বর্ত্তিকার বিকারে প্রদীপ এবং বর্ত্তিকার সহিত প্রদীপের সংযোগ ও কারণ সুতরাং প্রদীপ নানাজাতীয় কার্য্যের একমাত্র কারণের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

পূ— লৌকিক কার্য্যের তরে, কারণ স্বীকার।
পরকালে স্বর্গাদির নাই কিছু সার॥ ৯৩

কথিত যুক্তিতে লৌকিক (অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ড, চক্র, তন্তু, বেমা প্রভৃতি নানাজাতীয় কারণ স্বীকার করিতে হইলেও পরকালে স্বর্গ, নরক প্রভৃতির কোনও সার বা অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক (অর্থাৎ তুচ্ছ স্বর্গ, নরকাদির নিমিত্ত যজ্ঞ, হিংসা প্রভৃতি কার্য্যের কোনও প্রয়োজন নাই)।

উ—বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈক ফলাপিবা। ৮
দৃষ্ট লাভ ফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপিনেদৃশঃ॥ ৯। মূ

বিশ্ববৃত্তি (অর্থাৎ পরলোকার্থিগণের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি) বিফল নহে কিংবা যজ্ঞাদি কার্য্য সকল একমাত্র দুঃখই ফল যার এমন নহে। কিংবা দৃষ্ট লাভ (অর্থাৎ দৃষ্ট—পূজা, খ্যাতি, ধন, মান প্রভৃতি ফল যার এমন) নহে। অথবা বিপ্রলম্ভও পর প্রতারণাও এমন নহে।

উ— যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত হয় সাধু মহাজন।
তাহা যে নিষ্ফল বলে তারাই দুর্জ্জন ॥৯৪
পূজা খ্যাতি ধন মান তুচ্ছকরে যারা।
যজ্ঞ করে স্বর্গে যায় অজ্ঞ নহে তারা ॥৯৫
দুঃখই যজ্ঞের ফল, পরিশ্রম সার।
বিষলাড়ু যত্ন করে কে করে আহার ॥ ৯৬
বঞ্চকের প্রতারণা স্বর্গাদি কল্পনা।
তাহা কি সম্ভব পর বুঝিয়া দেখনা ॥ ৯৭
নিজকে বাঁচায়ে রাখে প্রতারক দল ॥
দুঃখ স'য়ে নিজে করে সেকি হয় খল ? ॥ ৯৮

সাধু মহাপুরুষগণ পরকালে স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মহাপুরুষগণের আচরিত কর্ম্ম সমূহ নিষ্ফল বলা যায় না ; সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা পরকালে স্বর্গাদি ফল হয় স্বীকার করিতে হয়। মহাপুরুষগণ, পূজা খ্যাতি প্রভৃতির নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন বলা অন্যায় ; কারণ—যাঁহারা পূজা, খ্যাতি, ধনমান প্রভৃতি তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া ঐ সমুদয় হইতে দূরে থাকেন এইরূপ মহাপুরুষগণও যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং পূজা, খ্যাতি, ধন, মান প্রভৃতিই যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। পরকে প্রতারিত করাও উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ -কে এমন

আছে যে নিজকে নানাবিধ দুঃখ জনক কার্য্যে লিপ্ত করিয়া কেবল মাত্র পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত বহুবিত্ত ব্যয় ও বহু আয়াস সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং মহাপুরুষ গণের অনুষ্ঠিত বলিয়াই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহ, স্বর্গাদি বিশেষ ফলের জনক রূপে অবধারিত হয়।

পূ— যজ্ঞাদি, স্বর্গের হেতু করিণু স্বীকার।
অলৌকিক অদৃষ্টের নাই কিছু সার ॥ ৯৯

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি স্বীকার করিলেও যজ্ঞাদি কর্ম্ম জন্য অলৌকিক অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

উ— চিরধ্বস্তং ফলায়ালং নকর্ম্মাতিশয়ং বিনা।
সম্ভোগোনির্ব্বিশেষাণাং নভূতৈঃ সংস্কৃতৈরপি ॥

চিরধ্বস্ত কর্ম্ম, অতিশয় বা শক্তিবিশেষ ব্যতীত ফলের উৎপত্তিতে সমর্থ হইতে পারে না; (অর্থাৎ বহু পূর্ব্বে ধ্বস্ত কর্ম্ম নিজে কোনরূপ শক্তি বা ব্যাপার না জন্মাইয়া বহু পরে ফল জন্মাইতে পারে না)। সংস্কৃত ভূত বা ভোগ্যবস্তু সকলের দ্বারা নির্ব্বিশেষ আত্মা-সকলের সম্ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে না; (অর্থাৎ চিরবিধ্বস্ত কর্ম্ম জন্য ব্যাপার, ভোগ্য বস্তু-অন্ন পানাদিতে স্বীকার করিলে, ঐ ব্যাপার যুক্ত ভোগ্য বস্তু সকলের দ্বারা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ ব্যাপার বা অদৃষ্ট শূন্য আত্মা-সকলের একই বস্তুতে নানাপ্রকার ভোগের উপপত্তি হইতে পারে না)।

উ— যজ্ঞ হ'তে স্বর্গ হয় করিলে স্বীকার।
অদৃষ্ট কারণ বিনা সম্ভবেনা আর ॥ ১০০
ইষ্ট-হেতু, কৃতি-সাধ্য, কর্ম্মকাণ্ড জালে।
অদৃষ্ট জনমে, তাই স্বর্গ পরকালে ॥ ১০১

বসন্তের পূরণিমা নীলিম আকাশ।
বহিছে দক্ষিণে বায়ু শুভ্র পরকাশ॥ ১০২
ভাবুক পুলিনে বসি, চাঁদে নিরখিয়া।
ঈশ-প্রেমে মাতোয়ারা আপনা ভুলিয়া॥ ১০৩
এদিকে গৃহের কোণে পালঙ্ক উপর।
আঁখি নীরে ভাসিতেছে বিরহ-কাতর॥ ১০৪
বিরহ ভুলিয়া ওই চকোর চকোরী।
উল্লাসে উঠিছে মেতে সুধাপান করি॥ ১০৫
দূরে দূরে ওই হের, পরশে না দিঠে।
চাঁদেরে খাইবে বুঝি, পিয়াসা না মিটে॥ ১০৬
সুখ দুঃখে মূলীভূত জীবের করম।
বুঝিবে; নহেত, তাহা ভোগ্যের ধরম॥ ১০৭

"স্বর্গকামো হশ্বমেধেন যজেত, ইত্যাদি বেদবিধি দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহকে ইষ্ট-স্বর্গের হেতু এবং কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়; কারণ—যজ্+ইত=যজেত, ইহার "ইত" প্রত্যয় বিধি প্রত্যয়; ইহা দ্বারা যাগে ইষ্টের হেতুতা, কর্ত্তব্যত্ব এবং গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মের ফল অশুভ হইতে পারে না; কারণ—যাহা অশুভ ফলের জনক তাহাতে ঐরূপ যথার্থ বুদ্ধি হইতে পারে না। বেদ—আপ্তবাক্য, তদ্দারা যথার্থ বুদ্ধিই হইয়া থাকে। কর্ম্ম মাত্রই অত্যল্প কাল স্থায়ী, চিরকাল থাকে না; সুতরাং আশুবিনাশী যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা পরকালে সম্ভবপর স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী অদৃষ্ট কারণ বা কর্ম্ম কর্ত্তার ধর্ম্ম বিশেষ স্বীকার

করিতে হয় নতুবা ইহ কালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বর্গাদিফলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না বলিয়া পরকালে স্বর্গাদি ফলের জনক হইতে পারে না। অদৃষ্ট কারণ স্বীকার করিলে ইহকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহ ও ঐ অদৃষ্ট দ্বারা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার বা অদৃষ্ট জন্মাইয়া তদ্দ্বারা পরম্পরা) পরকালীন স্বর্গাদি ফলের কারণ হইতে পারে। তবে কথা হইতে পারে ঐ অদৃষ্ট কোথায় হয়? যজ্ঞাদি কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট কর্ম্ম-কর্ত্তৃজীবের না ভোগ্যবস্তুর, ইতঃপূর্ব্বে ইহার উত্তর একবার দেওয়া হইয়াছে পুনরপি বলা যাইতেছে—অদৃষ্ট কর্ম্ম-কর্ত্তৃজীবের, উহা ভোগ্য বস্তুর নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—একই বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দর্শনে ভক্ত ভাবুক উহাকে ৺ভগবানের বিভূতি মনে করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হয়; দুর্জ্জয় কামনার অতৃপ্তিবশতঃ বিরহির মর্ম্ম ব্যথা জাগিয়া উঠে। চকোর চকোরী বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া চন্দ্রিকাপানে মাতোয়ারা হয়। ১। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হয়, উহাদের যাহার যেমন প্রাক্তন কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট, উহারা একই বস্তুদ্বারা তদনুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট জীবের, উহা ভোগ্যবস্তুর হইতে পারে না।

পূঃ—ভোগ্যবস্তুগত হ'লে কিছু নাই ক্ষতি।
দাহ-নিয়ামক যথা বহ্নিতে শকতি॥ ১০৮
আগুণে পড়িলে তৃণ, পুড়ে হয় ছাই।
বহ্নির দাহিকা শক্তি বলেত সবাই॥ ১০৯
শক্তিহীন বহ্নি যদি তৃণ দাহ করে।
মণির সদ্ভাবে কেন তৃণ নাহি পোড়ে॥ ১১০

১। রাত্রিকালে চকোর চকোরী বিচ্ছিন্ন থাকে এইরূপ প্রসিদ্ধি।

মণির অভাব নাই মণি থাকা হেতু।
ভস্ম করিতে নারে ধূম যার কেতু॥ ১১১
মণির অভাব তবে হেতুতা-আশ্রয়।
অভাব হয় না হেতু নাহিক সংশয়॥ ১১২
অভাব নিষেধ মাত্র ক্রিয়া নাই তার।
ক্রিয়ার অভাবে কিন্তু হেতু বলা ভার॥ ১১২
নাশিতে শকতি মাত্র হেতু হয় মণি।
প্রতিবন্ধকের দলে এ নিমিত্ত গণি॥ ১১৪
শকতির স্বীকার্য্যতা আবশ্যক তবে।
শক্তির উচ্ছেদে শক্তি কে ধরে এ ভবে?॥ ১১৫

যেরূপ বহ্নিতে দাহের জনক শক্তি স্বীকার করিতে হয় তদ্রূপ কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুতে স্বীকার করিলে ও ক্ষতি নাই। তাৎপর্য্য-আকাশ সংযোগ এবং ইন্ধন-সংযোগ উভয়ে সংযোগত্ব ধর্ম্মে সমান হইলেও যেরূপ বহ্নিতে ইন্ধন সংযোগ হইলেই আগুণ জ্বলে, আকাশ সংযোগে জ্বলে না, তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু সমান হইলেও নানাবিধ জীবের কর্ম্মজনিত নানাবিধ অদৃষ্ট যুক্ত ভোগ্যবস্তু স্বীয় নানাশক্তি (অর্থাৎ জীবগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্মজনিত নানা অদৃষ্ট) প্রভাবে জীবগণের নানাবিধ ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, (অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুতে যাহার কর্ম্মজনিত যেরূপ শক্তি বা অদৃষ্ট জন্মে, ভোগ্যবস্তু স্বীয় ঐ শক্তি প্রভাবে শক্তি অনুযায়ী সেই জীবেরই ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে); সুতরাং শক্তি বা অদৃষ্ট ভোগ্য বস্তুতে স্বীকার করিলেও একই বস্তু দ্বারা নানাবিধ জীবের নানাবিধ ভোগের অনুপপত্তি হয় না। ভোগ্য বস্তুর শক্তি স্বীকার পক্ষে আরও যুক্তি এই যে—তৃণ প্রভৃতি দাহ্যবস্তু অগ্নি সংযুক্ত হইলে ভস্ম হয়, সুতরাং

দাহের অনুকূলশক্তি বহ্নিতেই স্বীকার করিতে হয়। নতুবা শক্তিহীন বহ্নি দ্বারা দাহ স্বীকার করিলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাবেও দাহের প্রসঙ্গ হইতে পারে (১)। যদি বলা যায় মণির সদ্ভাব বশতঃ ঐরূপস্থলে দাহ হয় না; ঐরূপস্থলে মণিই দাহের প্রতিবন্ধক, বহ্নিতে দাহের অনুকূল শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে ফলতঃ মণির অভাবকে দাহের কারণ বলা হয়; যেহেতু প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ; যে বস্তু যাহার প্রতিবন্ধক (অর্থাৎ যে বস্তু থাকাতে যে বস্তু জন্মে না) উহার অভাব ঐ বস্তুর কারণ, কিন্তু অভাব কারণ হইতে পারে না, যেহেতু কোনও বস্তু কোনও কার্য্যের কারণ হইতে হইলে কারণরূপে অভিমত বস্তুতে ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। কুম্ভকার দণ্ড দ্বারা চক্রটীকে ঘুরাইয়া না দিলে দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি বস্তু সকল ঘটের কারণ বা উৎপাদক হয় না, সুতরাং সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা ঐ ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক প্রযুক্তই দণ্ড, চক্র, সলিল সূত্র প্রভৃতি ঘটের কারণ হইয়া থাকে। অভাব নিষেধ মাত্র, উহার বিধিরূপতা নাই বলিয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, সুতরাং অভাবে ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পরম্পরা সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না বলিয়া অভাব কোনও কার্য্যের কারণ হইতে পারে না; সুতরাং মণিকে দাহের বাস্তবিক প্রতিবন্ধক বলা যায় না। তবে মণি বহ্নিতে দাহানুকূল শক্তির নাশ করে এইমাত্র এবং এ নিমিত্তই মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলা হয়; মণিতে প্রতিবন্ধক শব্দটী গৌণ ভাবেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মণি প্রতিবন্ধক শব্দের মুখ্যার্থ হইতে পারে না। সুতরাং বহ্নিতে দাহানুকূল শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বস্তুর কোনও শক্তি নাই বলা যায় না। ৭/৫

(১) প্রতিবন্ধকমণি—একপ্রকার প্রস্তর; উহা অগ্নিতে সংযুক্ত হইলে দাহ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

উ—ভাবো যথা তথাভাবঃ কারণং কার্য্যবন্মতঃ।
প্রতিবন্ধো বিসামগ্রী তদ্ধেতুঃ প্রতিবন্ধকঃ॥১০॥ মূ

কার্য্যের ন্যায় ভাব পদার্থ যেরূপ কারণ হয়, অভাব ও ঐরূপ কারণ হইয়া থাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। বিসামগ্রী (অর্থাৎ কারণের অভাব) প্রতিবন্ধ অর্থাৎ "প্রতিবন্ধ" শব্দের অর্থ। তাহার হেতু বা সম্পাদক, প্রতিবন্ধক অর্থাৎ "প্রতিবন্ধক" শব্দের অর্থ। (অর্থাৎ যাহা কারণাভাবের সম্পাদক, তাহাই প্রতিবন্ধক)।

উঃ—শক্তি ধ্বংসে শক্তি যদি ধরে তুচ্ছ মণি।
শক্তির উচ্ছেদে যুক্তি শুনহে এখনি॥ ১১৬
মুদ্গর আঘাতে ধ্বস্ত হয় মেটে ঘট।
আগুণে পুড়িলে ভস্ম হয় বটে পট॥ ১১৭
ক্রিয়াহীন ধ্বংস যদি কার্য্য হ'তে পারে।
অভাবের কারণতা কে তবে নিবারে॥ ১১৮
হেতুর অভাব ধরে প্রতিবন্ধ নাম।
মণ্যভাব হেতু তবে ন্যায্য কহিলাম॥ ১১৯
ইহার অভাব মণি ব্যতিরেকে বুঝা।
প্রতিবন্ধ নাম তবে হ'য়ে পড়ে সোজা॥ ১২০
স্বার্থেতে ককার যোগ পরার্থে ব্যাখ্যান।
পরার্থে পুরুষ বুঝ, পুরুষ প্রধান॥ ১২১
পুনঃ পুনঃ মণিযোগে পুনঃ পুনঃ নাশ।
উত্তেজকে বিয়োগে বা আবার প্রকাশ॥ ১২২
অনন্ত শক্তির নাশ অনন্ত উত্থান।

জনন মরণ ভয়ে নির্ব্বাণে প্রস্থান॥ ১২৩
লাঘব গৌরব বুঝে হও বিচক্ষণ।
শক্তির অস্তিত্ব তরে বৃথা সমর্থন॥ ১২৪

উ— বহ্নির স্বতন্ত্র দাহিকাশক্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক। মণি দাহের প্রতিবন্ধক বলিয়াই মণির সদ্‌ভাবস্থলে দাহ হয় না; মণির অভাব দাহের কারণ। অভাব ক্রিয়াহীন সুতরাং মণির অভাব দাহের কারণ হইতে পারে না পূর্ব্বপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে উহা অসঙ্গত। কারণ— ধ্বংসও একপ্রকার অভাব, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কার্য্য এবং ক্রিয়াহীন; ক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ধ্বংস স্বরূপ অভাব কার্য্য হইতে পারিলে ক্রিয়াহীন বলিয়া মণির অভাব দাহের কারণ হইতে পারে না, বলা যায় না; ক্রিয়াহীন হইলেও মণির অভাব নিজের অবস্থিতি দ্বারাই কারণ হইয়া থাকে। ক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বস্তু নিজের অবস্থিতি দ্বারা কারণ হইতে পারে; (১) যেহেতু যে বস্তু থাকিলে যে কার্য্য হয় এবং যে বস্তু না থাকিলে যে কার্য্য হয় না ঐ বস্তু ঐ কার্য্যের কারণ; অন্বয় এবং ব্যতিরেকই (অর্থাৎ তৎসত্ত্বে তৎসত্তা তদসত্ত্বে তদসত্তাই) কারণতার নির্ব্বাহক। অভাবেরও অস্তিত্ব থাকাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্ভবপর, সুতরাং কারণ হইতে বাধা নাই। বহ্নিতে মণি থাকিলে দাহ হয় না, মণি

(১) অভাব বিধিরূপে তুচ্ছ হইলেও অর্থাৎ সদ্‌রূপে জ্ঞানের বিষয় না হইলেও (অর্থাৎ হাঁ বলিয়া অভাবের নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও) নিষেধরূপে উহার অস্তিত্ব আছে (অর্থাৎ না, নাই প্রভৃতি বলিয়া উহাকে নির্দ্দেশ করা যায়); সুতরাং অভাব আকাশ কুসুমের মত একান্ত তুচ্ছ নয়; অভাবের অন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্ভব পর। এমত অবস্থায় অভাব ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের অবস্থিতি দ্বারা কারণ হইতে পারে। যেমন—আকাশ ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের অস্তিত্ব দ্বারা (অর্থাৎ শব্দ স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণে অভেদ সম্বন্ধে নিজের অবস্থিতি দ্বারা) শব্দের কারণ হইয়া থাকে। আকাশই শব্দের অধিকরণ এবং শব্দের সমবায়ি কারণত্বই আকাশের লক্ষণ।

না থাকিলেই দাহ হয় সুতরাং মণির অভাব দাহের কারণ। বিশেষতঃ মণির অভাব দাহের কারণ বলিয়াই মণিকে লক্ষ্য করিয়া দাহের প্রতিবন্ধক কথাটীর সার্থক হয়; কারণ—প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ কারণাভাব; মণির অভাব দাহের কারণ হইলেই তাহার অভাব (অর্থাৎ মণির অভাবের অভাব বস্তুগত্যা মণি) প্রতিবন্ধ শব্দের প্রকৃতার্থ হয়। তবে মণিকে মণিত্বরূপে বুঝা আর মণিকে প্রতিবন্ধক বলিলে মণির অভাবের অভাবস্বরূপে বুঝা এই যা প্রভেদ, উভয়থা বস্তুগত্যা মণিরই জ্ঞান হইয়া থাকে। "প্রতিবন্ধ" শব্দ এবং স্বার্থে "ক" প্রত্যয় নিষ্পন্ন "প্রতিবন্ধক" শব্দ সমানার্থক। যদি "প্রতিবন্ধক" শব্দের "ক" প্রত্যয় কর্ত্তাতে বিহিত প্রত্যয় হয় তবে প্রতিবন্ধক শব্দে কারণের অভাব না বুঝাইয়া প্রতিবন্ধ বা কারণাভাবের সম্পাদক পুরুষকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে এইরূপ অর্থে বহ্নিতে মণির সদ্ভাব কর্ত্তা পুরুষই দাহের বাস্তবিক প্রতিবন্ধক, মণির অভাব দাহের প্রতিবন্ধ বা কারণাভাব স্বরূপ। অপিচ অতিরিক্ত দাহিকাশক্তি স্বীকার পক্ষে আরও দোষ এই যে—বহ্নিতে প্রতিবন্ধক মণি দেওয়া হইলে বহ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়, আবার মণির অপসারণ করিলে কিংবা ঐ অবস্থায়ই উত্তেজক পদার্থ দেওয়া হইলে পুনরায় দাহ হইতে আরম্ভ হয় সুতরাং মণির অপসারণে কিংবা উত্তেজক পদার্থ দেওয়াতে পুনর্ব্বার দাহিকাশক্তি জন্মে ইহাই স্বীকার করিতে হয়; এমত অবস্থায় যত বার ঐরূপ করা যায় তত সংখ্যক শক্তির নাশ এবং উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় সুতরাং মহাগৌরব হয়, তদপেক্ষায় মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলিলে লাঘব হয় (অর্থাৎ অনন্ত শক্তির নাশ এবং উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় না)। সুতরাং শক্তিকে ঐরূপ জন্ম মৃত্যুর প্রবাহের ভিতরে স্বীকার করা অপেক্ষা উহার নির্ব্বাণের ব্যবস্থাই উত্তম (অর্থাৎ অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার না করাই কর্ত্তব্য)।

পূঃ—প্রতিবন্ধ মণিমাত্র কথা অনুচিত।
উত্তেজক কালে দাহ যেহেতু নিশ্চিত॥ ১২৫
উত্তেজকাভাবে যদি প্রতিবন্ধ হয়।
গৌরব দোষেতে তাহা সমুচিত নয়॥ ১২৬

মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলিলে বহ্নিতে প্রতিবন্ধক মণি থাকা কালে উত্তেজক মণি (১) দিলেও দাহ না হওয়া উচিত; কিন্তু বহ্নিতে উত্তেজক মণি দিলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্‌ভাবেও দাহ হওয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; অতএব মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক না বলাই সঙ্গত। যদি বলা যায় উত্তেজক মণির অসদ্ভাবে (অর্থাৎ উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত বা একত্রাবস্থিত রূপেই) মণি দাহের প্রতিবন্ধক; উত্তেজক মণি দিলে প্রতিবন্ধক মণি, উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত বা একত্রাবস্থিত না হওয়ায় দাহের প্রতিরোধ করেনা (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় দাহ হইতে বাধা দেয় না) এবং উত্তেজক মণির অপসারণ করিলে প্রতিবন্ধক মণি, উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত হওয়ায় দাহের প্রতিরোধ করে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় দাহ হইতে বাধা দেয়), তথাপি উত্তেজক পদার্থ সমূহ অসংখ্য বলিয়া উত্তেজকীভূত মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতি নানাজাতীয় অসংখ্য পদার্থের অসংখ্য অভাবের সহিত মিলিত অসংখ্যরূপে মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলিতে হয়।) তাৎপর্য্য—যে সকল বস্তু বহ্নির বৃদ্ধি কারক উহারাই উত্তেজক; বিশেষ বিশেষ মণি (পাথর বিশেষ) বিশেষ বিশেষ মন্ত্র, বিশেষ বিশেষ ওষধি (শুষ্ক

(১) একপ্রকার পাথর আছে উহা বহ্নিতে যোগ করিলে প্রতিবন্ধক মণি থাকা অবস্থাতেও দাহ হইয়া থাকে। এইরূপ মন্ত্রশক্তি দ্বারা কিংবা ওষধি প্রভৃতি দ্বারাও ঐ অবস্থায় দাহ হইয়া থাকে।

খড় প্রভৃতি) দ্বারা বহ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উত্তেজক মণি কত তাহার ইয়ত্তা নাই; মন্ত্র উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন সুতরাং মন্ত্রের সংখ্যা কল্পনার অবিষয়; ওষধি সম্বন্ধে ও ঐকথা। অসংখ্য-মণি, মন্ত্র, ওষধির প্রত্যেকেই উত্তেজক (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাবে ইহাদের যে কোনও জাতীয় কোনও একটী বস্তু বহ্নিতে যোগ করিলে দাহ হয়); সুতরাং উহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির যে এক একটী বিশেষাভাব, ঐ এক একটী বিশেষাভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ একই প্রতিবন্ধক মণির যে এক একটী বিশেষ অবস্থা বা রূপ, ঐ বিশেষ অবস্থাপন্ন হইয়া প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিবন্ধক হয় (অর্থাৎ দাহের প্রতিরোধ করে) ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ বলিতে হয় সেই যে একটী উত্তেজক মণি উহার যে একটী বিশেষ অভাব (অর্থাৎ ঐ উত্তেজক মণি নাই এইরূপ অভাব) ঐ অভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটী বিশেষ অবস্থা ঐ অবস্থায় প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে; এবং এই যে একটী উত্তেজক মণি ইহার যে একটী বিশেষ অভাব (অর্থাৎ এই উত্তেজক মণি নাই এইরূপ অভাব) ঐ অভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটী বিশেষ অবস্থা ঐ অবস্থায় প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে; এইরূপ—এই যে একটী বিশেষ মন্ত্র কিংবা সেই যে একটী বিশেষ মন্ত্র ইহাদের যে এক একটী বিশেষ অভাব (অর্থাৎ এই মন্ত্রটী পাঠ হয় নাই কিংবা সেই মন্ত্রটী পাঠ হয় নাই এইরূপ যে এক একটী বিশেষ অভাব) ঐ এক একটী অভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে এক একটী বিশেষ অবস্থা ঐ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে; ওষধি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে, একটু প্রণিধান করিতে হইবে।

তবেই বিবেচনা কর (যেরূপ উত্তেজক পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায় না তদ্রূপ প্রতিবন্ধক মণি কত প্রকারে দাহের প্রতিরোধ করে তাহাও নিরূপণ করা যায় না, ঐরূপ কল্পনা অতিশয় গুরুতর; তদপেক্ষায় বহ্নিতে প্রতিবন্ধক মণি দিলে বহ্নির দাহিকা শক্তির কুণ্ঠন হয় এবং উত্তেজক মণি প্রভৃতি দিলে কিংবা প্রতিবন্ধক মণির অপসারণ করিলে শক্তির কুণ্ঠন হয়না এইরূপ বলাই সঙ্গত। মণি দাহের প্রতিবন্ধক নহে, বহ্নির দাহিকা শক্তির কুণ্ঠন করে এই পর্য্যন্ত।

উ— মণি যোগে কুণ্ঠিতত্ব উত্তেজকে নাশ।
মীমাংসক মতে বটে গৌরব প্রকাশ॥ ১২৭
উত্তেজকাভাব যুক্ত মণি প্রতিবন্ধ।
লাঘব র'য়েছে ইথে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব॥ ১২৮

বহ্নিতে প্রতিবন্ধক মণি যোগ করিলে শক্তির কুণ্ঠিতত্ব (অর্থাৎ কুণ্ঠন) হয় এবং প্রতিবন্ধক মণির অপসারণ করিলে কিংবা প্রতিবন্ধক মণি থাকা কালেও উত্তেজক মণি প্রভৃতি দিলে শক্তির কুণ্ঠিতত্বের নাশ হয় স্বীকার করিলে মীমাংসকগণের মতেই গৌরব দোষ হয়। কারণ— পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিলে পুনঃ পুনঃ শক্তির কুণ্ঠিতত্ব এবং কুণ্ঠিতত্বের নাশ স্বীকার করিতে হয়; অনাদি কাল হইতে অনন্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐরূপ কতবার হইয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া ঐরূপ কত হইবে ইহার সংখ্যা নির্দ্দেশের অযোগ্য; সুতরাং শক্তির কুণ্ঠিতত্বের অপরিসংখ্যেয় উৎপত্তি এবং নাশ ও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তদপেক্ষায় উত্তেজক পদার্থ-মণি, মন্ত্র, ওষধি প্রভৃতির অভাব সমষ্টির সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটী বিশেষ অবস্থা ঐ এক অবস্থায়ই প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে ইহা স্বীকার করিলেই

চলে; পূর্ব্বপক্ষোক্ত প্রকারে উত্তেজক পদার্থ সমূহের প্রত্যেকের বিশেষাভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ একই প্রতিবন্ধক মণির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দাহের প্রতিরোধ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ ঐরূপ বলাও যায় না, কারণ—মনে কর প্রতিবন্ধক মণির সদ্‌ভাবে বহ্নিতে কোনও একটী উত্তেজক পদার্থ দেওয়াতে দাহ হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ অবস্থায় ও প্রতিবন্ধক মণিটী অন্যান্য উত্তেজক পদার্থের বিশেষাভাবের সহিত মিলিত হইয়াই আছে, সুতরাং কোনও একটী উত্তেজক পদার্থের সদ্ভাব কালেও দাহ না হইতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থায় দাহ হওয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব উত্তেজক পদার্থ সমুদয়ের প্রত্যেকের যে এক একটী বিশেষভাব ঐ সকল বিশেষাভাব-সমষ্টির সহিত মিলিত রূপেই মণিকে প্রতিবন্ধক বলিতে হয়। তাহা হইলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্‌ভাবে বহ্নিতে কোনও একটী উত্তেজক পদার্থ দেওয়া হইলে প্রতিবন্ধক মণিটী ঐ উত্তেজক পদার্থের বিশেষাভাবের সহিত মিলিত না হওয়ায় উত্তেজক পদার্থ সমুদায়ের বিশেষাভাব-সমষ্টির সহিত মিলিত হয় নাই বলিয়া দাহের প্রতিরোধ করিতে পারে না; সুতরাং কোনও একটী উত্তেজক পদার্থ দেওয়া হইলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্‌ভাবেও দাহ হইয়া থাকে, বহ্নির দাহিকা শক্তিস্বীকার করা অনুচিত।

পূ— উদ্দেশ্যের ধর্ম্মে যদি বাধ নাহি থাকে।
বিধেয়ের প্রযোজক বলে সর্ব্বলোকে॥ ১২৯
প্রোক্ষণে সংস্কৃত হ'লে ব্রীহি যব ধান।
অবঘাত-উপযুক্ত বেদের বিধান॥ ১৩০
শক্তি বিনা অবঘাত-কারণ প্রোক্ষণ।
নহেত, সম্ভব পর বুঝ বিচক্ষণ॥ ১৩১

প্রোক্ষণের বহুপরে ঘাতের বিধান।
শকতি স্বীকারে তার হয় সমাধান॥ ১৩২
কারণ জন্মায় কার্য্য নিজের আশ্রয়ে।
শক্তির উৎপত্তি তবে প্রোক্ষণ নিলয়ে॥ ১৩৩
হইলে বিধ্বস্ত যব পরমাণু শেষ।
অঙ্কুর জন্মায় তায় বিহিত নির্দ্দেশ॥ ১৩৪
কিংবা যবে ভূমণ্ডল পাইবে বিনাশ।
পরমাণু রূপে মাত্র রবে অপ্রকাশ॥ ১৩৫
সেইত প্রলয় কাল অতি ভয়ঙ্কর।
গাঢ়তমে লুপ্ত যেন বিশ্ব চরাচর॥ ২৩৫
তার পরে হবে যবে বিশ্বের সৃজন।
তাহার নিয়ম তরে শক্তির কল্পন॥ ১৩৬
যবের অণুর শক্তি যব নিরমায়।
ধান্যের অণুর শক্তি ধান্যের সহায়॥ ১৩৭
বিভিন্ন সৃষ্টির তরে বিভিন্না শকতি।
স্বীকার করিতে হয় নাই অন্যগতি॥ ১৩৮
মাঘমাসে ভূমি চষে চাষা মনে গণি।
রোপিলে শস্যের বীজ সুবর্ণের খণি॥ ১৩৯
ভূমির অপূর্ব্ব শক্তি মাঘ মাসে চষা।
শক্তির কারণে বটে এই মাত্র ঘোষা॥ ১৪০

১। বিশেষ বাধা না থাকিলে উদ্দেশ্যের ধর্ম্ম (অর্থাৎ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক) বিধেয়ের হেতু বা প্রযোজক হয়; ধনবান্ সুখী বলিলে উদ্দেশ্য-ধনবানের

ধর্ম্ম বা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-ধন, বিধেয়-সুখের হেতু বা প্রযোজক রূপেই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে (অর্থাৎ ধনহেতু ধনবানের সুখ ইহাই জ্ঞান হইয়া থাকে)। বেদে যজ্ঞের উপযোগী ধান্য, যব প্রভৃতি ব্রীহির অবঘাত করিবার পূর্ব্বে প্রোক্ষণের উপদেশ থাকাতে প্রথমতঃ ঐ সকল বস্তু প্রোক্ষণ করিয়া লইতে হয় এবং প্রোক্ষিত ব্রীহির অবঘাতের বিধান হেতু পরে অবঘাত করিতে হয়। ঐরূপ স্থলে প্রোক্ষিত ধান্য যব প্রভৃতি উদ্দেশ্যের ধর্ম্ম বা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-প্রোক্ষণ, কালান্তরে নিষ্পাদ্য বিধেয়-অবঘাতের হেতু বা প্রযোজক রূপেই নিশ্চিত হয় (অর্থাৎ ধান্য, যব প্রভৃতি পূর্ব্বে প্রোক্ষিত না হইলে যজ্ঞের উপযোগী অবঘাত করিতে নাই) ইহাই বুঝা যায়। প্রোক্ষণ—মন্ত্রপূত জল সেক বিশেষ, ইহা কর্ম্ম বা ক্রিয়া, অল্পকাল মাত্র স্থায়ী ; বেদে প্রোক্ষণের বহু পরে অবঘাতের বিধান হেতু অবঘাতের অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে প্রোক্ষণ স্বরূপ ক্রিয়া বিশেষ থাকে না বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রোক্ষণ অবঘাতের হেতু হইতে পারে না ; সুতরাং ধান্য, যব প্রভৃতিতে প্রোক্ষণ ব্যাপার জন্য শক্তি বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে প্রোক্ষণ ব্যাপার বিনষ্ট হইলেও ঐ শক্তিদ্বারা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ পরম্পরা অবঘাতের হেতু হইতে পারে (অর্থাৎ ঐ শক্তি স্বরূপ সম্বন্ধ দ্বারা অবঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া নিজেতে অবঘাতের হেতুতা বোধ জন্মাইয়া দিতে পারে) ; সুতরাং বস্তুর শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অপর—ক্ষেত্রস্থ ধান্য, যব প্রভৃতি জল সংযোগাদি দ্বারা বিনষ্ট হইলে পরে তদীয় পরমাণুর সাহায্যে অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, উহারা স্বরূপতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে অঙ্কুর হয় না ; এবং ধান্য বপন করিলে ধান্যের অঙ্কুর হয় যবের অঙ্কুর হয় না, যব বপন করিলে যবের অঙ্কুরই হয় ধান্যাদির অঙ্কুর হয় না, সুতরাং ধান্য যব প্রভৃতির পরমাণুতে সেই সেই জাতীয়

শস্যের অঙ্কুর জন্মাইবার সামর্থ্য বা শক্তি বিশেষ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অপর—মহাপ্রলয়ে কার্য্য বস্তু কিছুই থাকেনা; নিত্য পরমাণু প্রভৃতিই স্বীয় শক্তি নিয়া অবশিষ্ট থাকে, পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে শক্তিযুক্ত পরমাণু হইতে শক্তি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বিশ্বচরাচরের সৃজন হইয়া থাকে। পরমাণুর শক্তি স্বীকার না করিলে পুনঃ সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বৈচিত্র্যময় বিশ্বচরাচরের সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং বিশেষ বিশেষ পরমাণুর বিশেষ বিশেষ শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। অপর—মাঘ মাসে ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে ক্ষেত্রে উত্তম শস্য হয় সুতরাং মাঘ কর্ষণ দ্বারা ভূমির উৎকৃষ্ট শক্তি হয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

উ—সংস্কারঃ পুংস এবেষ্টঃ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিঃ।
স্বগুণাঃ পরমাণূনাং বিশেষাঃ পাকজাদয়ঃ॥ ১২ মূ

প্রোক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার (অর্থাৎ শক্তি বিশেষ) পুরুষেই ইষ্ট; পরমাণু সকলের স্বকীয় পাকজ বিশেষ বিশেষ গুণ সকলই (অর্থাৎ পরমাণুর পাকজ রূপ, রস প্রভৃতিই) বিশেষক হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—পাকজ বিশেষ বিশেষ রূপ, রস বিশিষ্ট বিশেষ ভাবাপন্ন পরমাণু সকল হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে।

উ— ব্রীহিতে মানিলে শক্তি কল্পনা গৌরব।
পুরুষে কল্পনা হ'লে যুক্তির লাঘব॥ ১৪২
প্রলয়ে প্রসুপ্ত জীব, নিজ কর্ম্ম নিয়ে।
থাকেনা ভোগের লেশ, শুন মন দিয়ে॥ ১৪৩
পরম পুরুষ পিতা পতিত পাবন।
ভোগ মোক্ষ তরে পুনঃ করেন সৃজন॥ ১৪৪

যাঁহার রচিত এই বিশ্ববিমোহন।
অতিক্রমি' জীব-কর্ম্মে করেনা সৃজন ॥ ১৪৫
সৌরকর পরিপাকে রূপ রস গন্ধ।
অণু সমবেত হয় বিধির নির্ব্বন্ধ ॥ ১৪৬
তাহ'তে অঙ্কুর সৃষ্টি শকতি অলীক।
বস্তু তত্ত্বে ভিন্ন নহে, মাত্র বাচনিক ॥ ১৪৭
মাঘের কর্ষণে মাটী উলটি পালটি।
রবির প্রখর তেজে হয় পরিপাটী ॥ ১৪৮
তাহ'তেই শস্য হয় প্রচুর বিশেষ।
শক্তি মানা নিরর্থক এই উপদেশ ॥ ১৪৯

পূর্ব্বপক্ষোক্ত যুক্তি সমূহ আপাততঃ রমণীয় হইলেও বাস্তবিক ব্রীহি প্রভৃতিতে শক্তি স্বীকার করিলে কল্পনার গৌরব হয়। কারণ—প্রোক্ষণাদি জনিত শক্তি ব্রীহি প্রভৃতিতে স্বীকার করিলে ব্রীহি প্রভৃতির সংখ্যানুযায়ী শক্তি (অর্থাৎ যতটী ব্রীহি ততটী শক্তি) স্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে ঐ শক্তি কর্ত্তাতে স্বীকার করিলে উহা ব্রীহির সংখ্যানুযায়ী না হইয়া কর্ত্তার সংখ্যানুযায়ী হয় সুতরাং কম সংখ্যক শক্তি স্বীকার করিলেই চলে। সুতরাং ঐ শক্তি কর্ম্মফল ভোক্তৃ পুরুষেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেও প্রোক্ষণ ঐ শক্তি দ্বারা পরম্পরা বহু পরবর্ত্তী অবঘাতের নিমিত্ত হইতে বাধা নাই। অপর—ক্ষেত্রস্থ ধান্যাদির বিনাশ স্বীকার্য্য হইলেও ঐ সকলের ভোক্তা জীবের অদৃষ্ট বলেই ধান্যের পরমাণু হইতে ধান্যের অঙ্কুর হইয়া থাকে এবং প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে ৺ভগবান্ ভোগের এবং ভোগান্তে মোক্ষের নিমিত্ত জীবের অদৃষ্টানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়েও জীবের অদৃষ্ট একেবারে বিনষ্ট হয় না তাহা হইলে পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজনই

থাকেনা। ৺ভগবান্ জীবের কর্ম্মানুযায়ী ভোগ এবং মোক্ষের নিমিত্তই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃজন করিয়া থাকেন। শ্রবণ মননাদিরূপ ভগবদারাধনার বলে ভোগাবসানে জীবের কর্ম্মজনিত সংস্কার সমূলে ক্ষয় হইলে জীব কৃতকৃত্য হয়, জন্ম-জরা-মরণাদির সংঘাত হইতে পরিত্রাণ পায়। এবং মাঘ কর্ষণে ভূমিতে শক্তি বিশেষ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ দৃষ্ট হেতু দ্বারা কার্য্যের উপপত্তি সম্ভব পর হইলে অদৃষ্ট হেতু কল্পনা করা অনুচিত; মাঘ মাসের কর্ষণে ভূমিতে ওত প্রোত ভাবে মাঘের সূর্য্যতাপ এবং শিশির সংযোগ হয় বলিয়া ভূমিতে দৃষ্ট-বিশেষ রূপ, রস প্রভৃতির সঞ্চার হইয়া থাকে। দৃষ্ট ঐ সকল বিশেষ রূপ, রসাদি দ্বারাই ক্ষেত্রে উত্তম শস্য হয় ঐ নিমিত্ত ভূমির শক্তি বিশেষ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

পূঃ—পাকজ রূপাদি শূন্য সলিল পবন।
পরশের তারতম্য তবু সংঘটন ॥ ১৫০
করকার কঠিনতা জলের দ্রবতা।
প্রতিষ্ঠা করিলে হয় প্রতিমা দেবতা ॥ ১৫১
অশুচি পরশ দোষে পূজেনা সকলে।
শকতি বিহীন মূর্ত্তি ফেলি দেয় জলে ॥ ১৫২
এ সব বিচার করি সিদ্ধান্ত সবার।
বস্তুর শকতি বিনা গতি নাহি আর ॥ ১৫৩

বায়ুর বিজাতীয় নাতিশীতোষ্ণ স্পর্শ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; বায়ুতে পাকজ রূপ রস প্রভৃতি নাই; তাহা হইলে বরং ঐ সকল রূপ, রস প্রভৃতি প্রযুক্ত বায়ুর বিজাতীয় স্পর্শ স্বীকার করা যাইতে পারিত; সুতরাং বায়ুর বিজাতীয় স্পর্শের নিমিত্ত বায়ুতেই শক্তি বিশেষ স্বীকার করিতে হয়।

এবং জল স্বভাবতঃ দ্রব পদার্থ হইলেও জলময় করকার কাঠিন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং জলের করকারূপে পরিণত হইবার উপযুক্ত শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক। অপর—অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজা করিতে নাই; কাষ্ঠ, মৃত্তিকা প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেই দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা দ্বারা শক্তি বিশেষ জন্মে স্বীকার করিতে হয় এবং অপবিত্র স্পর্শ ঘটিলে ঐ শক্তির নাশ হয় ইহাও স্বীকার করিতে হয়।

উ—নিমিত্তভেদ সংসর্গাদুদ্ভবানুদ্ভবাদয়ঃ।
দেবতা সন্নিধানেন প্রত্যভিজ্ঞানতোঽপিবা ॥১৩মূ

উদ্ভব এবং অনুদ্ভব সকল (অর্থাৎ বায়ুর উদ্ভূত স্পর্শ এবং পরমাণুর অনুদ্ভূত রূপাদি) নিমিত্তভেদ বশতঃ (অর্থাৎ ভোক্তৃ-জীবের বিশেষ বিশেষ অদৃষ্ট বশতঃ) হইয়া থাকে। দেবতা, সন্নিধানের দ্বারা (অর্থাৎ প্রতিমাতে অহঙ্কার মমকারাদি দ্বারা) অথবা প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ (অর্থাৎ প্রতিমাতে সাধকের প্রতিষ্ঠিতত্ব বুদ্ধি কিংবা যথার্থ পূজিতত্ব জ্ঞান বশতঃ) পূজার যোগ্য হয়।

উ—শকতিতাদের নাই বুঝ বিচক্ষণ।
ভোক্তার অদৃষ্টে তারা হয় যে তেমন ॥ ১৫৪
প্রতিষ্ঠা করিলে পর প্রতিমা উপরে।
অনুগ্রহ করি দেব, মমজ্ঞান করে ॥ ১৫৫
পূজ্যতার নিয়ামক দেব-অভিমান।
অযথা মাটীর ঢিপি বলে তুচ্ছজ্ঞান ॥ ১৫৬

অশুচি পরশ দোষে দেব-মমজ্ঞান।
রয়না প্রতিমা-পরে এইত বাখান ॥ ১৫৭
যথার্থ বিচারে কিন্তু ইহা নহে তথ্য।
অভিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা-ফল, এই মাত্র সত্য ॥ ১৫৮
প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি কিংবা পূজিতত্ব জ্ঞান।
অভিজ্ঞা পদের অর্থ এইত বাখান ॥ ১৫৯
না হয় অশুচি স্পর্শ কিংবা ভ্রম জ্ঞান।
তবেই পূজার যোগ্য এইত বিধান ॥ ১৬০

পূর্ব্বপক্ষোক্ত যুক্তিতে জীবাতিরিক্ত বস্তুর শক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; কারণ—বায়ুর অনুষ্ণাশীত স্পর্শ ভোক্তৃজীবের অদৃষ্ট বশতঃই হইয়া থাকে (অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট বশতঃই বায়ু ঐরূপ স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়া থাকে), যেহেতু জীবের কর্ম্মানুযায়ী ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য বস্তু সকল বিশেষ বিশেষ গুণ শালী হইয়া জন্মে নতুবা বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না; সৃষ্টি কর্ত্তার নিজের কোনও প্রয়োজন নাই; তিনি ভোগাবসানে জীবের মুক্তির নিমিত্ত বিশ্বচরাচরের সৃজন করিয়া থাকেন। ক্ষুরকার কাঠিন্য সম্বন্ধেও ঐ কথা। অপর—প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিমাতে কোনও শক্তি বিশেষ জন্মে না, তবে ভক্তের মনোবাসনা পূরণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে দেবতার মমত্ব বোধ হয় (অর্থাৎ দেবতা মূর্ত্তিটীকে আমার বলিয়া বিবেচনা করে), ভক্তগণ ঐ নিমিত্তই দেবতাজ্ঞানে মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে; নির্ব্বোধ নাস্তিকগণই প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাকে মাটীর পুতুল বলিয়া অযথা উপহাস করে। এখন কথা হইতে পারে, দেবতার চৈতন্য আছে কিনা? দেবতা কি? যদি দেবতা চেতন না হয় তবে প্রতিমাতে দেবতার মমত্ব জ্ঞান অসম্ভব। চেতন-দেবতা সম্বন্ধে মত ভেদ আছে; মীমাংসকগণ

চেতনদেবতা স্বীকার করেনা, তাহাদের মতে মন্ত্রই দেবতা, মন্ত্র বর্ণের সমষ্টি, উহা অচেতন পদার্থ; সুতরাং তন্মত সাধারণ ভাবে উত্তর করা যাইতেছে—প্রতিষ্ঠাকরিলে প্রতিমাতে সাধকের প্রত্যভিজ্ঞা (অর্থাৎ এই আমার আরাধ্য দেবতা, এই মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত কিংবা ইহা মহাপুরুষগণের পূজিত ইত্যাদিরূপ জ্ঞান) হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ জ্ঞানমূলেই ভক্তগণ প্রতিমাপ্রভৃতিকে দেবতারূপে পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠা-দ্বারা প্রতিমাতে শক্তি বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।

পূ—পুরাকালে ছিল এক আশ্চর্য্য বিধান।
ভাল সাক্ষী না জুটিলে তুলায় প্রমাণ॥ ১৬১
পাপী হ'লে নীচে নামে পুণ্যে শূন্যে উঠে।
তুলাতেই শক্তি জন্মে কথা বড় মিঠে॥ ১৬২

উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ঘটিলে তুলা পরীক্ষাদ্বারা অপরাধ নির্ণীত হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে পরীক্ষাবিধি দ্বারা তুলাতে শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক। পরীক্ষার যোগ্য পুরুষকে পূর্ব্বে ওজন করিয়া পরে "আমার পাপ নাই" ইত্যাদি রূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া পুনঃ ওজন করাই তুলা পরীক্ষা বিধি। ঐরূপ পরীক্ষা বিধি দ্বারা পরীক্ষার যোগ্য ব্যক্তির ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলে পাপী এবং কম কিংবা সমান হইলে নিষ্পাপ বিবেচিত হইয়া থাকে। পুরাকালে এইরূপ তুলা পরীক্ষার প্রচলন ছিল। সুতরাং পরীক্ষা বিধি দ্বারা তুলাতে শক্তি বিশেষ জন্মে স্বীকার করিতে হয়; জীবাতিরিক্তের শক্তি নাথাকা প্রমাণিত হয় না।

উঃ—জয়েতর নিমিত্তস্য বৃত্তিলাভায় কেবলং।
পরীক্ষ্য সমবেতস্য পরীক্ষা বিধয়ো মতাঃ॥ ১৪মূ

জয় এবং ইতরের (অর্থাৎ পরাজয়ের) নিমিত্তীভূত, পরীক্ষ্য পুরুষে

সমবেত-বৃত্তি বা অদৃষ্ট লাভের নিমিত্ত পুরাকালে পরীক্ষা বিধি সকল স্বীকৃত হইত।

উঃ—তুলাতে জন্মেনা শক্তি তুলা পূর্ব্বপ্রায়।
পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণে প্রতিজ্ঞা সহায়॥ ১৬৩
অথবা প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
পরীক্ষ্য পুরুষে জন্মে এই বটে মর্ম্ম॥ ১৬৪

তুলাদণ্ডে শক্তি বিশেষ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; কারণ—ঐরূপ স্থলে পরীক্ষ্য পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ অদৃষ্ট দ্বারাই অপরাধ নির্ণীত হইতে পারে। তাৎপর্য্য—পরীক্ষ্য পুরুষের "আমি নিষ্পাপ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয় তবে প্রতিজ্ঞার সত্যতা নিবন্ধন পরীক্ষ্য পুরুষের ধর্ম্ম সঞ্চয় হেতু ওজন পূর্ব্ব ওজনের সমান কিংবা কম হইয়া থাকে, আর প্রতিজ্ঞা অসত্য হইলে অসত্যভাষণ-জনিত অধর্ম্ম সঞ্চয়হেতু ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে; সুতরাং পরীক্ষাবিধি দ্বারা জীবেরই অদৃষ্ট হয় স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই; জীবাতিরিক্তের শক্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক।

পূঃ—জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ আদি করে যত।
বুদ্ধিতে নিহিত সব সাংখ্য-অভিমত॥ ১৬৫
অবিবেক বশে বন্ধ, বিবেকে মুকতি।
সাংখ্য শাস্ত্রে বন্ধ মোক্ষে এইত যুকতি॥ ১৬৬

জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এই সমুদায় গুণ বুদ্ধি-তত্ত্বের; পুরুষ অকারণ, নির্লিপ্ত, চেতন মাত্র; পুরুষের কোনও গুণ নাই। বুদ্ধি তত্ত্বের সহিত অবিবেক বশতঃ (অর্থাৎ ভেদের অজ্ঞান বশতঃ) পুরুষে ঐ সকল গুণের আরোপ হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষ নিজকে ঐ

সকল গুণ যুক্তরূপে বিবেচনা করিয়া থাকে); এবং ঐরূপ আরোপ জ্ঞান-মূলেই পুরুষের বন্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে (অর্থাৎ আমি সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে নিজকে উপলব্ধি করিয়া থাকে)। বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত পুরুষের বিবেক (অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান) হইলে মুক্তি অর্থাৎ কৈবল্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—পুরুষ চেতন, অপরিণামী, নিত্য, বিভূ (অর্থাৎ পরম মহৎ পরিমাণ যুক্ত) এবং অনেক। প্রকৃতি অচেতনা, (১) পরিণামিণী, একা, নিত্যা ; সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব (অর্থাৎ মহৎ তত্ত্ব) ; এই বুদ্ধিতত্ত্ব অনেক, জীব সংখ্যা যত বুদ্ধিতত্ত্ব ও তত (অর্থাৎ সাংখ্যকারগণ প্রত্যেক জীবেরই নিজের এক একটী বুদ্ধিতত্ত্ব স্বীকার করেন)। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ সকল ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের। বুদ্ধিতত্ত্ব, অচেতন-প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া অচেতন, কিন্তু তাহা হইলেও বুদ্ধিতত্ত্বের চৈতন্যাভিমান হইয়া থাকে। অচেতনের চৈতন্যাভিমান চেতনের সঙ্গ ব্যতিরেকে সম্ভব পর নয় সুতরাং স্বতন্ত্র-চেতন পুরুষ স্বীকার করিতে হয়।

---

(১) প্রকৃতি চেতন পদার্থ হইলে প্রকৃতির কার্য্য-বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকৃতির ধর্ম্ম-চৈতন্যের অনুবর্ত্তন হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ চেতনরূপে প্রতিভাত হইত, কিন্তু যখন তাহা না হইয়া বিশ্বপ্রপঞ্চ অচেতনরূপেই প্রতিভাত হয়, তখন বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল উপাদানকে অচেতনই স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য—কার্য্যে উপাদান কারণের ধর্ম্মের অভাব থাকিতে পারে না ; যেমন ঘট একটী কার্য্য, উহার উপাদান কারণ মৃত্তিকা ; মৃত্তিকার ধর্ম্ম মৃত্তিকাত্ব, তদীয়রূপ প্রভৃতির অভাব ঘটে নাই, ঘট তদীয় উপাদান কারণ-মৃত্তিকার ধর্ম্মাক্রান্তই হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রকৃতি চেতন হইলে বিশ্বপ্রপঞ্চ ও তদীয় মূল উপাদান প্রকৃতির ধর্ম্ম-চৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইত, অচেতন হইত না ; সুতরাং প্রপঞ্চের উপাদান প্রকৃতিকে অবশ্যই অচেতন স্বীকার করিতে হয়।

সাংখ্যমতে সৃষ্টির ক্রম—প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা মহত্তত্ত্ব নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ; বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বাক্, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েন্দ্রিয়াত্মক মন উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত (অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজঃ, রস তন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদিও তন্মাত্রগুলির এক একটীই আকাশাদি ভূত সকলের উপাদান এবং তন্মাত্রগুলি প্রত্যেকই সূক্ষ্ম, তথাপি আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্তের ক্রমিক গুণাধিক্যই উত্তরোত্তর স্থূলতার কারণ। স্পর্শ তন্মাত্র বায়ুর উপাদান হইলেও বায়ুতে শব্দ তন্মাত্রের অনুবর্ত্তন হেতু আকাশ হইতে বায়ু কিঞ্চিৎ স্থূল, এইরূপ সর্ব্বশেষে পৃথিবীতে পাঁচটি তন্মাত্রেরই সমাবেশ বশতঃ পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষ স্থূল এবং কঠিন। //

ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট (অর্থাৎ উপকারী কিংবা অনুপকারী) বিষয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ (অর্থাৎ সুখকর কিংবা দুঃখকর বিষয়ের উপলব্ধি) স্বভাবতঃই হয় স্বীকার করিলে পুরুষের মোক্ষ অসম্ভব হয়; কারণ— পুরুষ নিত্য, সুতরাং পুরুষের স্বভাবও (অর্থাৎ স্বীয় ভাব বা বিদ্যমানতাও) নিত্য (অর্থাৎ সার্ব্বকালিক) স্বীকার করিতে হয় ; এমত অবস্থায় পুরুষের স্বভাবের (অর্থাৎ বিদ্যমানতার) প্রচ্যুতি অসম্ভব বলিয়া ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের উপলব্ধি জনিত সুখ দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ স্বরূপ মোক্ষ হইতে পারে না ; সুতরাং স্বভাবতঃ পুরুষের ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি স্বীকার করা যায় না। এবং পুরুষের ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি প্রকৃতির অধীন ইহাও স্বীকার করা যায় না ; যেহেতু প্রকৃতি নিত্যা বলিয়া ঐ

দোষই ঘটে। ইন্দ্রিয়ের অধীন স্বীকার করিলে, পুরুষ ব্যাপক বা অতি-বৃহৎ বলিয়া চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয়ের সহিত এক সময়েই পুরুষের সম্বন্ধ সম্ভব পর বশতঃ একই সময়ে চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয় জনিত বিষয়োপলব্ধি হইতে পারে (অর্থাৎ এক সময়েই চাক্ষুষ স্পার্শন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল হইতে পারে), কিন্তু তাহা হয় না ; সুতরাং মন স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে মন অতি সূক্ষ্ম বস্তু হেতু একই সময়ে নানা ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া যখন যে ইন্দ্রিয়ে মন সংযুক্ত হয় তখন ঐ ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে ; অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল বিষয়-সংযুক্ত হইলে ও তৎসময়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং এক সময়ে নানা ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে না। এবং স্বপ্নকালে মানুষ যখন নিজকে ব্যাঘ্র প্রভৃতিরূপে বিবেচনা করে তখন আমি মানুষ এরূপ জ্ঞান থাকে না, সুতরাং অহঙ্কার তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।) তাৎপর্য্য—স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যখন নিজকে ব্যাঘ্র ইত্যাদিরূপে অনুভব করে তখন ঐ অনুভব দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধ বশতঃ হয় বলা যায় না, কারণ—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধ বিষয়-সম্বন্ধ ব্যতীত হয় না, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিষয় তখন নিকটবর্ত্তী নয় সুতরাং উহাদের সহিত দেহ ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না বলিয়া ঐরূপ অনুভব হইতে পারে না। মনোবৃত্তির বিষয় অনিয়মিত বলিয়া ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদি সমূহালম্বন রূপে (অর্থাৎ নানা বিষয়ের সহিত এক সময়ে একই জ্ঞানের বিষয়তা সম্বন্ধ বশতঃ) একই সময়ে নানা বিষয়ক অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় আমি ব্যাঘ্র এইরূপ অনুভব যে সময়ে হয় ঐ সময়ে অতি নিকটবর্ত্তী যে মনুষ্যত্ব উহারও বাধ নিশ্চয় (অর্থাৎ আমি মানুষ নহি ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়) হইয়া থাকে ; সুতরাং যাহা কেবল আমি স্বরূপ বিষয়ে আবদ্ধ তাহা মন হইতে পারে না উহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত স্বীকার

করিতে হয়; উহাই অহঙ্কার। অপর—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সমুদায় কালেই ক্রিয়াশীল শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া তন্নির্ব্বাহক বুদ্ধি তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।) তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে সুষুপ্তি অবস্থায় সুখানুভব ব্যতীত কোনও জ্ঞান থাকে না, কারণ—তৎসময়ে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি সকলেই নিদ্রিত বা ব্যাপার হীন অবস্থায় থাকে, কিন্তু ঐ সময়েও নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; প্রযত্ন ব্যতিরেকে কার্য্য হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ সময় যাহার প্রযত্নে শ্বাস, প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হয় উহাই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। (সুষুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার প্রভৃতি নিদ্রিত থাকিলেও বুদ্ধিতত্ত্ব জাগিয়া থাকে বলিয়া ঐ সময় সুখানুভব অসম্ভব নয়। (কথা হইতে পারে—বুদ্ধিতত্ত্ব সুষুপ্তিকালে জাগরিত থাকিলে অধ্যবসায় (অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের বৃত্তি) হয় না কেন? ইহা বলা যায় না, কারণ—বুদ্ধিতত্ত্বের অধ্যবসায় হইতে হইলে মন এবং অহঙ্কার বৃত্তির অপেক্ষা করিয়াই হইয়া থাকে; সুষুপ্তিকালে মন এবং অহঙ্কার নিদ্রিত বলিয়া উহাদের বৃত্তি হয় না, সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের ও বৃত্তি বা অধ্যবসায় হয় না। পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির (অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞানরূপ পরিণামের) প্রতিবিম্বই পুরুষের স্বরূপ-চৈতন্য আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। বুদ্ধিতত্ত্বের বিনাশ হইলে পুরুষে বুদ্ধিতত্ত্বের বৃত্তি বা জ্ঞানরূপ পরিণামের প্রতিবিম্বন সম্ভব পর হয় না; সুতরাং ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি হইতে পারে না এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না; দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষ হইয়া থাকে। (তাৎপর্য্য - বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয় সকল ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিফলিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অতি স্বচ্ছ বুদ্ধিতত্ত্বে বিষয়ের ছায়া পতিত হয়, এবং তাহাতেই বুদ্ধিতত্ত্ব বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া উঠে অর্থাৎ বিষয়ের আকার ধারণ করে); ইহাই বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞানরূপ পরিণাম বা

বুদ্ধিবৃত্তি। এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় এবং পুরুষেও বুদ্ধিবৃত্তিটী প্রতিবিম্বিত হয়; এইরূপে পরস্পরের প্রতিবিম্বনবশতঃ পুরুষের অর্থাববোধ বা অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ পুরুষ বাস্তবিক অসঙ্গ, নির্গুণ হইলেও বুদ্ধিতত্ত্ব, জ্ঞানরূপে পরিণত বৃত্তি স্বরূপ স্বীয় অর্থাকারতা প্রতিবিম্বন দ্বারা পুরুষে সমর্পণ করে বলিয়া পুরুষের ঔপাধিক অর্থাকারতা হইয়া থাকে। (১)। পুরুষ অপরিণামী হইলেও ইহাই পুরুষের বিষয়োপলব্ধি বা বিষয়াবভাস। অপর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধি বৃত্তির যে স্ফুরণ হয়, উহাই বুদ্ধির বিষয়োপলব্ধি। পুরুষ এবং বুদ্ধিতত্ত্বের পরস্পরের প্রতিবিম্বন বশতঃ পরস্পরের ভেদ বা পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না; বুদ্ধিতত্ত্ব পুরুষের চৈতন্যকে নিজের বিবেচনা করে (অর্থাৎ নিজেতে আমি জানিতেছি এইরূপ অহং অনুভব করে এবং পুরুষ নির্গুণ হইলেও বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আমি ইহা জানিয়াছি, আমি সুখী, দুঃখী ইত্যাদিরূপে বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম-জ্ঞান, সুখাদিকে নিয়া নিজের উপলব্ধি করিয়া থাকে। পরস্পরের প্রতিবিম্বন বশতঃ একে অন্যের ভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, পুরুষ নিজকে বদ্ধ (অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি জনিত সুখ দুঃখাদি দ্বারা নিজকে সুখী, দুঃখী) বিবেচনা করে। পুরুষের এইরূপ সুখ দুঃখাদির উপলব্ধিই ভোগ বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব থাকাকাল পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতিবিম্বন বারণ করা যায় না বলিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের বিশু-

(১) ইহা জবা পুষ্প এবং স্ফটিকের দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে। জবা এবং স্ফটিক সন্নিহিত হইলে জবার লৌহিত্য এবং স্ফটিকের চাকচিক্য যেরূপ পরস্পরে প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ জবার লৌহিত্য দ্বারা স্ফটিক এবং স্ফটিকের চাকচিক্য দ্বারা জবা আক্রান্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষ এবং বুদ্ধিতত্ত্বেরও পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞানরূপবৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

মানে সুখ দুঃখাদি-ভোগের নিবৃত্তি হইতে পারে না, মোক্ষ অসম্ভব হয়। মুক্তিলাভের উপায়—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থায়ই মূল প্রকৃতি; সাম্যাবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া পুরুষের ভোগের (উপলব্ধির) অনুপযুক্ত; সুতরাং মূল প্রকৃতি সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় পুরুষকে স্বীয় শোভা ঐ সকল গুণের ভোগ করাইবার নিমিত্ত অশেষ বিশেষরূপে সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতা হয় (অর্থাৎ স্থূলভাবে ঐ সকল গুণ যুক্ত মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণতা হয়)। সুতরাং প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণাম পুরুষার্থ। পুরুষ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বটীকে বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলে (অশেষ বিশেষরূপে নিজ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপটী বুঝিতে পারিলে), প্রকৃতি নর্ত্তকীর মত বিরতা হয় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে আর পরিণতা হয় না। (১) কারণ—প্রকৃতির শোভা-পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিযুক্তরূপে মহদাদি পরিণাম পুরুষের বুঝা হইলেই প্রকৃতি আমি পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইলাম (অর্থাৎ পুরুষ আমাকে অশেষ বিশেষ রূপেই দেখিয়াছে) বিবেচনা করিয়া কৃত কৃত্যা হয়; লজ্জাশীলা রমণীর মত পুনর্ব্বার পুরুষের দর্শনাভিলাষিণী হয় না, স্বীয় শোভা নিজেতে সংহরণ করিয়া থাকে। ইহাই হইল বুদ্ধিতত্ত্বের বিনাশ বা প্রকৃতিলয়। বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইলে আর বিষয়াকারে বৃত্তির সম্ভাবনা থাকেনা, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন বশতঃ পুরুষের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইতে পারেনা। তাহা হইলে ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি-

(১) নর্ত্তকী যেরূপ রঙ্গ সভায় স্বীয় শোভা সম্পৎ-হাব, ভাব প্রভৃতি দর্শন করাইয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধি নিবন্ধন নৃত্যাদি হইতে বিরতা হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের নিকট নানারূপে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া পুরুষকে স্বীয় শোভা দেখাইতে পারিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি নিবন্ধন মহদাদি ক্রমে আর পরিণতা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

জনিত সুখদুঃখাদির উপলব্ধি (অর্থাৎ ভোগের; সম্ভাবনা থাকেনা, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়।

উঃ—কর্ত্তৃধর্ম্মা নিয়ন্তার শ্চেতিতাচ সএব নঃ।

অন্যথা হনপবর্গঃ স্যাদসংসারোহথবা ধ্রুবম্। ১৫। মূ

নিয়ন্তৃ সমুদয় (অর্থাৎ সংঘটনকারী-ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি গুণ সকল) কর্ত্তার ধর্ম্ম, সুতরাং সেই কর্ত্তা-চেতন, ইহাই আমাদের মত। অন্যথা অপবর্গ বা মোক্ষ হইতে পারেনা, অথবা সংসার হইতে পারেনা, ইহা নিশ্চিত।

উঃ—কর্ত্তার ধরম বটে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ।
অচেতন নহে কর্ত্তা ন্যায়ের আদেশ॥ ১৬৭
জ্ঞান, ইচ্ছা আদি যদি বুদ্ধিতে সকল।
মোক্ষ তরে সাংখ্য শাস্ত্র তা হ'লে বিফল॥ ১৬৮
স্বরূপে উৎপত্তি যোগ্য কিংবা সদাতন।
বুদ্ধি যদি, তবে বৃথা সাংখ্য-প্রবচন॥ ১৬৯

সাংখ্যকারগণের কথিত যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও উহা বিচার সঙ্গত হইতে পারেনা; কারণ—আমার ইহা হউক, আমি জানিয়াই ইহা করিয়াছি, বিদ্বেষ বশতঃ কিছু করি নাই ইত্যাদি সার্ব্বজনীন অনুভব বশতঃ জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল কর্ত্তার ধর্ম্মরূপে উভয়বাদি-সিদ্ধ; কিন্তু চেতন আমিই করিয়াছি, চেতন আমার ইহা হউক ইত্যাদি রূপ সার্ব্বজনীন অনুভবের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত হইতে পারে না; সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সকল চেতন-কর্ত্তা-আত্মারই ধর্ম্ম; ঐ সকল অচেতন প্রকৃতির গুণ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ ঐ সকল গুণ

অচেতন প্রকৃতির স্বীকার করিলে সাংখ্য মতে মোক্ষ অসম্ভব বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্র বিফল হয়। কারণ—বুদ্ধিতত্ত্ব স্বরূপে (অর্থাৎ স্বীয় গুণ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিকে নিয়া) উৎপত্তি যোগ্য পদার্থ (অর্থাৎ অনিত্য, জন্য) হইলে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তির নিমিত্ত অদৃষ্ট কারণ-ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু কার্য্য মাত্রের প্রতি অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মের একতর কারণ। এমত অবস্থায় বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়; অদৃষ্ট, পরিণাম বা বস্তুর বিকারাত্মক গুণ পদার্থ; ইহা আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারেনা সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে মূল প্রকৃতিকেই অদৃষ্টের আশ্রয় বলিতে হয়; কিন্তু মূল প্রকৃতি অপরিণামিনী বা বিকার স্বরূপ নয় বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি পরিণাম বা বিকার, মূল প্রকৃতির হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রকৃতির মূলত্ব বা অপরিণামাত্মকতার ব্যাঘাত স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বুদ্ধিতত্ত্ব সদাতন (অর্থাৎ সর্ব্বকাল স্থায়ী নিত্য) হয় তবে বুদ্ধিতত্ত্বের বিনাশ অসম্ভব বলিয়া সর্ব্বদাই বুদ্ধিতত্ত্ব এবং পুরুষের পরস্পর প্রতিবিম্বন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পুরুষে বুদ্ধিতত্ত্বের গুণ-ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির আরোপ বারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, পুরুষের মোক্ষ বা কৈবল্য অসম্ভব হয়।

পূ—চেতনের কথাবার্ত্তা হইল অশেষ।
অবশ্য মানিব কিন্তু মতের বিশেষ॥ ১৭০
খাই, যাই, দিচ্ছি, মোর রূপের বাহার।
কায়াকার রূপে আত্মা নিশ্চিত সবার॥ ১৭১

চেতনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এজগতে সমুদায়ই কিছু অচেতন নহে, চেতন অবশ্য মানিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত চেতন স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। খাইতেছি

যাইতেছি, দেখি, শুনি প্রভৃতি অনুভব বশতঃ শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই চেতন আত্মা।

উঃ—নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যো নৈকং ভূতমপক্রমাৎ।
বাসনা সংক্রমো নাস্তি নচ গত্যন্তরং স্থিরে॥ ১৬ সূ

অন্যে অন্যের (অর্থাৎ একে অন্যের) দৃষ্ট বস্তু স্মরণ করিতে পারেনা; অপক্রমহেতু (অর্থাৎ বিনাশহেতু) একটী ভূত (অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যের ভেদ থাকিলেও শরীর এক) হইতে পারে না। বাসনার সংক্রম (অর্থাৎ বাল্য শরীরের বাসনা মূলে যুবাশরীরে এবং যুবাশরীরের বাসনা মূলে বৃদ্ধ শরীরে বাসনার উৎপত্তি) হয় না। স্থির পক্ষে অন্য গতি বা উপায় নাই।

উঃ—চার্ব্বাকের মোটা কথা শুনিতে মধুর।
যুক্তির চাঁপানে পড়ে হয়ে যাবে চূর॥ ১৭২
আমি ত দেখেছি কত নদী উপবন।
বল ত কেমন তারা করিয়া স্মরণ॥ ১৭৩
বলিতে পার না, শুন সিদ্ধান্ত বচন।
অনুভব কর্ত্তা যেবা তাহার স্মরণ॥ ১৭৪
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দেহ এক হ'তে নারে।
পূর্ব্ব নষ্ট হ'লে পরে জনমে যে আরে॥ ১৭৫
বাল্যের বাসনা মূলে বৃদ্ধের স্মরণ।
অকৃতের অভ্যাগম ঘটে বিলক্ষণ॥ ১৭৬
কার্য্য কারণের ধর্ম্ম সঞ্চারে সহায়?।
অতিব্যাপ্তি দোষে উহা বলা নাহি যায়॥ ১৭৭

মাতৃ-অনুভব হ'তে হয় না স্মরণ।
ভূমিষ্ঠ শিশুর, তাই নিষেধ বচন॥ ১৭৮
উপাদান বাসনার উপাদেয়ে গতি।
তা'হতে স্মরণ হয়, অসম্ভব অতি॥ ১৭৯
দেহ হ'তে করচ্ছেদে পূর্ব্ব দেহ মৃত।
প্রয়োজন তরে হয় ধৃত বস্তু স্মৃত॥ ১৮০
খণ্ড দেহে ছিন্ন কর উপাদান নয়।
কিরূপে সম্ভবে তবে স্মৃতির উদয়॥ ১৮১
দাম্ভিকতা ছেড়ে বটে করিলে বিচার।
শরীর চেতন বলা কথা মাত্র সার॥ ১৮২
ইন্দ্রিয়াদি সচেতন কিংবা প্রাণগণ।
উক্ত প্রায় যুক্তি মূলে চৈতন্য খণ্ডন॥ ১৮৩
বিজ্ঞানের যৌগপদ্য অসম্ভব ব'লে।
মনের অণুত্ব ধর্ম্ম বলে ত সকলে॥ ১৮৪
চৈতন্য মনের ধর্ম্ম করিলে স্বীকার।
অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের হয় দুর্ণিবার॥ ১৮৫

উ—স্মৃতি এক প্রকার জ্ঞান; উহা পূর্ব্বানুভূত বস্তুরই হইয়া থাকে; সুতরাং স্মরণের প্রতি পূর্ব্বানুভবকে কারণ বলিতে হয়। পূর্ব্বে অনুভূত না হইলে বস্তুর স্মরণ হয় না এবং যে ব্যক্তি যে বস্তুর অনুভব করিয়াছে ঐ ব্যক্তিরই ঐ বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে, একে অন্যের অনুভূত বস্তুর স্মরণ করিতে পারে না; সুতরাং অনুভব এবং স্মরণের কর্ত্তা এক হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে পরিমাণ ভেদে বস্তুর ভেদ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া

বাল্য, যুবা, বৃদ্ধ শরীর পরস্পর বিভিন্ন। এমত অবস্থায় শরীরাদিকে চেতন আত্মা স্বীকার করিলে বাল্য শরীরে অনুভূত বস্তুর স্মরণ, যুবা কিংবা বৃদ্ধ শরীরে হইতে পারে না। তাহা হইলে অনুভব এবং স্মরণের কর্ত্তার একত্বের ব্যাঘাত স্বীকার করিতে হয়; চৈত্র কর্তৃক দৃষ্ট বস্তু ও মৈত্র স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না; অথচ আমরা বাল্যাবস্থায় যাহা দেখিয়াছি, যুবা কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় ও ঐরূপ কোনও কোনও বস্তুর স্মরণ করিয়া থাকি; (সুতরাং শরীরাদির অতিরিক্ত নিত্য-চেতন-আত্মা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়,) এবং তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না। কারণ—যে আত্মা বাল্যে দেখিয়াছে ঐ আত্মাই যুবা কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ করিয়া থাকে, কোনও রূপ অনুপপত্তি হয় না। কথা হইতে পারে—কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত হওয়া কারণের ধর্ম্ম (অর্থাৎ কারণত্ব) বলিয়া দ্বি, ত্রি, ক্ষণ মাত্র স্থায়ী বাল্যের অনুভব বহু পরবর্ত্তী যুবা কিংবা বৃদ্ধ কালে স্মরণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না, সুতরাং বাল্যের অনুভব যুবা কিংবা বৃদ্ধ কালীন স্মরণের কারণ হইতে পারে না; এমত অবস্থায় পূর্ব্বানুভব অনুভূত বস্তু বিষয়ে সংস্কার জন্মাইয়া ঐ সংস্কার দ্বারা (অর্থাৎ অনুভব এবং স্মরণের মধ্যবর্ত্তী সংস্কার স্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে) পরবর্ত্তী স্মরণের কারণ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে শরীরাদির অতিরিক্ত চেতন-নিত্য-আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ—বাল্য শরীর-কৃত অনুভবের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার যুবা কিংবা বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারিত হইয়াই যুবা কিংবা বৃদ্ধকালে স্মরণ জন্মাইয়া থাকে, এরূপ স্বীকার করিলেই চলে, অনুভব এবং স্মরণের কর্ত্তা এক হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ইহাও ঠিক নহে; কারণ – বাল্যশরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার যুবা কিংবা বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারিত হয় বলিলে, সংস্কার-সঞ্চারের বিশেষ নিয়ম স্বীকার

করিতে হয়; নতুবা চৈত্র-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার মৈত্রে সঞ্চারিত হইয়া চৈত্রের দৃষ্ট বস্তু ও মৈত্র স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। যদি বলা যায় অনুভব-কর্ত্তা এবং স্মরণ-কর্ত্তার কার্য্য কারণ ভাবই সংস্কার-সঞ্চারের নিয়ামক, চৈত্র-শরীর এবং মৈত্র-শরীর একে অপরের কার্য্য কিংবা কারণ নয় বলিয়াই চৈত্রের অনুভব জন্য সংস্কার মৈত্রে সঞ্চারিত হয় না এবং সেই নিমিত্তই চৈত্রের দৃষ্ট বস্তু মৈত্র স্মরণ করিতে পারেনা; কিন্তু বাল্য শরীর যুবা শরীরের এবং যুবা শরীর বৃদ্ধ শরীরের কারণ বলিয়া পরস্পরের কার্য্য কারণ ভাবের বলে বাল্য শরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার যুবা কিংবা বৃদ্ধ শরীরে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং ঐ নিমিত্তই ঐ সংস্কার দ্বারা বাল্য শরীরানুভূত বস্তুর স্মরণ যুবা কিংবা বৃদ্ধ শরীরে হইয়া থাকে। এরূপও বলা যায় না; কারণ—তাহা হইলে মাতৃ শরীর পুত্র শরীরের কারণ বলিয়া মাতার অনুভূত বস্তু সম্বন্ধেও পুত্রের স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। যদি বলা যায় সামান্যতঃ কার্য্য কারণ-ভাব সংস্কার সঞ্চারের নিয়ামক নয়, কিন্তু অনুভব এবং স্মরণের কর্ত্তার উপাদান উপাদেয় ভাবই সংস্কার সঞ্চারের নিয়ামক (অর্থাৎ উপাদান শরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার উপাদেয়-শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে)। মাতৃ-শরীর পুত্র-শরীরের উপাদান নয় বলিয়াই মাতৃ-শরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। এবং ঐ নিমিত্ত মাতার অনুভূত বস্তুও পুত্রের স্মরণ-পথবর্ত্তী হয় না। বাল্যশরীর যুবাশরীরের এবং যুবাশরীর বৃদ্ধশরীরের উপাদান বলিয়াই বাল্যের অনুভব জন্য সংস্কার যুবা কিংবা বৃদ্ধ-শরীরে ক্রমে সঞ্চারিত হইতে পারে বলিয়া বাল্যের অনুভূত বস্তুও যুবা কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ-পথবর্ত্তী হইয়া থাকে। ইহাও ঠিক নহে, কারণ—হস্ত বিনষ্ট হইলেও হস্তদ্বারা অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে; ঐরূপ স্থলে হস্তবিহীন খণ্ড শরীরে হস্তযুক্ত শরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার সঞ্চারিত হইতে পারে না

বলিয়া হস্তযুক্ত শরীরানুভূত-বস্তুর স্মরণ হস্ত বিহীন খণ্ড শরীরে হইতে পারে না, যেহেতু হস্তযুক্ত শরীর হস্ত-বিহীন খণ্ড শরীরের উপাদান কারণ নয়। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকেও চেতন আত্মা স্বীকার করা যায় না ; কারণ—তাহা হইলে ঐরূপ দোষই ঘটে, অর্থাৎ চক্ষু বিনষ্ট হইলে চক্ষু দ্বারা অনুভূত বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় মন নিত্য পদার্থ, যে মন পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল ঐ মনই পরে স্মরণ করে বলিয়া মনকে চেতন-আত্মা স্বীকার করিলে কথিতরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মনই চেতন-আত্মা ; ইহাও ঠিক নহে, কারণ—চাক্ষুষ স্পার্শন, রাসন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল একই সময়ে হয় না, সুতরাং মনের পরিমাণ নিরতিশয় ক্ষুদ্র (অর্থাৎ মনকে অণু পরিমাণ যুক্ত) স্বীকার করিতে হয়। ১। এমত অবস্থায় মনকে চেতন-আত্মা স্বীকার করিলে মনে আশ্রিত চৈতন্যের প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ আমি জানিয়াছি, স্মরণ করিয়াছি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না ; যেহেতু যে আধারে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সেই আধারটী মহৎপরিমাণ যুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমি জানিয়াছি এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী যদি আমি স্বরূপে মনকে বিষয় করে বলা যায়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ যুক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয় ; কিন্তু অনুপরিমাণ যুক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা হইলে পৃথিবী জল প্রভৃতির পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হইত। অতএব মনকে নিত্য-চেতন-আত্মা স্বীকার করা যায় না ; শরীরাদির অতিরিক্ত নিত্য চেতন-আত্মা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।//

পূ—ক্ষণে জাত সমাহিত এ বিশ্ব প্রকৃতি।
কিছুই রয়না স্থির শূন্যেতে নিবৃত্তি ॥ ১৮৬

---

(১) পরিশিষ্টে মন শব্দ দ্রষ্টব্য।

কুর্ব্বদ্রূপতা বটে বস্তুর লক্ষণ।
ক্রিয়াকারী ভাব সত্তা নহে সদাতন॥ ১৮৭
উৎপত্তি ক্ষণেতে স্থিতি বটে চরিতার্থ।
জন্ম আর লয় ক্রমে ইহাই যথার্থ॥ ১৮৮
অবয়বী স্বতন্তর বুঝা বটে ভুল।
পরমাণু পুঞ্জমাত্র কিছু নহে স্থূল॥ ১৮৯
অনুভব-কর্ত্তা পূর্ব্বপরমাণু চয়।
উত্তরের উপাদান নাহিক সংশয়॥ ১৯০
উপাদান বাসনার উপাদেয়ে গতি।
তা'হতে স্মরণ হয় নাহি কিছু ক্ষতি॥ ১৯১

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই জন্য এবং বিনাশী; বস্তু সকল জন্মিয়া পরক্ষণেই লয় পায়। অনাদি কাল হইতে বিশ্বের ক্রম এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল এইরূপেই চলিবে। বিশ্বের কোনও বস্তুই নিত্য (অর্থাৎ উৎপত্তি, বিনাশ হীন) কিংবা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। প্রত্যেক বস্তুই চরমে মহা শূন্যে লীন হইয়া যায় এবং আদিতেও মহা শূন্যেই লীন থাকে। শূন্যতাই নির্ব্বাণ। জলবুদ্বুদের মত ক্ষণ কালের নিমিত্তই বস্তু সকলের সত্তা; বস্তু মাত্রই ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণিক। তাৎপর্য্য—বস্তু মাত্রই স্বলক্ষণ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই স্বকীয় একটী লক্ষণ বা বিশিষ্টতা (অর্থাৎ অনন্য সাধারণ ধর্ম্ম) আছে এবং উহা আছে বলিয়াই বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম দ্বারা (অর্থাৎ ঘট, পট, ইহা, উহা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা) উক্ত হইয়া থাকে। স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টতাই বস্তুর বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব এবং ইহা নিয়াই বস্তুর অস্তিত্ব; ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের ব্যক্তিত্ব (অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বিশিষ্টতা বা স্বালক্ষণ্য) আছে বলিয়াই ইহারা

অস্তিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; নতুবা একান্ত অসৎ মধ্যেই গণ্য হইত। ব্যক্তিত্ব-বিহীন একান্ত অসৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ আকাশ কুসুম। এখন দেখা যাক্ বস্তুর স্বালক্ষণ্য বা স্বীয়বিশিষ্টতা কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনও বস্তুই কুর্ব্বদ্রূপ বা কার্য্যোন্মুখ না হইয়া দূর ভবিষ্যতে কার্য্য করিবে বলিয়া বসিয়া থাকে না। প্রত্যেক বস্তুই কুর্ব্বদ্রূপ বা কার্য্যোন্মুখ (অর্থাৎ কার্য্য করিতে প্রস্তুত)। বস্তু সকল কুর্ব্বদ্রূপ হইয়াই ক্রমে জন্মে অর্থাৎ কুর্ব্বদ্রূপতা বা কার্য্যোন্মুখতা ধর্ম্মটীকে লইয়াই সৃষ্টি-ক্রম বা সৃষ্টি-প্রবাহ (অর্থাৎ একটীর পরে আর একটীর উৎপত্তি) চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং কুর্ব্বদ্রূপতা বা কার্য্যোন্মুখতা (অর্থাৎ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হওয়াই) বস্তুর স্বালক্ষণ্য বা বিশিষ্টতা; এবং ইহাই বস্তুত্ব। এই বিশিষ্টতা বা বস্তুত্ব সমুদায় বস্তুর এক নহে, ইহা ব্যক্তি ভেদে নানা; সুতরাং ইহাই ব্যক্তিত্ব। কারণ—একের কুর্ব্বদ্রূপতা বা স্বীয় বিশিষ্টতা অপরে থাকে না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু কোনও বস্তুই সমুদায় কার্য্যে উন্মুখ নয় এবং বস্তু সকলও কোনও একটী কার্য্যে উন্মুখ হয় না, প্রত্যেক বস্তুরই কার্য্য স্বতন্ত্র; অতএব বলিতে হয় বস্তু সকলের একটী কুর্ব্বদ্রূপতা বা কার্য্যোন্মুখতা নাই অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর কুর্ব্বদ্রূপতা স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন কার্য্য করিতেই প্রস্তুত। ঘট যে বিশেষ কার্য্যটী করে, পট তাহা করে না; এই ঘটটী যে বিশেষ কার্য্য করে, অপর ঘট তাহা করে না; এবং ব্যক্তির ভেদ ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিতে এক একটী কুর্ব্বদ্রূপতা আছে অন্যথা ব্যক্তি সকলের ভেদক কিছুই থাকে না, বস্তু সকল এক অভিন্ন হইয়া পড়ে। একে যে কার্য্য করে অপরের সেদিকে লক্ষ্য নাই, সকলেই স্বাধীন, একের সহিত অপরের কোনওরূপ সহযোগিতা নাই, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। এই যে এক একটী বস্তুতে এক একটী কুর্ব্বদ্রূপতা স্বীকার

করিতে হয়, ইহাই বস্তুর স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টতা অর্থাৎ অনন্যসাধারণ ধর্ম্ম। যাহার কথিতরূপ স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টতা আছে উহাই বস্তু পদবাচ্য। স্বীয় বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত নাম, রূপ-হীন অর্থাৎ তুচ্ছ আকাশ কুসুম। এমত অবস্থায় বস্তু সকলকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা যায় না; কারণ—তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুর দীর্ঘস্থিতি কালের (অর্থাৎ উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে বহুপরবর্ত্তী বিনাশ ক্ষণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়ের) প্রতিক্ষণে স্বকীয় কার্য্যের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়; অথবা বস্তু সকলের স্বীয় স্বীয় বিশিষ্টতা বা ব্যক্তিত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয় অথবা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উহার কোনটীই হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—মনে কর—ক্ষেত্রস্থ যে বীজ ব্যক্তি হইতে যে অঙ্কুরটী জন্মে ঐ বীজ ব্যক্তিকেই ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ বলিতে হয়; সুতরাং ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপতাই (অর্থাৎ ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হওয়াই) ঐ বীজ ব্যক্তির স্বালক্ষণ্য বা বিশিষ্টতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব। এমত অবস্থায় ঐ বীজ ব্যক্তিকে যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা হয়, তবে উহার দীর্ঘস্থিতি কালের প্রতিক্ষণে ঐ অঙ্কুরটীর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হইতে পারে; কারণ—ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হওয়াই ঐ বীজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব অর্থাৎ বিশিষ্টতা; অথচ ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যটী করিবে না ইহা হইতে পারে না; কিন্তু উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি অসম্ভব, যে বস্তুটী একবার জন্মিয়াছে উহা আর কদাচ জন্মে না। যদি বলা যায় ঐ বীজ ব্যক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও নিজের উৎপত্তিক্ষণেই উহা ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ (অর্থাৎ ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত) হইয়া উৎপন্ন হওয়াই ঐ বীজ ব্যক্তির স্বীয় বিশিষ্টতা (অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব) তাহা হইলে উৎপত্তির পরবর্ত্তী দীর্ঘস্থিতি কালে উহাকে স্বীয় বিশিষ্টত

অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ দীর্ঘস্থিতি কালে উহাতে স্বীয় বিশিষ্টতা বা ব্যক্তিত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত তুচ্ছ অবস্তু বলিয়া স্বালক্ষণ্য-বর্জ্জিত ঐ বীজ ব্যক্তির দীর্ঘস্থিতি কাল কল্পনার বিষয় হইতে পারে না। তর্ক স্থলে ঐরূপ স্বীকার করিলে একই বীজ ব্যক্তিতে ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপত্ব এবং উহার অভাব স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বয় একত্র থাকে না। গোত্ব এবং গোত্বের অভাব একই গোব্যক্তিতে থাকে না, ভাব এবং অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ; যাহা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাধ্যস্ত তাহা এক হইতে পারে না, সুতরাং ঐ বীজ ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা যায় না। উহাকে ক্ষণ কালমাত্র স্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণিকই স্বীকার করিতে হয়; নিজের উৎপত্তির পরক্ষণে উহা স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টতা ঐ অঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপতা-বর্জ্জিত বলিয়া উহা নিজের উৎপত্তির পরক্ষণে তুচ্ছ অবস্তু। এইরূপে বস্তু মাত্রকেই ক্ষণিক স্বীকার করিতে হয়, বস্তু মাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। বস্তুর স্থিতি বা বিদ্যমানতা উৎপত্তিক্ষণেই পরিসমাপ্ত।

ধীরভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় কুর্ব্বদ্রূপত্ব, ক্রিয়াকারিত্ব, সত্তা প্রভৃতি কয়টী শব্দ ফলতঃ একার্থেই পর্য্যবসিত। বস্তুমাত্রই কুর্ব্বদ্রূপ অর্থাৎ কার্য্য করিতে প্রস্তুত। অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য করিবে না এরূপ ভাবে কোনও বস্তুই বসিয়া থাকে না, অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য করাই বস্তুর স্বভাব। কার্য্যোন্মুখ বা অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য করিবে এইরূপ বস্তুকেই কুর্ব্বদ্রূপ বলা হয়। সুতরাং যাহা কুর্ব্বদ্রূপ উহা অবশ্যই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত ফলতঃ ইহাই বুঝা যায়। কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত না হইয়া জন্মে না বলিয়াই বস্তুর একটী নাম কুর্ব্বদ্রূপ। আর ক্রিয়াকারী শব্দের অর্থ কার্য্য করাই স্বভাব যার, সুতরাং

ক্রিয়াকারিত্ব শব্দের অর্থ কার্য্যের জনকত্ব বা কার্য্য করা স্বভাব অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবশ্য অবস্থিত হওয়া। বস্তুমাত্রেরই কার্য্য করা স্বভাব, কোনও বস্তুই অকারণ নহে, যাহা ক্রিয়াকারী বা কারণ নয় অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত নয়, উহা অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ আকাশ কুসুম। উভয়থাই দেখা যাইতেছে বস্তুমাত্র অবশ্যই কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত হইয়া থাকে বলিয়া বস্তুমাত্রকেই ক্রিয়াকারী বা কুর্ব্বদ্রূপ বলা হয়। এমত অবস্থায় কুর্ব্বদ্রূপত্ব এবং ক্রিয়াকরিত্ব ফলতঃ একার্থেরই বোধক ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই কুর্ব্বদ্রূপত্ব বা ক্রিয়া কারিত্বই বস্তুর সত্তা বা বিদ্যমানতা। কারণ—সত্তা বলিতে বুঝা যায় সৎ-তা=সত্তা—অর্থাৎ সতের ভাব-অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা। যেহেতু কারণ হওয়াই অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত হওয়াই বস্তুর স্বভাব সেই হেতু কালান্তরে বস্তুর অবস্থিতি (১) অর্থাৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না; এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং কুর্ব্বদ্রূপত্ব বা ক্রিয়া কারিত্বই অর্থাৎ ফলতঃ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি বা ক্রিয়াকারী কালে বিদ্যমান হওয়াই সতের ভাব অর্থাৎ সত্তা। এমত অবস্থায় কুর্ব্বদ্রূপত্ব, ক্রিয়াকারিত্ব, সত্তা প্রভৃতি শব্দ ফলতঃ একার্থেরই বোধক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ক্রিয়াকারী বা করণীভূত বস্তুমাত্র ক্রিয়াকারী কালেই অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই সৎ। বস্তুমাত্রেরই ক্রিয়াকারিত্ব বা কার্য্যোন্মুখতা স্বভাব এবং কার্য্য বস্তু ও পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ, সুতরাং কার্য্য বস্তুও ক্রিয়াকারী কালেই সৎ বা বিদ্যমান থাকে, কালান্তরে বিদ্যমান হয় না। সুতরাং সত্তা বস্তু মাত্রের পৃথক্ পৃথক্ কুর্ব্বদ্রূপতা বা ক্রিয়াকারিত্ব স্বভাব মাত্র। এই

(১) কালে বস্তুর অবস্থিতি, কালে বস্তুর সম্বন্ধ; ইহাই বস্তুর বিদ্যমানতা।

সত্তা নৈয়ায়িকাদি সম্মত নিত্য এবং অনেক সমবেত-জাতি বিশেষ নহে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা বুঝিতেছি যে কুর্ব্বদ্রূপত্ব, ক্রিয়াকারিত্ব, সত্তা একই বস্তু এবং দীর্ঘকালের নিমিত্ত ইহা বস্তুতে স্বীকার করা যায় না। ইহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই পরিসমাপ্ত। পূর্ব্বেও ইহা বলা হইয়াছে সুতরাং বস্তুমাত্রই স্ব স্ব ক্রিয়াকারী কালে অর্থাৎ স্বকীয় কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে সৎ, কালান্তরে বস্তুর সত্তা নাই, ক্ষণ কালের নিমিত্তই বস্তু সকলের সত্তা; বস্তু মাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ যাহা সৎ তাহাই ক্ষণিক।(১)

বস্তুর ক্ষণিকত্ব পক্ষে আরও যুক্তি এই—কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্দ্দিষ্ট কোনও একটী কারণ দ্বারাই হইয়া থাকে; একটী কার্য্যের নিমিত্ত বহু কারণের সমাবেশ অনাবশ্যক; বস্তু সকলের কেহই পরমুখাপেক্ষী নহে, সকলেই স্বাধীনভাবে যার যার কার্য্য করিয়া যাইতেছে; বিশ্বের ইহাই স্বভাব। সুতরাং যে বস্তু যে সময়ে যে কার্য্য করিতে সমর্থ, ঐ বস্তু ঐ সময়ে ঐ কার্য্য অবশ্যই করিয়া থাকে এবং যে বস্তু যে সময়ে যে কার্য্য করিতে অসমর্থ, ঐ বস্তু ঐ সময়ে ঐ কার্য্য কিছুতেই করিতে পারেনা; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এমত অবস্থায় বস্তু সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে (অর্থাৎ ইদানীন্তন বস্তুর বিদ্যমানতা অতীত অনাগত কালে স্বীকার করিলে, ফল কথা কুশূলস্থ (২) এবং ক্ষেত্রস্থ বীজাদি এক অভিন্ন হইলে) একই বস্তুতে কার্য্যের উৎপাদন সামর্থ্য বা কার্য্যোপযোগী শক্তি বিশেষ এবং

(১) উপর্য্যধোভাবে বিন্যস্ত একশতটী উৎপল পত্র তীক্ষ্ণাগ্র সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিতে যে সূক্ষ্ম সময়ের আবশ্যক উহার একশত ভাগের একভাগ সময়ে একটী উৎপল পত্র বিদ্ধ হয়; ঐ একটী উৎপল পত্র বিদ্ধ করিতে যে সূক্ষ্মতম সময়ের আবশ্যক উহাই ক্ষণ।

(২) কুশূল—ধান্যাদি শস্য রাখিবার স্থান, যাহার প্রচলিত নাম মড়াই, গোলা প্রভৃতি।

উহার অভাব (ফল কথা একই বীজে অঙ্কুর জননোপযোগী সামর্থ্য এবং উহার অভাব) স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু একই বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না; ইহা ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান বস্তু সকল ও প্রতিক্ষণেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে ঐরূপ বস্তু সকলকে (অর্থাৎ ক্ষেত্রস্থ এবং কুশুলস্থবীজাদিকে) দীর্ঘকাল স্থায়ী একটী বস্তু বলিয়া বুঝা যায় বটে (অর্থাৎ কুশুলস্থবীজব্যক্তিই ক্ষেত্রস্থ হইলে অঙ্কুর জন্মায় এরূপ জ্ঞান হয় বটে) কিন্তু উহা ভ্রমজ্ঞান। বস্তুর উৎপত্তি-ক্রম এত সূক্ষ্ম এবং এত দ্রুত যে আপাততঃ দৃষ্টিতে উহা ধরা পড়ে না। যেমন বৈদ্যুতিক আগুণ জ্বালিবার ঘূর্ণায়মান চাকাটীকে দেখিবামাত্র বুঝা যায় না যে চাকাটী ঘুড়িতেছে, স্থির বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ এক বলিয়া প্রতীয়মান বস্তু সকলও এত দ্রুত এবং এত সূক্ষ্মভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে ঐ পরিবর্ত্তন আপাততঃ দৃষ্টির বিষয় হয় না; উহাদের সাদৃশ্য থাকাতে এবং দ্রুত পরিবর্ত্তন বশতঃই উহাদের ভেদ আপাততঃ দৃষ্টির বিষয় হয় না, এক অভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয়। বাস্তবিক এক অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান বস্তুও দীর্ঘকালের নিমিত্ত একটী বস্তু নহে। তাহা হইলে একত্র কার্য্য-জননোপযোগী-সামর্থ্য এবং অসামর্থ্য স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। এখানে স্থিরবাদী বলিতে পারে সহকারী মিলিত হইলেই কারণের কার্য্যোপযোগী-সামর্থ্য বা শক্তি বিশেষ জন্মে এবং তাহা না হইলে শক্তি বিশেষ জন্মে না অর্থাৎ শক্তির অভাব ঘটে; বস্তু সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও সহকারীর লাভ এবং অলাভ বশতঃ সময় ভেদে একই বস্তুতে কার্য্যোপযোগী সামর্থ্য এবং অসামর্থ্য থাকিতে বাধা নাই, কিন্তু ইহা বিচার-সঙ্গত নয়; কারণ—সহকারী লাভে কারণের কার্য্যোপযোগী শক্তি জন্মে স্বীকার করিলে ঐ শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন কি

অভিন্ন এবং উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী কিংবা ক্ষণিক ইহা নিরূপণ করা আবশ্যক। যদি ভিন্ন হয় তবে ঐ শক্তিকে কারণ বলিলেই চলে শক্তির আশ্রয়কে কারণ বলিবার আবশ্যক থাকেনা, কারণীভূত বস্তু অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ মধ্যেই গণ্য হয়, এবং ঐ শক্তিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে পুনঃ পুনঃ কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয়; সুতরাং ঐ শক্তিকে ক্ষণিক স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ফলতঃ ক্ষণিক শক্তি বিশিষ্ট ক্ষণিকই বস্তুকেই কারণ বলা হয়। ১। সুতরাং প্রতিক্ষণেই বস্তু সকল বিভিন্ন হয় ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই বিভিন্নতা হঠাৎ হইতে পারে না, ক্রমেই সংঘটিত

(১) তাৎপর্য্য—মৃত্তিকা, সলিলসংযোগ প্রভৃতি সহকারী সকলের সহিত মিলিত হইলেই বীজের অঙ্কুর জননোপযোগী-সামর্থ্য বা শক্তি বিশেষ জন্মে এবং ঐ সকলের সহিত মিলিত না হইলে বীজের অঙ্কুর জননোপযোগী সামর্থ্যের অভাব ঘটে, সুতরাং সময় ভেদে উহাদের বিরোধ নাই, স্থিরবাদী এইরূপ বলিতে পারে; কিন্তু উহা সম্ভব পর নয়, কারণ—কথিত সহকারী কারণ লাভে বীজের অঙ্কুর জননোপযোগী সামর্থ্য হয় স্বীকার করিলে উহাকে ক্ষণিক স্বীকার করাই আবশ্যক; ঐ শক্তিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে উহার দীর্ঘ স্থিতিকালের প্রতিক্ষণে অঙ্কুরোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয়। এমত অবস্থায়—বীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে ইহাকে ক্ষণিক-শক্তির স্বরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না, ক্ষণিক এবং অক্ষণিক কখনও এক হইতে পারে না; অথচ ঐ শক্তিকে বীজের স্বরূপই স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং অগত্যা বীজকেই ক্ষণিক স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সহকারী লাভের পূর্ব্বে বীজ শক্তিযুক্ত নয়, তৎসময় বীজ শক্তিহীন কেবল বীজ, আর সহকারী লাভে বীজ শক্তিযুক্ত হয় সুতরাং তৎসময় বীজ বিশিষ্ট বীজ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় বিশিষ্টতাই ব্যক্তির ভেদক বলিয়া সহকারী লাভে শক্তিহীন পূর্ব্ব বীজের নিবৃত্তি হইয়া শক্তিযুক্ত স্বতন্ত্র বীজ হয় ফলতঃ ইহাই স্বীকার করা হয়। বিশিষ্ট আর কেবল এক অভিন্ন, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। সুতরাং ক্ষেত্রস্থ ক্ষণিক বীজই অঙ্কুরোৎপাদক, কুশুলস্থ বীজ উহা হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপে বস্তুমাত্রকেই ক্ষণিক স্বীকার করিতে হয়; বস্তুমাত্রই ক্ষণিক।

হয়। এমত অবস্থায় অতি সূক্ষ্ম যে ক্ষণে যে বস্তু যে কার্য্য করিতে সমর্থ, ঐ বস্তু ঐ সূক্ষ্ম সময়ের পূর্ব্বে বা পরে অকিঞ্চিৎকর অসৎ। সুতরাং বস্তুমাত্রই নিজের উৎপত্তি ক্ষণের পূর্ব্বে বা পরে অসৎ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বস্তুমাত্রের স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত; উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের ক্রম, বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। এখানে একটী কথা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, স্থির বাদীগণ উৎপত্তির পরেও বস্তুর স্থিতি স্বীকার করে। বস্তুর সহিত কালের প্রথম সম্বন্ধই উৎপত্তি; কালে বস্তুর সম্বন্ধই স্থিতি বা অস্তিত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানতা; সুতরাং প্রাথমিক ক্ষণ সম্বন্ধ বা প্রাথমিক বিদ্যমানতাই (অর্থাৎ প্রথম বিদ্যমান হওয়াই) বস্তুর উৎপত্তি, ইহা স্থির বাদীকেও স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণ ভেদে ক্ষণ সম্বন্ধ বিভিন্ন সুতরাং বস্তুর বিদ্যমানতা ও ক্ষণভেদে বিভিন্ন; এইক্ষণে বস্তুর সহিত ক্ষণের যে সম্বন্ধ উহা পরক্ষণে নাই বা থাকেনা, সুতরাং প্রথম ক্ষণের (অর্থাৎ উৎপত্তি ক্ষণের যে সম্বন্ধটীকে নিয়া (অর্থাৎ প্রাথমিক যে বিদ্যমানতাটীকে নিয়া) বস্তুকে উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় ক্ষণে ঐ সম্বন্ধ বা ঐ বিদ্যমানতাটী থাকে না বলিয়াই স্থির বাদীর মতে ও দ্বিতীয়াদিক্ষণে বস্তু উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ব্যবহার হয় না। সুতরাং উৎপত্তি ক্ষণে যে বিদ্যমানতা বিশিষ্ট বলিয়া বস্তু সৎ বা বিদ্যমান, দ্বিতীয়াদিক্ষণে ঐ বিদ্যমানতা বিশিষ্ট নয় বলিয়া দ্বিতীয়াদিক্ষণে ঐরূপে সদ্‌ বা বিদ্যমান নয় ইহা স্থির পক্ষেও অবশ্য স্বীকার্য্য। এমত অবস্থায় উৎপত্তি ক্ষণে বস্তু যেরূপ স্বলক্ষণ বা স্বীয় বিশিষ্টতা যে বিদ্যমানতা বিশিষ্ট, দ্বিতীয় ক্ষণে ঐরূপ স্বলক্ষণ বা স্বীয় বিশিষ্টতা ঐ বিদ্যমানতা বিশিষ্ট নয়, দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু স্বতন্ত্র একটী স্বলক্ষণ বা স্বীয় বিশিষ্টতা বিশিষ্ট। পৃথক্ পৃথক্ স্বালক্ষণ্য বা বিশিষ্টতাই ব্যক্তির ভেদক, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উৎপত্তি ক্ষণের বস্তু এবং দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তু পরস্পর বিভিন্ন, উৎপত্তি

ক্ষণের বস্তু পরক্ষণে থাকে না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায় বস্তুর ধর্ম্ম বা বিশিষ্টতা সাময়িক (অর্থাৎ ক্ষণ ভেদে বিভিন্ন) হইলেও (অর্থাৎ প্রথমক্ষণের বিশিষ্টতা দ্বিতীয় ক্ষণে না থাকিলেও) কেবল ধর্ম্মী বস্তুটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে বাধা কি আছে? তদুত্তরে ইহাই ব্যক্তব্য যে—বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত কেবল আকাশ কুসুম অর্থাৎ ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ধর্ম্মী কিংবা বিশেষণ-বর্জ্জিত বিশেষ্য কিছুই নহে, ঐরূপ একটা কিছু কল্পনার অবিষয়। কারণ—ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মির কিংবা বিশেষণ এবং বিশেষ্যের বিনা ভাব (অর্থাৎ একটীকে বাদ রাখিয়া অপরের অস্তিত্ব) অসম্ভব, উহাদের অবিনাভাব (অর্থাৎ একটীকে বাদ রাখিয়া অপরের নাথাকাই) সম্বন্ধ সুতরাং কেবল, তুচ্ছ আকাশ কুসুম। যাহা বস্তু তাহা অবশ্যই বিশিষ্ট, বিশিষ্টতাই বস্তুর লক্ষণ ; এই বিশিষ্টতা ক্ষণ ভেদে ভিন্ন ; সুতরাং বস্তুর স্থিতি বা বিদ্যমানতা (অর্থাৎ সত্তা) উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় বিশ্বের ক্রমে নহে, উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের ক্রম। বস্তু মাত্রই উৎপত্তির পরক্ষণে লয় পায় ; বস্তু মাত্রই ক্ষণিক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ক্ষণ কালের নিমিত্ত অস্তিত্বই (অর্থাৎ স্বস্ব ক্রিয়াকারী ক্ষণে বিদ্যমানতাই) সত্তা ; সত্তা সনাতন (অর্থাৎ নৈয়ায়িকাদি সম্মত নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশ-হীন) অনেক সমবেত-জাতি বিশেষ নহে ; কারণ—ঐরূপ সত্তা প্রমাণ সিদ্ধ নয়। তবে কথা হইতে পারে—ঘট সৎ, পট সৎ প্রভৃতি বুদ্ধি সকল সৎ এই অংশে সমান বিষয়ক বলিয়া ঘট, পট প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু সকলের সৎ এই অংশে একটী সামান্য বা অনুগত (১) একটী ধর্ম্ম স্বীকার করা আবশ্যক ;

(১) একই সম্বন্ধে কোনও বস্তু অনেক বস্তুতে অবস্থিত হইলে উহাকে অনুগত বলা হয়। জাতি একই সমবায় সম্বন্ধে অনেক পদার্থে অবস্থিত বলিয়া উহা অনুগত ধর্ম্ম।

নতুবা উহারা সৎ এইরূপ এক প্রকারবুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না সুতরাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিন পদার্থের একটী ধর্ম্ম স্বীকার করা আবশ্যক; যেহেতু উহারা সৎ এইরূপ একপ্রকার বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের ঐ অনুগত ধর্ম্মই সত্তাজাতি। ইহা ঠিক নহে, কারণ—ঘট, পট প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু সকলকে সৎ এই অংশে সমান বলিলে উহাদের অসমান অংশটীকে সতের বহির্ভাবেই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ফলতঃ সতের বহির্ভাবে উহাদের বস্তুত্ব বা স্বীয় বিশিষ্টতা স্বীকার করা হয়; কিন্তু সতের বহির্ভূত কিছুই নহে, উহা তুচ্ছ বলিয়া ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় বিশিষ্টতা-ঘটত্ব, পটত্বাদি বিভিন্নরূপে অসৎ হইয়া পড়ে, অথচ ঘটত্ব, পটত্বাদি বিভিন্নরূপে উহারা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং ঘট, পট প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু সকলকে পূর্ণ সৎই বলিতে হয়; উহাদের সৎ বলিয়া কোনও অংশ স্বীকার করা যায় না; এই পূর্ণ সত্তা, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা ব্যতীত আর কিছু নয়; কারণ যে সময়ে যে বস্তু বিদ্যমান্ হয় ঐ সময়ে উহা পূর্ণরূপেই বিদ্যমান্ হইয়া থাকে কোনও রূপ অংশতঃ বিদ্যমান্ হয় না; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর স্বীয় পূর্ণ অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাই সতের ভাব বা ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তা।

এই সত্তা বস্তুর স্ব স্ব ক্রিয়াকারী কালেই পরিসমাপ্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে সুতরাং পুনরুল্লেখ করা হইল না। সুতরাং স্ব স্ব ক্রিয়াকারী কালে স্ব স্ব ক্ষণিক অস্তিত্ব বা ক্ষণকালের তরে বিদ্যমানতাই ফলতঃ বস্তুর সত্তা; বস্তুমাত্রই ক্ষণিক।

এখন কথা হইতে পারে বস্তু মাত্রই যদি ক্ষণিক হয় তবে স্থূলরূপে প্রত্যক্ষ অবয়বী সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? অবয়ব সকল ত ক্ষণিক

এইক্ষণে যাহারা আছে উহারা তৎপরক্ষণেই নাই বা থাকেনা এবং অবয়বী হইতে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা স্থূল অবয়বী হইতে হইলে অবয়ব সকলের পরস্পর সংযুক্ত বা মিলিত হওয়া আবশ্যক। অবয়বের উৎপত্তি ক্ষণে উহাদের মিলন বা সংযোগ হওয়া অসম্ভব; কারণ—অবয়ব সকলের সংযোগের প্রতি অবয়ব সকল কারণ; কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণ থাকা নিয়ম বলিয়া যে ক্ষণে অবয়ব সকল জন্মে ঐক্ষণে উহাদের মিলন বা সংযোগ স্বরূপ কার্য্য হইতে পারে না, এবং তৎপরক্ষণেও অবয়ব সকল থাকে না বলিয়া আশ্রয় হীন সংযোগের উৎপত্তি অসম্ভব; সংযোগ গুণ পদার্থ, ইহা আশ্রয় হীন হইয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং সূক্ষ্ম অবয়ব হইতে স্থূল অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না, অবয়ব সকলকে দীর্ঘকাল (অন্ততঃ দ্বিক্ষণ) স্থায়ী বলিতে হয়; বস্তু মাত্রকেই ক্ষণিক বলা অসঙ্গত। ইহা ঠিক নহে, কারণ স্থূল অবয়বী রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; প্রতিক্ষণেই বিশেষ পরমাণুরপুঞ্জ বা সমষ্টি হইতে বিশেষ পরমাণু পুঞ্জান্তর রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরমাণুর সমষ্টি স্বতন্ত্র বস্তু নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরমাণু-পুঞ্জই উত্তরবর্ত্তী পরমাণু-পুঞ্জের উপাদান; সুতরাং স্থূল অবয়বী রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান বস্তু সকলও কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, উহাদের স্থূলতাজ্ঞান ভ্রম; অবয়বী বলিয়া অতিরিক্ত কিছু নাই। অপিচ—চেতন-নিত্য-আত্মা স্বীকার করাও অনাবশ্যক, পরিদৃশ্যমান শরীরই আত্মা; ইহা ও বিশেষ পরমাণু-পুঞ্জ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই নহে। প্রতিক্ষণেই বিশেষ পরমাণু-পুঞ্জ হইতে বিশেষ পরমাণু-পুঞ্জ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য হঠাৎ হয় না, শরীরের প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনই ঐসকলের কারণ। এখন কথা হইতে পারে, যদি প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল শরীরই চেতন-আত্মা, তবে যৌবনে কিংবা

বার্দ্ধক্যে বাল্য-দৃষ্টবস্তুর স্মরণ হয় কিরূপে? বাল্যের শরীর ত যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে নাই, উহা যে প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। একের অনুভব মূলে অন্যের স্মরণ হয় না, চৈত্র যাহা দেখিয়াছে মৈত্র তাহা স্মরণ করিতে পারে না; সুতরাং যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে বাল্য-দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। ইহাও ঠিক নহে, কারণ—শরীর সকল প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইলেও বিশেষ পরমাণু-পুঞ্জাত্মক পূর্ব্ব শরীর পরবর্ত্তী শরীরের উপাদান (অর্থাৎ জনক) বলিয়া কারণীভূত পূর্ব্ব শরীর-কৃত অনুভব মূলে কার্য্যীভূত-পরবর্ত্তীশরীরে অনুভূত-বস্তু বিষয়ক বাসনা বা সংস্কার জন্মে, এবং উত্তরোত্তর-শরীরে ক্রমে ঐ বাসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রথম সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় শরীরে দ্বিতীয় সংস্কার দ্বারা তৃতীয় শরীরে এইরূপ পর পর শরীরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ সংস্কার হইয়া থাকে। যখন যে শরীরে যে সংস্কারটী উদ্বুদ্ধ হয় তখন ঐ শরীরেই স্মরণ হইয়া থাকে। স্থির-আত্ম বাদীকেও যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে বাল্যদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ-নির্ব্বাহের নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তি-ব্যাপার রূপে অনুভূত বস্তু বিষয়ক সংস্কার অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। (১)। সুতরাং শরীরাতিরিক্ত স্থির-আত্মা স্বীকারের ও প্রয়োজন নাই। এই সকলই ক্ষণভঙ্গ বাদী বৌদ্ধগণের মত।

(১) পূর্ব্বানুভূত বস্তু বিষয়ক স্মরণ বহু পরেও হইতে দেখা যায়। আমরা বাল্যকালে যে সকল বস্তু দেখিয়াছি, তাহার অনেক বস্তুর এখনও স্মরণ হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞানমাত্রই দ্বি, ত্রি ক্ষণ মাত্র স্থায়ী, অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বাল্যের অনুভব যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে স্মরণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। অথচ ঐ অনুভব মূলেই যৌবনে কিংবা বার্দ্ধক্যে বাল্য-দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বানুভব, আত্মার এমন একটী বিশেষ গুণ জন্মায়, যদ্দ্বারা অনুভবটী চিরাতীত হইলেও বহুকাল পরে অনুভূত-বস্তু বিষয়ক স্মরণ জন্মাইয়া থাকে, উহাই সংস্কার। এমত অবস্থায় অনুভব নষ্ট হইলেও অনুভব জন্য সংস্কার যদি কালান্তরে উদ্বুদ্ধ হয় তবেই অনুভূত-বস্তু বিষয়ক স্মরণ হয়, ইহা স্থির বাদীকেও স্বীকার করিতে

উঃ—ন বৈজাত্যং বিনা তৎস্যাৎ ন তস্মিন্ননুমাভবেৎ।
বিনা তেন ন তৎ সিদ্ধি র্ণাধ্যক্ষং নিশ্চয়ং বিনা॥ মূ ১৭

বৈজাত্য (অর্থাৎ কুর্ব্বদ্রূপত্ব) ব্যতিরেকে তাহা (অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব) সিদ্ধ হয় না। যদি তাহাই হয় (অর্থাৎ বস্তু মাত্রই যদি বিজাতীয় কুর্ব্বদ্রূপ হয়) তবে অনুমিতি হইতে পারে না। অনুমিতি না হইলে তাহার (অর্থাৎ ক্ষণিকত্বের) সিদ্ধি (অর্থাৎ নিশ্চয়) হইতে পারে না। এবং নিশ্চয় (অর্থাৎ ক্ষণিক এইরূপ সবিকল্প জ্ঞান) ব্যতিরেকে অধ্যক্ষ (অর্থাৎ কুর্ব্বদ্রূপত্বের নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ) সিদ্ধ হইতে পারে না।

বৈজাত্য স্বীকার বিনা ক্ষণিক অলীক।
প্রত্যক্ষ হয় না উহা মাত্র বাচনিক॥ ১৯২
প্রস্তুত কার্য্যের তরে বুঝা নাহি যায়।
ক্ষণ তরে বিদ্যমান্ নহে সমুদায়॥ ১৯৩
কুর্ব্বদ্রূপতা তাই নহে ত লক্ষণ।
ক্রিয়াকারী ভাব-সত্তা নহে কদাচন॥ ১৯৪
দ্রব্য গুণ কর্ম্ম গত জাতি-পরিচয়।
বস্তু-সত্তা সদাতন নাহিক সংশয়॥ ১৯৫
উৎপত্তি ক্ষণেতে স্থিতি নহে চরিতার্থ।
জন্ম স্থিতি লয় ক্রমে ইহাই যথার্থ॥ ১৯৬

হয়; সুতরাং ক্ষণ ভঙ্গবাদী সৌগতগণ বলিতে পারে যে শরীর প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইলেও পূর্ব্বশরীর-কৃত অনুভব উত্তরবর্ত্তী শরীরে সংস্কার জন্মায় এবং ঐ সংস্কার পরম্পরাক্রমে পর পর শরীরে অনুরূপ সংস্কার জন্মায়, ক্রমে এইরূপ চলিতে থাকে। যখন যে শরীরে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় তখন ঐ শরীরেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে।

সহকারী লাভ হ'লে জন্মে কার্য্য সব।
স্থির পক্ষে নাই বটে দোষের সম্ভব ॥ ১৯৭
অবয়বী স্বতন্তর জ্ঞান নহে ভুল।
পরমাণু-পুঞ্জ নহে অবয়বী স্থূল ॥ ১৯৮
বিভিন্ন যদ্যপি বাল্য বার্দ্ধক্য যৌবন।
তবু কিন্তু জ্ঞান হয় আমি এক জন॥ ১৯৯
জন্মিলে মরিতে হয় জানা সবাকার।
জন্ম-সংখ্যা যত, মৃত্যু হয় তত বার ॥ ২০০
শরীর চেতন নয় শুন সার কথা।
প্রতিক্ষণে জন্ম মৃত্যু পাও কিহে ব্যথা ॥ ২০১
বাসনা সংক্রম কথা শুনিতে মধুর।
ক্ষণ ভঙ্গ বাদী বটে! বড়ই চতুর ॥ ২০২
বিশেষতঃ ঐন্দ্রিয়কে স্থিত অতীন্দ্রিয়।
কুর্ব্বদ্রূপতা তাই কারো নহে প্রিয় ॥ ২০৩
অসম্ভব হয় তর্ক বিপক্ষ বাধক।
ব্যভিচার সংশয়ের কে বা নিবর্ত্তক ॥ ২০৪
বিপক্ষ বাধক তর্ক বিনা ব্যাপ্তিজ্ঞান।
পরার্থে সম্ভব নয় শুন মতিমান্ ॥ ২০৫
ব্যাপ্তি জ্ঞান অসম্ভব যদি ইহা বল।
ক্ষণিক সাধন তরে কি আছে সম্বল ॥ ২০৬
সবিকল্প জ্ঞান বিনে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান।
অনুমেয় হ'তে নারে অসিদ্ধ প্রমাণ ॥ ২০৭

ক্ষণভঙ্গ বাদীগণের মতে বলা হইয়াছে বস্তু মাত্রই কুর্ব্বদ্রূপ; কুর্ব্বদ্রূপ-তাই বস্তুর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা এবং ঐ নিমিত্তই বস্তু মাত্র ক্ষণিক। তাহা হইলে দেখা যায় বস্তু মাত্রেরই কুর্ব্বদ্রূপতা স্বরূপ বৈজাত্য বা বিশিষ্টতা স্বীকার ব্যতীত বস্তুমাত্রকে ক্ষণিক বলা যায় না (১)। কিন্তু প্রমাণ-সিদ্ধ নয় বলিয়া বস্তু সকলের ঐরূপ বৈজাত্য স্বীকার করা যায় না; সুতরাং বস্তু মাত্রই ক্ষণিক ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-কোনও বস্তুকে দেখিবা মাত্রই কিছু বুঝা যায় না বস্তুটী কুর্ব্বদ্রূপ অর্থাৎ পরক্ষণে কার্য্য করিতে প্রস্তুত। বিশিষ্টরূপে বস্তু-জ্ঞান বস্তুর বিশিষ্টতা বা লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষণ-জ্ঞান সাপেক্ষ; যে বস্তুর যাহা লক্ষণ বা বিশিষ্টতা অর্থাৎ বিশেষণ, বস্তুটীকে ঐরূপে বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে ঐ বস্তুর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নতুবা ঐরূপে বস্তুর বিশিষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। ঘটত্বের জ্ঞান পূর্ব্বে না থাকিলে ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান অর্থাৎ ইহা ঘট এইরূপ জ্ঞান হয় না। ইহা ঘট এইরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে ঘটের লক্ষণ বা বিশিষ্টতা অর্থাৎ বিশেষণ-ঘটত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বস্তুর কুর্ব্বদ্রূপতা স্বরূপ বিশিষ্টতা (অর্থাৎ অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া) প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না অর্থাৎ বস্তুটীকে দেখিবা মাত্রই বুঝা যায় না বস্তুটী ঠিক পরক্ষণে কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষোক্ত যুক্তিতে বস্তু সকল ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিদ্যমান অর্থাৎ ক্ষণিক ইহা বলা যায় না। আর, কুর্ব্বদ্রূপতা বস্তুর লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত না হইলে ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কার্য্য করা (অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত

---

(১) পূর্ব্বপক্ষটী বিশেষরূপে দেখিতে হইবে, পূর্ব্বপক্ষের কথা এখানে বিস্তৃত রূপে বলা হইল না।

পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত হওয়া) বস্তুর স্বভাব বা সত্তা, ইহাও বলা যায় না; কারণ—বস্তুমাত্র কুর্ব্বদ্রূপ হইলেই অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য অবশ্য করিবে ইহা বলা যায়। কিন্তু বস্তু মাত্রেরই কুর্ব্বদ্রূপতা প্রমাণ-সিদ্ধ নয় বলিয়া ক্রিয়াকারিত্ব (অর্থাৎ অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য করা) বস্তু মাত্রের স্বভাব ইহা বলা যায় না। অপিচ ক্রিয়াকারিত্বই যদি বস্তুর সত্তা হয় (অর্থাৎ সতের লক্ষণ হয়) তবে মিথ্যা সর্প দংশনাদির ও ক্রিয়াকারিত্ব থাকাতে উহারাও সৎপদার্থ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। সুতরাং কুর্ব্বদ্রূপত্ব, ক্রিয়াকারিত্ব, সত্তা প্রভৃতি শব্দ একার্থের বোধক নয়। বিশেষতঃ অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাই সত্তা শব্দের অর্থ নহে; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মগত জাতি বিশেষ ও সত্তা শব্দের একটী অর্থ। ঐরূপ জাতি বিশেষকে নিয়াই বস্তু সকলকে "সৎ" বলিয়া ব্যবহার করা হয়; উহাই বস্তুর সত্তা। এখন দেখা যাক্ জাতি কি এবং উহা মানিতে হয় কেন? দেখা যায় পরস্পর বিভিন্ন বস্তু সকল একরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়; বিশ্বে যতগুলি ঘট আছে, ছিল, কিংবা হইবে উহারা একে অপর হইতে ভিন্ন হইলেও এবং উহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক একটী ব্যক্তিত্ব বা বিশিষ্টতা থাকিলেও উহারা সকলেই "ঘট" এই বলিয়া একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় সুতরাং বিভিন্ন ঘট সকলের কোনও একটী বিশেষ ধর্ম্ম বা প্রকার আছে যাহাকে লইয়া উহারা সমান বা একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ উহাদের বিশেষ একটী সামান্য বা সমানতা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; ঘট সকলের ঐ বিশেষ সামান্য বা এক ধর্ম্মই ঘটত্ব। ইহা নিত্য এবং অনেক সমবেত বলিয়া জাতি। ইহাকে নিত্য বলিতে হয়, কারণ—অতীত ঘটেও ঘটত্ব ছিল, বর্ত্তমান্ ঘটেও আছে এবং উৎপৎস্যমান ঘটেও থাকিবে সুতরাং ঘটত্ব সনাতন। যাহা সনাতন অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল স্থায়ী অর্থাৎ চিরস্থায়ী তাহার উৎপত্তি এবং ধ্বংস নাই

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য (১)। উৎপত্তি এবং ধ্বংস হীনকেই নিত্য বলা হয়; ঘটত্ব ঐরূপ বলিয়াই নিত্য। ঘটত্ব সকল ঘটেই অবস্থিত সুতরাং অনেক সমবেত (২)। সুতরাং নিত্য এবং অনেক সমবেত বলিয়া ঘটত্ব একটী জাতি (৩)। সত্তা ও ঐরূপ একটী জাতি; কারণ—অতীত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ সকল সৎ ছিল, বর্ত্তমান্ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ সকল ও সৎ এবং উৎপৎস্যমান দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ সকল ও সৎই হইবে। অতীত অনাগত, বর্ত্তমান্-দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও এবং উহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বিশিষ্টতা থাকিলেও উহাদিগকে "সৎ" এইরূপ এক প্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায়, সুতরাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম বস্তুসকলের সাধারণ একটী ধর্ম্ম বা প্রকার অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা উহারা "সৎ" এইরূপ একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের এই এক ধর্ম্ম বা প্রকারই সত্তা। এই সত্তা অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া উৎপত্তি বিনাশ হীন এবং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সমবেত সুতরাং জাতি। পূর্ব্বপক্ষোক্ত অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা মাত্র সত্তা নহে। তাহা হইলে অভাবের ও অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা থাকাতে (অর্থাৎ ভূতলে ঘট নাই, পট নাই, ইত্যাদি রূপে অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া) উহাও সদ্ বা ভাব পদার্থ মধ্যেই গণ্য হইত। সত্তা আর ভাবত্ব এক, অভাবের

(১) এখন ইহা উৎপন্ন হইতেছে বলিলে বস্তুটী পূর্ব্বে ছিল না ইহাই বুঝা যায়; সুতরাং ঐরূপ বস্তু অনাদি কাল স্থায়ী নয়, আর যাহার ধ্বংস আছে উহা অনন্ত কাল স্থায়ী নয়; সুতরাং অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল স্থায়ী পদার্থের উৎপত্তি এবং ধ্বংস অসম্ভব।

(২) পরিশিষ্টে জাতির লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

(৩) এইরূপ—দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব, পটত্ব, রূপত্ব, রসত্ব, উৎক্ষেপণত্ব প্রভৃতি অসংখ্য জাতি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

ভাবত্ব নাই বলিয়াই উহা অভাব ; ভাবত্ব বা সত্তার অভাবই অভাবের অভাবত্ব, কিংবা সদ্ বা ভাব পদার্থে অনবস্থিত ধর্ম্ম বিশেষই অভাবের অভাবত্ব। বিশেষতঃ পূর্ব্বপক্ষে যে যুক্তি দেখাইয়া সত্তার জাতিত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে ; কারণ-পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে,—ঘট পট প্রভৃতি বস্তু সকল সৎ এই অংশে একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া সত্তা জাতি স্বীকার করিতে হয় (অর্থাৎ সত্তা জাতি স্বীকার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া) তাহাতে দোষ দেওয়া হইয়াছে যে তাহা হইলে উহাদের অসমান অংশ অর্থাৎ ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি রূপে বিভিন্ন ঘট পট সকল ঐ ঐরূপে অসৎ মধ্যে গণ্য হয়, যেহেতু সতের বহির্ভূত কিছুই নহে। কিন্তু ঐরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ— সত্তাজাতি স্বীকার করিলেও ইহা বস্তুর কোনও অংশ বিশেষে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করা হয় না ; ইহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই ত্রিবিধ পদার্থ ব্যাপিয়াই থাকে বা আছে (অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতি দ্রব্য, রূপ,রস প্রভৃতি গুণ, উৎক্ষেপন,অবক্ষেপনাদি কর্ম্ম পদার্থ সকলের প্রত্যেকে পূর্ণরূপেই অবস্থিত) উহাদের কোনও অংশ বিশেষে অবস্থিত নহে। তবে সত্তা যেরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ সমুদয়ে অবস্থিত একটী ব্যাপক-সামান্য (অর্থাৎ ঐ সমুদায় পদার্থের সমান ধর্ম্ম বা একটী জাতি), তদ্রূপ দ্রব্যত্ব, সমুদায় দ্রব্যের একটী বিশেষ-সামান্য বা জাতি, অর্থাৎ সত্তা অপেক্ষায় অল্পস্থানে অবস্থিত জাতি। এইরূপ ঘটত্ব দ্রব্যত্বাপেক্ষায় অল্প স্থানে অবস্থিত সমুদয় ঘটের আর একটী বিশেষ-সামান্য বা জাতি। এইরূপ গুণত্ব, কর্ম্মত্ব, রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিশেষ বিশেষ জাতি অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ঘট পট প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ বিশেষ জাতিরূপেও সতের বহির্ভূত বা অন্য নয়। * সতের বহির্ভূত একান্ত তুচ্ছ, ইহা উভয় বাদী-সিদ্ধ। এখন কথা হইতে পারে একই সময়ে

একই স্থান অবরোধ করিয়া সত্তা, ঘটত্ব, প্রভৃতি বহুপদার্থ থাকে কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য এই—যে সকল পদার্থের আকৃতি আছে, ঐরূপ অনেক পদার্থ একত্র একই স্থান অবরোধ করিয়া থাকেনা, কিন্তু যে সকল পদার্থের আকৃতি নাই ঐরূপ অনেক বস্তুর একদা এক-স্থানে থাকিতে বাধা হয় না। গুড়ের মিষ্ট আস্বাদ এবং লৌহিত্য একই সময়ে গুড়ের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়াই থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সত্তা, দ্রব্যত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি জাতি, মূর্ত্তিহীন নিরাকার অখণ্ড এক একটী পদার্থ বলিয়া উহাদের একদা একই স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে বাধা নাই। সুতরাং ঘট সৎ বলিলে ঘটের সৎ বলিয়া কোনও অংশ বিশেষে সত্তা জ্ঞানের বিষয় হয় না। ঘটত্ব এবং সত্তা এই উভয় ঘটে পূর্ণরূপেই জ্ঞানের বিষয় হয়। ঘট সৎ, পট সৎ, ইত্যাদি বুদ্ধি ঘট পটাদির 'সৎ' এই অংশে অবস্থিত সত্তাকে বিষয় করিয়া সমান প্রকারক এরূপ নয়, অপিতু ঐ সকল বুদ্ধি ঘট, পট প্রভৃতিতে পূর্ণরূপে অবস্থিত সত্তাস্বরূপ সমান ধর্ম্মকে বিষয় করিয়াই সমান প্রকারক। পূর্ণ-অস্তিত্ব বা পূর্ণ-বিদ্যমানতা মাত্রই সত্তা নহে। পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি বা বিদ্যমানতাই ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কারণের লক্ষণ বা কারণতা এবং ইহাই বস্তুর স্বভাব, সুতরাং বস্তু মাত্রই ক্ষণিক, বস্তুর স্থিতি উৎপত্তিক্ষণেই পরিসমাপ্ত। উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের ক্রম। ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে যদি ইহাই কারণের লক্ষণ হয় তবে ঐরূপ কথঞ্চিৎ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি বা বিদ্যমানতা মাত্র কারণের লক্ষণ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রত্যেকটী কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান বলিয়া তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ বলিতে হয়, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। মনে কর—এখন একটী ঘট

হইতেছে ইহার কারণের লক্ষণ কি? ইহার কারণ কে? পূর্ব্বপক্ষ কারীর মতে বলিতে হয় এই ঘটটীর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতি বা বিদ্যমানতাই ইহার কারণের লক্ষণ এবং ঐরূপ কালে বিদ্যমান্ বস্তুই ইহার কারণ। এমত অবস্থায় এই ঘটটীর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাৎকালিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেই এই ঘটটীর কারণ লক্ষণাক্রান্ত বা কারণ বলা হয় অর্থাৎ পটাদি কার্য্যের কারণীভূত তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত তন্তু বেমা প্রভৃতিকেও ফলতঃ এই ঘটের কারণ বলা হয়, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ; মৃত্তিকা হইতে ঘট হয় তন্তু বেমা প্রভৃতি হইতে হয় না, ইহাই সার্ব্বজনীন অনুভব; সার্ব্বজনীন অনুভবের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত হইতে পারেনা। সুতরাং কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে নিয়তাবস্থিতিই কারণের লক্ষণ বা কারণতা এবং ঐরূপ কারণতা বিশিষ্ট বস্তুই কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেই ঘট স্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঘট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ-চক্রে তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত অবস্থিত নয় বলিয়া তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘট স্বরূপ কার্য্যের কারণ হইতে পারেনা। এইরূপ কোনও একটী কার্য্যেরই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঐকার্য্যের অধিকরণে তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ত অবস্থিত নয় বলিয়া তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনও একটী কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না, বিশেষ বিশেষ বস্তুই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে; সুতরাং মৃত্তিকা হইতেই ঘট হয় তন্তু বেমা প্রভৃতি হইতে হয় না ইত্যাদিরূপ সার্ব্বজনীন অনুভবের ও বিরোধ হয় না। এমত অবস্থায় বস্তুর স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য—সমকালীন বস্তুদ্বয়েরই একটী আধার এবং একটী আধেয় হইয়া থাকে, বিভিন্ন কালীন বস্তুদ্বয়ের একটী আধার এবং অপরটী আধেয় হয় না; যে ঘটটী অতীত (অর্থাৎ নষ্ট) হইয়াছে উহা দ্বারা এখন জল আনয়ন করা যায় না, কারণ-বিভিন্ন কালীন

বলিয়া অতীত ঘটে ইদানীন্তন জল আধেয় হয় না। সুতরাং কার্য্যের অধিকরণটী কার্য্যের সমকালীন হওয়া আবশ্যক এবং কার্য্যের কারণীভূত বস্তুও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে অবস্থিত হওয়া নিয়ম বলিয়া কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এমত অবস্থায় কার্য্যের অধিকরণটীকে কার্য্যক্ষণ এবং তৎপূর্ব্বক্ষণ এই উভয় ক্ষণে বিদ্যমান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কার্য্যের অধিকরণটী কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলেও উহাকে অন্ততঃ দ্বিক্ষণ স্থায়ী অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই কোনও না কোন কার্য্যের অধিকরণ হয় বলিয়া কোনও বস্তুরই ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থিতি স্বীকার করা যায় না; সুতরাং বস্তুমাত্রের স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। বাস্তবিক বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুরই স্থিতি দ্বিক্ষণের নিমিত্ত নহে; তাহা হইলে দ্বিক্ষণ পরে পরেই প্রত্যেক বস্তুর নাশ এবং উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়; ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুই দ্বিক্ষণ পরে পরে নাশ পাইতেছে এবং জন্মিতেছে ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ। বিশ্বের কোনও কোনও বস্তু যেমন বিদ্যুৎ-প্রভা দ্বিক্ষণ পরেই নাশ পায় বটে, কিন্তু সমুদয় বস্তুই ঐরূপ ইহা অনুভবের বিষয় নয়; কতকগুলি বস্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপে ও অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। কুশুলস্থবীজ দীর্ঘকাল পরে ক্ষেত্রস্থ হইয়াই অঙ্কুর জন্মায় এরূপই অনুভব; ঐ স্থলে দ্বিক্ষণ পরে পরে বীজের নাশ এবং সদৃশ বীজান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনন্তবীজের নাশ এবং উৎপত্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া কল্পনার গৌরব হয়, তদপেক্ষায় কুশুলস্থ এবং ক্ষেত্রস্থবীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী একটী স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। এখন কথা হইতে পারে বস্তু যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তবে বস্তুর দীর্ঘ স্থিতি কালের প্রতিক্ষণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল

বস্তুর স্থিতি নিবন্ধন (অর্থাৎ বস্তুটী আছে বলিয়া) উহার কার্য্য হয় না; সহকারী-কারণ সকলের লাভ হইলেই বস্তুর কার্য্য হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—বিশ্বের কোনও বস্তুই অন্যের সাহায্য না পাইলে কোনও কার্য্য করিতে পারে না; বস্তু সকল প্রত্যেকেই অপরের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জনক হয়। মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতির সাহায্য না পাইলে (অর্থাৎ ইহাদের মিলন না ঘটিলে) কেবল বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না (অর্থাৎ কেবল স্থিতি নিবন্ধন বীজ অঙ্কুরের জনক হয় না)। মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতির মিলন ঘটিলেই বীজ অঙ্কুরের জনক হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় বীজের দীর্ঘ স্থিতি কালের প্রতিক্ষণে মৃত্তিকা প্রভৃতি সহকারী-কারণ সকলের লাভ ঘটে না বলিয়া প্রতিক্ষণে অঙ্কুরোৎপত্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে না। বীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। বস্তু সকল অনেক সময়েই স্তব্ধের মত থাকে, ইহাই বস্তুর জড়তা; অপরের সাড়া পাইলেই (অর্থাৎ সহকারী সকলের সহিত মিলিত হইলেই) জাগরিত হয় অর্থাৎ কুর্ব্বদ্রূপ বা কার্য্যোন্মুখ হয়; ইহাই বস্তুর জাগরণ। এইরূপে জাগরণই বস্তুর স্বভাব বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে সহকারী লাভে কারণের কার্য্যোপযোগী ক্ষণিক-শক্তি বিশেষ জন্মে এবং ঐ শক্তি কারণেরই স্বরূপ বলিয়া ফলতঃ কারণকেও ক্ষণিকই স্বীকার করিতে হয়। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের কারণ বলিয়া বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ—সহকারী লাভে কারণের বিশেষ শক্তি জন্মে ইহা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সহকারীর লাভ সময় বিশেষে হয় বলিয়াই দীর্ঘকালস্থায়ী কারণ হইতে সময় বিশেষে কার্য্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতি সহকারী সকলের লাভ সর্ব্বদা ঘটেনা, যে সময়ে উহাদের লাভ ঘটে তৎপর ক্ষণেই বীজ হইতে অঙ্কুর হয়। সুতরাং সহকারী সকলের লাভই কার্য্য

জননোপযোগী সামর্থ্য বা শক্তি; বীজের অঙ্কুরোৎপাদনোপযোগী শক্তি, মৃত্তিকা প্রভৃতি সহকারী সকলের লাভ ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং কারণ সকল ক্ষণিক-শক্তির স্বরূপ বলিয়া ক্ষণিক, ইহা হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে—যে বস্তু যে কার্য্য করিতে সমর্থ ঐ বস্তু ঐ কার্য্য অবশ্যই করিয়া থাকে। বীজ অঙ্কুর জন্মাইতে সমর্থ সুতরাং বীজ অবশ্যই অঙ্কুর জন্মাইবে; প্রস্তর অঙ্কুর জন্মাইতে অসমর্থ সুতরাং কথনও অঙ্কুর জন্মায় না বা জন্মাইতে পারে না। এমত অবস্থায় বস্তু সকলকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে একই বস্তুতে কার্য্যোপযোগী সামর্থ্য এবং অসামর্থ্য স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বয় স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু কোনও বস্তুই বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়াক্রান্ত হয় না। বস্তুমাত্রই কোনও না কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ বলিয়া কোনও বস্তুকেই দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা যায় না; সুতরাং বস্তুমাত্রই ক্ষণিক ইহাও ঠিক নহে, কারণ—ঐরূপ নিয়মের গ্রাহক কিছুই নাই, (১) বরং সহাকারী সকলের লাভ না হইলে বস্তু কোনও কার্য্য করিতে পারে না, ইহাই দেখা যায়; বীজ অঙ্কুর জন্মাইতে সমর্থ, কিন্তু মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতি সহকারী সকলের লাভ না হইলে বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না ইহাই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। বস্তু মাত্রই ক্ষণিক ইহা উভয় বাদি সিদ্ধ নয় বলিয়া ক্ষণিক পদার্থ সন্দিগ্ধ। এমত অবস্থায় অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ ক্ষেত্রস্থ-বীজব্যক্তি ক্ষণিক ইহা নিশ্চয় করিয়া

(১) যে বিশেষ জাতীয় কোনও একটী বস্তু দ্বারা যে বিশেষ জাতীয় কোনও একটী কার্য্য হয় ঐ জাতীয় বস্তু মাত্রকেই ঐ জাতীয় কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বা উপযুক্ত বলা হয়, দণ্ডত্ব স্বরূপ বিশেষ জাতীয় কোনও কোনও দণ্ডদ্বারা ঘট স্বরূপ কার্য্য হইয়া থাকে; অরণ্যস্থ দণ্ডও ঘটের জনকীভূত-দণ্ড জাতীয়, অরণ্যস্থ দণ্ডদ্বারাও ঘট স্বরূপ কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অরণ্যস্থ দণ্ডদ্বারা ঘট অবশ্যই হইবে ইহা বলা যায় না। সুতরাং—যে বস্তু যে কার্য্য করিতে সমর্থ বা উপযোগী ঐ বস্তু ঐ কার্য্য অবশ্যই করিবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না।

বলা যায় না। বরং যে বীজব্যক্তি হইতে অঙ্কুর জন্মে ঐ বীজে মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ইহাই নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে সহকারী সকলের সহিত মিলিত হইলেই বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং সহকারী সকলের লাভই কারণের কার্য্যোপযোগী সামর্থ্য, ইহা অতিরিক্ত কিছুই নহে। এইরূপ সামর্থ্য এবং অসামর্থ্য একই সময়ে একই বস্তুতে না থাকিলেও সময় ভেদে একত্র থাকিতে বাধা নাই অর্থাৎ সময় ভেদে একই বস্তুতে সহকারী সকলের লাভ এবং অলাভ ঘটিতে পারে; সুতরাং দীর্ঘকালের নিমিত্ত বস্তুর স্থিতি স্বীকার করিলেও একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বয়ের আরোপ হয় না, বস্তুমাত্রই ক্ষণিক ইহা বলা যায় না।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে—ক্ষণের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ বা বিদ্যমানতা ক্ষণভেদে বিভিন্ন বলিয়া কোনও বস্তুরই দীর্ঘকালের নিমিত্ত একটী বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না। বস্তু নিজের উৎপত্তি ক্ষণের যে সম্বন্ধ বা বিদ্যমানতাটীকে নিয়া বিশিষ্ট পরক্ষণে ঐ বিদ্যমানতা বা ক্ষণ-সম্বন্ধ থাকেনা বলিয়া পরক্ষণে উৎপত্তিক্ষণের বিশিষ্ট বস্তুটী থাকে না। বস্তুমাত্রই বিশিষ্ট, বিশিষ্টতা বা বিশেষণ-বর্জ্জিত কেবল কিছুই নহে, সুতরাং বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ—বিশেষণ-বর্জ্জিত কেবল কল্পনার অবিষয় হইলেও যে সকল বিশেষণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিশেষ্যে অবস্থিত হয় (অর্থাৎ বিশেষণের নাশ ব্যতীত বিশেষ্যে যে সকল বিশেষণের অভাব সম্পাদন করা যায় না ঐরূপ বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের যে সম্বন্ধ ঐসম্বন্ধে অথবা যে সকল সম্বন্ধের নাশ নাই ঐরূপ সম্বন্ধে বিশেষ্যে অবস্থিত হয়) ঐসকল বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যকে (ফল কথা ক্ষণিক বিশেষণ-বর্জ্জিত রূপে বিশেষ্যকে) দীর্ঘকাল স্থায়ী বলা যাইতে পারে। যেমন—ঘট একটী বস্তু বা বিশিষ্ট

পদার্থ; ঘটত্ব, তদীয় একত্ব-সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি বিশেষণ সকল অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে ঘটে অবস্থিত, ইহারা ঘটের সাময়িক বিশেষণ নহে, তদীয় রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষণ সকল সাময়িক হইলেও উহারা ক্ষণকালের নিমিত্ত ঘটের বিশেষণ নয় এবং ইহারাও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেই ঘটের বিশেষণ (১) উৎপত্তি ক্ষণের সহিত ঘটের সম্বন্ধ বা প্রাথমিক বিদ্যমানতা দ্বিতীয়াদিক্ষণে থাকে না; (অর্থাৎ তত্তৎক্ষণের সম্বন্ধ স্বরূপ তত্তৎ বিদ্যমানতা অন্যক্ষণে থাকেনা) সুতরাং এইরূপ ক্ষণিক-বিশেষণ নিয়া এইক্ষণের বিশিষ্ট ঘট বস্তুটী অন্যক্ষণে না থাকিলেও এইরূপ ক্ষণিক বিশেষণ-বর্জ্জিত ঘটত্বাদি দ্বারা বিশেষ্য (অর্থাৎ ঘটত্বাদি বিশেষণ বিশিষ্ট) ঘট বস্তুটীকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা যাইতে পারে। বস্তুর যতগুলি বিশেষণ সম্ভবপর তৎসমুদায়-বর্জ্জিত বিশেষ্য অসম্ভব বটে, কিন্তু সাময়িক বিশেষণ-বর্জ্জিত বিশেষ্য কিছুই নহে, ইহা হইতে পারে না। সাময়িক বিশেষণের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইলেও তৎসঙ্গে বিশেষ্যও পরিবর্ত্তিত হইবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। যে সকল বিশেষণ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিদ্যমান হইয়া থাকে ঐ সকল বিশেষণ বর্জ্জিত হইয়াও ঘটত্ব স্বরূপ সদাতন বিশেষণ দ্বারা এবং দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিদ্যমান তদীয় রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ঘট বস্তুটী দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিশেষ্য বা বিশিষ্ট হইতে বাধা নাই অর্থাৎ দীর্ঘকালের সহিত ঐরূপ ঘটের সম্বন্ধ ঘটিতে বাধা নাই। বিশেষতঃ ক্ষণে ক্ষণে ঘটের এবং তদীয় রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষণ সকলের নাশ ও ঐরূপ আর একটি ঘটের এবং স্বতন্ত্র রূপ, রস প্রভৃতির উৎপত্তি

(১) ঘট বস্তুটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও তদীয় রূপ, রস প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। ইহারা ঘটের সাময়িক বিশেষণ হইলেও প্রতিক্ষণে উহাদের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

স্বীকার করিলে অতীব কল্পনা গৌরব হয়। সুতরাং উৎপত্তি এবং লয়ের ব্যবধায়ক স্থিতি নাই, ইহা বলা অসঙ্গত। উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের ক্রম হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষে অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করা হয় নাই। পরমাণুর সমষ্টিকেই অবয়বী বলা হইয়াছে; স্থূলরূপে অবয়বীর প্রত্যক্ষ, ভ্রম-জ্ঞান ইহা ঠিক্ নহে; কারণ—অবয়বী যদি পরমাণু হইতে অতিরিক্ত না হয় অর্থাৎ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র হয়, তবে পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া অবয়বী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না; যেহেতু অতীন্দ্রিয় পদার্থের সমষ্টিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিলে উহাদের অতীন্দ্রিয়ত্বের ব্যাঘাত স্বীকার করা হয়; স্থূলরূপে অবয়বী প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সুতরাং অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করা আবশ্যক; অবয়বী পরমাণুর সমষ্টি নহে। আরও বলা হইয়াছে—পরমাণুর পুঞ্জ বা সমষ্টি স্বরূপ এবং প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল শরীরই চেতন-আত্মা; ইহাও ঠিক নহে, কারণ—তাহা হইলে পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ ক্ষণিক-শরীরই যদি চেতন-আত্মা হয় তবে যে আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি সেই আমিই স্থবিরে স্মরণ করিতেছি ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; এইরূপই সার্ব্বজনীন প্রত্যভিজ্ঞা সুতরাং শরীর চেতন-আত্মা নহে। আরও এককথা জন্মিলে একবারই মরিতে হয়, এক জীবনে জন্ম, মৃত্যুর ব্যথা একবারই ভোগ করিতে হয়। শরীর যদি চেতন-আত্মা হয় এবং আত্মা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় তবে প্রতিক্ষণেই জন্ম, মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, কিন্তু কাহারও কি তাহা হয়? সুতরাং শরীর চেতন-আত্মা নয় এবং প্রতিক্ষণেই শরীরের পরিবর্ত্তনও হয় না; পূর্ব্ব শরীরের বাসনা বা সংস্কার পরবর্ত্তী শরীরে সঞ্চারিত হইয়া উত্তরকালে স্মরণ জন্মায় ইহা বলা চতুরতা মাত্র। নান্য দৃষ্টং স্মরত্যন্য,

ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যায় এ সকলের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। এখানে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য—স্থির নিত্য-আত্ম-বাদীরমতে শরীরের নাশ মৃত্যু নহে। আত্মার সহিত শরীরের কিংবা প্রাণ বায়ুর বিজাতীয় সম্বন্ধের নাশই মৃত্যু। ইহা এক জীবনে একবারই হয়। সুতরাং বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য-ভেদে শরীর পরিবর্ত্তিত হইলেও এক জীবনে বার বার জন্ম, মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

উত্তর-পক্ষে ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—বস্তুর বৈজাত্য বা বিশিষ্টতা-কুর্ব্বদ্রূপত্বের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া বস্তু সকলকে কুর্ব্বদ্রূপ বলা যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নয়, অনুমানও একটী প্রমাণ। ধূম দেখিলে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে; মেঘ ডাকিলে বৃষ্টি হইবে বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া বস্তুর কুর্ব্বদ্রূপত্ব স্বরূপ বৈজাত্য বা বিশিষ্টতা নাই (অর্থাৎ বস্তু কুর্ব্বদ্রূপ নয়) ইহা বলা যায় না; বরং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহা অতীন্দ্রিয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলা যাইতেছে-কুর্ব্বদ্রূপত্ব ঐন্দ্রিয়ক বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে অবস্থিত এবং উহাই বস্তুর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা হইয়া ও ইহা অতীন্দ্রিয় এরূপ বলা যায় না। কারণ—বাদীর মতে কুর্ব্বদ্রূপতাই বস্তুর বিশিষ্টতা বা লক্ষণ (অর্থাৎ বস্তুত্ব) সুতরাং কুর্ব্বদ্রূপতাটীকে বাদ রাখিয়া বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় নহে; উহা নিয়াই বস্তু বিশিষ্ট। বস্তু আর বিশিষ্ট এক কথা, বীজ প্রভৃতি, বস্তু বা বিশিষ্ট রূপেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সুতরাং কুর্ব্বদ্রূপতা ধর্ম্মটীকে লইয়াই বীজ প্রভৃতি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় ইহা অবশ্য বলিতে হয়; এমত অবস্থায় উহাদের বিশিষ্টতা-কুর্ব্বদ্রূপত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, উহাকে অতীন্দ্রিয়

বলা প্রলাপ মধ্যেই গণ্য। অভিজ্ঞগণ কথনও বলে না লাল রং বিশিষ্ট গোলাপটী দেখিলাম কিন্তু উহার লাল রংটী দেখিলাম না। বিশেষতঃ ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণ দ্রব্যত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম্ম স্বীকার করে না (১); তাহাদের মতে একমাত্র কুর্ব্বদ্রূপত্বই বস্তুর ধর্ম্ম বা লক্ষণ এবং উহা ব্যক্তি ভেদে নানা। কতগুলি বস্তুর একটী কুর্ব্বদ্রূপতা নাই। সুতরাং বাদীর মতে বিপক্ষ-বাধক-তর্কের (অর্থাৎ ব্যভিচার সংশয়ের নিরাসক-তর্কের) সম্ভাবনা থাকে না। তর্ক ব্যতিরেকে প্রায়শঃ ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত না হইলে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া প্রায়শঃ অনুমান বা পরামর্শের অসম্ভব বশতঃ অনুমিতি অসম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে— মনে কর তোমার বহ্নির প্রয়োজন, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পর্ব্বতে ধূম দেখিতে পাইলে; তৎ সময় যদি তোমার নিশ্চয় হয় যে, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য (অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে) তাহা হইলে বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত কিংবা বহ্নিব্যাপ্য-ধূম পর্ব্বতে আছে ইত্যাদি রূপ অনুমান বা পরামর্শ হইয়া অনুমিতি (নিশ্চয়) হইবে পর্ব্বত-বহ্নিমান্। তবেই দেখা যাইতেছে অনুমিতি করিতে হইলে অনুমাপক-হেতুতে সাধ্য বা অনুমেয়ের ব্যাপ্তি নিশ্চয় (অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে সেই স্থানে সাধ্য থাকে ইত্যাদি নিশ্চয়) আবশ্যক। হেতু এবং সাধ্যের সহচার-দর্শন থাকিলে অর্থাৎ একত্র থাকে ইহা জানা থাকিলে এবং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব থাকিলে ঐরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া থাকে। বহ্নি এবং ধূম মহানসাদিতে একত্র থাকে; যদি তোমার বহ্নি এবং ধূমের সহচার-দর্শন থাকে এবং ধূমে বহ্নির ব্যভিচার জ্ঞানের (অর্থাৎ বহ্নি না থাকিলে ও ধূম থাকে কিংবা থাকিতে পারে ইত্যাদিরূপ জ্ঞানের)

(১) ইহা ১২৯ পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে আলোচিত হইবে ঐস্থলে দ্রষ্টব্য।

অভাব থাকে, তাহা হইলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইবে, (অর্থাৎ তাহা হইলেই তুমি বুঝিতে পার যেখানে ধূম থাকে সেই স্থলেই বহ্নি থাকে)। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত স্থানে ধূম আছে কিংবা থাকিবে কিংবা ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। যেখানেই ধূম থাকে সেই স্থলেই বহ্নি থাকে ইহা অনুসন্ধান করিয়া জানিবার সাধ্য কাহারও নাই। মহানস প্রভৃতি কতিপয় স্থানে হয়ত দেখিয়া থাকিবে ধূম এবং বহ্নি একত্র থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। অপর-বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকে ইহা যদিও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, ঐরূপ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে কিনা ? হয়ত কোন ও স্থানে বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকিতে পারে সামান্যতঃ ইত্যাদি রূপ সংশয় বারণ করা যায় না। সুতরাং ঐরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বিচার করিয়া তোমাকে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করাইতে হইলে অবশ্যই বলিতে পার যেখানে ধূম থাকে সেই স্থলেই বহ্নি থাকিবে ইহার নিশ্চয়তা কি ? বহ্নি না থাকিলেও হয়ত কোথাও ধূম থাকিতে পারে ? সুতরাং অপরকে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করাইয়া অনুমিতি করাইতে হইলে ঐরূপ সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব কথিতরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করিতে কিংবা অপরকে ঐরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করাইতে তর্কের আবশ্যকতা আছে। ঐরূপ স্থলে তর্ক ব্যভিচার-সংশয়ের নিরাসক। সন্দিগ্ধ স্থলে তর্ক উপস্থিত হইলে সংশয় আর থাকে না। ধূম যদি বহ্নিরব্যভিচারী হয় তবে বহ্নি-জন্য না হউক (অর্থাৎ বহ্নি-জন্যত্বাভাব বিশিষ্ট হউক) ইহা একটী বিপক্ষ-বাধক (অর্থাৎ কথিরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিরাসক) তর্ক ; এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে তোমার ধূমে বহ্নির ব্যভিচার-সংশয় থাকিতে পারে না। কারণ—এইরূপ তর্ক

উপস্থিত হইতে হইলে কিংবা করিতে গেলে ধূম বহ্নি-জন্য ইহা নিশ্চয় রূপে জানা থাকা দরকার। যেহেতু তর্কে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় কারণ; এস্থলে বহ্নি-জন্যত্বাভাবের অভাব বহ্নি-জন্যত্বই আপাদ্যাভাব সুতরাং ধূম বহ্নি-জন্য (অর্থাৎ বহ্নি-জন্যত্ব বিশিষ্ট) ইহা নিশ্চয়রূপে জানা থাকিলেই ঐরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। অন্যথা ধূম বহ্নি-জন্য না হউক এরূপ তর্ক করা চলে না। ধূম বহ্নি-জন্য ইহা নিশ্চয়রূপে তোমার জানা আছে, এমত অবস্থায় ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না সংশয়? হইলে যদি তোমার তর্ক (আপত্তি) উপস্থিত হয় ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তবে বহ্নি-জন্য না হউক তাহা হইলে তোমার ধূম বহ্নি-জন্য এই স্থির সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হয় সুতরাং এইরূপ তর্ক ধূমে বহ্নি-জন্যত্বের নিশ্চয় দ্বারা (অর্থাৎ ধূম বহ্নি-জন্য এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা) ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয় বা হইতে পারে না ইহা তোমাকে নিশ্চয় রূপে বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং এইরূপ তর্ক দ্বারা ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয় এইরূপ নিশ্চয় হয় বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদি সংশয় তোমার থাকিতে পারে না। (১) যেখানে ধূম থাকে সেই স্থলেই বহ্নি থাকে ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব পর হয়।

---

(১) তাৎপর্য্য—তর্ক বা আপত্তিতে একটী আপাদক এবং একটী আপাদ্য থাকে। যাহার আরোপ করিলে (অর্থাৎ যাহা বলিবার দরুণ) আপত্তির উদ্ভব হয় উহা আপাদক; এবং যাহার আপত্তি করা হয় (অর্থাৎ যাহাকে "হউক" বলিয়া বলা হয়) উহা আপাদ্য। ধূমে বহ্নির ব্যভিচারের আরোপ করিলেই (অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যভিচারী বলিলেই ধূম বহ্নি-জন্যত্বরূপে নিশ্চিত বলিয়া আপত্তির উদ্ভব হয় "তাহা হইলে ধূম বহ্নি-জন্য না হউক" (অর্থাৎ বহ্নি-জন্যত্বের অভাবকে "হউক" বলিয়া) বলা হয়। সুতরাং এইরূপ আপত্তি-স্থলে বহ্নির ব্যভিচারই আপাদক এবং বহ্নি-জন্যত্বের অভাবই আপাদ্য। আপাদক আপাদ্যের ব্যাপ্য এবং আপাদ্য আপাদকের ব্যাপক হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় এইরূপ আপত্তি-স্থলে ব্যাপকীভূত-আপাদ্য-বহ্নি-জন্যত্বাভাবের অভাব বহ্নি

ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণ জাতি, গুণ প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করে না; তাহাদের মতে একমাত্র কুর্ব্বদ্রূপতাই বস্তুর স্বভাব বা ধর্ম্ম (অর্থাৎ বিশিষ্টতা)। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি, ঘট পট প্রভৃতি বস্তুর ইতর ভেদ মাত্র। "ঘট" ইত্যাকার ঘটত্ব-বিশিষ্ট বিষয়ক বুদ্ধি, ঘটের ইতর হইতে ভিন্ন রূপেই ঘট বস্তুকে বিষয় করিয়া থাকে। ঘটের ইতর-ভেদ ঘটের অতিরিক্ত নহে,ঘটের অতিরিক্ত হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ ঘটেরই স্বরূপ। এইরূপ রক্তবর্ণটী রক্ত বর্ণের বস্তুর ইতর-ভেদ ব্যতীত আর কিছু নহে। "ঘটরক্ত' ইত্যাকার রক্তরূপ-বিশিষ্ট ঘট বিষয়ক বুদ্ধি, ঘটে রক্তবর্ণের বস্তুর ইতর-ভেদকে বিষয় করিয়াই হয়; এই ইতর-ভেদও রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুরই স্বরূপ। এইরূপে অন্যান্য জাতি গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এমত অবস্থায় ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে পূর্ব্বোক্তরূপ তর্ক বা আপত্তির উদ্ভাবন হইতে পারে না। কারণ—তাহাদের মতে প্রত্যেক বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন কুর্ব্বদ্রূপতা ব্যতীত বাস্তবিক অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই এবং বস্তু মাত্রই ক্ষণিক বলিয়া এক একটী বহ্নিকেই এক একটী ধূম স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ বলিতে হয়, একটী বহ্নি দ্বারা একের অধিক ধূম হয় না বা হইতে পারে না। সুতরাং যে বস্তুটী যেক্ষণে যে কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ ঐ বস্তুটী ঐক্ষণে স্বরূপতঃ (অর্থাৎ নিজের কুর্ব্বদ্রূপতা স্বভাব বা ধর্ম্মটীকে নিয়া) ঐ কার্য্যের কারণ হইয়া

জন্যত্ব ধূমে নিশ্চিত বলিয়া আপাদক-ব্যাপ্য বহ্নি-ব্যভিচারের অভাব নিশ্চিত হইয়া যায়; যেহেতু যেখানে ব্যাপকাভাবের নিশ্চয় হয় তথায় ব্যাপ্যাভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ তর্কের দ্বারা ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয় নিশ্চয় হয় বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকে কিনা? ইত্যাদিরূপ ব্যভিচার-সংশয় থাকিতে পারে না, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় (অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে ইত্যাদি নিশ্চয়) সম্ভব পর হয়।

থাকে। যে বিশেষ ধূমব্যক্তি (অর্থাৎ অঞ্জন স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ স্বরূপ যে ধূম ব্যক্তি) যে বিশেষ বহ্নি দ্বারা (অর্থাৎ ঐ ধূম স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্বদ্রূপ যে বহ্নিব্যক্তি দ্বারা) হইয়া থাকে, ঐ বহ্নি ব্যক্তিই স্বরূপতঃ (অর্থাৎ ঐ ধূম স্বরূপ কার্য্যের যে বিশেষ কুর্ব্বদ্রূপতা ঐ কুর্ব্বদ্রূপতা স্বভাব বা ধর্ম্মটীকে নিয়া) ঐ ধূম ব্যক্তির কারণ। অতএব বিশেষ বিশেষ ক্ষণিক ধূমের প্রতিই বিশেষ বিশেষ ক্ষণিক বহ্নিকে স্বরূপতঃ কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় বহ্নিত্বরূপে ধূম সামান্যের একটী কারণতা নাই (১) বলিয়া বহ্নি সামান্যে ধূম সামান্যের কারণতা নিশ্চয় হইতে পারে না। কারণ—অপ্রত্যক্ষ কিংবা কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয় ধূম সকল, বহ্নিদ্বারাই হয় বা হইয়াছে কিনা সংশয়ের নিরাস সম্ভব পর নয়। প্রত্যুতঃ ধূম-সামান্য বহ্নি-সামান্য জন্য কিনা সংশয়ই হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি না হইলে ধূম সামান্যে সামান্যতঃ বহ্নি-জন্যত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে কথিত রূপ তর্কের সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু—ঐরূপ তর্ক করিতে হইলে ধূম সামান্যে বহ্নি-জন্যত্বের নিশ্চয় থাকা আবশ্যক। এইরূপে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সামান্য ধর্ম্মরূপে কারণতার নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া কোথাও

(১) তাৎপর্য্য—ক্ষণভঙ্গ-বাদীগণ অনুগত-ধর্ম্ম (অর্থাৎ অনেক বস্তুতে একদা একই সম্বন্ধে অবস্থিত হয় এরূপ একটী ধর্ম্ম) স্বীকার করে না। সুতরাং কোনও একটী কার্য্যের উৎপাদক বা জনক জাতীয় বলিয়া কতকগুলি বস্তুকে সংগ্রহ করা যায় না। কোনও কার্য্যের উৎপাদক বা জনক জাতীয়তাই ঐ কার্য্য জাতীয়ের সামান্য কারণতা অর্থাৎ কারণ জাতীয় বস্তু সমুদায়ে অবস্থিত কার্য্যজাতীয় বস্তু সমুদয়ের একটী কারণতা। বিশেষ বিশেষ দণ্ড দ্বারাই বিশেষ বিশেষ ঘট হইয়া থাকে, বিশেষ বিশেষ দণ্ডই বিশেষ বিশেষ ঘটের উৎপাদক, দণ্ডত্ব স্বরূপ সামান্য-ধর্ম্ম বা জাতি না থাকাতে দণ্ড সমুদায়কে ঘটের কারণ জাতীয় বলা যায় না সুতরাং সমুদায় দণ্ডে সমুদায় ঘটের একটী কারণতা নাই, ইহা ক্ষণভঙ্গ-বাদীগণের অবশ্য স্বীকার্য্য।

কার্য্য কারণ-ভাব মূলক বিপক্ষ-বাধক তর্কের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং কোথাও ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া বাদীর মতে প্রায়শঃ, বিশেষতঃ পরার্থ স্থলে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অসম্ভব হয়। সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারা অতীন্দ্রিয়-কুর্ব্বদ্রূপত্ব সিদ্ধ করা যাইতে পারে না; অসিদ্ধ-কুর্ব্বদ্রূপত্বকে হেতু করিয়া বস্তুর ক্ষণিকত্ব-সাধন করা আকাশ কুসুমের দ্বারা মালা গাঁথার ন্যায় হয়।

আরও এক কথা,—প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প; যে প্রত্যক্ষে বস্তু, জাতি গুণ প্রভৃতি দ্বারা বিশেষরূপে কল্পিত হয় (অর্থাৎ যে জ্ঞান বস্তুর নাম জাতি প্রভৃতিকে বিষয় করে,অথবা নাম, জাতি প্রভৃতি বিশিষ্টরূপে বস্তুকে বিষয় করে) উহাই সবিকল্প জ্ঞান। সুতরাং বিশেষণ বিশিষ্টরূপে বিশেষ্যের জ্ঞানই সবিকল্প জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান বিশেষণ এবং বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াই হয়। ফল কথা, যে জ্ঞানের বিশেষণ এবং বিশেষ্য থাকে উহাই সবিকল্প জ্ঞান। যেমন—ঘটত্বরূপে ঘটের 'ঘট' ইত্যাকার জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান ঘটত্ব জাতিরূপে ঘটকে বিষয় করিয়াই হইয়া থাকে। এইখানে বিশেষ্য ঘট এবং বিশেষণ ঘটত্ব। "ঘট" ইত্যাকার জ্ঞান হইলেই ঘট বস্তুটীকে "ঘট" এই নাম এবং ঘটত্ব জাতি দ্বারা কল্পনা করা যায়। সুতরাং "ঘট" ইত্যাকার জ্ঞান একটী সবিকল্প জ্ঞান। জাতি, গুণ প্রভৃতি বিশেষণ বাদ রাখিয়া সবিকল্প জ্ঞান সম্ভবপর নহে; সুতরাং ক্ষণভঙ্গ-বাদীগণের মতে সবিকল্প জ্ঞান যথার্থ হইতে পারে না। কারণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাদের মতে জাতিগুণ প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ নাই, ঐ সকল মিথ্যা; সুতরাং সবিকল্প-প্রত্যক্ষ মাত্রেরই বিষয় বা বিশেষণাংশ মিথ্যা বলিয়া উহা মিথ্যা জ্ঞান। ইহা কখনও প্রমাণ হইতে পারেনা। অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতা জ্ঞাত-বিষয়ে বস্তুতঃ আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট হয় না অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের

বাস্তবিক প্রাপ্তি কিংবা হান হয় না। বিশেষতঃ সবিকল্প জ্ঞান বিষয় জন্য হয় না বা হইতে পারেনা, কারণ—তাহাদের মতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, উৎপত্তির পরক্ষণেই বস্তু থাকেনা বলিয়া উৎপত্তি ক্ষণেই বস্তুতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ঘটে, সুতরাং পরক্ষণে বস্তুর নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইয়া তৎপরক্ষণে অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণে সবিকল্প জ্ঞান সম্ভবপর হয়। সুতরাং সবিকল্প জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে (অর্থাৎ বস্তুর উৎপত্তির পরক্ষণে) বিষয় থাকেনা বলিয়া ইহা বিষয় জন্য হয় না, সুতরাং জ্ঞাতাকে বিষয়ে আকৃষ্ট বা বিপ্রকৃষ্ট করিতে পারে না, অর্থাৎ বস্তুতঃ বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা হান হয় না সুতরাং অপ্রমাণ। অপর—যে জ্ঞানে বস্তু বিশেষরূপে (অর্থাৎ জাতি, গুণ প্রভৃতি দ্বারা) কল্পিত হয়না (অর্থাৎ যে জ্ঞান বস্তুকে নাম, জাতি প্রভৃতি যুক্তরূপে বিষয় করেনা) উহাই নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান। ফলকথা, যে জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ নাই, যাহা কেবল বস্তুর স্বরূপ নির্ভাসমাত্র উহাই নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ—বস্তুর স্বরূপ মিথ্যা নয়, তাহা হইলে সবই আকাশ কুসুম হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ এইরূপ জ্ঞানই বিষয় জন্য; সুতরাং একমাত্র নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষই তাহাদের মতে প্রমাণ (১)। এইরূপ জ্ঞান দ্বারাই প্রমাতা জ্ঞাত বিষয়ে বাস্তবিক আকৃষ্ট কিংবা বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ নির্ব্বিকল্প-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। অর্থাৎ কোনও বস্তুর নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান হওয়ার পরে, জানিয়াছি বলিয়া মনের দ্বারা বস্তুটীর জ্ঞানের অবধারণ করা যায় না। অর্থাৎ ঘটের স্বরূপটী দেখা মাত্রই বলা যায় না আমি ঘট জানিয়াছি। সুতরাং নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান অনুমেয়। সবিকল্প-জ্ঞানের দ্বারাই নির্ব্বিকল্প-জ্ঞানের অনুমিতি হইয়া থাকে। কারণ—বস্তুতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটিলে প্রথমতঃ বস্তুর নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হয়,

(১) প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং নাম জাত্যাদ্যসংযুতং। প্রমাণ সমুচ্চয়।

তৎপরে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ-কৃত বস্তুতে নাম, জাতি প্রভৃতির যোজনা করিয়া সবিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের সিদ্ধান্ত (১)। সুতরাং কোনও বস্তুর সবিকল্প প্রত্যক্ষ হইলেই বুঝিতে হইবে বস্তুটীর নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হইয়াছে; যেহেতু নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ না হইলে সবিকল্প-প্রত্যক্ষ হয় না বা হইতে পারেনা বলিয়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষের ব্যাপ্য; সুতরাং নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষের ব্যাপ্যরূপে সবিকল্প-প্রত্যক্ষের নিশ্চয় স্থলে অবশ্যই অনুমিতি হইবে, বস্তুটীর নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এমত অবস্থায় "ক্ষণিক" ইত্যাকার সবিকল্প-প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইলেই (২) ক্ষণিকত্বের নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ কল্পনার বিষয় (অর্থাৎ

---

(১) মনে কর অনেক কাল পরে পূর্ব্ব-পরিচিত কোনও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ ব্যক্তি দৃষ্টি পথে আসিবামাত্র তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই পরে বলা হয় মহাশয়! ভাল আছেন? সমীপস্থ বন্ধুজনের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়, ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি। এবং তাহার আকার প্রকার প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয়। দৃষ্টি পথে আসিবামাত্র এ সকলের লক্ষ্য হয় না। সুতরাং প্রথমতঃ বস্তুর নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়া পরে সবিকল্প বা বিশিষ্ট জ্ঞান হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

(২) বৌদ্ধ মতে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভবপর নয় বলিয়া অনুমান অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং অনুমানের দ্বারা বস্তুর জ্ঞান সম্ভবপর নয়। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাও বস্তুর ক্ষণিকত্বের সবিকল্প-জ্ঞান (অথাৎ নিশ্চয়) হয় না। অথচ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকেই প্রমাণ বলে; তাহারা শব্দ প্রভৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। সুতরাং ক্ষণিকত্ব কোনও প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যাহা কোনও রূপ জ্ঞানের বিষয় হয় না, ঐরূপ কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা, আর আকাশ কুসুমের অস্তিত্ব কল্পনা তুল্য। তবে কখন কখন বস্তুর ক্ষণিকত্বরূপে (অর্থাৎ বস্তুকে ক্ষণিক বলিয়া) জ্ঞান হয় ইহা বৌদ্ধগণ বলিতে পারে; কারণ—তাহারা অসতের খ্যাতি স্বীকার করিয়া থাকে। যদি ক্ষণভঙ্গ-বাদীগণের ইহাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে

অনুমেয়) হইতে পারে; কিন্তু "ক্ষণিক" ইত্যাকার সবিকল্প-প্রত্যক্ষ অসম্ভব ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বস্তুটীকে দেখিয়া বুঝা যায়না যে বস্তুটী ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং উহাদের মত-সিদ্ধ প্রমাণ ক্ষণিকত্বের নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারেনা বলিয়া প্রমাণের অভাবশতঃ প্রমেয়-ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বস্তুমাত্রই ক্ষণিক ইহা সিদ্ধান্ত হয় না বা হইতে পারে না। ১।

পূ—ক্ষণিকে যদ্যপি নাই সাধক-প্রত্যয়।
বাধাভাব বশে তাতে হউক সংশয়॥ ২০৮
প্রত্যভিজ্ঞা-মানে নহে স্থিরতা-সাধন।
সংশয় রয়েছে তাতে নাহিক খণ্ডন॥ ২০৯

যদিও বস্তুর ক্ষণিকত্বের সাধক-প্রমাণ নাই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমাণের দ্বারা "বস্তু মাত্রই ক্ষণিক" ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায় না) তথাপি ক্ষণিকত্বের বাধ নিশ্চয়াভাব বশতঃ (অর্থাৎ "বস্তু সকল ক্ষণিক নয়" এরূপ নিশ্চয় নাই বলিয়া) ক্ষণিকত্বের সংশয় (অর্থাৎ "বস্ত

বিশেষ বিচারের প্রয়োজন নাই। কারণ—ক্ষণিকত্ব অসৎ, ইহা স্বীকার করিলে একরূপ ন্যায় মতেই প্রবেশ করা হয়। তবে নৈয়ায়িক অসতের খ্যাতি স্বীকার করেনা এই নিয়া বিরোধ দাঁড়াইতে পারে। এ সম্বন্ধে তৃতীয় স্তবকে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইবে, উহা দ্রষ্টব্য।

(১) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে গ্রন্থ কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, বিশেষতঃ মাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর ও নহে। সুধীগণ প্রণিধান করিবেন। বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ; যে দার্শনিকতত্ত্ব এক সময়ে জগতে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল, ঐ মতের বিরুদ্ধে মাদৃশ ব্যক্তির লেখনী চালনা করা দুঃসাহসের কার্য্য। তবে আচার্য্য উদয়ন যে পথে চলিয়াছেন যথামতি ঐ পথেরই অনুসরণ করিয়াছি। ত্রুটী থাকা বিচিত্র নহে।

সকল ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয়) হইতে পারে। তাৎপর্য্য—একত্র ভাব এবং অভাবকে বিষয় করিয়াই সংশয় হইয়া থাকে, ভাব এবং অভাবই সংশয়ের কোটি; সংশয়ের একতর কোটি-ভাব কিংবা অভাবের নিশ্চয় থাকিলে সংশয় হয় না। যেমন-গৃহ, ঘট বিশিষ্ট কি না? এই একটী সংশয়; গৃহে ঘট এবং ঘটের অভাবকে বিষয় করিয়াই এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে; ঘট এবং ঘটের অভাবই এইরূপ সংশয়ের কোটি। যদি নিশ্চয়রূপে জানা থাকে “গৃহ ঘট বিশিষ্ট” (অর্থাৎ গৃহে ঘট আছে) কিংবা “গৃহ ঘটাভাব বিশিষ্ট” (অর্থাৎ গৃহে ঘট নাই) তাহা হইলে “গৃহ ঘট বিশিষ্ট কি না”? “গৃহে ঘট আছে কি না? ইত্যাদিরূপ সংশয় হয় না। ক্ষণিকত্ব এবং ক্ষণিকত্বের অভাবই ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের (অর্থাৎ ”বস্তু সকল ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয়ের) কোটি; সুতরাং বস্তু সকল ক্ষণিক কিংবা ক্ষণিক নয় ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় সম্ভব পর হইলে “বস্তু সকল ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ নিশ্চয় সম্ভব-পর না হইলে “বস্তু সকল ক্ষণিক কিনা” এরূপ সংশয়ই হইতে পারে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা বস্তুর ক্ষণিকত্বের নিশ্চয় (অর্থাৎ “বস্তু মাত্রই ক্ষণিক” ইত্যাকার নিশ্চয়) হইতে পারে না (১) এবং বস্তু সকল ক্ষণিক নয় ইহাও নিশ্চয়রূপে বুঝিবার উপযুক্ত কারণ নাই, সুতরাং “বস্তু সকল ক্ষণিক কিনা” এরূপ সংশয়ই হইতে পারে, ইহা বারণ করা যায় না। এমত অবস্থায় বস্তু সকলকে স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না; যেহেতু বস্তুর ক্ষণিকত্বের-সংশয় বস্তুর স্থৈর্য্য-নিশ্চয়ের প্রতি-বন্ধক। এখন কথা হইতে পারে প্রত্যভিজ্ঞাই (অর্থাৎ “এইটী সেই বস্তু” ইত্যাকার নিশ্চয়ই) বস্তুর ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের নিরাসক; সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা

(১) এসম্বন্ধে ক্ষণিক বাদের নিরাস-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।

দ্বারাই বস্তুর স্থৈর্য্যের (স্থিরতার) নিশ্চয় হইতে পারে (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই বস্তু সকলকে স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে), প্রত্যভিজ্ঞাই বস্তুর স্থৈর্য্য-সাধক প্রমাণ (১)। ইহাও ঠিক নহে, কারণ—"এইটী সেই বস্তু" এইরূপ অসন্দিগ্ধ-প্রত্যভিজ্ঞা যদি সম্ভব পর হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু "এইটী সেই বস্তু" বলিয়া যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, উহা যথার্থ কিনা? এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ক সংশয়ের নিরাসক কিছুই নাই; প্রত্যুত: বস্তু সকল ক্ষণিক কিনা? এরূপ সংশয় থাকাতে প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ক সংশয়ই (অর্থাৎ এইটী সেই বস্তু বলিয়া যে নিশ্চয় হয়, উহা যথার্থ কিনা এরূপ সংশয়ই) হইতে পারে। কারণ—বস্তু সকল ক্ষণিক বা প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলে "এইটী সেই বস্তু" এইরূপ যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। সুতরাং বস্তুর ক্ষণিকত্ব সংশয় প্রত্যভিজ্ঞাকে সংশয়াস্পদ করে; প্রত্যভিজ্ঞা সংশয়াস্পদ। যে

---

(১) তাৎপর্য্য—"এই সেই বস্তু" এইরূপ নিশ্চয়ই প্রত্যভিজ্ঞা; এইরূপ যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ইদানীং দৃষ্ট-বস্তু এবং পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর অভেদই জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। বস্তু মাত্রই ক্ষণিক হইলে বস্তু সকলকে প্রতিক্ষণেই ভিন্ন স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ইদানীং দৃষ্ট-বস্তু এবং পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু ভিন্ন হইলে এইটী সেই বস্তু বলিয়া যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; সুতরাং ঐরূপ যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াই বস্তু সকল ক্ষণিক নয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আর বস্তু সকলকে ক্ষণিক নয় বলিয়া স্বীকার করিলে, ক্ষণিকত্ব-সংশয় (অর্থাৎ "বস্তু সকল ক্ষণিক কি না"? এরূপ সংশয়) হইতে পারে না; যেহেতু ক্ষণিকত্বের অভাব নিশ্চয় (অর্থাৎ "বস্তু সকল ক্ষণিক নয়" এরূপ নিশ্চয়) ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের প্রতিবন্ধক। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বস্তুর ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের নিরাস হয় বলিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু এবং ইদানীং দৃষ্ট-বস্তুর অভেদ জ্ঞাপিত হইতে পারে; সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাই বস্তুর স্থৈর্য্য বা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের সাধক-প্রমাণ। অর্থাৎ যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াই বস্তু সকলকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

নিজে সংশয়াস্পদ সে অপরকে সিদ্ধ করিতে পারে কিরূপে? সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারাও বস্তুর স্থৈর্য্য সাধন করা যায় না।

উঃ—স্থৈর্য্য দৃষ্ট্যো র্ন সন্দেহো ন প্রামাণ্যে বিরোধতঃ।
একতা-নির্ণয়ো যেন ক্ষণে তেন স্থিরে মতঃ॥ ১৮মূ

(বস্তুর) স্থৈর্য্যে এবং দৃষ্টিতে (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাতে) সংশয় নাই; বিরোধ হেতু প্রামাণ্য পদার্থেও সংশয় নাই। যে প্রমাণের দ্বারা ক্ষণিক বস্তুতে একত্ব-নিশ্চয় হয়, স্থির-পক্ষেও সেই প্রমাণের দ্বারাই একত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে।

উঃ—স্থিরত্বে সংশয় নাই দরশনে তথা।
প্রামাণ্যে বিরোধ হেতু সংশয় অযথা॥ ২১০
ক্ষণিকে একত্ব-জ্ঞানে যে হয় সহায়।
বস্তুর স্থিরত্ব-পক্ষে সেই ত উপায়॥ ২১১

বস্তুর স্থিরত্বে সংশয় নাই অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই বস্তুর স্থিরত্ব-সংশয়ের (অর্থাৎ বস্তু স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী কিনা? ইত্যাদি সংশয়ের) নিরাস হইতে পারে। ১। আমরা অনেক সময়েই 'ইহা সেই বস্তু" "ইনি সেই ব্যক্তি" ইত্যাদিরূপে বস্তুর ব্যবহার করিয়া থাকি, এই সকল ব্যবহার অসত্য নহে; প্রত্যভিজ্ঞাই এইরূপ ব্যবহারের মূল। বস্তু দীর্ঘ-

(১) প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ইদানীং দৃষ্ট-বস্তু এবং তদানীং দৃষ্ট বস্তুর অভেদ জ্ঞাপিত হয়; নতুবা প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না; ইদানীন্তন এবং তদানীন্তন বস্তু অভিন্ন হইলেই বস্তুটীকে দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে নিশ্চয় করা যায়। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা বস্তুর অভেদ বা একত্বের জ্ঞাপক বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বস্তুর স্থিরত্ব-নিশ্চয় সম্ভব পর। স্থিরত্ব-নিশ্চয় স্থিরত্ব সংশয়ের প্রতিবন্ধক; সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা স্থিরত্ব-সংশয়ের নিরাস অবশ্যম্ভাবী।

কাল স্থায়ী হইলেই যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর বলিয়া ঐরূপ যথার্থ ব্যবহার হইতে পারে। বস্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে বস্তুর ভেদ স্বীকার করিলে যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। ইদানীং দৃষ্ট-বস্তু এবং তদানীং দৃষ্ট-বস্তুর ভেদ থাকিলে যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না; একটী পশুকে দেখিয়া মনে হয় না, ইনি সেই মানুষ। সুতরাং যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট-বস্তু এবং ইদানীং দৃষ্ট-বস্তুর অভেদই সিদ্ধ হয়। যদিও কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে বিষয় করিয়াও প্রমাণিক-প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, যেমন—কবিরাজ মহাশয়গণ বলিয়া থাকেন সেই ঔষধই দিলাম; ঐরূপ স্থলে কিছু সেই ঔষধ এবং পরে প্রদত্ত ঔষধ এক অভিন্ন বুঝা যায় না, কারণ—সেই ঔষধ পূর্ব্বেই খাওয়া হইয়াছে; তথাপি এক জাতীয় ঔষধ বলিয়াই ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব বস্তু এবং ইদানীন্তন বস্তু ব্যক্তিতঃ ভিন্ন হইলেও যদি এক জাতীয় হয় কিংবা উহাদের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলেও যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে! এমত অবস্থায় যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াই বস্তু ব্যক্তিতঃ অভিন্ন, দীর্ঘকাল স্থায়ী ইত্যাদি নিঃসংশয়রূপে নিশ্চিত হইতে পারে না। ইহাও বলা যায় না; কারণ—কখন কখন সাজাত্য কিংবা সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া কোনও বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা হইলেও সকল সময়েই ঐরূপ হইবে এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। বস্তু সকল ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে বরং ঐরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু ক্ষণিকত্বের সাধক-প্রমাণ নাই বলিয়া ঐরূপ বলা যায় না। বিশেষতঃ ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণ জাতি, সাদৃশ্য প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করে না; সুতরাং একের ধর্ম্ম নিয়া অপরকে "এইটী সেই বস্তু" বলা তাহাদের মতে অসম্ভব।(১)। পূর্ব্বপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞার

(১) ঘটত্ব জাতি ঘটের ইতর-ভেদ মাত্র, গবয়ে গো সাদৃশ্য গো এবং গবয়ের

উপরে যে সংশয়ের আরোপ করা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নয়; কারণ-প্রত্যভিজ্ঞার অনুব্যবসায় দ্বারাই (অর্থাৎ "এই সেই বস্তুটী সাক্ষাৎ জানিতেছি" এরূপ মানস-নিশ্চয় দ্বারাই) প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ক সংশয়ের (অর্থাৎ এইটী সেই বস্তু বলিয়া যে জ্ঞান হইল উহা যথার্থ কি না? এরূপ সংশয়ের) নিরাস হইয়া থাকে; সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যভিজ্ঞাই বস্তুর স্থৈর্য্য-সাধক প্রমাণ। যদি বলা যায় "এই সেই বস্তুটী সাক্ষাৎ জানিতেছি" ইত্যাকার অনুব্যবসায় প্রমাণ কিনা? এইরূপ সংশয়ের নিরাসক কিছু নাই বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বস্তুর স্থৈর্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাও ঠিক নহে, কারণ—ঐরূপ অনুব্যবসায়ের প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে বিরোধ হয়। তাৎপর্য্য-আমার সংশয় হইতেছে, এইরূপ সংশয় বিষয়ক অনুব্যবসায় দ্বারাই প্রকৃত সংশয়টী সিদ্ধ হয়; এমত অবস্থায় ঐরূপ সংশয় বিষয়ক অনুব্যবসায়ের প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে প্রকৃত সংশয়টী অসিদ্ধ থাকিয়া যায়, অর্থাৎ "আমার সংশয় হইতেছে" এইরূপ জ্ঞানটী যদি সংশয়াস্পদ হয়, তবে আমার সংশয় হইয়াছে কিনা? এইরূপ সংশয়ই উপস্থিত হয়, প্রকৃত সংশয়টী নিশ্চিত হইতে পারে না। অপর প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলেও ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে যে প্রমাণের দ্বারা একই ক্ষণে একই বস্তুতে নানাত্ব নিশ্চয় না হইয়া একত্ব নিশ্চয় হয়, সেই প্রমাণের দ্বারা স্থির-পক্ষেও একই বস্তুতে সময় ভেদে নানাত্বের নিশ্চয় না হইয়া একত্বের নিশ্চয় হইতে পারে। তাৎপর্য্য—একত্র বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের সমাবেশ-প্রসঙ্গ

ইতর ভেদ ব্যতীত আর কিছু নহে। এই ইতর-ভেদ সেই সেই ব্যক্তি সকলেরই স্বরূপ। সুতরাং ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে একের ধর্ম্ম নিয়া অপরের যথার্থ জ্ঞান। সম্ভব পর নয় এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে ক্ষণভঙ্গ-বাদের নিরাস প্রসঙ্গে বিশেষরূপে বল হইয়াছে ঐ স্থানটী দেখিয়া লইতে হইবে।

উপস্থিত হইলেই(অর্থাৎ ধর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মানবস্তুকে এক স্বীকার করিলে যদি উহাতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয়ের থাকার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তবেই) ধর্ম্মীর নানাত্ব স্বীকার করিতে হয়; গো এবং অশ্বকে এক স্বীকার করিলে একত্র গোত্ব এবং অশ্বত্ব স্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, সুতরাং গো এবং অশ্ব এক নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণিক-বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের প্রসঙ্গ-সম্ভাবনা নাই বলিয়া বস্তুর একত্ব নিশ্চয়-দ্বারা সেই ক্ষণে সেই বস্তুর এক অখণ্ডরূপতা নিশ্চিত হইয়া থাকে; সুতরাং ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের প্রসঙ্গ সম্ভাবনা না থাকিলে, সেইক্ষণে সেই বস্তুর একত্ব-নিশ্চয়কে স্বতঃ প্রমাণ বলিতে হয়; অন্যথা সেইক্ষণে সেই বস্তুর একত্ব-নিশ্চয়ের প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে বস্তুতে একত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং স্থির-পক্ষেও নানাত্বের হেতুভূত বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের প্রসঙ্গ সম্ভাবনা না থাকিলে, সেই বস্তুর একত্ব-নিশ্চয় দ্বারা বস্তুতে একত্ব সিদ্ধ হইতে বাধা নাই।(১) অপর—প্রামাণ্য পদার্থেও সংশয় স্বীকার করা যায় না, কারণ-তাহা হইলে প্রামাণ্য পদার্থটী অনিশ্চিত বলিয়া প্রামাণ্যের সংশয় হইতে পারে না। মনে কর "এইটী ঘট কিনা" ইত্যাকার সংশয় হইল; কিন্তু ঘট বস্তু কিরূপ ইহা যদি তোমার নিশ্চয়রূপে জানা না থাকে তবে বস্তুটীকে দেখিয়া সংশয় করিতে পার না, ইহা ঘট কি না? এমত অবস্থায় প্রামাণ্য পদার্থের নিশ্চয় না থাকিলে প্রামাণ্য পদার্থের সংশয় (অর্থাৎ প্রামাণ্য পদার্থ আছে কিনা? ইত্যাদি সংশয়) হইতে পারে না বলিয়া প্রামাণ্যের সংশয় করিতে গেলেই ফলতঃ প্রামাণ্য পদার্থটিকে স্বীকার করা হয়। সুতরাং প্রামাণ্য বলিয়া পদার্থ নাই ইহাও বলা যায় না। বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে।

(১) বস্তু স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলেও একত্র বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বয়ের প্রসঙ্গ হইতে পারে না, ইহা ক্ষণভঙ্গ-বাদের নিরাস প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

পূঃ—অলৌকিক পরলোক সাধন-সিদ্ধান্ত।
অকাট্য যুকতি বলে বস্তুতঃ অভ্রান্ত॥ ২১২
আশঙ্কা করিছে ফিরে বটে কুতার্কিক।
কারণত্ব স্বাভাবিক কিংবা ঔপাধিক॥ ২১৩
প্রথমে নীলত্ব যথা সকলে সমান।
হেতুতার সেইরূপ হক্ প্রমাজ্ঞান॥ ২১৪
দ্বিতীয়ে উপাধি যদি স্বাভাবিক হয়।
তাদৃশ দোষের পুনঃ হয় যে উদয়॥ ২১৫
উপাধির করা হ'লে উপাধি স্বীকার।
অনবস্থাদোষ তবে ঘটে দুর্ণিবার॥ ২১৬
স্বাভাবিক কারণতা-পক্ষে দোষ আর।
উৎপত্তি অবধি কার্য্য হক্ সবাকার॥ ২১৭

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারের দ্বারা পরলোকের হেতুভূত-অদৃষ্ট কারণ স্বীকার্য্য হইলেও আশঙ্কা হইতে পারে, কারণের ধর্ম্ম-কারণতা স্বাভাবিক কিংবা ঔপাধিক। বস্তুর ধর্ম্ম দুই প্রকার, কতকগুলি ধর্ম্ম স্বাভাবিক; যেমন ঘটের ঘটত্ব; আর কতকগুলি ধর্ম্ম ঔপাধিক, অর্থাৎ সময় বিশেষেই বস্তুর ধর্ম্ম হইয়া থাকে। যেমন ঘটের রক্ত রূপ; ঘটটী পূর্ব্বে শ্যাম বর্ণ থাকে, আগুণে পোড়া দিলেই লাল হয়। সুতরাং কারণের ধর্ম্ম-কারণতা স্বাভাবিক কিংবা ঔপাধিক, সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। কারণতা যদি কারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তবে চিরনীল বস্তুর নীল রংটী যেরূপ সমুদায় দেশে সকল সময়ে সকলের পক্ষে সমান রূপেই (অর্থাৎ নীল বলিয়াই) প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ কারণের ধর্ম্ম-কারণতাও সকল দেশে সকল কালে

সকলের পক্ষে সমানরূপেই প্রতিভাত হইতে পারে। যদি তাহাই হয় বলা যায়, তবে প্রত্যেক কার্য্যের কারণতা সকল কার্য্যের কারণের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হয় না। ঘটের কারণ দণ্ডকে পটের কারণ বলিয়া ব্যবহার করা হয় না। আর যদি কারণতা কারণের ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ সময় বিশেষেই দণ্ডে ঘটের কারণতা থাকে বলা হয়), তাহা হইলে কারণতার নির্ব্বাহক-উপাধিটী (অর্থাৎ দণ্ডে যে নিমিত্ত ঘটের কারণতা সময় বিশেষে থাকে ঐ নিমিত্তটী ঔপাধিক কিংবা স্বাভাবিক ইহা স্থির করিতে হয়। কিন্তু ইহা স্থির হইতে পারে না; কারণ— কারণতা-নির্ব্বাহক উপাধি স্বাভাবিক হইলে, সেই পূর্ব্বদোষই উপস্থিত হয়; আর ঔপাধিক স্বীকার করিলে (অর্থাৎ কারণতার নির্ব্বাহক যে উপাধি ঐ উপাধির নির্ব্বাহক উপাধি স্বীকার করিলে) এইরূপে পরম্পরা ক্রমে উপাধি স্বীকারের অবসান হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ ঘটে। অপিচ কারণতা কারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম স্বীকার পক্ষে আরও দোষ এই যে, যদি কারণতা কারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তবে কারণীভূত-বস্তুর উৎপত্তি কাল হইতেই কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু সকল সময়ে কারণীভূত-বস্তুর উৎপত্তি কাল হইতেই কার্য্য হয় না, কখন কখন বিলম্বেও কার্য্য হইতে দেখা যায়। তাৎপর্য্য—কার্য্য জন্মাইবার উপযুক্ত সামর্থ্যই কারণের কারণত্ব; এই সামর্থ্য কারণীভূত-বস্তুর স্বভাব সিদ্ধ স্বীকার করিলে কারণীভূত বস্তুর উৎপত্তি হওয়া মাত্র কার্য্যোৎপত্তির বাধা দেওয়া যায় না, কিন্তু সকল সময়ে কারণ বস্তুটী জন্মিবামাত্রই কার্য্য হয় না, সুতরাং কারণতা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই ইহা স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে ফলতঃ কারণের (অর্থাৎ কারণতা বিশিষ্টের) অসিদ্ধিই স্বীকার করা হয় বলিয়া পরলোকের

কারণরূপে অদৃষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না এবং অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বরও সিদ্ধ হইতে পারে না।

উঃ—হেতু শক্তি মনাদৃত্য নীলাদ্যপি ন বস্তু সৎ।

তদ্যুক্তং তত্র তচ্ছক্তি মিতি সাধারণং ন কিং? ॥১৯ মূ।

হেতু শক্তির (অর্থাৎ কারণতার) অনাদর করিলে নীলাদি বস্তুও সৎ হইতে পারে না; তদ্‌যুক্ত (অর্থাৎ সহকারী যুক্ত) কারণই সেই কার্য্যের কারণ বা উৎপাদক) হয়। নীলাদি বস্তুর যেরূপ সাধারণ্য তদ্রূপ কারণের ও কি নয়? (অর্থাৎ কারণের ও ঐরূপ সাধারণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে)।

উঃ—কারণতা অপেক্ষিয়া কার্য্যের উদ্ভব।
অন্যথা খ-পুষ্প তুল্য নীল, পীত সব ॥ ২১৮
সহকারী লাভ বশে কার্য্যের উদয়।
বস্তুর মানিলে স্থৈর্য্য দোষ নাহি হয় ॥ ২১৯
নীলাদির সাধারণ্য তথা-ব্যবহার।
কারণের সাধারণ্য তেমনি সবার ॥ ২২০

কার্য্য জন্মাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য কারণের ধর্ম্ম বা কারণতা নহে; কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্বসত্তা বা নিয়ত পূর্ব্বে থাকাই কারণত্ব। কার্য্যের অব্যবহিত প্রাক্‌ক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে কারণীভূত বস্তুর নিয়ত অবস্থান ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, সুতরাং কারণতা না থাকিলে কোনও কার্য্যেরই সম্ভব হইতে পারে না। সদ্রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নীল, পীত, ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের তুচ্ছতা দাঁড়ায়; কার্য্য সমূহকে আকাশ কুসুম বলিতে হয়। তাৎপর্য্য—নীল, পীত, ঘট, পট প্রভৃতি কার্য্য-বস্তু সকলের অস্তিত্বে (অর্থাৎ পারমার্থিকতায়) কারণের

অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, অন্যথা ইহারা কাদাচিৎক না হইয়া আকাশাদির মত সদাতন হইত। এই অপেক্ষা পদার্থ কারণের অন্বয় (তৎসত্বে তৎসত্তা) এবং ব্যতিরেক (তদসত্বে তদসত্তা) ব্যতীত আর কিছু নহে; সুতরাং কার্য্যে কারণের অপেক্ষা স্বীকার করিলে ফলতঃ কারণের ধর্ম্ম বা কারণত্ব (অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে কারণীভূত বস্তুর নিয়তাবস্থিতি) অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় কারণীভূত বস্তু সত্য এবং কার্য্যে উহার অপেক্ষা আছে, কিন্তু উহার ধর্ম্ম-কারণতা কিছুই নহে (অর্থাৎ কারণীভূত বস্তু কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে অবস্থিত হয় না অর্থাৎ কারণীভূত বস্তুর ঐরূপ অবস্থিতি মিথ্যা আকাশ কুসুম) ইহা হইতে পারে না। সুতরাং নীল, পীত, ঘট, পট প্রভৃতি কার্য্য-বস্তু সকলের অস্তিত্ব বা পারমার্থিকতা স্বীকার করিয়া কারণের ধর্ম্ম-কারণতার অস্তিত্ব বা পারমার্থিকতা অস্বীকার করিলে,ফলতঃ কারণত্ব বিশিষ্টের অর্থাৎ কারণের অস্তিত্ব বা পারমার্থিকতা অস্বীকার করা হয়। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কার্য্য বস্তু সকলের পারমার্থিকতা স্বীকার কারীর কূর্ম্মলোম নির্ম্মিত বস্ত্রের পারমার্থিকতা স্বীকার কারীর ন্যায় উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়। নীল, পীত বস্তু সকল পূর্ব্বপক্ষকারীর স্বীকৃত; নতুবা নীল, পীত প্রভৃতি বস্তু সকলের নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির ন্যায় কারণের কারণত্ব স্বাভাবিক কিংবা ঔপাধিক আপত্তি করা চলে না; কিন্তু কারণতা স্বীকার না করিলে নীল, পীত প্রভৃতি বস্তু সকলের পারমার্থিকতা ও ফলতঃ অস্বীকার করা হয়। সুতরাং নীল, পীত প্রভৃতি বস্তু সকলের মত কারণতা ও উভয় বাদি-সিদ্ধ পদার্থ, কারণতা নাই বলা চলেনা। অপর কোনও কার্য্যের উৎপত্তি একটী মাত্র কারণের দ্বারা হয় না;

প্রত্যেক কার্য্যেরই একের অধিক কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা বস্তুমাত্রকেই ক্ষণিক বলিতে হয়। বস্তু সকল ক্ষণিক নয় ইহা ক্ষণভঙ্গ-বাদের নিরাস-প্রসঙ্গে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য। বস্তু সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও বস্তুর স্থিতিকালে সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তি হয় না, এজন্য সেই সেই কার্য্যের কারণ সকলের পরস্পরের সহকারিতা (অর্থাৎ সেই কার্য্যের অধিকরণে সেই কার্য্যের কারণ সকলের মিলন বশতঃ কার্য্য-কারিত্ব) স্বীকার করিতে হয়। যেমন—ঘট একটী কার্য্য; মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ঘট স্বরূপ কার্য্যের কারণ; যে অধিকরণে ঘট জন্মে ঐ অধিকরণে ঐ সমুদয় কারণের মিলন না হইলে ঘট স্বরূপ কার্য্য হয় না, অর্থাৎ ঘট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ-চক্রে মৃত্তিকা প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তুর ও যদি মিলন হইতে বাদ থাকে (অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তুর যদি অভাব থাকে) তবে ঘট স্বরূপ কার্য্য হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় মৃত্তিকা প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তুর স্থিতিকালে সর্ব্বদা ঘটের অধিকরণে অন্যান্য কারণ সকলের মিলন ঘটেনা বলিয়া, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সকলকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী স্বীকার করিলেও মৃত্তিকা প্রভৃতির স্থিতিকালে সর্ব্বদা ঘটের উৎপত্তির প্রসঙ্গ হয় না বা হইতে পারে না।

নীলত্ব, পীতত্বাদিরূপে নীল, পীত বস্তু সকল সর্ব্বসাধারণ বলিয়া কারণস্বরূপে কারণের সর্ব্বসাধারণ্যের যে আপত্তি করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সাধারণ্য পদার্থ কি? প্রথমতঃ ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। সাধারণ কর্ত্তৃক বস্তুর তথা ব্যবহারই অর্থাৎ বস্তুটী যে যে ধর্ম্মাক্রান্ত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা সকল দেশে, সকল সময়ে, সমুদায় কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়াই সাধারণ্য। এমত অবস্থায় নীলবর্ণের বস্তুটী যেরূপ

সকল দেশে সকল সময়ে সমুদায় কর্ত্তৃক নীলত্ব রূপেই (অর্থাৎ নীল বলিয়াই) ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ঘট, পট প্রভৃতি কার্য্যের কারণীভূত-মৃত্তিকা, তন্তু প্রভৃতিও সকলদেশে সকলসময়ে সমুদায় কর্ত্তৃক সেই সেই কার্য্যের কারণত্ব রূপেই (অর্থাৎ সেই সেই কার্য্যের কারণ বলিয়াই) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নীল বর্ণের বস্তুকে যেমন পীত বলিয়া ব্যবহার করা হয় না, তদ্রূপ ঘটের কারণীভূত-মৃত্তিকা প্রভৃতিকেও পটাদির কারণ বলিয়া ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং কারণের ঐরূপ সাধারণ্য স্বীকার করিলেও কোনও দোষ নাই।

পূ— বস্তুর অন্বয় আর ব্যতিরেক দ্বয়।
কারণতা-নির্ব্বাহক এইত নিশ্চয়॥ ২২১
নিত্য-বিভু-চেতনের ব্যতিরেক নাই।
ব্যতিরেক-হীন আত্মা অকারণ তাই॥ ২২২
শক্তির কারণ যদি আত্মা নাহি হবে।
ভোগের নিয়ত-বৃত্তি অসম্ভব তবে॥ ২২৩

পূ— জীব, স্বকর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট বশতঃই কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকে, একের অদৃষ্ট-মূলে অপরের ভোগ হয় না; সুতরাং সেই সেই জীবের কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট সেই সেই জীবেই সমবেত হয় এবং সেই হেতুতেই জীবভেদে বিভিন্নপ্রকারের ভোগের অনুপপত্তি হয় না ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। নতুবা অকৃতের অভ্যাগম (অর্থাৎ একের কর্ম্মদ্বারা অপরের ফল-প্রাপ্তি) হইতে পারে। সুতরাং সেই সেই জীবের নিজ নিজ কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যের প্রতি সেই সেই জীবকে সমবায়ি কারণ বলিতে হয়। কোনও বস্তু কোনও কার্য্যের কারণ হইতে হইলে ঐ কার্য্যে ঐ বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকা আবশ্যক; অন্বয় এবং

ব্যতিরেকই কারণতার নির্ব্বাহক। এমত অবস্থায় অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যে আত্মার অন্বয় এবং ব্যতিরেক অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহা সম্ভবপর হয় না; কারণ—আত্মার অন্বয় অর্থাৎ আত্মার সত্তা বা পারমার্থিকতায় অদৃষ্টের সত্তা বা পারমার্থিকতা সম্ভব পর হইলেও আত্মার কালকৃত এবং দেশকৃত ব্যতিরেক বা অসত্তা (অর্থাৎ অভাব) সম্ভাবিত নয় বলিয়া (অর্থাৎ আত্মা কোনওকালে কিংবা কোনও দেশে নাই ইহা বলা যায় না বলিয়া) আত্মার অসত্তায় অদৃষ্টের অসত্তা সম্ভবপর হইতে পারে না। আত্মা সনাতন বলিয়া আত্মার কালকৃত ব্যতিরেক (অর্থাৎ কোনওকালে না থাকা) সম্ভব পর নয় এবং আত্মা বিভু বা অতিব্যাপক বলিয়া আত্মার দেশকৃত-ব্যতিরেক (অর্থাৎ কোনও দেশে না থাকা) ও সম্ভবপর নয়। সুতরাং আত্মা কোনও কার্য্যের কারণ হইতে পারে না; আত্মা অকারণ অর্থাৎ আত্মা কোনও কার্য্য জন্মাইতে সমর্থ নয়; সুতরাং অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্য অসম্ভব। সুতরাং অসম্ভাবিত-অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না।

উঃ—পূর্ব্বভাবোহি হেতুত্বং মীয়তে যেন কেনচিৎ।
ব্যাপকস্যাপি নিত্যস্য ধর্ম্মিধীরন্যথা ন হি ॥ ২০ মূ

পূর্ব্বভাবই (অর্থাৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই) হেতুতা বা কারণতা, ব্যাপক-নিত্য-আত্মার কারণতা (অর্থাৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ব-ভাব) যে কোনও প্রমাণের দ্বারা (অর্থাৎ ধর্ম্মি-গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা) বুঝিতে হইবে। অন্যথা ধর্ম্মি-আত্মা সিদ্ধ হইতে পারে না। ১।

(১) আত্মাস্বরূপ ধর্ম্মী-বস্তু সিদ্ধ না হইলে আত্মা কারণ নয় বলা যায় না ইহাই তাৎপর্য্য।

উঃ—নিয়ত পূর্ব্বেতে বাস কারণের ধর্ম্ম।
না হয় অন্যথা-সিদ্ধ এই বটে মর্ম্ম ॥ ২২৪
নিত্য-বিভু-চেতনের যে কোন সাধনে।
কারণতা-অনুমান করিবে যতনে ॥ ২২৫
অন্যথা আত্মার সিদ্ধি সম্ভাবিত নয়।
এইরূপ যুক্তি দ্বারা কারণ-নিশ্চয় ॥ ২২৬
কারণতা-ব্যাবর্ত্তক সম্বন্ধে নিষেধ।
কারণতা-সম্পাদক, মিথ্যা প্রতিষেধ ॥ ২২৭

ব্যতিরেক কারণতার সম্পাদক ইহা স্বীকার করিলে কথিত আপত্তি কোনওমতে সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বত্র কারণতা ব্যতিরেকের নিয়ম্য নহে। সম্ভাবিত স্থলেই ব্যতিরেক কারণতার সম্পাদক হইতে পারে। পরন্তু কারণরূপে অভিমত বস্তুটী যদি কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধি বিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ কারণরূপে অভিমত বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া অন্যের দ্বারা কার্য্য জন্মে না এইরূপ হয়, তবে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে ঐরূপ বস্তুর নিয়তবাস বা অবস্থিতিই কারণের ধর্ম্ম অর্থাৎ কারণতা; সুতরাং সর্ব্বত্র অন্বয়ই কারণতার সম্পাদক। যেমন—মৃত্তিকার অপেক্ষা না রাখিয়া দণ্ড, চক্র প্রভৃতি দ্বারা ঘটের উৎপত্তি সম্ভবপর নয় বলিয়া ঘট স্বরূপকার্য্যে মৃত্তিকা অন্যথাসিদ্ধি বিশিষ্ট নয় এবং মৃত্তিকা, ঘট স্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঘট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত হইয়া থাকে সুতরাং মৃত্তিকার ঐরূপ অবস্থিতিই মৃত্তিকা স্বরূপ কারণের ধর্ম্ম বা কারণত্ব। (১) কোনও বস্তু কোনও কার্য্যের কারণ হইতে

(১) ইহা ফলোপহিত কারণতার লক্ষণ; স্বরূপ যোগ্যতা কারণতার লক্ষণ স্বতন্ত্র; পরিশিষ্টে কারণতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

হইলে ঐ বস্তুর ব্যতিরেক প্রসিদ্ধ কি, না, দেখিবার আবশ্যকতা নাই। অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ আত্মাতে অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে আত্মা অভেদ সম্বন্ধে নিয়ত অবস্থিত এবং অন্যথা সিদ্ধি বিশিষ্ট নয় অর্থাৎ আত্মার অপেক্ষা না রাখিয়া অদৃষ্টের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়; সুতরাং আত্মাতে অদৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যের কারণত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

নিত্য-বিভু-চেতন-আত্মা বুঝিতে হইলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই বুঝিতে হয়; অদৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি কার্য্যের কারণরূপেই আত্মার অনুমান করিতে হয়। ঐরূপে আত্মার অনুমান প্রণালী যথা—সমবেত কার্য্যের প্রতি দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্য কারণ; অদৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি ও সমবেত কার্য্য, সুতরাং উহাদের কারণ দ্রব্য; অর্থাৎ এই সকল কার্য্যের অধিকরণ-আত্মাতে অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে দ্রব্য থাকা আবশ্যক। পৃথিবী প্রভৃতি আটটী দ্রব্য জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত কার্য্যের অধিকরণে না থাকিলেও জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত কার্য্য হইয়া থাকে ইহা নিশ্চিত; সুতরাং অদৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত কার্য্যের কারণত্বরূপে পৃথিবী প্রভৃতি আটটী দ্রব্যের অতিরিক্ত একটী দ্রব্য স্বীকার করিতে হয়; উহাই আত্মা। অপিচ যে বস্তু প্রসিদ্ধ নয় অলীক, ঐরূপ কিছু কল্পনার বিষয় হইতে পারে না; আত্মা অপ্রসিদ্ধ হইলে আত্মা আছে কিংবা নাই কিছুই বলা চলে না; আত্মা কারণ নয় বলিতে গেলেই আত্মা স্বীকার করিতে হয়। কথিতরূপ অনুমানের সাহায্যে আত্মা, অদৃষ্ট প্রভৃতি কার্য্যের কারণত্বরূপেই প্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং আত্মা কারণ নয় বা হইতে পারে না বলা অসঙ্গত।

অপর-নিত্য-বিভু-আত্মার কালকৃত এবং দেশকৃত ব্যতিরেক নাই বলিয়া কারণ হইতে পারে না যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে;

কারণ-কারণতার ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধে কারণের ব্যতিরেক প্রযুক্তই কার্য্যতার ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধে কার্য্যের ব্যতিরেক স্বীকার করিতে হয়। কোনও কার্য্যের প্রতি কোনও বস্তু কারণ হইতে হইলে ঐ কার্য্যের অধিকরণে কোনও বিশেষ সম্বন্ধে থাকিয়াই কারণ হইয়া থাকে, ঐ বিশেষ সম্বন্ধই কারণতার ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং কার্য্য যে সম্বন্ধে কোনও আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়া জন্মে উহাই কার্য্যতার ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যেরূপ—সমবায় সম্বন্ধে পট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ-তন্তুতে তন্তু তদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকিয়াই পটের কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তন্তু, তন্তু বলিয়াই পটের কারণ সুতরাং তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধই তন্তুগত কারণতার ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং পট স্বরূপ কার্য্য তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া হয় বলিয়া পটগত কার্য্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়, তদ্রূপ--অদৃষ্ট প্রভৃতি সমবেত কার্য্যের অধিকরণ-আত্মাতে আত্মা তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকিয়া অদৃষ্ট প্রভৃতি কার্য্য জন্মায় বলিয়া আত্মগত ঐ সকল কার্য্যের কারণতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ; এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি কার্য্য আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া হয় বলিয়া এই সকল কার্য্যগত কার্য্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। এমত অবস্থায় অদৃষ্ট প্রভৃতি কার্য্যের আত্মগত-কারণতার অবচ্ছেদক-তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আত্মার ব্যতিরেক প্রযুক্ত ঐ সকল কার্য্যগত-কার্য্যতার অবচ্ছেদক-সমবায় সম্বন্ধে ঐ সকল কার্য্যের ব্যতিরেক অপ্রসিদ্ধ নহে; অর্থাৎ যাহা আত্মা নয় তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে অদৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি কার্য্য হয় না ইহা বলা যায়। সুতরাং অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারাও আত্মার কারণতা সিদ্ধ হইতে পারে; আত্মার কালকৃত এবং দেশকৃত ব্যতিরেক সম্ভব পর নয় বলিয়া আত্মা

অকারণ ইহা বলা অযৌক্তিক। বস্তুর সংসর্গাভাব কালকৃত এবং দেশকৃত হইলেও বস্তুরভেদ ঐরূপ নহে; কোনওকালে কিংবা কোনও দেশে ঘট, পট হইতে ভিন্ন এমন নয়; সর্ব্বদা, সকল দেশেই ঘট, পট হইতে ভিন্ন: ঘটে পটের ভেদ কালকৃত কিংবা দেশকৃত নয়।

ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্নীতিতো
মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।
দেবোঽসৌ বিরত-প্রপঞ্চ-রচনা-কল্লোল-কোলাহল
সাক্ষাৎ সাক্ষিতয়া মনস্যভিরতিং বধ্নাতু শান্তোমম॥ ২১ মু

যে পরমেশ্বরের এই বিচিত্র সহকারি শক্তি-অদৃষ্ট, দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মায়া, মূল কারণ বলিয়া প্রকৃতি, এবং তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধীহেতু অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়; যাঁহাতে বিশ্ব প্রপঞ্চ-রচনা-কল্লোলের কোলাহল (অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ-রচনা পরম্পরা সম্বন্ধে শব্দ রাশি) বিরত হয় (অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চের রচনা কর্ত্তা কে? নিরূপণ করিতে যাইয়া লৌকিক, বৈদিক-শব্দরাশি যাঁহাকে বুঝাইয়া সার্থক হয়) সেই এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শান্ত দেবতা আমার মনে সাক্ষাৎ অভিরতি বা সাক্ষাৎকার জ্ঞান (অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার) উৎপাদন করুন।

বিষম সৃষ্টির তরে অসমা শকতি।
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যার জীবেতে বসতি॥ ২২৮
দুর্ব্বোধ রূপতা হেতু মায়া অভিধান।
মূল-কারণত্ব ধর্ম্মে প্রকৃতি আখ্যান॥ ২২৯
প্রবোধ-বিরুদ্ধ তাই অবিদ্যা বচন।
যাঁর সহকারীরূপে ন্যায়ে সমর্থন॥ ২৩০

সদা শিব সেই ঈশ যাঁহাতে নিশ্চিত।
প্রপঞ্চ-রচনা-বার্ত্তা হয় অস্তমিত ॥ ২৩১
সাক্ষীরূপে মম মনে সাক্ষাৎকার জ্ঞান।
অজ্ঞান বিনাশ তরে করুক বিধান ॥ ২৩২

দ্বিতীয় স্তবক

পূ—   যদ্যপি না থাকে ঈশ কিছু নাই ক্ষতি।
স্বর্গ তরে যজ্ঞ কর শ্রুতি-অনুমতি ॥ ১
বিনাশ পাইবে সব অসার কল্পনা।
প্রথম সৃজন-বার্ত্তা কেবল রটনা ॥ ২
নিত্য, দোষ-হীন বেদে প্রামাণ্য সংহিত।
মহাজন পরিগ্রহে হয় সুনিশ্চিত ॥ ৩
কিংবা কপিলাদি ঋষি বেদের কথক।
যোগ-ঋদ্ধি সমাযুক্ত নহে প্রবঞ্চক ॥৪

ঈশ্বর না থাকিলেও ক্ষতি নাই। জীব অনাদি কাল হইতে স্বকর্ম্ম জনিত-অদৃষ্টানুরূপ ফল ভোগ করিয়া আসিতেছে; অনন্তকাল এরূপেই চলিবে. সৃষ্টির আদি এবং অন্ত নাই; কোনও এক সময়ে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ অসম্ভব; মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। অনাদি কাল হইতে পরম্পরা ক্রমে সৃষ্টি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সংসার পাশবদ্ধ জীবের মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের শ্রবণ, মননাদির ও প্রয়োজন নাই। স্বর্গ প্রভৃতি ফল-প্রাপ্তি পর্য্যন্তই জীবের উন্নতির চরম সীমা। বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গাদি ফল লাভ করা যায়। একমাত্র বেদই যজ্ঞাদি কর্ম্মের সফলতার প্রমাণ। কেহ দেখিয়া আসিয়া বলিতে পারে না যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাতে স্বর্গ হইয়াছে, ইহা একমাত্র বেদেই অবগত হওয়া যায়। বেদ অপৌরুষেয়; কাহারও রচিত নহে; বেদ-বাক্য

অজন্য বলিয়াই অবিনাশী (১) সুতরাং নিত্য, এবং নিত্য বলিয়াই নির্দ্দোষ। তাৎপর্য্য—যে সকল বাক্যের বক্তা আছে ঐ সকল বাক্য বক্তার ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হয় (অর্থাৎ বক্তা ভুল বুঝিয়া বাক্যের প্রয়োগ করিলে শ্রোতার ঐ বাক্য-জন্য জ্ঞান ভুল বা মিথ্যা হয় ; বেদবাক্য অজন্য অবিনাশী, বেদের বক্তা কেহ নাই। সুতরাং বেদ. বক্তার ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইতে পারেনা (অর্থাৎ বেদ বাক্য দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সম্ভব পর নয়) সুতরাং নির্দ্দোষ ; আর নির্দ্দোষ বলিয়াই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সম্পাদক। মহাজনগণ বেদার্থের গ্রহণ (অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান) করেন বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে, বেদের প্রামাণ্যে সংশয় হয় না। ২। এখন কথা হইতে পারে যে অকারাদি বর্ণ সকলের উৎপত্তি এবং বিনাশ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্ম্মের অপলাপ করা যায় না , বর্ণ সকলকে অনিত্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অনিত্য-বর্ণের সমষ্টি স্বরূপ বেদবাক্য সকলকে নিত্য বলা যায় না। অবশ্যই বেদের বক্তা স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার না করিলে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষ-কলুষিত অল্পজ্ঞ জীবকেই বেদের বক্তা স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্যে আশঙ্কা অর্থাৎ বেদবাক্য যথার্থ জ্ঞানের সম্পাদক কিনা ? ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বেদোক্ত-কর্ম্ম সকলের সফলতায় ও সংশয় হইতে পারে। তাহা হইলে, "বেদ-বিধি সকল

(১) বর্ণ-সমষ্টি স্বরূপ বেদ ভাব পদার্থ ; যে সকল ভাব পদার্থ অজন্য (অর্থাৎ উৎপত্তি হীন) উহাদের বিনাশ নাই, যেমন—আকাশ প্রভৃতি। সুতরাং বেদ বাক্য অজন্য বা উৎপত্তি হীন-ভাব পদার্থ বলিয়াই অবিনাশী ; সুতরাং নিত্য।

(২) এইরূপে অর্থে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির চরম ফল হইতেছে "বেদ, পৌরুষের কি না ?" ইত্যাদিরূপ সংশয়।

সার্থক" "বেদে নিরর্থক কিছুরই বিধান করা হয় নাই" ইত্যাদি নিশ্চয় হইতে পারে না, বেদোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব ঘটিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য যদি বলা যায় (যে যদিই বা বেদের বক্তা স্বীকার করিতে হয় তথাপি সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, যোগ সমৃদ্ধি সম্পন্ন (অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নির্ম্মলান্ত:করণ-সর্ব্বজ্ঞ) কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণকেই বেদের বক্তা স্বীকার করিলেই চলে। তাঁহারা ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক নহেন যে পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত বেদ বলিয়াছেন। সুতরাং বেদের বক্তা স্বীকার করিলেও তাহাতে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না এবং বেদের প্রামাণ্যে ও সংশয় হইতে পারে না) মহর্ষিগণের ভ্রম নাই বলিয়া তাঁহারা যথার্থ বুঝিয়াই বেদবাক্য বলিয়াছেন ইত্যাদি নিশ্চয় হইতে পারে। বেদের বক্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। (২)

উ— প্রমায়াঃ পরতন্ত্রত্বাৎ সর্গপ্রলয় সম্ভবাৎ।
তদন্যস্মিন্নবিশ্বাসা ন্ন বিধান্তর সম্ভবঃ॥ ১ মূ।

প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) পরন্ত্রত্ব হেতু (অর্থাৎ শব্দ-জন্য যথার্থ জ্ঞান বক্তার যথার্থ জ্ঞানের অধীন বলিয়া) এবং সৃষ্টি ও মহাপ্রলয় সম্ভব হেতু (ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়)। তদন্যে অবিশ্বাস হেতু অন্য প্রকার সম্ভবপর হয় না।

উ— পরতন্ত্র প্রমাজ্ঞান যেহেতু নিশ্চিত।
তাহাতেই বক্তা-ঈশ হয় অনুমিত॥ ৫
আগমে প্রসিদ্ধ-লয়, সৃজন, ধারণ।
নিত্যরূপে বেদ নহে প্রমাণে গণন॥ ৬

(১) এইরূপ অর্থে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির চরম ফল হইতেছে বেদ, কপিলাদি মহর্ষিগণের প্রণীত কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয়।

মহাজন পরিগ্রহ সম্ভবেনা তাই।
প্রামাণ্য-জ্ঞাপক হেতু বাদি-পক্ষে নাই ॥ ৭
অসর্ব্বজ্ঞে অনাশ্বাস সকলে সমান।
গত্যন্তর নাই, কেন ? বৃথা অভিমান ॥ ৮

যথার্থ জ্ঞানই সফল প্রবৃত্তির সম্পাদক ; প্রবৃত্তি সফল হইলেই বুঝিতে হইবে পুরুষ যথার্থ বুঝিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইহা যথার্থ বুঝিয়া বহ্নির লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ বহ্নির লাভ হয়, সুতরাং ঐ স্থলে প্রবৃত্তি সফল হয়। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্যের দ্বারা অবগত-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে প্রবৃত্তি সফল হয় (অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম কর্ত্তার অবশ্য স্বর্গাদি ফল লাভ হয়) ; সুতরাং "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বেদ বাক্যের দ্বারা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানই হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। জন্য-প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান মাত্রই পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন; সুতরাং বেদবাক্য-জন্য যথার্থ জ্ঞানও পরাধীন। শব্দ-জন্য যথার্থ জ্ঞান বক্তার যথার্থ জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ বক্তা প্রতিপাদ্য বিষয়টী যথার্থ বুঝিয়া শব্দ প্রয়োগ করিলেই প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রোতার যথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। বেদ, শব্দের সমষ্টি ; বেদ-জন্য জ্ঞান, যথার্থ শাব্দ জ্ঞান ; সুতরাং শ্রোতার বেদ-জন্য যথার্থ জ্ঞান ও বেদ-বক্তার যথার্থ জ্ঞান সাপেক্ষ। একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বিশদ করা যাইতেছে—মনে কর দূর পথ চলিতেছ, আগুণের প্রয়োজন ; কোনও পথিককে জিজ্ঞাসা করা গেল ওগো ! আগুণ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ? পথিক দেখিয়াছে রাখালগণ গোষ্ঠে ঘুটের আগুণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, বলিল ঐ সম্মুখের গোষ্ঠে আগুণ আছে" ইহা শুনিয়া তথায় যাইয়া দেখিতে পাইলে বাস্তবিক তথায়

আগুণ আছে; ইহাতে বুঝা গেল পথিক তথায় বস্তুতঃ আগুণ দেখিয়াই ঐ কথাটী বলিয়াছে মিথ্যা বলে নাই। সুতরাং ঐ স্থলে পথিক যথার্থ দেখিয়া বলাতেই পথিকের কথায় তোমার গোষ্ঠে আগুণ থাকার যথার্থ জ্ঞান হইয়াছে এবং ঐ নিমিত্তই তোমার প্রবৃত্তি সফল হইয়াছে ইহা অবশ্য বলিতে হয়। পথিক মিথ্যা বলিলে পথিকের বাক্যশ্রবণে তোমার জ্ঞানও মিথ্যাই হইত, তথায় যাইয়া আগুণও পাওয়া যাইত না। সুতরাং শব্দ শ্রবণে শ্রোতার শব্দার্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইতে হইলে শব্দার্থ সম্বন্ধে বক্তার যথার্থ জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় বেদবাক্যের দ্বারা বেদার্থের যথার্থ জ্ঞান হওয়ার পক্ষে বেদ-বক্তার বেদার্থের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার্য্য। সমুদায় বেদার্থের যথার্থ জ্ঞান আমাদের সম্ভবপর নয়; সুতরাং অতিরিক্ত বেদ-বক্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; তিনিই ঈশ্বর। বেদ, অপৌরুষেয়; বেদের বক্তা নাই বলা অসঙ্গত। বিশেষতঃ আগমাদিতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে, ঐ সব কথা মিথ্যা নহে; সুতরাং অনিত্য-বর্ণের সমষ্টি স্বরূপ বেদ মহাপ্রলয়ে থাকেনা, সৃষ্টির প্রথমে বেদ রচিত হয়, বেদ অনিত্য (১) ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বেদের কর্ত্তা রূপেও

(১) "সেই এই ককার" ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা পূর্ব্বোচ্চরিত "ক" কারকে বিষয় করিয়া হয় বলিয়া সেই "ক" এবং এই "ক" এক অভিন্ন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; এইরূপ প্রত্যেক বর্ণ বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর। সুতরাং বর্ণ সকল নিত্য, এবং বর্ণের সমষ্টি স্বরূপ বেদও নিত্য, মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত। কিন্তু মীমাংসকগণের এই মত যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ—যেমন কবিরাজ মহাশয় বলিলেন সেই ঔষধই দেওয়া হইল, ইহাতে যেরূপ পূর্ব্ব-ভক্ষিত ঔষধকে বুঝায় না, পূর্ব্ব-প্রদত্ত ঔষধ জাতীয় ঔষধকেই বুঝায়; তদ্রূপ সেই এই "ক" বলিলে ও পূর্ব্বোচ্চরিত ককারকে বুঝায় না, পূর্ব্বোচ্চরিত ককার জাতীয় ককারকেই বুঝায়। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বর্ণের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না॥

ঈশ্বর স্বীকার করা আবশ্যক।) পরম কারুণিক ৺ভগবান্ জীব-সৃষ্টি করিয়া জীব-হিতার্থেই বেদ বলিয়াছেন, শাস্ত্র বাক্যে ইহাই জানা যায়, সর্ব্বজ্ঞ প্রণীত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মহাজন বলিয়া কেহ না থাকাতে ঐ সময়ে বেদের মহাজন-পরিগ্রহ (অর্থাৎ মহাজনকর্ত্তৃক বেদার্থের অনুষ্ঠান) সম্ভবপর নয়, সুতরাং সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মহাজন-পরিগ্রহকে হেতু করিয়া বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইতে পারে না। অপর—কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে বেদের বক্তা স্বীকার করা যায় না, কারণ—কপিল প্রভৃতি ও জীব, জীব কখনও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-কর্ত্তা হইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাদের জীবত্ব থাকে না বলিতে হয়; জীব মাত্রই অসর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্ব-কর্ত্তা। সুতরাং বেদ কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের রচিত ইহা স্বীকার করিলে অসর্ব্বজ্ঞ-জীবের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারে না, বেদে অনাশ্বাস হইতে পারে। সুতরাং বেদ কর্ত্তৃ রূপে সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

পূ প্রলয়ে প্রমাণ নাই বাধা বহুতর।
দিবারাত্রি-পূর্ব্বে, দিবারাত্রি দৃষ্টচর ॥ ৯
প্রতিক্ষণে ফল জন্মে কর্ম্মের বিভব।
ভোগের নিয়ত হেতু কালোপাধি সব ॥ ১০
অদৃষ্টের বৃত্তি কভু রুদ্ধ নাহি হয়।
ফল-শূন্য ক্ষণ নাই অসিদ্ধ প্রলয় ॥ ১১
ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মে ব্রাহ্মণ-সন্তান।
সেই মত ক্ষত্রাদির আগমে প্রমাণ ॥ ১২

প্রলয় মানিলে পরে সৃষ্টির প্রথম।
ব্রাহ্মণ অভাবে নারে ব্রাহ্মণ জনম ॥ ১৩
সৃষ্টির প্রথমে বৃদ্ধ, যুবা নাহি রয়।
শিশুর সঙ্কেত জ্ঞানে সহায় কে হয়? ॥ ১৪
শিক্ষক অভাবে শিক্ষা অসম্ভব ব'লে।
ঘটাদির লোপাপত্তি প্রলয় মানিলে ॥ ১৫

(দিবারাত্রি, অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বক, দিবারাত্রিত্ব হেতু, যেমন—বর্ত্তমান দিবারাত্রি; এইরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা দিবা রাত্রির আদি অর্থাৎ অতীতকালে বিচ্ছেদ না থাকা সিদ্ধ হয়, সুতরাং দিবারাত্রির আদি না থাকাতে উহার অন্ত অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে বিচ্ছেদ না থাকা ও স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু অনাদি ভাব-পদার্থ মাত্রই অনন্ত সুতরাং মহাপ্রলয় অসিদ্ধ।" তাৎপর্য্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যাবলীর একান্ত উচ্ছেদে প্রমাণ নাই; অনাদি কাল হইতেই দিবারাত্রির পূর্ব্বে দিবারাত্রি চলিয়া আসিতেছে; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহগণের গতি দ্বারাই দিবারাত্রি প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে, সমুদায় গ্রহ উপগ্রহের এক সময়ে বিনাশ অসম্ভব। তাহা হইলে দিবারাত্রি প্রভৃতির বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু উহাদের বিচ্ছেদ নাই, মহাপ্রলয় অসিদ্ধ।)

অপর—যে কোনও কর্ম্ম করা যায় ভাল হউক মন্দ হউক অবশ্যই কর্ম্মের কিছু ফল হইয়া থাকে; অনুষ্ঠিত-কর্ম্ম কথনও নিষ্ফল হয় না। কর্ম্ম করিয়া তৎক্ষণাৎ ফল না পাইলেও অনুষ্ঠিত-কর্ম্ম, কর্ম্মকর্ত্তার এরূপ একটী গুণ জন্মায় যে বহু কাল পরে হইলেও তদ্দ্বারা অবশ্য ফল হইয়া থাকে, কর্ম্মকর্ত্তার ঐ বিশেষ গুণই অদৃষ্ট। ভাল কর্ম্ম করিলে শুভাদৃষ্ট (অর্থাৎ

পুণ্য বা ধর্ম্ম) এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে অশুভাদৃষ্ট (অর্থাৎ পাপ বা অধর্ম্ম) হয়; এই পুণ্য এবং পাপ (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম) স্বরূপ অদৃষ্টের দ্বারা আয়ত্ত-ফলই আমাদিগকে সুখ, দুঃখের ভাগী করে। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি ঐ কর্ম্মের সহিত পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত-অদৃষ্ট মিলিত হইয়াই ফল জন্মাইয়া থাকে ; কর্ম্ম একাকী কিছুই করিতে পারে না। তাহা হইলে প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল ভাল হইত ; কেহ মন্দ ফল কামনা করিয়া কোনও কর্ম্ম করে না। (অসংখ্য-জীব অনাদি কাল হইতেই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল কর্ম্ম করিবে।) ব্যক্তি বিশেষ উৎকট সাধনার বলে স্বর্গাদি স্থানে গেলেও কর্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না, ঐ সব স্থানেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। (এক সময়ে সমুদায় জীবের কর্ম্মপাশ-চ্ছেদন হইবে ইহা অসম্ভব) সুতরাং বলিতে হয় সময়ের ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি প্রতি সূক্ষ্ম অংশে ফল বা কার্য্য অবশ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত-অদৃষ্ট বর্ত্তমানকর্ম্মফলের সহিত মিলিত হইলেই অদৃষ্টানুসারে জীবের সুখ, দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। (প্রতিক্ষণেই কোনও না কোনও জীব অবশ্যই কোনও না কোনও কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং জীব প্রতিক্ষণেই কোনও কার্য্য করে,) ফল বা কার্য্য হয় না এরূপ সময় নাই, অর্থাৎ কোনও এক সময়ে সমুদায় ভাব-কার্য্যের অভাব ঘটে না; মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। (মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে (অর্থাৎ কোনও এক সময়ে সমুদায় ভাব কার্য্যের অভাব স্বীকার করিলে) তৎসময়ে ফল বা কার্য্য না থাকাতে অদৃষ্ট জীবকে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই ভোগ করাইতে পারে না ; অদৃষ্টের বৃত্তি-রোধ (অর্থাৎ ফল জন্মাইবার সামর্থ্যের অভাব) স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক সময়ে সমুদায় জীবের অদৃষ্টের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় ইহা কল্পনার অবিষয়। সুতরাং কর্ম্মের ফল হয় না এরূপ কাল নাই ; মহাপ্রলয় অসিদ্ধ।)

অপর—(ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়, এইরূপ প্রত্যেক বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণাদির অভাব বশতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মহাপ্রলয় হয় না ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়)

অপর—সৃষ্টির প্রথমে বৃদ্ধ, যুবা না থাকাতে বালকের শব্দ-শক্তেত (অর্থাৎ শব্দের শক্তি) জ্ঞান অসম্ভব হয়। কারণ—শব্দ শ্রবণে আবাপ এবং উদ্বাপের দ্বারা বালকের প্রথমতঃ শব্দের সঙ্কেত বা শক্তি (অর্থাৎ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ) জ্ঞান হয়।) যেমন—কোনও বৃদ্ধ কোনও যুবাকে বলিল "ঘট নিয়ে এস", যুবা ঘট আনিল; নিকটবর্ত্তী বালক ঐ শব্দ শুনিল এবং ঘটের আনয়ন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল (ইহা আবাপ) কিন্তু বালক বুঝিতে পারিল না "ঘট" কাহাকে বলে। আবার বৃদ্ধ যুবাকে বলিল "ঘট নিয়ে যাও", বালক ইহাও শুনিল এবং যুবাকে ঘট নিয়ে যেতে দেখিল (ইহা উদ্বাপ); এইরূপ আবাপ এবং উদ্বাপের দ্বারা বালক বুঝিতে পারিল ঐ বস্তুটী (অর্থাৎ জল রাখিবার উপযুক্ত কম্বুগ্রীবা প্রভৃতি অবয়ব যুক্ত বস্তুটী) "নিয়ে এস" শব্দের এবং "নিয়ে যাও" শব্দের অর্থ নহে, কারণ—তাহা হইলে "নিয়ে এস নিয়ে যাও" না বলিয়া "ঘট নিয়ে যাও" বলিবে কেন? এবং "নিয়ে যাও নিয়ে এস" না বলিয়া "ঘট নিয়ে এস" বলিবে কেন? সুতরাং কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব যুক্ত বিজাতীয় বস্তুটী "ঘট" শব্দের অর্থ। এইরূপেই বালকের প্রথমতঃ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ (অর্থাৎ শব্দের সঙ্কেত বা শক্তি) জ্ঞান হইয়া থাকে। (মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে সৃষ্টির প্রথমে বৃদ্ধ এবং যুবার অভাবহেতু এইরূপ আবাপ এবং উদ্বাপ অসম্ভব বলিয়া শব্দের শক্তি জ্ঞান হইতে পারে না।(শব্দের দ্বারা পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় থাকে না। এবং সৃষ্টির প্রথমে শিক্ষকের অভাব বশতঃ ঘট, পট প্রভৃতি

পুণ্ড্র-নির্ম্মাণের কৌশল শিখাইবার লোক না থাকাতে ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল নির্ম্মিত হইতে পারিত না। সুতরাং কোনও সময়েই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যাবলীর একান্ত উচ্ছেদ (অর্থাৎ মহাপ্রলয়) স্বীকার করা যায় না।) আগমাদিতে মহাপ্রলয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণনা আছে, তৎসমুদায়ই ভাক্ত উক্তি মাত্র।

উ—বর্ষাদিবদ্ ভবোপাধি র্ব্বৃত্তি-রোধঃ সুষুপ্তিবৎ।
উদ্ভিদ্ বৃশ্চিকবদ্ বর্ণা মায়াবৎ সময়াদয়ঃ ॥ ২।

বর্ষাদির ন্যায় (পূর্ব্বপক্ষোক্ত দিবারাত্রিত্ব হেতুটী) ভবোপাধি (অর্থাৎ সংসারাবচ্ছেদক উপাধি) যুক্ত। সুষুপ্তি কালের ন্যায় (মহা-প্রলয়েও) বৃত্তিরোধ অসম্ভব নহে। বর্ণ সকল উদ্ভিদ্, বৃশ্চিক প্রভৃতির মত; সময়াদি (অর্থাৎ পদ-সঙ্কেত প্রভৃতি) মায়াবৎ (অর্থাৎ বাজী-করের পুতুল নাচের মত)।

উ—বর্ষাদিন, অহোরাত্র, তুল্য দুই পক্ষ।
সজাতীয় পূর্ব্বকত্ব সাধ্য সমকক্ষ ॥ ১৬
বর্ষা-দিবসত্ব লিঙ্গে সোপাধিতা যথা।
অহোরাত্রত্ব-সাধনে দোষ ঘটে তথা ॥ ১৭
ঘুমঘোরে অচেতন যথা জীবগণ।
থাকে না ভোগের লেশ শুন বিচক্ষণ ॥ ১৮
তদ্রূপ হয় না ভোগ প্রলয় দশাতে।
প্রতিক্ষণে ফল জন্মে যুক্তি নাই তাতে ॥ ১৯
বৃশ্চিক-উদরে জন্মে বৃশ্চিক-সন্তান।
গো-পুরীষে জন্মে তথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ ২০

শাক বীজ হ'তে যথা শাকের উদ্ভব।
ক্ষুদ হ'তে জন্মে তথা নহে অসম্ভব ॥ ২১
সেই মত ব্রাহ্মণাদি বুঝিবে সকলে।
প্রথমে ব্রাহ্মণ-জন্ম অদৃষ্টের বলে ॥ ২২
সুতে বেঁধে বাজীকর নাচায় পুতুলে।
পুতুলের নাচ বটে দেখেছে সকলে ॥২৩
ঘট আন ব'লে আর সুতে দেয় টান।
পুতুল আনয়ে ঘট হ'য়ে আগুয়ান ॥২৪
তা হেরে শিশুর যথা পদ-শক্তি জ্ঞান।
সেই মত বিশ্ব-স্রষ্টা করেন বিধান ॥২৫
অনুগ্রহ করি' মূর্ত্তি-ধরি' জীব-হিতে।
প্রথমে শিখায় নরে শিল্প নিরমিতে ॥২৬

"দিবারাত্রি, অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বক, দিবারাত্রিত্বহেতু" এইরূপ অনুমানের প্রণালী অবলম্বনে "বর্ষাদিন, অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বক, বর্ষাদিনত্বহেতু" এরূপ অনুমান ও হইতে পারে; উভয় স্থলেই সজাতীয় পূর্ব্বকত্ব সাধ্য; কিন্তু এইরূপ অনুমানের হেতু-দিবারাত্রিত্ব সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্বের এবং হেতু-বর্ষাদিনত্ব, সাধ্য-অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্বের ব্যভিচারী; কারণ—উভয় স্থলেই উপাধি বিদ্যমান। বিচার স্থলে এইরূপ সোপাধিকহেতু দ্বারা অপরকে ঐরূপ অনুমান করাইতে পারা যায় না; অপরকে অনুমান করাইতে হইলে অনুমাপক-হেতু সদ্ধেতু হওয়া আবশ্যক। নতুবা প্রতিবাদী হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিলে অনুমাপয়িতার নিগৃহীত হইতে হয় সুতরাং প্রথম অনুমানের দিবারাত্রিত্ব হেতুটী দোষ শূন্য হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা

হইতেছেনা, কারণ—যেমন সাধ্য-অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্ব এবং হেতু-বর্ষাদিনত্ব স্থলে বর্ষাদিনত্ব হেতুটী সোপাধিক বলিয়া ব্যভিচারী, তদ্রূপ—সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্ব এবং হেতু-দিবারাত্রিত্ব স্থলে দিবা-রাত্রিত্ব হেতু ও সোপাধিক বলিয়া ব্যভিচারী দুষ্ট হেতু। হেতু সোপাধিক (অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট) হইলে অবশ্যই সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া থাকে। ব্যভিচারী হেতু দ্বারা অপরকে অনুমিতি করাইতে পারা যায় না। উপাধি, ব্যভিচারের নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্য; কারণ—যে যে আধারে উপাধি থাকে সেই সেই আধারে সাধ্যের ব্যভিচার ও থাকে। ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে ব্যাপকের জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক; অতএব হেতুটাকে সোপাধিক বলিয়া বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধির জ্ঞান হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং সোপাধিক হেতু দ্বারা অপরকে অনুমিতি করাইতে পারা যায় না। (কারণ—ঐরূপ স্থলে প্রতিবাদী উপাধি দেখাইয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে। তাহা হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া অনুমিতি হইতে পারে না।)

যাহা সাধ্যের ব্যাপক অর্থাৎ সাধ্যের সমুদায় আশ্রয়ে থাকে এবং হেতুর অব্যাপক অর্থাৎ হেতুর সমুদায় আশ্রয়ে থাকেনা তাহাই উপাধি। এখন দেখা যাক্ অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্ব এবং অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্ব সাধ্য স্থলে উপাধি আছে কিনা? সাধ্য-অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্ব এবং হেতু-বর্ষাদিনত্ব স্থলে সাধ্যটী বর্ষাকালারম্ভের দ্বিতীয় দিনকে নিয়া সমুদায় বর্ষাকাল ব্যাপিয়া থাকে; যেহেতু—যে সকল বর্ষাদিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ষাদিন সম্ভবপর ঐ সকল বর্ষাদিনই অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বক। বর্ষার সর্ব্বপ্রথম দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ষাদিন সম্ভবপর নয় বলিয়া বর্ষার সর্ব্বপ্রথম দিনে অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্ব

সাধ্যটী নাই এবং বর্ষাদিনত্ব হেতুটী কর্কট কিংবা সিংহ রাশিতে প্রথম সূর্য্য সংক্রমণের ক্ষণকে নিয়া বর্ষার সর্ব্বপ্রথম দিন অবধি সমগ্র বর্ষাকাল ব্যাপিয়া থাকে। এমত অবস্থায় এই স্থলে অব্যবহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত (অর্থাৎ কর্কট রাশি এবং সিংহ রাশি এই উভয়ের যে কোনও রাশিতে অবস্থিত) সূর্য্যের যে কাল তৎপূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী উপাধি। কারণ—অব্যবহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যকাল পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের অব্যবহিত পরক্ষণকে লইয়া (অর্থাৎ কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের প্রথম ক্ষণকে বাদ দিয়া) বর্ষার সর্ব্ব প্রথম দিন অবধি সমুদায় বর্ষাকাল ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু—কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের প্রথম ক্ষণের পূর্ব্বে অব্যবহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যকাল নাই বলিয়া কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের প্রথমক্ষণে অব্যবহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যকাল পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী নাই। (১) সুতরাং অব্যবহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যকাল পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্ব্বকত্ব স্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক এবং বর্ষাদিনত্ব স্বরূপ হেতুর অব্যাপক বলিয়া যেরূপ উপাধি, তদ্রূপ—সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্ব এবং হেতু-অহোরাত্রত্ব স্থলে অব্যবহিত সংসার পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী উপাধি; কারণ—অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্ব সাধ্যটী সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনকে নিয়া সমগ্র সৃষ্টিকাল ব্যাপিয়া থাকে, যেহেতু সর্ব্বপ্রথম দিবারাত্রির পূর্ব্বে দিবারাত্রি নাই বলিয়া সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম দিবারাত্রিতে অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্ব সাধ্যটী নাই, এবং অহোরাত্রত্ব হেতুটী সৃষ্টির আরম্ভ ক্ষণকে নিয়া সৃষ্টির প্রথম দিন

(১) ব্যবধান রহিত কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যের কাল পূর্ব্বে যাহার তদ্ধর্ম্মত্বই কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সূর্য্যকাল পূর্ব্বকত্ব শব্দের অর্থ। সুতরাং ইহা কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের প্রথমক্ষণে থাকিতে পারে না।

অবধি সমগ্র সৃষ্টিকাল ব্যাপিয়া থাকে। কিন্তু অব্যবহিত সংসার পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী সৃষ্টির আরম্ভক্ষণকে বাদ দিয়া অর্থাৎ সৃষ্টির দ্বিতীয় ক্ষণকে নিয়া সৃষ্টির প্রথম দিন অবধি সমগ্র সৃষ্টিকাল ব্যাপিয়া থাকে। যেহেতু সৃষ্টির আরম্ভক্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংসার সম্ভব পর নয় বলিয়া অব্যবহিত সংসার পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটা (অর্থাৎ অব্যবহিত সংসার পূর্ব্বে যাহার তদ্ধর্ম্মটী) সৃষ্টির আরম্ভক্ষণে নাই। সুতরাং অব্যবহিত সংসার পূর্ব্বকত্ব ধর্ম্মটী সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ব্বকত্বের ব্যাপক এবং হেতু-দিবা-রাত্রিত্বের অব্যাপক বলিয়া উপাধি। অতএব কথিত উভয় স্থলেই হেতু উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া সাধ্যের ব্যভিচারী। সুতরাং ঐরূপ ব্যভিচারী-দুষ্ট হেতু দ্বারা অপরকে পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমান করাইতে পারা যায় না। সুতরাং অহোরাত্রের বিশ্রাম নাই (অর্থাৎ মহাপ্রলয় নাই) ইহা বলা অসঙ্গত। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে আগম প্রভৃতির প্রামাণ্য অব্যাহত।

অপর—কোনও এক সময়ে সমুদায় জীবের অদৃষ্টের বৃত্তি-রোধ হয় না পূর্ব্ব পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে উহাও সঙ্গত নহে কারণ—যেমন প্রত্যেক জীবের স্বীয় সুষুপ্তি কালে অদৃষ্টের বৃত্তি-রোধ স্বীকার করিতে হয়, তৎসময়ে জীবের ভোগ হয় না তদ্রূপ কোনও এক সময়ে সমুদায় জীবের বৃত্তি-রোধ অসম্ভাবিত নহে।

অপর—যেরূপ বৃশ্চিকের ঔরসে এবং গোময় হইতে একই প্রকার বৃশ্চিকের উদ্ভব হয়, যেরূপ শাক বিশেষের বীজ হইতে এবং পঁচা তণ্ডুল হইতে তুল্যরূপেই এক প্রকার শাক জন্মে, তদ্রূপ—ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং অদৃষ্ট বিশেষ বশতঃ ব্রাহ্মণের ঔরস ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্মণের ঔরসেই ব্রাহ্মণ হইবে এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-জন্ম জীবের বিশেষ অদৃষ্ট বশতঃই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সৃষ্টিতে জীবের কর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট সকল মহাপ্রলয়েও নিঃশেষে মুছিয়া যায়

না; যে সকল অদৃষ্ট উৎকট উহারা অচিরকাল মধ্যেই ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, আর যে সকল অদৃষ্ট অনুৎকট উহারা চিরকাল পরে ফল জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব সৃষ্টিতে জীবের ক্ষয়াবশিষ্ট অনুৎকট অদৃষ্টরাশি মহাপ্রলয়েও থাকিয়া যায়, সুতরাং ব্রাহ্মণের ঔরস ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণ জন্মের অনুকূল অদৃষ্ট সহকারে ঈশ্বর প্রাথমিক ব্রাহ্মণ-সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মহা প্রলয়ে অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না। জীবের ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টির প্রয়োজন; জগৎ-কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিজের কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি সুখ দুঃখ হীন আত্মারাম। জীবের অদৃষ্ট সহকারে জীবের ভোগের নিমিত্ত পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আগমাদিতে ও ইহা জানা যায়।১

অপর—সৃষ্টির প্রথমে সকলেই শিশু, তৎসময়ে যুবা, বৃদ্ধের অভাব বশতঃ শিশুর সঙ্কেত-জ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্ব পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে উহাও সঙ্গত নহে। কারণ—পরম কারুণিক ৺ভগবান্ পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় প্রকাশ করিবেন না ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে না, তিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ নিজেই যুবা, বৃদ্ধ-রূপ ধারণ করতঃ আবাপ এবং উদ্বাপের দ্বারা শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ জীবকে বুঝাইয়া দেন। শিল্প দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ কৌশল সম্বন্ধে ও প্রথমতঃ তিনিই বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শিল্পাদির নির্ম্মাণ কৌশল শিখাইয়াছেন।

কথিত যুক্তি সমুদয় দ্বারা মহাপ্রলয় সম্বন্ধে বাধক-যুক্তির নিরাস করা হইল, এখন মহাপ্রলয়ের সাধক বলা যাইতেছে—

জন্ম, সংস্কার, বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়, কর্ম্মণোঃ।
হ্রাস-দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং ॥ ৩ মূ।

১যথা কর্ম্মতপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবর জঙ্গমং। মনু ১ অধ্যায়।

জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা প্রভৃতি, শক্তি, স্বাধ্যায় (বেদ) কর্ম্ম এই সকলের ক্রমিক হ্রাস-দর্শন হেতু সম্প্রদায়ের হ্রাস অনুমান কর।

উ— প্রলয়ের বাধারাশি হইল নিরাস।
সাধকের তরে বেশী হবেনা প্রয়াস ॥ ২৭
জনম, সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, বেদ, কর্ম্ম।
ক্রমে হ্রস্ব হেরে মতি, সব তথা-ধর্ম্ম ॥ ২৮

জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, বেদ, কর্ম্ম প্রভৃতির ক্রমিক হ্রাস দর্শন হেতু অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনও এক সময়ে বেদাদি সম্প্রদায়ের একান্ত উচ্ছেদ অবশ্য হইবে। তাৎপর্য্য— প্রথমতঃ ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়াই প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তৎপরে পুরুষ সকল সন্তান কামনা করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইলেই গর্ব্ভাধান করিতে পারিত; ইদানীং কামীজনের প্রবৃত্তি চরিতার্থতার অবর্জ্জনীয় ফল স্বরূপ সন্তান জন্মিয়া থাকে, ইচ্ছা করিলেই গর্ব্ভোৎপাদনে সমর্থ হয় না। বিদ্যা সম্বন্ধে ও ক্রমিক হ্রাসই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ শুনিয়াই অভ্যাস করিতে পারিত, পরে একবেদ এবং তৎপরে এক শাখা শুনিয়া শুনিয়াই অভ্যাস করিতে সক্ষম হইত; লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইত না। ইদানীং সন্ধ্যা-বন্দনাদিচ্ছলে অসম্যগুচ্চরিত কয়েকটী মন্ত্র মাত্র অভ্যাস করা হয়, কিন্তু ইহাও লিখিয়া না রাখিলে চলে না। মূলস্থ আদি পদ দ্বারা বৃত্তি প্রভৃতিও ধরা যায়; পূর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি মধ্যে গণ্য হইত, তৎপরে অযাচিত বৃত্তি, তৎপরে কৃষিবৃত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ছিল ইদানীং সেবাবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি মধ্যে গণ্য। যে যত অধিক বেতনে চাকুরী করে (অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে যে যত প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পরাধীন) সে ই সমাজে ততোধিক

গণ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও এইরূপ, পূর্ব্বে তপস্যা, তত্ত্বজ্ঞান, যজ্ঞ এবং দানরূপ চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইত, ক্রমে হ্রাস হইয়া ইদানীং দানরূপ একপাদ যাহা আছে তাহাতে ও কাহারও ঐকান্তিকতা দেখা যায় না। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েরই ক্রমিক হ্রাস দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় কোনও এক সময়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ভাব কার্য্যাবলীর একান্ত উচ্ছেদ অবশ্য হইবে।

কারং কার মলৌকিকাদ্ ভূতময়ং মায়া বশাৎ সংহরণ্
হারং হার মপীন্দ্রজালমিব যঃ কুর্ব্বণ্ জগৎ ক্রীড়তি।
তংদেবং নিরবগ্রহ স্ফুরদভিধ্যানানুভাবং ভবং
বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতি নমন্ ভূয়াস মন্তেস্বপি ॥ ৪।

যিঁনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াবশে অলৌকিক (অর্থাৎ লোক চক্ষুর অগোচর হইতে ভৌতিক-জগৎ (সৃজন) করিয়া করিয়া সংহার করেন এবং সংহার করিয়া করিয়া (পুনঃ) সৃজন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছার প্রভাব অপ্রতিহত (অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন) বিশ্বাসের একমাত্র স্থল, জগতের মূলকারণ সেই মঙ্গলময় দেবতাকে নমস্কার করিয়া অন্তকালে থাকিব, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

অদৃষ্ট সহায় করি' করেন সৃজন।
তমোরাশি হ'তে যেন বিচিত্র ভুবন ॥ ২৯
রচিয়া রচিয়া যিঁনি শোভাময়ী পুরী।
খেলা ভেবে বিনাশিছে নিজ হাতে গড়ি ॥ ৩০
অলৌকিক-শক্তিবলে করে প্রত্যাহার।
থাকেনা বিচিত্র শোভা সব নিরাকার ॥ ৩১

নাশিয়া নাশিয়া পুনঃ করিয়া প্রচার।
বাজীকর প্রায় যিঁনি করেন বিহার ॥ ৩২
ইচ্ছার প্রভাব যাঁর ক্ষুব্ধ কভু নয়।
এ বিশ্বের একমাত্র বিশ্বাস-নিলয় ॥ ৩৩
উদ্দেশে প্রণাম করি' তাঁর পদদ্বন্দ্বে।
অন্তকালে ভাসি যেন অপার আনন্দে ॥ ৩৪

তৃতীয় স্তবক

পূঃ— অদৃষ্টির কারণতা অভাব-প্রত্যক্ষে।
অকাট্য অদৃষ্টিযোগ ঈশের বিপক্ষে ॥ ১
যোগ্যতার সহচর অদৃষ্টি কারণ।
ঈশের নাস্তিতা তায় হইবে বারণ ॥ ২
কথামাত্র বটে ইহা সম্ভাবিত নয়।
শশক-বিষাণ নাই নাহক্ প্রত্যয় ॥ ৩

অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর অদৃষ্টি (অদর্শন) কারণ, অর্থাৎ যে বস্তুর অভাবের প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ফলকথা যে বস্তুটী নাই বলিয়া প্রত্যক্ষতঃ বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুর অদর্শন থাকা আবশ্যক। বস্তুটীকে দেখিতে পাইলে বলা যায় না যে বস্তুটী নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় ও কদাচ কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ঈশ্বর থাকিলে কদাচিৎ কেহ অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইত, যেহেতু কদাচ কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না সেই হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেই নিশ্চয় করা যায় যে, ঈশ্বর নাই। সুতরাং ঈশ্বরের বিপক্ষে (ঈশ্বর নাথাকার পক্ষে) অর্থাৎ ঈশ্বর নাই ইহা প্রত্যক্ষতঃ বুঝিবার পক্ষে, তাহার অদৃষ্টিযোগই অর্থাৎ তাহাকে দেখিতে না পাওয়াই প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর নাই। এখানে একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, বিষয়টী এই যে—কোনও বস্তুকে দেখিতে না পাইলেই অর্থাৎ কোনও বস্তুর অদর্শন ঘটিলেই বস্তুটী নাই ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না ; কারণ—

প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য হইলেও অর্থাৎ কদাচ কুত্রাপি দেখিতে না পাইলেও কতকগুলি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বস্তুর গুরুত্ব (ওজন) প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য, কদাচ গুরুত্বের প্রত্যক্ষ সম্ভব পর নয়, কিন্তু তাই বলিয়া বস্তুর গুরুত্ব নাই এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সাবয়ব বস্তুর বিভাগ করিতে করিতে এরূপস্থানে উপস্থিত হইতে হয় যে তাহার আর বিভাগ করা চলে না, ঐ অবিভাজ্য-সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু, পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, উহা প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য। তাহা হইলেও কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে পরমাণু (সাবয়ব বস্তুর অবিভাজ্য-সূক্ষ্মতম অংশ) নাই। । সুতরাং প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলেও গুরুত্ব, পরমাণু প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ইহাই বলা সঙ্গত যে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষের যোগ্য অর্থাৎ কদাচিৎ কুত্রাপি যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব-পর, যদি কদাচিৎ স্থান বিশেষে ঐরূপ বস্তুর অদর্শন ঘটে তবেই "বস্তুটী নাই, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন—ঘট প্রত্যক্ষ হওয়ার উপযুক্ত একটী বস্তু, কদাচিৎ কোনও স্থানে ঘট দেখিতে পাওয়া যায়, এমত অবস্থায় সময় বিশেষে যদি গৃহে ঘট দেখিতে পাওয়া না যায় তবেই "গৃহে ঘট নাই, ইত্যাদি রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃই বলা যায় যে, গৃহে ঘট নাই। সুতরাং প্রতিযোগির প্রত্যক্ষ-যোগ্যতার সহচর অদর্শন অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য— যে বস্তুর অভাবের প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ঐ বস্তুতে অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগিতে যদি প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় মিলিত হয়, ফলকথা প্রত্যক্ষের উপযুক্ত প্রতিযোগীর যদি অদর্শন ঘটে তবেই ঐ বস্তুর অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে অর্থাৎ

প্রত্যক্ষতঃ নিশ্চয় হয় যে, বস্তুটী নাই। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য বলিয়া ঈশ্বরে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় মিলিত হইতে পারে না, ফলকথা ঈশ্বরের অদর্শন (ঈশ্বরকে না দেখা) প্রত্যক্ষ যোগ্য-বস্তুর অদর্শন নয়, সুতরাং ঈশ্বরাভাবের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই,, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে বলা যায় না যে, ঈশ্বর নাই। এমত অবস্থায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ঈশ্বর নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না; ইহাও ঠিক নহে, কারণ—তাহা হইলে শশকের বিষাণ (শৃঙ্গ) নাই ইত্যাদি রূপ প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। তাৎপর্য্য—শশকের শৃঙ্গ অলীক আকাশকুসুম, প্রত্যক্ষের একান্ত অনুপযুক্ত; শশকের শৃঙ্গে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গ কেহ কখনও দেখে নাই কিংবা দেখিতেও পাইবে না। সুতরাং শশকের শৃঙ্গে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় কদাচ মিলিত হইতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ শশক-শৃঙ্গের অদর্শন প্রত্যক্ষের উপযুক্ত বস্তুর অদর্শন নয় বলিয়া "শশকের শৃঙ্গ নাই" এরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, অথচ শশকের শৃঙ্গ নাই ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ বলা হয় যে শশকের শৃঙ্গ নাই। অতএব কেবল অদর্শন বলেই অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই "শশকের শৃঙ্গ নাই" এরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য হউক্ কিংবা না হউক্ যদি প্রতিযোগীর (অর্থাৎ যাহার অভাব তাহার) অদর্শন হয় তবেই "বস্তুটী নাই" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা; ঈশ্বর প্রত্যক্ষের যোগ্য না হউক্ ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ঈশ্বর নাই এরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অর্থাৎ কদাচ কুত্রাপি

ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যেই বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর নাই।

উ—যোগ্যাঽদৃষ্টিঃ কুতোঽযোগ্যে প্রতিবন্ধি কুতস্তরাং।
ক্বাঽযোগ্যং বাধ্যতে শৃঙ্গং ক্বানুমান মনাশ্রয়ং ॥১॥

অযোগ্যে যোগ্যাদৃষ্টি (যোগ্যতা এবং অদর্শন) কোথায়? সুতরাং প্রতিবন্ধি (বাধক) কোথায়? অযোগ্য-শৃঙ্গ কোথায় বাধিত হয়? অনাশ্রয় অনুমানই বা কোথায়?

উঃ—অযোগ্য পদার্থ যার প্রতিযোগী হয়।
অদর্শন বলে তার হয় না নিশ্চয় ॥ ৪
অতএব প্রতিবন্ধি কথা মাত্র সার।
শশের বিষাণ কোথা নিষেধিবে আর ॥ ৫
অনুমান বল করি' ঈশ্বর-নিষেধ।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দোষে তার প্রতিষেধ ॥ ৬

যাহার অভাব সে ই প্রতিযোগী; ঘট নাই একটী অভাব, ইহা ঘটের অভাব; সুতরাং ঘটই এই অভাবের প্রতিযোগী। যে বস্তুর অভাবের প্রত্যক্ষ হয় ঐ বস্তু অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ প্রতিযোগীতে (প্রতিযোগীকে অধিকরণ করিয়া) যদি প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় মিলিত হয়, ফলকথা প্রত্যক্ষের উপযুক্ত প্রতিযোগীর যদি অদর্শন ঘটে (প্রত্যক্ষের উপযুক্ত বস্তু যদি দেখিতে পাওয়া না যায়) তবে ঐরূপ প্রতিযোগীর (বস্তুর) অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা এবং প্রতিযোগীর অদর্শন এ উভয়ই মিলিতরূপে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের উপযুক্ত প্রতিযোগীর

অদর্শনই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ। কেবল অদর্শন বশতঃই অর্থাৎ প্রতিযোগী বস্তুটী দেখিতে না পাইলেই যদি অভাবের প্রত্যক্ষ (বস্তুটী নাই এরূপ প্রত্যক্ষ) স্বীকার করা হয় তবে কদাচ কুত্রাপি পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থের দর্শন সম্ভব পর নয় বলিয়া অর্থাৎ পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য বলিয়া "পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থ নাই" এরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে; অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থ নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থ; ১। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থের অপলাপ (নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত) করা অসঙ্গত। সুতরাং যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষের অযোগ্য উহাদের অভাবও প্রত্যক্ষের অযোগ্য ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহার প্রতিকূলে পূর্ব্বপক্ষে "শশকের শৃঙ্গ নাই" ইত্যাকার প্রত্যক্ষের

(১) পরমাণু অতীন্দ্রিয় (প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য) যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থ। প্রত্যেক সাবয়ব-বস্তুরই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা অবয়বের ন্যূনাধিক্য নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়া বৃহদায়তন-পর্ব্বত এবং ক্ষুদ্রায়তন-সর্ষপের সমতা-প্রসঙ্গ হইতে পারে। বৃহদায়ত পর্ব্বত এবং স্বল্পায়তন সর্ষপ সমান নহে, ইহাদের বৈষম্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; অবিভাজ্য অংশের ন্যূনাধিক্যই ইহাদের বৈষম্যের কারণ। উহাদের অবয়ব-বিভাগের পরিসমাপ্তি না থাকিলে অবয়ব ধারার অনন্ততাবশতঃ কোনটী কত সংখ্যক ঐরূপ অংশের দ্বারা গঠিত তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। পর্ব্বত অধিক সংখ্যক ঐরূপ অংশের দ্বারা গঠিত এবং সর্ষপ তদপেক্ষায় অল্প সংখ্যক ঐরূপ অংশের দ্বারা গঠিত বলিয়াই উহারা বড়, ছোট রূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া পরমাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না অর্থাৎ পরমাণু নাই ইহা বলা যায় না। সুতরাং পরমাণুর অভাবকেও প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অতীন্দ্রিয়ই স্বীকার করিতে হয়।

অনুপপত্তি স্বরূপ যে প্রতিবন্ধি (বাধক) দেখান হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ—"শশ-বিশাণ নাই" এই স্থলের শশবিষাণ শব্দের যদি শশের বিষাণ (শৃঙ্গ) অর্থ করা হয় তবে শশের শৃঙ্গ আকাশ-কুসুম বলিয়া উহার নিষেধ পারমার্থিক হইতে পারে না, অসত্য বা অলীকের নিষেধও অসত্য বা অলীক, প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ দেখিয়া বস্তুতঃ "শশের বিষাণ নাই" এরূপ নিষেধ করা যায় না। অলীক বা তুচ্ছের বিধি এবং নিষেধ উভয়ই বস্তুতঃ অলীক। ঈশ্বর চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের অযোগ্য, ঈশ্বরে বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই, সুতরাং চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি বহিন্দ্রিয়ের দ্বারা "ঈশ্বর নাই" এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। তবে কথা হইতে পারে প্রত্যক্ষতঃ নিশ্চিত হইতে না পারিলেও অনুমান প্রমাণের (১) সাহায্য "ঈশ্বর নাই" ইত্যাকার নিশ্চয় (অনুমিতি) হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাব যদি "ঈশ্বর নাই" ইত্যাকার অনুমিতির বিধেয় বা সাধ্য হয়, তবে ঈশ্বরকেই এইরূপ অনুমিতির পক্ষ (অনুমিতির স্থান) অর্থাৎ অস্তিত্বাভাব স্বরূপ সাধ্যের দ্বারা বিশেষ্য বলা হয় ; কিন্তু অস্তিত্ব-বিহীন অলীক বলিয়া কোনও বস্তুকেই সামান্যতঃ অস্তিত্বাভাবের দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষিত করা সম্ভব পর হইতে পারে না। অর্থাৎ "অস্তিত্বের অভাব বিশিষ্ট" সামান্যতঃ এই কথা দ্বারা (অর্থাৎ "নাই" এইমাত্র বলিয়া) কোনও বস্তুর পরিচয় সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঈশ্বর অলীক-তুচ্ছ হইলে ঐরূপ অনুমিতি স্থলে পক্ষের অসিদ্ধি দোষ হয়। এবং ঈশ্বরের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিলে ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাব

(১) অনুমানের আকার—"ঈশ্বর, অস্তিত্বাভাববান্, বাহ্যরূপে জ্ঞানের অবিষয়ত্ব হেতু" এস্থলে—পক্ষ-ঈশ্বর, সাধ্য-অস্তিত্বাভাব, হেতু-বাহ্যরূপে জ্ঞানের অবিষয়ত্ব।

অর্থতঃ সাধ্য হইতে পারে না বলিয়া বাধ দোষ হয় (১)। উভয়থাই "ঈশ্বর অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট" ইত্যাকার অনুমিতির হেতু দোষগ্রস্ত হয়। (২)

সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারাও ঈশ্বর নাই, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না।

পূ—অসৎ-খ্যাতি বলে মিথ্যা-ঈশ উপনীত।
পক্ষাসিদ্ধি আদি দোষ তাতে নিবারিত ॥ ৭
অস্তিত্ব-বিরহ কিংবা ঈশের বিরহ।
সাধ্য-স্থানে নিযোজিলে নাহিক কলহ ॥ ৮

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মতে কোনও বস্তুই সৎ নহে ; প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ যাহা কিছু তৎসমুদয়ই অসৎ, সৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রতীয়মান হয় তৎসমুদায় এবং উহাদের প্রতীতি ঐ সকল কিছুই নহে, তাহাদের মতে কেবল শূন্যই সিদ্ধান্ত। আর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে একমাত্র ক্ষণিক-বিজ্ঞানই সৎ, অন্যান্য যাহা কিছু তৎসমুদায়ই অসৎ। উভয় মতেই বাহ্যার্থ সমুদায় অসৎ এবং অনাদি-তুচ্ছ-বাসনাবশে বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ন্যায় মতেও অসতের সহিত বিজ্ঞানের বিষয়তা সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণও অসতের জ্ঞান (অসদ্বিষয়ক জ্ঞান) স্বীকার করিয়া থাকেন। যে ঘটটী নষ্ট হইয়াছে উহার স্মৃতি,

(১) যে স্থানে যাহার অভাব থাকে, ঐ স্থানে উহা থাকে না ইহা অবধারিত। অস্তিত্ব, অস্তিত্বাভাবের অভাব স্বরূপ, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলে ঈশ্বরে অস্তিত্বের অভাব থাকিতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া অস্তিত্বাভাব বস্তুতঃ সাধ্য হইতে পারে না। অস্তিত্বাভাবের যে অভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব তদ্ বিশিষ্ট ঈশ্বরই এই স্থলে বাধদোষ। বস্তুতঃ সামান্যতঃ অস্তিত্বের অভাব আকাশকুসুম বলিয়া সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষও সম্ভব পর।

(২) ঈশ্বর অলীক তুচ্ছ হইলে অনুমাপক-হেতু পক্ষাসিদ্ধি দোষে এবং ঈশ্বর বাস্তবিক অস্তিত্বশালী হইলে বাধদোষে দুষ্ট হয়।

শাব্দ-বোধ, অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান সকলেরই স্বীকার্য্য। অনেকেরই নষ্ট-বস্তুর স্মরণ হইয়া থাকে; লোকের কথায় বিনষ্ট-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সকলেরই হয়; বর্ষা থামিয়া গেলেও জলধারা প্রভৃতি দর্শনে বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ন্যায়মতে বিনষ্ট-বস্তুর প্রত্যক্ষও স্বীকার করা হয়; যেমন ঘটে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটিবার পরে নির্ব্বিকল্পজ্ঞান ক্ষণে মুদ্গরাদির আঘাত করিলে তৎপরক্ষণে ঘটটী নষ্ট হইলেও ঐ বিনাশ ক্ষণে ঘটের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। এমত অবস্থায় ঈশ্বর একান্ত তুচ্ছ হইলেও জ্ঞানের বিষয় হইতে বাধা নাই অর্থাৎ তুচ্ছ-ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান অসম্ভাবিত নহে। সুতরাং তুচ্ছ-ঈশ্বরকে পক্ষ করিলেও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর বলিয়া পক্ষের অসিদ্ধি (অজ্ঞান) স্বরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই। অপর বাধদোষ ও সম্ভব পর নয়, কারণ—সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পক্ষই বাধ দোষ; পূর্ব্বোক্ত অনুমান স্থলে সাধ্য-অস্তিত্বাভাব, তাহার অভাব অস্তিত্বই সাধ্যাভাব; ঈশ্বর অলীক না হইলেই বস্তুগত্যা অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশ্বর স্বরূপ বাধ দোষ সম্ভব পর হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর অলীক বলিয়া অস্তিত্বেরস্বরূপ যে সাধ্যাভাব তদ্ বিশিষ্ট হইতে পারে না সুতরাং বাধ দোষ নাই। সুতরাং ঈশ্বরে অস্তিত্বা ভাবের অনুমিতি করিতে গেলে অনুমাপক-হেতু অসিদ্ধি কিংবা বাধ দোষে দুষ্ট হেতু হয় না বলিয়া অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাবের অনুমিতি করা যাইতে পারে। ১। অথবা ঈশ্বরের অভাবই সাধ্য, ঈশ্বরাভাব সাধ্য করিয়া অনুমিতি করিতে গেলে অনুমাপক-হেতুতে

(১) অনুমানের আকার—ঈশ্বর, অস্তিত্বাভাববান্, যথার্থজ্ঞানের অবিষয়ত্বহেতুঃ এস্থলে পক্ষ-ঈশ্বর, সাধ্য-অস্তিত্বাভাব, হেতু—যথার্থ জ্ঞানের অবিষয়ত্ব।

অসিদ্ধি কিংবা বাধ দোষ সম্ভব পর নয়, (১) তবে সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি দোষ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও হয় না, কারণ - ঈশ্বর অলীক হইলেও জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া অর্থাৎ অসৎ-ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর বলিয়া ঈশ্বর নাই এই অভাবাংশে বিশেষণরূপে প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ-ঈশ্বরকে বিষয় করিয়া "ঈশ্বর নাই" ইত্যাকার সাধ্যবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর হয়। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পক্ষ করিয়া ঈশ্বরাভাবের অনুমিতি করিতে গেলে ঈশ্বরাভাব বিশিষ্টরূপে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব স্বরূপ অনুমাপক-হেতু দুষ্ট-হেতু নয়; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পক্ষ করিয়া ঈশ্বরাভাবের অনুমিতি হইতে পারে অর্থাৎ বিচার স্থলেও ঐরূপ অনুমিতি অসম্ভব নয়। সুতরাং ইতঃপূর্ব্বে যে পক্ষাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে উহা সঙ্গত নহে।

উ—ব্যাবর্ত্ত্যাভাববত্তৈব ভাবিকী হি বিশেষ্যতা।
অভাব-বিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা ॥২। মূ

যেহেতু অভাবের আশ্রয়তা বিশেষ্যতা, সেই হেতু ব্যাবর্ত্ত্যের (নিষেধ্যের) অভাববত্তা (অভাবাশ্রয়তা) ভাবিকী (পারমার্থিকী); বস্তুর প্রতিযোগিতা অভাবের অভাবাত্মত্ব (অভাবের অভাবত্ব) স্বরূপ, সুতরাং অভাবের আশ্রয়তা এবং অভাবের প্রতিযোগিতা অবস্তু বা অলীকে সম্ভব পর নয়।

---

(১) অনুমানের আকার—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরাভাববান্, ঈশ্বরাভাববিশিষ্টরূপে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্বহেতু; এস্থলে পক্ষ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সাধ্য-ঈশ্বরাভাব, হেতু ঈশ্বরাভাব বিশিষ্টরূপে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব। এই স্থলে পক্ষ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসিদ্ধ বলিয়া পক্ষের অসিদ্ধি (অজ্ঞান) স্বরূপ দোষ নাই, এবং সাধ্য-ঈশ্বরাভাবের অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব-ঈশ্বর অলীক বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বস্তুগত্যা সাধ্যাভাব বিশিষ্ট নয় সুতরাং বাধ দোষ নাই।

উঃ—অভাবের আশ্রয়তা সৎ, বস্তু-ধর্ম্ম।
বিশেষ্যতা রূপ মাত্র এই বটে মর্ম্ম॥৯
অভাব-বিরহ বটে প্রতিযোগী হয়।
পরতিযোগিতা (১) তাই তুচ্ছে নাহি রয়॥১০

যেহেতু অভাবের আশ্রয়তা (অধিকরণতা) বিশেষ্যতা বা বিশেষণের স্বরূপ মাত্র সেই হেতু উহা পরমার্থতঃ সৎপদার্থ এবং সদ্ বা বস্তুর ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য—বস্তু অভাবের আশ্রয়তা (অধিকরণতা) স্বরূপ বিশেষ্যতা বা বিশেষণের (২) দ্বারাও বিশেষ্য বা বিশেষরূপে যথার্থতঃ পরিচিত হওয়ার

(১) পরতি যোগিতা—প্রতিযোগিতা।

(২) যদ্দ্বারা বস্তুর বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হয় তাহাই বস্তুর বাস্তবিক বিশেষণ এবং যাহা বিশেষরূপে যথার্থতঃ পরিচিত হওয়ায় উপযুক্ত তাহাই বস্তুতঃ বিশেষ্য। যে সকল ঘট বস্তুতঃ রক্তবর্ণ ঐ সকল ঘট রক্তত্বের দ্বারা বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত অর্থাৎ "রক্ত" ইহা বলিয়া ঐ সকল ঘটের বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় করা যায়; সুতরাং এই স্থলে বিশেষণ হইতেছে রক্তত্ব এবং ঐ সকল ঘটই হইতেছে বাস্তবিক বিশেষ্য। এই যে রক্তত্ব ইহা বিশেষ্যীভূত ঘট সকলের বিশেষ ধর্ম্ম, সুতরাং ইহাই ঐ সকল ঘটের বাস্তবিক বিশেষ্যতা। আশ্রয়তা (অধিকরণতা) দ্বারাও বস্তুর বিশেষ-রূপে যথার্থ পরিচয় হয়; "পর্ব্বত বহ্নিমান্" যথার্থ বলিলে বহ্নিমত্তা বা বহ্নির আশ্রয়তা দ্বারা বস্তুতঃ যে সকল পর্ব্বত বহ্নিমান্ উহাদের যথার্থ পরিচয় হয়। সুতরাং ঐ স্থলে বহ্নির আশ্রয়তাই বাস্তবিক বিশেষ্যীভূত পর্ব্বত সকলের বিশেষ ধর্ম্ম, সুতরাং বহ্নির আশ্রয়তাই ঐ স্থলে বিশেষ্যতা বা বিশেষণ। সুতরাং বস্তুতঃ বিশেষ্যতা বিশেষণেরই স্বরূপ। ভ্রম স্থলে অন্যের ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুর বিশেষরূপে পরিচয় হইলে ও যথার্থ পরিচয় হয় না; সুতরাং ঐ স্থলে প্রতীয়মান-বিশেষ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী, বিশেষণ এবং বিশেষ্যের আভাসমাত্র, ভ্রম স্থলে উহা বিশেষ্যের বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, সুতরাং বিশেষণের সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত বিশেষণের স্বরূপ যে বিশেষ্যতা উহা ভ্রম স্থলে নাই। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির বিশেষ্যতা স্বতন্ত্র। পরিশিষ্টে বিশেষ্যতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

উপযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ অভাবের আশ্রয়তা দ্বারাও বস্তুর বিশেষরূপে যথার্থ পরিচয় হয়।' যেমন—বলা হয় "দেখিয়া আসিলাম জলহীন-দেশ" ; এই স্থলে বস্তুতঃ জলহীন-দেশ ই বিশেষ্য এবং জলহীনতা বা জলাভাবের আশ্রয়তাই বিশেষ্যীভূত দেশের ভাব বা ধর্ম্ম ; সুতরাং জলাভাবের আশ্রয়তাই এই স্থলে বিশেষ্যতা এবং ইহাই বিশেষণ ; কারণ—"জলহীন" এই বাক্যের দ্বারা দেশটী যে জলাভাবের আশ্রয় ইহাই বুঝা যায়। বস্তুতঃ জলহীন-দেশ দেখিয়া ঐরূপ বলিলে দেশটীর বিশেষরূপে (অর্থাৎ জলাভাবের আশ্রয় এইরূপে) যথার্থ পরিচয় হয়। 'এই যে বিশেষ্যতা ইহা অলীকের সম্ভব পর নয় এবং ইহা অলীকের স্বরূপ ইহাও সম্ভব পর নয়। কারণ—অলীকের কোনও রূপ বা প্রকার নাই, অলীক স্বরূপহীন ; বিশেষ্যতা বা বিশেষণের দ্বারা স্বরূপহীন-অলীকের পরিচয় অসম্ভব।' আকাশ-কুসুম বিশেষণের দ্বারা পরিচিত হওয়ার একান্ত অনুপযুক্ত অর্থাৎ বলা যায় না যে আকাশ-কুসুম এই প্রকার অর্থাৎ লাল বা নীল ইত্যাদি। এবং স্বরূপহীন-অলীকের দ্বারাও বস্তুর পরিচয় অসম্ভব। আকাশকুসুমের দ্বারা কোন বস্তুর পরিচয় করা যায় না অর্থাৎ বলা যায় না যে সাজিটী আকাশ-কুসুমে পরিপূর্ণ। 'সুতরাং বিশেষ্যতা বা বিশেষণ সৎ পদার্থ এবং সতের ধর্ম্ম। সুতরাং অলীক-তুচ্ছের বিশেষ্যতা বা বিশেষণ সম্ভব পর নহে। এমত অবস্থায় 'ঈশ্বর অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট' এইরূপ অর্থে "ঈশ্বর নাই" ইহা বলা যায় না; কারণ—বাদীর মতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া অস্তিত্বাভাবের আশ্রয়তা স্বরূপ বিশেষ্যতা বা বিশেষণের দ্বারা উল্লিখিত হওয়ায় একান্ত অনুপযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর পরমার্থতঃ অস্তিত্বাভাবের আশ্রয়তা দ্বারা বিশেষ্য হইতে পারে না। সুতরাং "ঈশ্বর-অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট" ইত্যাকার অনুমিতি কিংবা প্রত্যক্ষ কিছুই সম্ভব পর নহে ; অলীক-ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাবের অনুমান করিবার প্রয়াস বৃথা।

অপর—"ঈশ্বরের অভাব" এইরূপ অর্থে "ঈশ্বর নাই" ইহা বলা যায় না ; কারণ—বাদীর মতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া ঈশ্বরে "ঈশ্বর নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্য—অভাব কি না ভাবের অন্য, সুতরাং অভাবের প্রতিযোগী বা নিষেধ্য ভাব। ইহা ন-ভাব=অভাব, এই যৌগিক শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। (১)প্রতিযোগীকে বিশেষণরূপে বিষয় করিয়াই অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে ; প্রতিযোগী দ্বারা বিশেষিত না হইয়া কেবল অভাব বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর নয়, প্রতিযোগী দ্বারা বিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়াই অভাবের অভাবত্ব। ঘট নাই এই একটী অভাব, ইহা নিষেধ্য বা প্রতিযোগী-ঘটের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, অন্যথা "ঘট নাই" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না। তর্ক স্থলে "অভাব" কিংবা "নাস্তি" কেবল এইরূপ জ্ঞান স্বীকার করিলেও ভাবের অন্য রূপেই ঐরূপ জ্ঞান হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং কেবল "অভাব" এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাও প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ নিষেধ্য রূপে ভাবকে বিষয় করা হয়। ঘট একটী পদার্থ ইহা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ, এবং ঘটাভাব, ঘটাভাবাভাবের অভাব স্বরূপ। প্রতিযোগী বা নিষেধ্য, নিষেধ সাপেক্ষ ; ভাব এবং অভাব ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিষেধ স্বরূপ ; সুতরাং প্রতিযোগী বা নিষেধ্য, নিষেধের নিষেধ (অভাবের অভাব) স্বরূপ মাত্র বলিয়া প্রতিযোগিতা বা নিষেধ্যতা ও নিষেধের নিষেধ স্বরূপত্ব মাত্র। ঘট, ঘটাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ ঘট নাই এই যে একটী নিষেধ বা অভাব, এই নিষেধের নিষেধ্য। 'ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী" বলিলে ঘটাভাবের অভাব স্বরূপেই ঘটের জ্ঞান হয় ; সুতরাং ঘটনিষ্ঠ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা বা নিষেধ্যতা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপত্ব ব্যতীত অন্য নহে।

(১) অভাব প্রত্যয়োহি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধ মর্য্যাদাং নাতিশেতে।

এমত অবস্থায় ঈশ্বর নাই বলিলেও ঈশ্বরই ঐ অভাবের প্রতিযোগীরূপে জ্ঞাত হয় বলিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা ঈশ্বরাভাবের অভাব স্বরূপত্ব মাত্র ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঈশ্বর অলীক-তুচ্ছ হইলে তাহার স্বরূপ অসম্ভব বলিয়া ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা ও অলীক তুচ্ছ হইয়া পরে; ঈশ্বর নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং "ঈশ্বর নাই" এরূপ অনুমান করিবার প্রয়াস বৃথা।

ধীর ভাবে আলোচনা করিলে শূন্যবাদী কিংবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের অসৎ-খ্যাতিবাদ অর্থাৎ বস্তু সকল একান্ত তুচ্ছ হইলেও বিজ্ঞানের বিষয় হয় ই মত কোনও রূপেই সমর্থন করা যায় না। কারণ—প্রত্যক্ষের প্রতি, বিষয় এবং বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ প্রভৃতি কারণ; বাহ্য অর্থ সকল একান্ত অসৎ হইলে অসদ্বিষয় এবং অসৎ-ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ প্রভৃতিকে কারণ বলিতে হয়, কিন্তু একান্ত অসৎ কারণ হইতে পারে না। (১) সুতরাং অসতের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অসতের সম্বন্ধ অলীক বলিয়া (২) অসতের ব্যাপ্তি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না; সুতরাং অসতের ব্যাপ্তি জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া অসদ্বিষয়ক অনুমিতি হইতে পারে না। বৌদ্ধগণ শব্দ এবং উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করে না, সুতরাং প্রমাণের

---

(১) কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নিয়ত অবস্থিত হওয়া কারণের ধর্ম্ম বা কারণত্ব; অসতের অবস্থিতি একান্ত অসম্ভব বলিয়া অসতের কারণতা স্বীকার করা যায় না; তাহা হইলে প্রকারান্তরে অসতের অসত্তা অস্বীকার করা হয়, সুতরাং অসৎ কারণ হইতে পারে না।

(২) সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই সম্বন্ধী ও স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু সম্বন্ধের সত্তা সম্বন্ধীর সত্তার অধীন। সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধী সমুদায়ই যদি অসৎ হয়, তবে কোথায় কাহার সম্বন্ধ জ্ঞান হইবে কিছুই নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং অসতের সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

অভাব বশতঃ অসতের বিজ্ঞান অসম্ভব। নিমিত্ত ব্যতিরেকেই অসতের খ্যাতি (বিজ্ঞান) হয়, ইহাও বলা যায় না ; কারণ—অসতের খ্যাতি বা বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অবশ্যই উহার কারণ স্বীকার করিতে হয় ; যেহেতু উৎপন্ন বা কার্য্য মাত্রই সহেতুক ; নিমিত্ত ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না (১), সুতরাং নির্নিমিত্ত অসতের খ্যাতি অসম্ভব। অপিচ অনাদি-তুচ্ছ-বাসনা বশে অসতের খ্যাতি হয় যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—যাহা একান্ত অসৎ উহা কারণ হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি অনাদি-বাসনা সৎ হয়, তবে ঐ বাসনা ই সৎ বলিয়া সর্ব্বশূন্যতা-বাদ কিংবা বিজ্ঞান-বাদ ঠিক্ হয় না। তর্ক স্থলে বাসনার সত্তা স্বীকার করিলে পরিদৃশ্যমান ঘট, পট প্রভৃতিরও সত্তা বা বস্তুত্ব স্বীকারে আপত্তি কি ? বিশেষতঃ নৈয়ায়িকগণও অসতের খ্যাতি স্বীকার করেন বলিয়া পূর্ব্ব পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ—নৈয়ায়িকগণ একান্ত অসতের (আকাশকুসুমের) খ্যাতি স্বীকার করেন না ; ঘটের নাশক্ষণে ঘট বস্তুটী অসৎ হইলেও তৎপূর্ব্বে ঘট বস্তুটী সৎই ছিল, উহা একান্ত অসৎ (আকাশকুসুম) নহে। তৎসময়ে উহাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সম্ভব পর বলিয়া বিনাশক্ষণে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু কোনও দেশে কিংবা কোনও কালে কিংবা স্বপ্রধান ভাবে যাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই নৈয়ায়িকগণ ঐরূপ বস্তুর প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি প্রভৃতি স্বীকার করেন না। ভ্রম স্থলে সতে অভেদ সম্বন্ধে অসতের খ্যাতি হয় না অর্থাৎ সৎ-রজ্জুতে অভেদ সম্বন্ধে অসৎ-সর্পের খ্যাতি হয় না, কিন্তু অন্যথা খ্যাতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুটী বস্তুতঃ যেরূপ ঐ বস্তুটী ঐরূপে জ্ঞাত না হইয়া অন্যরূপে জ্ঞাত

(১) এসম্বন্ধে প্রথম স্তবকে "অকস্মাদেব ভবতি" এই চার্ব্বাক মতের নিরাস-প্রসঙ্গে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।

হইয়া থাকে মাত্র অর্থাৎ রজ্জুর ধর্ম্ম-রজ্জুত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান না হইয়া সর্পের ধর্ম্ম-সর্পত্ব রূপে রজ্জুর জ্ঞান হয় মাত্র; ভ্রম-জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোনওটীই একান্ত অসৎ নহে। সুতরাং কোনও রূপেই একান্ত অসতের খ্যাতি সমর্থনের যোগ্য নহে।

পূ— অভাব-প্রত্যক্ষে শুধু অদৃষ্টিকারণ।
ভ্রান্ত পুনরপি বলে মানে না বারণ॥ ১১

প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য হউক কিংবা না হউক প্রতিযোগীর অদর্শন হইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শশকের শৃঙ্গ প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়, কেহ কখনও শশকের শৃঙ্গ দেখে নাই কিংবা দেখিতেও পাইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও "শশকের শৃঙ্গ নাই, এরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং ঈশ্বরে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা না থাকিলেও অর্থাৎ কদাচ কুত্রাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর না হইলেও ঈশ্বর বিষয়ক দর্শন বা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়াই ঈশ্বর নাই, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। প্রতিযোগীতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা ভ্রান্তের আশঙ্কা; এই স্তবকের সর্ব্বপ্রথমেই এই আশঙ্কা করা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

উ— দুষ্টোপলম্ভ-সামগ্রী শশ-শৃঙ্গাদি যোগ্যতা।
ন তস্যাং নোপলম্ভোঽস্তি নাস্তি সা হ্যনুপলম্ভনে॥তামূ

শশ-শৃঙ্গাদিতে দোষ ঘটিত উপলম্ভ-সামগ্রীই যোগ্যতা; যদি তাহা থাকে তবে উপলম্ভ হয় না ইহা নয় অর্থাৎ উপলম্ভই হয়; আর যদি ঐরূপ সামগ্রী না থাকে তবে তাহা (যোগ্যতা) থাকে না।

উ— শশক-বিষাণে দোষ-ঘটিত যোগ্যতা।
যদি থাকে, দৃষ্ট তবে শৃঙ্গে শশীয়তা॥ ১২

অদৃষ্ট হইলে পরে যোগ্যতা-রহিত।
উভয়ের সমাবেশ একত্র বাধিত ॥ ১৩

প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় মিলিতরূপে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-যোগ্য প্রতিযোগীর অদর্শন) অভাব প্রত্যক্ষের কারণ ১। দোষ ঘটিলেই "শশকের শৃঙ্গ নাই, এরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য--শশের বিষাণ বলিয়া কোনও বস্তু প্রসিদ্ধ নাই, "শশের বিষাণ" এরূপ যথার্থ প্রত্যক্ষ কদাচ সম্ভব পর নয়। দূর হইতে শশককে দেখিতে পাইলে উহার লম্বাকর্ণ দুইটীকে শৃঙ্গ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; ঐরূপ স্থলে দূরত্ব এবং কর্ণে শৃঙ্গের সাদৃশ্য জ্ঞান প্রভৃতিই শশের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের জনক দোষ। ২। সুতরাং ঐরূপ দোষ সহকারে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, আলোক, উদ্ভূতরূপ প্রভৃতিই 'শশকের শৃঙ্গ" এরূপ প্রত্যক্ষের যোগ্যতা। অর্থাৎ ঐরূপ দোষ সংঘটন স্থলে শশকের কর্ণে চক্ষুঃ সংযোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের অপরাপর কারণ সকল সংঘটিত হইলে

---

(১) এই স্তবকের প্রথমকারিকার ব্যাখ্যায় ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, ঐ স্থান দ্রষ্টব্য।

(২) যেস্থানে যে বস্তু থাকে না ঐস্থানে ঐ বস্তুর জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান। যে বিশেষ কারণ বশতঃ ঐরূপ ভ্রমজ্ঞান হয় উহাই দোষপদ-বাচ্য। রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান একটী ভ্রমজ্ঞান; অল্প আলোক, রজ্জু এবং সর্প এই উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম-লম্বমানত্ব প্রভৃতির দর্শনই ঐরূপ ভ্রমের বিশেষ কারণ অর্থাৎ অল্প আলোকে লম্বমান রজ্জুটীকে দেখিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। শশকে শৃঙ্গের অভাব, শৃঙ্গে শশ-সম্বন্ধের অভাব আছে, শশকের শৃঙ্গ এইরূপ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান। দূরত্ব এবং শশকের কর্ণের সূক্ষ্মাগ্রত্ব, লম্বমানত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্মের দর্শনই "শশকের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রমেরজনক দোষ। অর্থাৎ দূর হইতে শশকের সূক্ষ্মাগ্র লম্বাকর্ণ দুইটী দেখিলে শৃঙ্গ বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ভ্রমস্থলে প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

"শশকের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং "শশকের শৃঙ্গ" ইত্যাকার ভ্রম-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা সম্ভবপর স্থলে শশ-শৃঙ্গের অদর্শন ("শশকের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রম-প্রত্যক্ষের অভাব) হয় না অর্থাৎ ঐরূপ ভ্রমই হইয়া থাকে এবং শশ-শৃঙ্গের অদর্শন স্থলে উক্তরূপ যোগ্যতা নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় "শশকের শৃঙ্গ" এরূপ প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং শশ-শৃঙ্গের অদর্শন এই উভয় কদাচ মিলিত হইতে পারে না অর্থাৎ "শশকের শৃঙ্গ" এরূপ প্রত্যক্ষের যোগ্যতা সম্ভব পর হইলে অদর্শন ("শশকের শৃঙ্গ" এরূপ প্রত্যক্ষের অভাব) কিংবা শশ-শৃঙ্গের অদর্শন স্থলে "শশকের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রম-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা অর্থাৎ দোষ-ঘটিত সামগ্রী সম্ভব পর হয় না, ফলকথা শশ-শৃঙ্গের অদর্শন থাকিলে "শশকের শৃঙ্গ" এরূপ প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই কিংবা উক্তরূপ যোগ্যতা থাকিলে অদর্শন ("শশকের শৃঙ্গ" এরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষের অভাব) নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

পূ আত্মা নামে পরিচিত বস্তু সমুদয়।
কোন কোন বিষয়েতে অজ্ঞ বটে হয়॥ ১৪
এবং সকল আত্মা সর্ব্ব শক্তিহীন।
মোদের আত্মার মত পরমেশ ও দীন॥ ১৫

আত্মা মাত্রই কোনও বিষয়ে অজ্ঞ এবং কোনও কার্য্যে অক্ষম; অর্থাৎ কোনও আত্মাই সকল জানিতে পারে না এবং সকল কার্য্য করিতে পারে না ইহাই আত্মার স্বভাব। আমরা সকল কার্য্য করিতে পারি না এবং সকল জানিতে পারি না, ইহাতে ঐরূপই অনুমান হয়। পরমেশ্বর ও আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সুতরাং পরমেশ্বর ও সর্ব্ব শক্তিমান্ কিংবা সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না, তাহাকে কোনও কার্য্যে

অক্ষম এবং কোনও বিষয়ে অজ্ঞই বলিতে হয়। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর অলীক। অনুমান যথা—আত্মা মাত্রই, কিঞ্চিদ্বিষয়ানভিজ্ঞ অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ, আত্মত্ব হেতু; অথবা আত্মমাত্রই কিঞ্চিৎ কার্য্যাক্ষম অর্থাৎ অসর্ব্বকর্ত্তা, আত্মত্ব হেতু।]

উ— ইষ্টসিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধেঽংশে হেত্বসিদ্ধিরগোচরে।
নান্যা সামান্যতঃ সিদ্ধি র্জাতাবপি তথৈব সা ॥৪॥ মূ

প্রসিদ্ধ অংশে ইষ্ট-সিদ্ধি (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানের দ্বারা অহং ইত্যাকার প্রত্যক্ষের বিষয় জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষে অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অসর্ব্বকর্ত্তৃত্ব স্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি, ইষ্ট বা অভিপ্রেতার্থেরই সিদ্ধি বটে)। অগোচর বা অপ্রত্যক্ষ-ঈশ্বরে হেত্ব সিদ্ধি (স্বরূপাসিদ্ধি) দোষ হয়। সামান্যতঃ অন্যপ্রকার সিদ্ধি (অনুমিতি) সম্ভব পর নয়। আত্মত্ব জাতিতে ও সেইরূপ সেই স্বরূপাসিদ্ধি দোষই হয়।

উ— সিদ্ধের সাধন দোষ জীব-পক্ষ স্থলে।
ঈশ-অংশে হেত্বসিদ্ধি পক্ষাসিদ্ধ ব'লে ॥১৬
অন্যথা সামান্য সিদ্ধি সম্ভবেনা তাই।
জাতিতে স্বরূপা সিদ্ধি অন্যগতি নাই ॥১৭

জীব এবং ঈশ্বর সকল আত্মাই পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমানের পক্ষ; ঐপ্রকার অনুমানের দ্বারা জীব স্বরূপ পক্ষে অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অসর্ব্বকর্ত্তৃত্বের অনুমিতি করিতে গেলে সিদ্ধের সাধন দোষ হয়। তাৎপর্য্য-জ্ঞাতব্য বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা থাকিলে পুনরায় জানিবার প্রয়োজন থাকে না বলিয়া সিদ্ধ বা জ্ঞাত বিষয়ে অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় না; জীব, অসর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বকর্ত্তৃরূপে উভয়বাদি-সিদ্ধ; সুতরাং জীব স্বরূপ পক্ষে অসর্ব্বজ্ঞত্ব কিংবা অসর্ব্বকর্ত্তৃত্বের সাধক পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান করিতে

যাওয়া বৃথা। এবং ঈশ্বর স্বরূপ পক্ষেও ঐরূপ অনুমান করা যায় না, কারণ-বাদীর মতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমানে পক্ষের অসিদ্ধিদোষ থাকিয়াই যায় এবং সেই হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিদোষও হয়। ১। সুতরাং বিচার স্থলে ঐরূপ অনুমান সম্ভব পর হইতে পারে না। অথচ "ঈশ্বর নাই" ইহা বুঝিবার পক্ষে ঐরূপ অনুমান ভিন্ন অন্যবিধ অনুমানের সম্ভাবনা নাই। যদি বলা যায় পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমানের পক্ষ-আত্মা কি না-আত্মত্ব জাতি, অর্থাৎ আত্মত্বজাতিই ঐরূপ অনুমানের পক্ষ; ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ হইলেও জীবে আত্মত্ব-জাতি প্রসিদ্ধ বলিয়া তাদৃশ অনুমানে পক্ষা সিদ্ধি দোষ নাই এবং পক্ষের অসিদ্ধিনিবন্ধন স্বরূপাসিদ্ধি দোষও নাই, ইহাও সম্ভবপর নহে; কারণ—আত্মত্ব জাতি পক্ষক অনুমানে অর্থাৎ "আত্মত্ব জাতি, অসর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বকর্ত্তা, আত্মত্ব হেতু" এতাদৃশ অনুমানে পক্ষ-আত্মত্ব জাতিতে অসর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অসর্ব্বকর্তৃত্ব উভয় বাদি-সিদ্ধ বলিয়া (১) সেই পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধ-সাধন দোষই হয় এবং আত্মত্ব জাতি স্বরূপ হেতু থাকেনা বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি দোষও হয়।

পূ— আগমে প্রসিদ্ধ ঈশ, পক্ষকরি' তায়।
অস্তিত্ব-বিরহ সাধ্য, তর্ক পুনরায়॥ ১৮

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বর প্রসিদ্ধ; সুতরাং ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া অস্তিত্বাভাবের অনুমিতি করিতে গেলে পক্ষাসিদ্ধি দোষ ঘটিতে পারে না। ঈশ্বর, অস্তিত্বভাববান্, বাহ্যরূপে জ্ঞানের অবিষয়ত্ব

(১) পক্ষবৃত্তিত্বরূপে হেতুর জ্ঞান অর্থাৎ হেতুটী পক্ষে আছে ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় অনুমিতির কারণ। পক্ষ যদি প্রসিদ্ধ না হয় তবে হেতুমান্ পক্ষ কিংবা পক্ষে হেতু ইত্যাদি নিশ্চয় হইতে পারে না; সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি দোষ 'অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট পক্ষের অসিদ্ধি (নিশ্চয়ের অভাব) ঘটে। ইহাই তাৎপর্য্য।

হেতু" ইত্যাদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাবের অনুমিতি করা যাইতে পারে।

উ— আগমাদেঃ প্রমাণত্বে বাধনাদনিষেধনং।

আভাসত্বে তু সৈব স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরুদ্ধৃতা ॥৫ ।মূ

আগমাদির প্রমাণত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ আগমাদি প্রমাণ হইলে বাধ হেতু (বাধদোষ সম্ভব পর বলিয়া) নিষেধ (অস্তিত্বের নিষেধ) সম্ভবপর হয় না ; আর যদি আগমাদির আভাসত্ব স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ আগমাদি প্রমাণাভাস হয়) তাহা হইলে সেই অনিবার্য্য আশ্রয়াসিদ্ধি দোষই হয়।

উ— আগম প্রমাণ হ'লে বাধ দোষ হয়।

অস্তিত্ব-নিষেধ সাধ্য পরমার্থ নয় ॥১৯

না হয় প্রমাণ যদি আগম পুরাণ।

পক্ষাসিদ্ধি দোষে নহে সত্য অনুমান ॥২০

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ হইলে ঐ সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বহুশঃ উক্ত হওয়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ফলতঃ ঈশ্বরে পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমানের সাধ্য-অস্তিত্বাভাবের নিষেধ-অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া বাধদোষ হয়, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমানে অস্তিত্বাভাব যথার্থতঃ সাধ্য হইতে পারে না। আর যদি ঐ সকল শাস্ত্র প্রমাণ না হয়, তবে পক্ষ-ঈশ্বরের অসিদ্ধি বশতঃ ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাবের সদনুমান সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমান অসদনুমান মধ্যেই গণ্য হয়।

পূ—কেবল অদৃষ্টি বলে অভাবের জ্ঞান।

যোগ্যতার সাহচর্য্যে নাই পরমাণ ॥২১

প্রত্যক্ষ না হয় যার সত্তা নাই তার।
দরশন নাই ব'লে ঈশ মানা ভার ॥২২
লিঙ্গজ্ঞানে সম্ভাবনা নহে অনুমিতি।
অনুমান অপ্রমাণ চার্ব্বাকের গীতি ॥২৩
প্রবৃত্তি বহ্নির তরে ধূম-দরশনে।
সম্ভাবনা মাত্রে, তাই, নিষেধ মননে ॥২৪

প্রত্যক্ষের যোগ্যতার সহচর অদর্শন অর্থাৎ একত্র মিলিতরূপে প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাতে প্রমাণ নাই, প্রতিযোগীর অদর্শন মাত্রই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ; প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ-যোগ্য হওয়ার আবশ্যক নাই। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না উহা নাই। অতীন্দ্রিয়-পরমাণু প্রভৃতি না থাকিলেও ক্ষতি নাই (১), তবে কথা হইতে পারে বস্তুর প্রত্যক্ষ না হইলেই উহা নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে কেন? অপ্রত্যক্ষ-বস্তু অনুমানাদিপ্রমাণের সাহায্যে জানা যাইতে পারে; ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমান প্রমাণের বিষয়, এরূপও বলা যায় না; কারণ—অনুমান প্রভৃতি প্রমাণই নয়, প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই। লিঙ্গ বা হেতুর দর্শনে সাধ্যের যথার্থ জ্ঞান সম্ভব পর হইলে অনুমানের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু হেতুর দর্শনে সাধ্যের যে জ্ঞান হয় উহা সম্ভাবনা মাত্র অর্থাৎ সাধ্য বস্তুটী থাকিলে থাকিতে পারে এরূপ সংশয় মাত্র। ধূম-দর্শনে পর্ব্বতাদিতে সাধ্য-বহ্নির জ্ঞান ও সম্ভাবনা মাত্র; অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে বহ্নি হয়ত থাকিতে পারে এইরূপ সংশয় মাত্র। এইরূপ সম্ভাবনার বলেই ধূমদর্শনে

(১) পর্ব্বত এবং সর্ষপের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বই উহাদের অসমানতার কারণ, তন্নিমিত্ত উহাদের অবিভাজ্য-সূক্ষ্মতম-অতীন্দ্রিয়-অংশ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

বহ্নি আহরণের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যে জ্ঞান অনুমিতি বলিয়া কথিত হয় উহা সংশয়াত্মক জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান নহে; সুতরাং এইরূপ সম্ভাবনার কারণীভূত পরামর্শ স্বরূপ অনুমান প্রমাণ (প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ) নহে। ইহা চার্ব্বাকগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধগণের আপত্তি; বৌদ্ধগণ বস্তুতঃ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করে।

উঃ—দৃষ্ট্যদৃষ্ট্যো র্ন সন্দেহো ভাবাভাব বিনিশ্চয়াৎ।
অদৃষ্টি-বাধিতে হেতৌ প্রত্যক্ষ মপি দুর্লভং॥ ৬। মূ

দৃষ্টি (উপলব্ধি) থাকিলে ভাবের (প্রতিযোগীর) অথবা অদৃষ্টি (উপলব্ধির অভাব) থাকিলে অভাবের নিশ্চয় বশতঃ সংশয় হইতে পারে না। অদৃষ্টি (উপলব্ধির অভাব) বশতঃ হেতু (প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়াদি) বাধিত হইলে প্রত্যক্ষ ও দুর্লভ হয়।

উঃ—ভাবাভাব দুইকোটী সংশয়-ধরম।
একের বিজ্ঞানে তার হয় না জনম॥২৫
অভাব নিশ্চিত হয় অদর্শন বলে।
দরশনে ভাব-জ্ঞান, বুঝিবে কৌশলে॥২৬
অদৃষ্টি বশতঃ যদি অভাব প্রত্যয়।
অতীন্দ্রিয়-ইন্দ্রিয়াদি বাধিত নিশ্চয়॥২৭
ইন্দ্রিয় করণ বিনা সাক্ষাৎকার জ্ঞান।
সম্ভবেনা; শুষ্ক তর্ক ওহে মতিমান॥২৮
দূরগত পুত্রাদির অদর্শন বলে।
অভাব বুঝিয়া তবে কাঁদুক সকলে॥২৯

গৃহে প্রত্যাগত হয় যদি প্রাণ-মণি।
উল্লাসে মাতিয়া কেন উঠহে তখনি ॥৩০

সম্ভাবনা—সংশয়, ইহা একত্র ভাব এবং অভাব এই দুইকোটী বা পরস্পর প্রতিপক্ষ বিষয়ক জ্ঞান ; সংশয়ের যে কোনও এককোটির অর্থাৎ ভাব কিংবা অভাব এই দুইএর একতরের নিশ্চয় থাকিলে সংশয় হয় না। পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কি না? একটী সংশয়, বহ্নি এবং বহ্নির অভাবই এই সংশয়ের কোটি ; পর্ব্বতে বহ্নি কিংবা বহ্নির অভাব এই উভয়ের একতরের নিশ্চয় (অর্থাৎ পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিংবা বহ্ন্যভাববান্ এইরূপ নিশ্চয়) থাকলে পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিনা? এরূপ সংশয় হয় না। এমত অবস্থায় অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর অদর্শনমাত্রকে কারণ বলিলে ধূম-দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির সম্ভাবনাস্থলে প্রতিযোগি-বহ্নির অদর্শন হেতু বহ্ন্যভাবের নিশ্চয় বশতঃ পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কি না? এরূপ সম্ভাবনা বা সংশয় হইতে পারে না। এইরূপ সন্দিগ্ধস্থল মাত্রেই ভাবের অদর্শন বা প্রত্যক্ষতঃ নিশ্চয়ের অভাব বশতঃ অভাবের নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া সংশয়মাত্রের উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়। অপিচ-কেবল ভাব বা প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ যদি অভাবের নিশ্চয় স্বীকার করা যায়, তবে অতীন্দ্রিয়-চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দর্শন সম্ভবপর নয় বলিয়া অদর্শন বশতঃ ইন্দ্রিয় সকল বাধিত হইতে পারে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের অভাব নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয় নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ মাত্রের প্রামাণ্য-বাদীর মতেও ইন্দ্রিয়ের অভাব বশতঃ প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে না। অপিচ পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ দূরদেশে গমন করিলে কেবল অদর্শন বশতঃ তাহাদের অভাব নিশ্চয় করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে হয়, তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিলেও আনন্দিত হওয়ার হেতু থাকে না। তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়ের অদর্শন

বশতঃ ইন্দ্রিয় নাই ইহা নিশ্চিত এবং পুত্রাদির অদর্শন বশতঃ উহারাও নাই (অর্থাৎ, উহাদের অভাব) হইয়াছে ইহাও নিশ্চিত, সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণ-ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এবং বিষয়-পুত্রাদি নাই বলিয়া পুত্রাদির আগমন অসম্ভব। সুতরাং ইহারাই আমাদের পুত্র পৌত্রাদি এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না, আনন্দিত হওয়ার হেতু থাকে না।

পূ—কেবল অদৃষ্টি যদি না হয় কারণ।
অযোগ্য-উপাধি শঙ্কা হয় সংঘটন ॥ ৩১
ব্যভিচার-সংশায়ক উপাধি-সংশয়।
অসম্ভব হয় তাই ব্যাপ্তির নিশ্চয় ॥ ৩২
কেবল অদৃষ্টি বলে অভাব-প্রত্যয়।
স্বীকার করিলে হয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় ॥ ৩৩

যাহা সাধ্যের ব্যাপক অর্থাৎ সাধ্যের সমুদায় আশ্রয়ে থাকে, ফলকথা সাধ্যের আশ্রয়ে যাহার অভাব থাকে না এবং হেতুর অব্যাপক অর্থাৎ হেতুর সমুদায় আশ্রয়ে থাকে না, ফলকথা হেতুর আশ্রয়ে যাহার অভাব থাকে তাহাই উপাধি। আদ্র-ইন্ধন (ভিজা কাঠ প্রভৃতি) ধূমের সমুদায় আশ্রয়েই থাকে, সুতরাং ধূমের ব্যাপক এবং বহ্নির সমুদায় আশ্রয়ে থাকেনা, তপ্তলৌহ পিণ্ডে বহ্নি থাকে আদ্র-ইন্ধন থাকেনা, সুতরাং বহ্নির অব্যাপক। অতএব ধূমবান্ বহ্নিহেতু এইস্থলে আদ্র-ইন্ধন উপাধি। আদ্র-ইন্ধন বহ্নির অব্যাপক বলিয়া অর্থাৎ তপ্ত-লৌহপিণ্ডে আদ্র-ইন্ধনের অভাব আছে বলিয়া বহ্নি, আদ্র-ইন্ধনের ব্যভিচারী এবং আদ্র-ইন্ধন ধূমের সমুদায় আশ্রয়েই থাকে, সুতরাং বহ্নি আদ্র-ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া ধূমের ও ব্যভিচারী ; এইরূপ উপাধি সম্ভবপর স্থল মাত্রেই হেতু উপাধির

ব্যভিচারী বলিয়া অর্থাৎ সোপাধিক (১) বলিয়া অবশ্যই সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় যে আধারে উপাধির ব্যভিচার অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্টতা বা সোপাধিকত্ব সেই আধারেই সাধ্যের ব্যভিচার থাকে বলিয়া যাহা উপাধির ব্যভিচারী বা সোপাধিক তাহাই সাধ্যের ব্যভিচারী এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সোপাধিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্টতা কিংবা উপাধির ব্যভিচার ইহারা সাধ্যের ব্যভিচারের ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের সংশয় ব্যাপকের সংশয়ের জনক অর্থাৎ কোনও আধারে ব্যাপ্যের সংশয় হইলে ব্যাপকের সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য; বহ্নি ধূমের ব্যাপক; পর্ব্বত, ধূমবান্ কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয় হইলে পর্ব্বত বহ্নিমান্ কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় হইয়া থাকে। সুতরাং হেতু, সোপাধিক কিনা অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট কিনা? অথবা উপাধির ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয় হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় অর্থাৎ হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বিচার স্থলে মধ্যস্থের সোপাধিক-হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার-সংশয় অবশ্যম্ভাবী; ব্যভিচার সংশয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক, কারণ—হেতু সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত কিনা? অর্থাৎ সাধ্য না থাকিলেও

---

(১) উপাধি সম্ভবপর স্থলেই হেতুকে সোপাধিক বলা হয়, কারণ—ঐরূপ স্থলে উপাধি হেতুর বিশেষণ রূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে। কোনও বস্তু বিশেষণ হইতে হইলে বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াও হয়। উপাধি হেতুর অব্যাপক, হেতুর আশ্রয়ে উপাধির অভাব থাকা নিয়ম, সুতরাং উপাধির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতিই অর্থাৎ ব্যভিচারই বিশেষ্য-হেতুতে বিশেষণ-উপাধির সম্বন্ধ। সুতরাং ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট হেতুই সোপাধিক। এবং ঐ নিমিত্ত সোপাধিক-হেতুকে ফলতঃ উপাধির ব্যভিচারী বলা যাইতে পারে।

হেতু থাকে কিনা? অথবা হেতুর আশ্রয়-সমুদায় স্থানে সাধ্য থাকে কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয়ই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়। এইরূপ ব্যভিচার সংশয় হইলে সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে হেতুর অনবস্থিতি স্বরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় কিংবা যে অধারে হেতু সেই আধারের সাধ্য কিংবা হেতু সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত নয় বা থাকে না কিংবা হেতু সাধ্যের নিয়ত সহচর ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং হেতুতে সোপাধিকত্বের সংশয় কিংবা উপাধির ব্যভিচার-সংশয় অর্থাৎ হেতু সোপাধিক কিনা? হেতু উপাধির ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় পরম্পরা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক। ✓ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অনুমিতির কারণ, ব্যাপ্তি নিশ্চয় না হইলে অনুমিতি হয় না, সুতরাং হেতুতে সোপাধিকত্বের কিংবা উপাধির ব্যভিচারের সংশয় হইলে ফলতঃ অনুমিতি অসম্ভব হয়।
✓অতএব হেতুতে সোপাধিকত্বের (ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্টতার সংশয়-নিরাস করা আবশ্যক। সোপাধিকত্ব-সংশয়ের কোটী অর্থাৎ বিশেষণ হইতেছে সোপাধিকত্ব এবং সোপাধিকত্বের অভাব। সংশয়ের একতর কোটীর নিশ্চয় হইলে সংশয় থাকেনা বা হয় না, অতএব হেতু সোপাধিক (ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট) কিংবা সোপাধিকত্বের (ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্টতার) অভাব বিশিষ্ট ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইলে হেতু সোপাধিক কিনা? ইত্যাদি সংশয় থাকিতে পারে না। যদিও সদ্ধেতু স্থলে বাস্তবিক উপাধি থাকে না, অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক এরূপ পদার্থ প্রসিদ্ধ হয় না; পর্ব্বত, বহ্নিমান্‌ ধূমহেতু এই একটী সদ্ধেতু স্থল, জগতে এরূপ পদার্থ প্রসিদ্ধ নাই যাহা বহ্নির ব্যাপক এবং ধূমের অব্যাপক অর্থাৎ বহ্নির সমুদায় আশ্রয়ে থাকে এবং ধূমের সমুদায়

আশ্রয়ে থাকে না, প্রত্যক্ষতঃ ঐরূপ পদার্থের দর্শন অসম্ভব; তথাপি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক (যেমন—বহ্নিমান্ ধূমহেতু এইস্থলে বহ্নির ব্যাপক এবং ধূমের অব্যাপক) অতীন্দ্রিয়-পদার্থ আছে কি না? ঐরূপ পদার্থ সম্ভবপর কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় মূলে হেতু সোপাধিক কিনা? অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়-উপাধি বিশিষ্ট কিনা? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। তাহা হইলে ফলতঃ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অসম্ভব হয়। এইরূপ সোপাধিকত্ব অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়-উপাধি বিশিষ্টতার অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ হেতু ব্যভিচার সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় উপাধি বিশিষ্ট নয় ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় আবশ্যক। ১। এমত অবস্থায় প্রতিযোগীর অদর্শন মাত্র অভাব প্রত্যক্ষের কারণ না হইয়া যদি প্রত্যক্ষের যোগ্য প্রতিযোগীর অদর্শন অভাব প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধির অভাব-নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধি বিশিষ্টতার সংশয়ের অর্থাৎ হেতু ব্যভিচার সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়-উপাধি বিশিষ্ট কিনা (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়-উপাধি সম্ভবপর কি না? এইরূপ সংশয়মূলে হেতু সোপাধিক কিনা?) এইরূপ সংশয়ের নিরাস হইতে পারে না; হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অসম্ভব হয়। প্রতিযোগীর অদর্শনমাত্র অভাব প্রত্যক্ষের কারণ হইলে সদ্ধেতুস্থলে প্রত্যক্ষ-যোগ্য কিংবা অতীন্দ্রিয় উভয়বিধ উপাধিরই অর্থাৎ সামান্যতঃ সোপাধিকত্বের (উপাধি-বিশিষ্টতার) অভাব নিশ্চয় হইতে পারে,

(১) সদ্ধেতুস্থলে উপাধি বাস্তবিক প্রসিদ্ধ হয় না, সুতরাং উপাধির প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলিয়া "হেতু সোপাধিক" এইরূপ যথার্থ প্রত্যক্ষ নিশ্চয় হইতে পারে না; সুতরাং হেতু সোপধিক নয়, হেতু সোপাধিকত্বের অভাববিশিষ্ট অথবা হেতুতে সোপাধিকত্ব নাই ইত্যাদি নিশ্চয়কেই "হেতু সোপাধিক কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরাসক বলিতে হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষকারীর অভিপ্রায়।

সুতরাং হেতু সোপাধিক কিনা এইরূপ সংশয়ের নিরাস হইতে পারে বলিয়া হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব হয় না, সুতরাং অনুমানের উচ্ছেদ হয় না। অতএব প্রতিযোগীর অদর্শন মাত্রকেই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়। ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়না বলিয়াই ঈশ্বর নাই ইহা বলা যাইতে পারে।

উ—শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব নচেচ্ছঙ্কা তত স্তরাং।

ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্ম্মতঃ ॥মূ।৭

শঙ্কা যদি আছে তবে অনুমিতি ও আছে (ইহা স্বীকার করিতে হয়)। যদি শঙ্কা না থাকে তবে সুতরাং অনুমিতি আছে (ইহা ও স্বীকার করিতে হয়)। শঙ্কা ব্যাঘাতাবধি এবং তর্ক শঙ্কাবধি।

উ— সংশয় স্বীকৃত হ'লে সিদ্ধ অনুমান।
অস্বীকারে সুতরাং ব্যাপ্তির বিজ্ঞান ॥ ৩৪
তর্কদ্বারা হয় কোথা সংশয়-বিলয়।
কোথাও ব্যাঘাত বশে শঙ্কা নাহি হয় ॥ ৩৫

হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় স্বীকার করিলে অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না, অনুমিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য—সংশয় হইতে হইলে সংশয়ের কোটি বা বিশেষণ এবং ধর্ম্মী বা বিশেষ্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিনা? একটী সংশয়, বহ্নি এবং বহ্নির অভাব এই উভয় উক্ত সংশয়ের কোটী বা বিশেষণ এবং পর্ব্বত ধর্ম্মী বা বিশেষ্য; পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিনা এইরূপ সংশয় হইতে হইলে বহ্নি, বহ্নির অভাব, এবং পর্ব্বত এই সকলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক; এসকল যে জানেনা তাহার সংশয় হইতে পারে না পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিনা? এমত অবস্থায় অতীন্দ্রিয়-উপাধি-সংশয় বশতঃ

হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় স্বীকার করিলে অনুমিতি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না। বহ্নিমান্ ধূমহেতু এই স্থলটীকে নিয়া ইহা বুঝা যাউক; ধূম, বহ্নির ব্যভিচারী কি না? অর্থাৎ ধূম, বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয়ই বহ্নিমান্ ধূম হেতু, এইস্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়। বহ্নির ব্যভিচার, বহ্নির ব্যভিচারের অভাব এ উভয় উক্ত সংশয়ের কোটী বা বিশেষণ এবং ধূম ধর্ম্মী বা বিশেষ্য; ঐরূপ সংশয় হইতে হইলে বহ্নির ব্যভিচার, বহ্নির ব্যভিচারের অভাব এবং ধূম এ সকলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক; এসকল যে জানে না তাহার সংশয় হইতে পারে না ধূম, বহ্নির ব্যভিচারী কি না? বহ্নির ব্যভিচার বুঝিতে হইলে বহ্নিজ্ঞানের আবশ্যকতা; বহ্নি কিরূপ ইহা যে জানে না সে বুঝিতে পারে না বহ্নির ব্যভিচার কি? সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না? এইরূপ সংশয় হইতে হইলে বহ্নিজ্ঞানের আবশ্যকতা। এমত অবস্থায় বহ্নি এবং ধূম যে জানে না তাহার সংশয় হইতে পারে না যে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না?। কিন্তু একদা একত্র বহ্নি এবং ধূম উভয়ের প্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষ-ধূম এবং প্রত্যক্ষ-বহ্নিকে বিষয় করিয়া ব্যভিচারাভাব নিশ্চয় অর্থাৎ ধূম বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত নয় ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক. ব্যভিচারাভাব-নিশ্চয় ব্যভিচার সংশয়ের প্রতিবন্ধক; সুতরাং ঐরূপ বহ্নি এবং ধূমকে বিষয় করিয়া ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে না বা হয় না। কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয় (অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ) বহ্নি এবং ধূমকে বিষয় করিয়াই ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? এইরূপ সংশয় হওয়া সম্ভবপর। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? এইরূপ সংশয়ের প্রাক্‌কালে কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয়, বহ্নি এবং ধূমের জ্ঞান প্রত্যক্ষ

প্রমাণের দ্বারা সম্ভবপর নয়, অথচ বহ্নি এবং ধূমের জ্ঞান ব্যতীত ঐরূপ সংশয় হইতে পারে না; সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? এইরূপ সংশয় স্বীকার করিলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয় বহ্নি এবং ধূমের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় (১)। এমত অবস্থায় ধূমে বহ্নির ব্যভিচার-সংশয় স্বীকার করিলে অনুমিতি অস্বীকার করা যায় না অর্থাৎ অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। আর যদি ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশয় না থাকে অর্থাৎ সৌগতগণ ঐরূপ সংশয় অস্বীকার করে, তবে প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে; ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলে যদি বিশেষ বাধা না থাকে তবে অনুমিতি অবশ্যম্ভাবী; অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয় (২)। তবে কথা হইতে পারে হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধির-সংশয় হইলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না, সুতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়-নিরাস করা আবশ্যক; তাহা করিতে হইলে কেবল অদর্শনকেই অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়; (পূর্ব্বপক্ষে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে); তাহা সঙ্গত নহে, কারণ—তর্ক সংশয়-নিবর্ত্তক; স্থল বিশেষে তর্কের দ্বারাও ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহা বহ্নিমান্ ধূম হেতু এই

(১) সৌগতগণ শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করে না; তাহাদের মতে অপ্রত্যক্ষ-বস্তু একমাত্র অনুমানের বিষয়। সুতরাং তাহাদের মতে কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয় বহ্নি এবং ধূমের জ্ঞান অনুমানের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। ন্যায়মতে শব্দের দ্বারাও ঐরূপ বহ্নি এবং ধূমের জ্ঞান সম্ভবপর; তজ্জন্য অনুমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইতে পারে না।

(২) বহ্নিমান্ ধূমহেতু এই প্রসিদ্ধ স্থলে বিষয়টী বুঝান হইল; সর্ব্বত্র ব্যভিচার সংশয়স্থলে এইরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

স্থলটীকে নিয়া বুঝান যাইতেছে—ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? এরূপ সংশয়ই এই স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়। ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে বহ্নি জন্য নাহউক্‌, ইহাই এস্থলে ব্যভিচার সংশয়ের নিবর্ত্তক তর্ক (১)। কারণ—তর্কে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় কারণ বলিয়া ধূমে আপাদ্য-বহ্নিজন্যত্বাভাবের অভাব অর্থাৎ বহ্নিজন্যত্বের নিশ্চয় থাকা কালেই অর্থাৎ ধূম বহ্নিজন্য ইহা নিশ্চিত থাকিলেই ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশয় স্থলে কথিতরূপ তর্ক উপস্থিত হয়। আপাদ্য-ব্যাপক, আপাদক-ব্যাপ্য; ব্যাপকাভাবের নিশ্চয় থাকিলে ব্যাপ্যাভাবের নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক; সুতরাং কথিত তর্কের দ্বারা ধূমে আপাদক-বহ্নিব্যভিচারের অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয় এরূপ নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া কথিত তর্কের দ্বারাই ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কিনা? বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকে কি না? ইত্যাদিরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধির অভাব নিশ্চয়ের আবশ্যকতা নাই; সুতরাং কেবল অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে কথা হইতে পারে যে তর্কে, আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় কারণ বলিয়া আপাদকে আপাদ্যের ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস করা আবশ্যক, নতুবা তর্ক করা চলে না; এ নিমিত্ত যদি পুনঃ তর্ক উপস্থিত করিতে হয় তবে এইরূপে অবিশ্রান্ত তর্ক করা আবশ্যক হইয়া পরে, তর্ক-ধারার অবসান হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ হয়, কেবল তর্ক করাই সার হয়; প্রকৃত সংশয়ের নিরাস হইতে পারে না। কিন্তু সংশয়ের নিরাস হইতে দেখা যায়, কেহই অবিশ্রান্ত তর্ক করে না; সুতরাং তর্কের দ্বারাই সংশয়ের নিবৃত্তি হয় এরূপ নহে, সংশয়-নিবৃত্তির জন্য তর্ক একমাত্র

(১) এস্থলে বহ্নির-ব্যভিচার আপাদক এবং আপাদ্য-বহ্নিজন্যত্বাভাব বা বহ্নিজন্যের ভেদ।

উপায় নহে ; কোনও স্থলে ব্যাঘাতাদি অন্য উপায়েও সংশয়-নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত অবিশ্রান্ত তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন—ঐ স্থলেই বহ্নির ব্যভিচার স্বরূপ আপাদকে বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচার সংশয় হইলে তন্নিরাসের নিমিত্ত তর্ক করিবার প্রয়োজন হয় না ; ব্যাঘাতের দ্বারাই ঐস্থলে আপাদক-বহ্নিব্যভিচারে আপাদ্য-বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস হইয়া থাকে। ব্যাঘাত কিনা তর্ককারী পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ ; সংশয় নিরাসের নিমিত্ত তর্ক করিতে হয় ঐ পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ না হয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ ঘটিলে তর্ক করিবার আবশ্যকতা থাকে না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধই সংশয় দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভোজনে, ধূমের নিমিত্ত বহ্নির আহরণে পুরুষকে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ইহা যে অনুভব করিয়াছে ক্ষুধা হইলে তাহারই ভোজনে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয় ; বহ্নিব্যতিরেকে ধূম হয় না, ধূম বহ্নিজন্য, ইহা যে জানে তাহারই ধূমের নিমিত্ত বহ্নির আহরণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে ধূম বহ্নিজন্য ইহা যে নিশ্চয়রূপে জানে সেই তর্ক করিতে পারে যে "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তবে বহ্নিজন্য না হউক,। এমত অবস্থায় বহ্নির ব্যভিচারে বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচার সংশয় হইলে ধূমের নিমিত্ত বহ্নির আহরণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ হয়, কারণ—বহ্নির ব্যভিচার কিনা বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি এবং বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচার কিনা বহ্নিজন্যত্বাভাবের যে অভাব অর্থাৎ বহ্নিজন্যত্ব তদ্ বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি অর্থাৎ বহ্নিজন্য-বস্তুতে অবস্থিতি। বহ্নিজন্য-বস্তুতে বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থান সম্বন্ধীয় অবস্থিতি থাকে না অর্থাৎ বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে বহ্নিজন্য-বস্তুর অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। এমত অবস্থায় বহ্নির ব্যভিচার বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচারী

কিনা? অর্থাৎ বহ্নিজন্য-বস্তু বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে থাকা সম্ভবপর কিনা, এইরূপ সংশয় হইলে ধূম বহ্নিজন্য ইহা যে নিশ্চয়রূপে জানে তাহার ধূমের নিমিত্ত বহ্নির আহরণে প্রবৃত্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; অভিজ্ঞগণকে ধূমের নিমিত্ত বহ্নির আহরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধই এস্থলে ব্যভিচার সংশয় দূর করিয়া দেয়; যাহা বহ্নির ব্যভিচারী তাহাই বহ্নিজন্যত্বাভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ বহ্নিজন্য নয়, এরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে বাধা থাকে না, এজন্য তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই, সুতরাং অনবস্থা হয় না; "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তবে বহ্নিজন্য না হউক" এরূপ তর্ক করা অসম্ভব হয় না। সর্ব্বত্র সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত তর্কের আবশ্যকতা নাই, স্থল বিশেষে ব্যাঘাতের দ্বারা ও সংশয়ের নিরাস হইয়া থাকে। [হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধি সংশয়ের নিবর্ত্তক-অতীন্দ্রিয় উপাধির অভাব নিশ্চয়ের নিমিত্ত কেবল অদর্শনকে কারণ বলিতে হয় না, অনুমানের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না।] বিষয়টী বড়ই দুরূহ এবং জটিল, সুধীগণ প্রণিধান করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

পূ—সাদৃশ্য-গ্রাহকমান বটে উপমান।
সাদৃশ্য বিরহে ঈশ খ-পুষ্প সমান॥ ৩৬
ঊর্ণনাভ সমতুল যদি পরমেশ।
অসর্ব্বজ্ঞ তবে ঈশ নহেত বিশেষ॥ ৩৭

প্রমাণ সমূহের মধ্যে যে প্রমাণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ-বস্তুতে প্রত্যক্ষ বস্তুর সাদৃশ্য-জ্ঞান জন্মে তাহাই উপমান প্রমাণ। যেমন—পরিদৃশ্যমান এই বস্তুটী (গবয়টী) গোসদৃশ এরূপ প্রত্যক্ষীকৃত গবয় (নীল গাই) বস্তুতে গো-সাদৃশ্য জ্ঞান একটী উপমান প্রমাণ, এইরূপ সাদৃশ্য জ্ঞানের পরে "সেই

গরুটী অর্থাৎ তদানীং প্রত্যক্ষের অবিষয় গরুটী এই দৃশ্যমান বস্তুর সদৃশ এইরূপ যথার্থ জ্ঞানই উপমিতি প্রমিতি অর্থাৎ ঐরূপ উপমান প্রমাণের ফল। যাহার সদৃশ বস্তু নাই এরূপ কিছুই নাই; সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরের সদৃশ বস্তু উপলব্ধির অবিষয়, সুতরাং কোনও বস্তুতে সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরের সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ "ইহা সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর সদৃশ" এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা "সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর ইহার সদৃশ" এরূপ যথার্থ উপমিতি সম্ভবপর নয়। এমত অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরে উপমান প্রমাণের বিষয়তা নাই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর তুলনা রহিত আকাশ-কুসুম (১)। অথবা কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজের শরীরের সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর জীবগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিজের শরীর অর্থাৎ জগতের উপাদান ভূত-পরমাণুর সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ জাল প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপ উপমান প্রমাণের দ্বারা বরং ঈশ্বরে ঊর্ণনাভ-সাদৃশ্য জ্ঞান অর্থাৎ "ঈশ্বর ঊর্ণনাভ সদৃশ" এরূপ জ্ঞান হইতে পারে; তাহা হইলে জগৎ কর্ত্তা-ঈশ্বর ঊর্ণনাভ সদৃশ-অসর্ব্বজ্ঞ ইহাই অবধারিত হয়, সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর তুলনা রহিত আকাশ-কুসুম।

বৈশেষিক মতে উত্তর –

উপমান অনুমান নহে স্বতন্তর।
উপমানে প্রতিবন্ধ নহে দৃষ্টচর ॥ ৩৮

---

(১) অদ্বৈত বাদের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি করা চলে না; ব্রহ্ম তুলনা রহিত হইলেও আকাশ কুসুম নহে; কিন্তু নৈয়ায়িক দ্বৈতবাদী, অসংখ্য ব্যষ্টির পারমার্থিকতা স্বীকার করে; সুতরাং পরমার্থতঃ দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি অনুগত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ন্যায় মতে অবশ্য স্বীকার্য্য। ঈশ্বরের এরূপ কোনও বিশেষ ধর্ম্ম নাই যাহা অন্যে সম্ভবপর, সুতরাং ঈশ্বর অলীক আকাশ-কুসুম; ইহাই পূর্ব্বপক্ষকারীর অভিসন্ধি।

অনুমানের অন্তর্গত রূপেই উপমানের প্রামাণ্য; উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য নাই (১)। সুতরাং উপমানের দ্বারা প্রতিবন্ধ: অর্থাৎ নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে কথা হইতে পারে উপমান অনুমানের অন্তর্গত ইহা স্বীকার করিলেও অনুমান স্বরূপে উপমানের দ্বারা প্রতিবন্ধ না হয় কেন? ইহা ঠিক্ নহে, কারণ—উপমান অনুমানের অন্তর্গত হইলেও অনুমানের স্বরূপ উপমান-প্রমাণ অনুকূলতর্ক-পরিশুদ্ধ নয় বলিয়া দুর্ব্বল এবং অনুকূলতর্ক-পরিশুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বরসাধক-অনুমান প্রমাণ বলবান্। সুতরাং দুর্ব্বল-উপমান প্রমাণের দ্বারা বলবৎ-অনুমান প্রমাণের কার্য্য সর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বর বিষয়ক অনুমিতি (নিশ্চয়) বাধিত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—উপমান যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ হয় তবে অনুমান এবং উপমান প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ বলিয়া ইহাদের বলাবল নিরূপণ করা দুষ্কর হয়, সুতরাং উপমানও কদাচিৎ ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে; কিন্তু উপমান অনুমানের অন্তর্গত হইলে বলাবল বিচার করা যাইতে পারে, কারণ—অনুকূলতর্কই অনুমানের বল; এমত অবস্থায় যে অনুমান অনুকূল

---

(১) "ইহা গোসদৃশ" এরূপ সাদৃশ্যজ্ঞানের দ্বারা "সেই গরুটী ইহার সদৃশ" এরূপ প্রমাজ্ঞান হইয়া থাকে; ইহাই অতিরিক্ত উপমান প্রমাণ বাদীগণের অভিমত। কিন্তু "সেই গরুটী ইহার সদৃশ" এরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত ইহা সেই গরুর সদৃশ এইরূপ উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ—"ইহা সেই গরুর সদৃশ" এরূপ জ্ঞানের পরে সেই গরুটী ইহার সদৃশ এরূপ জ্ঞান হইতে হইলে "যে বস্তুতে ইহার সাদৃশ্য নাই ইহা ঐ বস্তুর সদৃশ হইতে পারে না" এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকা আবশ্যক; নতুবা "ইহা সেই গো-সদৃশ" এরূপ বুঝিলেই সেই গোটী ইহার সদৃশ এরূপ জ্ঞান হইবে কেন? সুতরাং উপমান স্থলেও ব্যাপ্তি জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। এমত অবস্থায় ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য বলিয়া উপমিতি প্রমিতি অনুমিতিরই অন্তর্গত, অনুমানরূপেই উপমানের প্রামাণ্য, উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান (অনুমান) নিরপেক্ষ প্রামাণ্য নাই। কথিতরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানই উপমানরূপী অনুমান।

তর্কের দ্বারা পরিশুদ্ধ তাহাই অধিক বলবান্ বলিয়া অনুকূলতর্ক-পরিশুদ্ধ ঈশ্বরানুমান অর্থাৎ "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" ইত্যাদিরূপ অনুমান অনুকূলতর্কের দ্বারা অপরিশুদ্ধ-দুর্ব্বল-উপমানরূপী অনুমানের দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। ঈশ্বরানুমানের উপযুক্ত অনুকূলতর্ক প্রথম স্তবকে বলা হইয়াছে এবং পঞ্চম স্তবকেও বলা হইবে, ঐ সকল দ্রষ্টব্য।

পূ—উপমান মানান্তর সাদৃশ্য-গ্রাহক।
সাদৃশ্য স্বতন্ত্র-বস্তু বলে মীমাংসক॥ ৩৯
গুণে স্থিতি হেতু নহে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম।
সাপেক্ষ পদার্থ, তাই নহে জাতি, ধর্ম্ম॥ ৪০
প্রতিযোগী-হীন ব'লে নহেত বিরহ।
এইরূপে মীমাংসক বাড়ায় কলহ॥ ৪১

সাদৃশ্য অতিরিক্ত পদার্থ; ইহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত নহে। কারণ—রূপ, রস প্রভৃতি গুণে ও সাদৃশ্য আছে, এই আম্র ফলটীর আস্বাদ মধুর মত,ইহার রূপ যেন কাঁচা সুবর্ণের ন্যায় ইত্যাদি রূপ অনুভব সকলেরই হয়। গুণে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম থাকে না; সুতরাং সাদৃশ্য সপ্তপদার্থের অন্তর্গত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম নহে। সাদৃশ্য জাতিও নহে, কারণ-জাতি নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ অপর কোনও বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়াও দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতির স্বরূপতঃ জ্ঞান হয়, কিন্তু সাদৃশ্যের স্বরূপতঃ জ্ঞান হয় না; কোনও বস্তুর সাদৃশ্য বুঝিতে হইলে সাদৃশ্যটী যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং সাদৃশ্য সাপেক্ষ পদার্থ। যাহা সাপেক্ষ তাহা নিরপেক্ষ জাতি পদার্থ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি অসাধারণ-ধর্ম্ম বা জাতি ব্যতিরেকে ঘট, পট প্রভৃতি কিছুই নহে। ঘটের অসাধারণ ধর্ম্ম-ঘটত্ব জাতি নিয়াই

ঘট একটী বিশিষ্ট-বস্তু; সুতরাং ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ অর্থাৎ পটাদি হইতে বিশেষত্ব বা ব্যাবৃত্তির সম্পাদক। সুতরাং "ইহা ঘট" এইরূপ প্রত্যক্ষতঃ বুঝিতে হইলে ঘটে চক্ষুঃ সংযোগাদি ঘটিবার পরে প্রথমতঃ ঘটের অসাধারণ ধর্ম্ম বা জাতি ঘটত্বের নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু বিশেষণ জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভব পর হয় না; ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান না হইলে "ঘট" এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে না। এমত অবস্থায় প্রথমতঃ ঘটত্ব জাতির জ্ঞান করিতে যদি অপর কোন বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে ঐ অপর বস্তুব জ্ঞান করিতে ও আবার অন্য বস্তুর জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়; এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে, ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ প্রকৃত ঘট-বস্তুটী বিজ্ঞাত হইতে পারে না। সুতরাং বিষয়ে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ঘটিবা মাত্র ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি সকলের অবিশিষ্ট রূপে অর্থাৎ স্বরূপতঃ অর্থাৎ বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া জ্ঞান হয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। জাতি নিরপেক্ষ বা অখণ্ড পদার্থ। বিশিষ্ট পদার্থ ঐরূপ নহে, বিশিষ্টের জ্ঞান করিতে হইলেই বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। রক্তরূপ কি ইহা যে জানে না সে বলিতে পারে না এইটী রক্ত বস্ত্র; রক্ত বস্ত্র বুঝিতে হইলেই রক্তত্ব বা রক্তরূপ, বস্ত্রত্ব প্রভৃতি বিশেষণ-জ্ঞানের অপেক্ষা অনিবার্য্য। সাদৃশ্য ও বিশিষ্ট পদার্থ; সাদৃশ্যটী যে বস্তুর উহার জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায় না। "ইহা গো-সদৃশ" এইরূপ বুঝিতে হইলে গো বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; গো কি? ইহা যে জানে না সে বলিতে পারে না যে "ইহা গো-সদৃশ"; সুতরাং সাদৃশ্য সাপেক্ষ বা বিশেষণযুক্ত বিশিষ্ট পদার্থ; এমত অবস্থায় সাদৃশ্য জাতি পদার্থের স্বরূপ অর্থাৎ সাদৃশ্য একটী জাতি ইহা কিছুতেই বলা যায় না। সাদৃশ্য সমবায় কিংবা বিশেষ পদার্থেও থাকে

সুতরাং উহা সমবায় এবং বিশেষ ও নহে। তাৎপর্য্য—সাদৃশ্য, সমবায়ে থাকে অথচ সমবায়ের স্বরূপ স্বীকার করিলে সাদৃশ্যাত্মক সমবায়েও সাদৃশ্য আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, আবার ইহাকেও সমবায়ের স্বরূপ স্বীকার করিতে হয় এবং সাদৃশ্য, বিশেষ পদার্থে থাকে অথচ বিশেষের স্বরূপ স্বীকার করিলে সাদৃশ্যাত্মক বিশেষেও সাদৃশ্য আছে ইহা স্বীকার করিতে হয় আবার ইহাকেও একটী বিশেষের স্বরূপ স্বীকার করিতে হয়; এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। সুতরাং সাদৃশ্য সমবায় কিংবা বিশেষের স্বরূপ নহে। সাদৃশ্য অভাবও নহে, কারণ—কোনও বস্তুর সাদৃশ্য বুঝিতে হইলে ঐ বস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলেও প্রতিযোগীর অর্থাৎ সাদৃশ্যের অভাবের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই বলিয়া, ফল কথা "না" "নহে" ইত্যাদি নিষেধ-বোধক শব্দের দ্বারা সাদৃশ্যের জ্ঞান হয় না বলিয়া সাদৃশ্য অভাব পদার্থ হইতে পারে না। সাদৃশ্য, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্ত-পদার্থের অতিরিক্ত। এইরূপ সাদৃশ্যের জ্ঞাপক-উপমান একটী পৃথক্ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ-গবয়ে গো-সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হইলে তদানীং অপ্রত্যক্ষ-গোতে প্রত্যক্ষ-গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান অর্থাৎ "সেই গরুটী ইহার মত" এরূপ জ্ঞান গবয়ে গো-সাদৃশ্য জ্ঞান স্বরূপ উপমান প্রমাণের দ্বারাই হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষ-বস্তুতে তদানীং অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞানই ফলতঃ উপমান প্রমাণ। মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত; ঈশ্বরের সদৃশ কোনও বস্তু নাই বলিয়া ঈশ্বর তুলনা রহিত; ঈশ্বর এই কথাটী ভাক্ত উক্তিমাত্র।

উ—পরস্পর বিরোধে হি ন প্রকারান্তর স্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানা মুক্তি মাত্র বিরোধতঃ ॥৮ মূ

পরস্পর বিরোধ হেতু প্রকারান্তর স্থিতি (অর্থাৎ ভাব এবং অভাবের অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার) হইতে পারে না। উক্তিমাত্রের বিরোধ হেতু

(অর্থাৎ বলা মাত্রই বিরোধ বা ভেদ বুঝা যায় বলিয়া) বিরুদ্ধ-বস্তু সকলের একতাও সম্ভব পর হয় না।

উ—ভাবাভাব-অতিরিক্ত নাই বিধান্তর।
উক্তিমাত্র বিরুদ্ধতা হয় স্পষ্টতর॥ ৪২
প্রতি পক্ষ দ্বয় এক, ইহা অসম্ভব।
এই হেতু মীমাংসক মানে পরাভব॥ ৪৩

সাদৃশ্য, সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত, মীমাংসকগণের এই মতটী যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ—সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত-পদার্থ সম্ভব পর নয়, সপ্ত-পদার্থ প্রধানতঃ ভাব এবং অভাব এই দুই ভাগে বিভক্ত। কোনও পদার্থই ভাব কিংবা অভাব এই উভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার হইতে পারে না, উহা আকাশ-কুসুম। সাদৃশ্য, ভাব এবং অভাব এই উভয়ের স্বরূপ ইহাও বলা যায় না, কারণ—কোনও বস্তুই উভয়ের স্বরূপ নয়; বিশেষতঃ ভাব এবং অভাব পরস্পর প্রতিপক্ষ, "ভাব" বলিলে অভাব নয়, ফলতঃ ইহা বুঝা যায়, এবং "অভাব" বলিলে ভাব নয়, এইরূপ বিরুদ্ধার্থেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং সাদৃশ্য, ভাব এবং অভাব এই উভয়ের স্বরূপ ইহা অসম্ভব।

পূ—সাদৃশ্য, সমান-ধর্ম্ম সাদৃশ্য-গ্রাহক।
উপমান মান পুনঃ বলে মীমাংসক॥ ৪৪

সাদৃশ্য, সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত না হউক কিন্তু সমান-ধর্ম্মই সাদৃশ্য। গরুর সমান ধর্ম্ম-শৃঙ্গ, গলকম্বল প্রভৃতিই গবয়ে গো-সাদৃশ্য; প্রত্যক্ষ-গবয়ে গরুর সমান ধর্ম্ম-শৃঙ্গ, গলকম্বল প্রভৃতির প্রত্যক্ষ মূলেই ইহা গো-সদৃশ বা গরুর সমান ধর্ম্মা, এরূপ সাদৃশ্যের [illegible] হইয়া থাকে; ইহাই উপমান

প্রমাণ। তৎপরে সেই গরুটী ইহার সদৃশ বা সমান ধর্ম্মা, এরূপ জ্ঞানই উপমিতি প্রমিতি। মীমাংসক বিশেষের ইহাই মত।

উ—সাধর্ম্ম্যমিব বৈধর্ম্ম্য মানমেবং প্রসজ্যতে।
অর্থাপত্তি রসৌব্যক্ত মিতিচেৎ প্রকৃতংন কিম্ ॥৯ মূ

এরূপ হইলে সাধর্ম্ম্যের ন্যায় বৈধর্ম্ম্যও প্রমাণান্তর হইতে পারে। এই বৈধর্ম্ম্য যদি ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট-অর্থাপত্তি হয়, তবে প্রকৃত যাহা তাহাও অর্থাৎ সাধর্ম্ম্যও অর্থাপত্তি নয় কি?

উ—সাধর্ম্ম্য-গ্রাহক-মান মানান্তর হ'লে।
বৈধর্ম্ম্য-গ্রাহক কেন যাইবে বিফলে ॥ ৪৫
বৈধর্ম্ম্য-গ্রাহক যদি অর্থাপত্তি-মান।
তা হ'তেই সিদ্ধ তবে সাধর্ম্ম্যের জ্ঞান ॥ ৪৬

অপ্রত্যক্ষ-বস্তুতে প্রত্যক্ষ-বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্মের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ-বস্তুতে অপ্রত্যক্ষ-বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সমান ধর্ম্মের জ্ঞান, উপমান প্রমাণান্তর হইলে, প্রত্যক্ষ-বস্তুতে অপ্রত্যক্ষ-বস্তুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকেও প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য—প্রত্যক্ষ-ঘটে তদানীং অপ্রত্যক্ষ-গরুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান অর্থাৎ "এই ঘটটী গো-বিধর্ম্মা বা গো-বিসদৃশ" এরূপ জ্ঞান হইলে পরে "সেই গরুটী এই ঘটের বিধর্ম্মা বা বিসদৃশ" এরূপ যথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং তুল্য যুক্তিতে প্রত্যক্ষ-ঘটে তদানীং অপ্রত্যক্ষ-গরুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকেও প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হয়। যদি এইরূপ বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকে প্রমাণান্তর স্বীকার না করিয়া ঐরূপ স্থলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ-গরুতে প্রত্যক্ষ-ঘটের বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান স্বরূপ প্রমিতি স্বীকার করা হয়, তবে সাধর্ম্ম্য জ্ঞান স্থলেও ঐরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ-গরুতে প্রত্যক্ষ-গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান স্বরূপ প্রমিতি সম্ভবপর বলিয়া প্রত্যক্ষ-

গবয়ে গো-সাদৃশ্যের বা গরুর সমান ধর্ম্মের জ্ঞান, প্রমাণান্তর হইতে পারে না। কারণ—যেরূপ প্রত্যক্ষ-ঘটে গরুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান হইলে, "সেই গরুটী এই ঘটের বিধর্ম্মা বা বিসদৃশ না হইলে, এই ঘটটীও সেই গরুর বিধর্ম্মা বা বিসদৃশ হইত না" এরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা "সেই গরুটী এই ঘটের বিধর্ম্মা বা বিসদৃশ" এরূপ প্রমিতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধর্ম্ম্য জ্ঞান স্থলেও "সেই গরুতে এই বস্তুটীর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য না থাকিলে, এই বস্তুটীও সেই গরুর সধর্ম্মা বা সদৃশ হইত না" এরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা "সেই গরুটী ইহার সধর্ম্মা বা সদৃশ" এরূপ প্রমিতি হইতে পারে ; সাধর্ম্ম্য জ্ঞানের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার করা অনাবশ্যক।

উপমান প্রমাণ সম্বন্ধে ন্যায় মত—

সম্বন্ধস্য পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্ঞিনা সহ।
প্রত্যক্ষাদেরসাধ্যত্বাদুপমান ফলং বিদুঃ ॥১০ মূ

সংজ্ঞির (অর্থের) সহিত সংজ্ঞার (বাচক শব্দের) সম্বন্ধের (শক্তির) পরিচ্ছেদ (জ্ঞান) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অসাধ্য হেতু উপমান প্রমাণের ফল (ইহা) নৈয়ায়িকগণ জানে।

ন্যায়মত—উপমান মানান্তর ন্যায়ের সিদ্ধান্ত।
শব্দের সঙ্কেত জ্ঞানে সহায় একান্ত ॥ ৪৭
সঙ্কেত, প্রত্যক্ষ-মানে হয় না প্রতীত।
লিঙ্গের অভাবে ইহা নহে অনুমিত ॥ ৪৮
কথায় সঙ্কেত জ্ঞান সম্ভবে না আর।
ঈশের বাধক ইহা মিথ্যা বলা সার ॥ ৪৯

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দের অতিরিক্ত-উপমান একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ, কিন্তু ইহা শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত জ্ঞানের কারণ মাত্র, ইহা

দ্বারা শব্দ এবং অর্থের সঙ্কেত বা শক্তি জ্ঞান মাত্রই হয়। উপমানের দ্বারা কোনও বস্তুর বিধি বা নিষেধ করা চলে না; সর্ব্বত্র এমন কিছু বলা যায় না যে ইহার সদৃশ অন্য-বস্তু আছেই কিংবা যাহার সদৃশ অন্য-বস্তু নাই, উহা নাই। সুতরাং উপমান ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না। অর্থের সহিত শব্দের শক্তি বা সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয় না, ঘটটী দেখিলেই বলা যায় না যে ইহা "ঘট" শব্দের অর্থ; তাহা হইলে শিশু ও ঘট দেখিয়াই বলিতে পারিত ইহা "ঘট" শব্দের অর্থ বা বাচ্য! লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমানের সাহায্যে কিংবা কথা শুনিয়া অর্থাৎ শব্দের দ্বারা শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ (শক্তি) জ্ঞান হয় না! ১। উপমান-প্রমাণের দ্বারাই অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে!

পূঃ—অতিদেশ-বাক্য হ'তে সঙ্কেত বিজ্ঞান।
কিংবা অনুমান দ্বারা তার সমাধান ॥ ৫০

শব্দ এবং অনুমানের দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞান হয় না, ইহা বলা যায় না; কারণ—অতিদেশ বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ অরণ্যচারী লোকের নিকট শ্রুত- "গো সদৃশ গবয় পদ বাচ্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কিংবা "গবয়, গবয়পদ-বাচ্য, যেহেতু গোসদৃশ" এরূপ অনুমানের দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞান হইতে পারে। শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান-প্রমাণান্তর স্বীকার করা অনাবশ্যক।

উঃ—সাদৃশ্যস্যানিমিত্তত্বা ন্নিমিত্তস্যা প্রতীতিতঃ।
সময়ো দুর্গ্রহঃ পূর্ব্বং শব্দেনানুময়াপি বা ॥১১মূ

(১) পরবর্ত্তী উত্তর পক্ষে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে, এস্থলে বিশেষ বলা হইল না।

(২) উপমান-প্রমাণের দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞান হওয়ার প্রণালী পরবর্ত্তী উত্তর পক্ষে বলা হইবে; ঐ স্থান দ্রষ্টব্য।

সাদৃশ্যের অনিমিত্তত্ব হেতু এবং নিমিত্তের অজ্ঞান হেতু, শব্দের দ্বারা কিংবা অনুমানের দ্বারা সময় (অর্থের সাহিত শব্দের সম্বন্ধ) দুর্গ্রহ অর্থাৎ জ্ঞানের অযোগ্য।

উঃ শবদ-প্রবৃত্তি হেতু-ঘটত্ব, পটত্ব।
প্রবৃত্তি-নিমিত্ত নহে গুরু-সদৃশত্ব ॥ ৫১
নিমিত্ত অজ্ঞাত পূর্ব্বে কর অবধান।
শব্দ-শক্তি জ্ঞানে ব্যর্থ শব্দ, অনুমান ॥ ৫২

সম্ভবপর স্থলে লঘু-ধর্ম্মই শব্দ প্রবৃত্তির হেতু বা নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতার অবচ্ছেদক হয়। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি লঘু-ধর্ম্মই ঘট, পট প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক। সাদৃশ্য, গুরুধর্ম্ম বলিয়া শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে—"গবয়" পদের শক্তি বা শক্যতা, কেবল গবয়েই থাকে, অন্যত্র থাকে না ; সুতরাং ইহার অবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক অথবা নিয়ামক) কিছু স্বীকার করিতে হয়। গবয়ত্ব জাতি "গবয়" পদের শক্যতাবচ্ছেদক হইলে, অখণ্ড বা আধার আধেয় রূপে অমিলিত অর্থাৎ নিরংশ-জাতি পদার্থকে স্বরূপতঃ অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা পরিচিত না করিয়া "গবয়" পদের-শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় স্বীকার করা হয় বলিয়া লাঘব হয়। গো-সাদৃশ্যকে গবয় পদ-শক্যতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে, অবচ্ছেদকতার আশ্রয় কল্পনার গৌরব হয়। কারণ—গো-সাদৃশ্য একটী অখণ্ড বা নিরংশ পদার্থ নহে, গো এবং সাদৃশ্য এ সকলের আধার আধেয় রূপে বা বিশেষ্য বিশেষণরূপে মিলিত রূপ ব্যতীত গো-সাদৃশ্যের একটী অখণ্ড স্বরূপ নাই। গো-সাদৃশ্য, কেবল গো এবং কেবল সাদৃশ্য নহে, গো-সাদৃশ্য বুঝিতে হইলেই গো বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে

হয়। বিশেষণ-গো দ্বারা পরিচিত না করিয়া গো-সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায় না। গো কিরূপ ইহা যে জানে না, সে বলিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না যে ইহা গো-সদৃশ। সুতরাং গো-সাদৃশ্য ধর্ম্মটীকে "গবয়" পদের শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় স্বীকার করিলে, কতকগুলি মিলিত পদার্থকে শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় স্বীকার করা হয়। গবয়ত্ব জাতিটীকে "গবয়" পদের শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় বলিলে তদপেক্ষা অল্প পদার্থকে শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় বলা হয়। এমত অবস্থায় অতিদেশবাক্য অর্থাৎ অরণ্যচারীর নিকট শ্রুত-"গোসদৃশ গবয় পদবাচ্য" এই বাক্য হইতেই গবয় পদের শক্যতার জ্ঞান স্বীকার করিলে, গবয় দর্শনের পূর্ব্বে গবয়ত্বজাতিটী নাগরিকের অজ্ঞাত বলিয়া গো-সাদৃশ্যা বচ্ছেদেই "গবয়" পদের শক্যতার জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু গোসদৃশত্ব বা গোসাদৃশ্য গুরুধর্ম্ম বলিয়া "গবয়" পদের শক্যতাবচ্ছেদকই নয়। এবং পূর্ব্বপক্ষোক্ত-প্রকার অনুমানের দ্বারাও "গবয়" পদের শক্যতার জ্ঞান স্বীকার করা যায় না, কারণ—গবয় দর্শনের পূর্ব্বে গবয়ত্ব জাতিটী নাগরিকের অজ্ঞাত বলিয়া গোসাদৃশ্য স্বরূপ গুরু ধর্ম্মাবচ্ছেদেই "গবয়" পদের শক্যতা বিষয়ক অনুমিতি অর্থাৎ গোসদৃশ· গবয় পদ-বাচ্য, এইরূপ অনুমিতি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ঐরূপ গৌরব দোষই হয়। অতএব শব্দের শক্তি বা সঙ্কেতের জ্ঞানে শব্দ এবং অনুমান সমর্থ নহে।

উপমান-প্রমাণের দ্বারা শব্দের শক্তি জ্ঞান হইবার প্রণালী—নাগরিক ব্যক্তি কোনও অরণ্যচারীর নিকট শুনিয়াছিল গবয় গো সদৃশ"; সময়ান্তরে বস্তুগত্যা গবয় পশুটী নাগরিকের নিকটস্থ হইলে 'ইহা গোসদৃশ" প্রথমতঃ এরূপ প্রত্যক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক বা হইয়া থাকে; এইরূপ সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান-প্রমাণ। তৎপরে অরণ্যচারীর নিকট শ্রুত-বাক্যার্থের

স্মরণ হয় যে গোসদৃশ গবয় পদ-বাচ্য, তৎপরে নিশ্চয় হয় ইহা গবয় পদ-বাচ্য অথবা গবয় "গবয়" পদ-বাচ্য। ইহাই উপমিতি প্রমিতি।

পূঃ—নিমিত্ত বিজ্ঞাত হ'লে প্রত্যক্ষ-প্রমাণে।
লঘু-ধর্ম্ম যুক্তে তদা শকতির জ্ঞানে॥ ৫৩
লক্ষণাবৃত্তির বলে সাদৃশ্য-বাচক।
অতিদেশ বচনাংশ নিয়ত সাধক। ৫৪

শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লঘুধর্ম্মের দর্শন হইলে, তৎসময়ে অতিদেশ-বাক্যের অংশ সাদৃশ্য-বাচক বাক্য, স্বীয় লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা লঘু ধর্ম্ম-বিশিষ্টে শক্তির জ্ঞানে নিয়ত সাধক হইতে পারে। শব্দের দ্বারা শক্তি জ্ঞান সম্ভব পর নয়, ইহা বলা যায় না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—গবয়ত্ব জাতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞান স্থলে "গোসদৃশ গবয়" এই অতিদেশ-বাক্যের অংশ "গোসদৃশ" এই বাক্যের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গবয়ত্ব-বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার করিলে অর্থাৎ "গোসদৃশ" এই বাক্যের গবয় অর্থ করিলে, ঐ অতিদেশ-বাক্যের দ্বারাই লঘু ধর্ম্ম-গবয়ত্ব বিশিষ্টে "গবয়" পদের শক্তি জ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে; শব্দের শক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান-প্রমাণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

উঃ—শ্রুতান্বয়াদনাকাঙ্ক্ষং ন বাক্যং হ্যন্যদিচ্ছতি।
পদার্থান্বয়বৈধুর্য্যাত্তদাক্ষিপ্তেন সঙ্গতিঃ॥১২মূ

যথাশ্রুতার্থে (শক্যার্থে) অন্বয়ের পর্য্যবসানহেতু (অর্থাৎ যথাশ্রুতার্থে অন্বয় সম্ভবপর স্থলে) অনাকাঙ্ক্ষ (অন্যার্থে আকাঙ্ক্ষাশূন্য) বাক্য অন্য ইচ্ছা করেনা, (অর্থাৎ শক্যার্থ ভিন্ন অন্যার্থের জ্ঞান জন্মায় না) পদার্থের অন্বয়-বিধুরতা হেতু (যথাশ্রুতার্থে অন্বয়ের বাধ জ্ঞান থাকিলে) তদাক্ষিপ্ত

অর্থের দ্বারা (অর্থাৎ শক্যার্থ-যুক্ত অর্থ কল্পনা করিয়া) সঙ্গতি করিতে হয়।

উঃ শ্রুতান্বয়ে চরিতার্থ পদ-কদম্বক। (১)
নিরাকাঙ্ক্ষহেতু নহে লক্ষ্যার্থ-বোধক ॥ ৫৫
যেস্থলে পদার্থ বাধ বটে সুনিশ্চিত।
তথায় লক্ষণা-বলে অন্যার্থ বোধিত ॥ ৫৬

যে স্থলে পদ-কদম্বকের অর্থাৎ পদসমূহের দ্বারা যথাশ্রুতার্থে (শক্যার্থে) অন্বয় বোধ অর্থাৎ এক-পদের শক্যার্থে অন্য-পদের শকার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান, ফল কথা এক-পদের শক্যার্থ বিশিষ্ট-অপর পদের শক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব পর হয়, ঐরূপ স্থলে ঐরূপ জ্ঞান জন্মাইয়াই বাক্য সকল চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ বক্তার প্রভিপ্রেত বিষয়ে শ্রোতার জ্ঞান জন্মাইয়া বক্তাকে বাক্যান্তর প্রয়োগ করিতে বিরত করে, ফলকথা ঐরূপ স্থলে অভিপ্রেত বিষয়টী বুঝাইবার নিমিত্ত বক্তার অন্য কিছু বলিতে হয় না। ঐরূপ স্থলে বাক্য সমূহ অন্যার্থে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে শ্রোতা অন্যার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করে না বলিয়া বাক্যসমূহ অন্যার্থে শ্রোতার জিজ্ঞাসা বা আকাঙ্ক্ষার উত্থাপক এবং নিবর্ত্তক বা উত্তর স্বরূপ হয় না, সুতরাং ঐরূপস্থলে বাক্যসমূহ অন্যার্থের বোধক হয় না। যেমন— "গঙ্গায়াং গচ্ছ" (গঙ্গাতে যাও) বলিলে "গঙ্গা" পদের শক্যার্থ-গঙ্গা নদীতে "গচ্ছ" পদের শক্যার্থ গমন কর স্বরূপ অর্থ বুঝাইয়াই বাক্যটী চরিতার্থ হয় বলিয়া ঐরূপ স্থলে "গঙ্গা" পদের অন্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীরে গমন কর স্বরূপ অর্থে বাক্যটীকে নিরাকাঙ্ক্ষ বলিতে হয়, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং" এই পদটী শ্রবণ মাত্র গঙ্গাতীরে কি? শ্রোতার এরূপ জিজ্ঞাসা

(১) কদম্বক-সমূহ।

হয় না বলিয়া "গঙ্গায়াংগচ্ছ" এই বাক্যে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসার উত্থাপকত্ব এবং নিবর্ত্তকত্ব নাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং "গঙ্গায়াং গচ্ছ" বলিলে "গঙ্গা" পদের দ্বারা গঙ্গাতীরের জ্ঞান হয় না। যেস্থলে পদ সমূহের যথাশ্রুতার্থের বাধ নিশ্চয় থাকে অর্থাৎ এক পদের শক্যার্থে অপর পদের শক্যার্থের অভাব নিশ্চয় থাকে, সে স্থলে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়া পদ সমূহের দ্বারা অন্যার্থের (শকার্থের সম্বন্ধযুক্ত অর্থের) জ্ঞান করা হয়, যেহেতু ঐরূপ স্থলে পদ সমূহ অন্যার্থেই আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। যেমন—বলা হইল "গঙ্গায়াং ঘোষ" (গঙ্গাতে ঘোষ), গঙ্গা পদের শক্যার্থ-গঙ্গানদী, ঘোষ পদের শক্যার্থ-গোপপল্লী; গঙ্গানদীতে গোপপল্লী থাকা অসম্ভব, গঙ্গাতে গোপপল্লীর সম্বন্ধাভাব সুনিশ্চিত; সুতরাং এস্থলে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা "গঙ্গা" পদের গঙ্গাতীর অর্থ করিয়াই শ্রোতা বুঝিয়া থাকে যে গঙ্গাতীরে ঘোষ। গঙ্গাপদের দ্বারা গঙ্গাতীর বুঝিলে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা হয়, গঙ্গাতীরে কি? ইহারই নিবর্ত্তক "ঘোষ" পদ, সুতরাং এস্থলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ-ভিন্ন অর্থেই "গঙ্গায়াং ঘোষ" এই বাক্যটী সাকাঙ্ক্ষ। প্রকৃত স্থলটী এরূপ নয়, কারণ— "গোসদৃশ গবয়, এই অতিদেশ বাক্যের যথাশ্রুতার্থ-গোসাদৃশ্যবিশিষ্টে গবয়পদ-বাচ্যতার জ্ঞান সম্পাদন দ্বারাই অতিদেশ বাক্যটী চরিতার্থ হইতে পারে। তাৎপর্য্য—"গোসদৃশ" এই অংশ শ্রবণে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা হয় না যে গবয় কি? বরং গোসদৃশ কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং গবয়ত্ব জাতি-বিশিষ্টে গবয়পদ-বাচ্যতা স্বরূপ অর্থে অতিদেশ বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এই অতিদেশ বাক্যটী গবয় কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্থাপক এবং নিবর্ত্তক হয় না, গোসদৃশ কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষারই উত্থাপক এবং নিবর্ত্তক হইয়া থাকে, সুতরাং "গোসদৃশ গবয় পদ-বাচ্য, এইরূপ অর্থেই অতি-

দেশ বাক্যটী আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট ;"গোসদৃশ" পদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গবয়ত্ব জাতি-বিশিষ্ট অর্থ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। এমত অবস্থায় উক্ত অতিদেশ বাক্যের দ্বারা গবয়ত্ব জাতি-বিশিষ্টে "গবয়" পদ-বাচ্যতা জ্ঞান হইতে পারে না, পরন্তু গোসাদৃশ্য বিশিষ্টে "গবয়" পদ-বাচ্যতা জ্ঞানই হইতে পারে। সুতরাং গবয়ত্ব জাতি বিশিষ্টে "গবয়" পদ-বাচ্যতা জ্ঞানের নিমিত্ত উপমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ১। কিন্তু তাহা হইলেও উপমান-প্রমাণ কেবল পদের বাচ্যতা (শক্তি) জ্ঞানেই সমর্থ বলিয়া উপমানের দ্বারা কোনও বস্তুকে নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং উপমান ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না।

পূ—এই যে বিচিত্র বিশ্ব সম্মুখে তোমার।
ছিল না কিছুই চিহ্ন পুরা এ সবার॥ ৫৭
কহিনু পরম-তত্ত্ব শুন হে! সম্প্রতি।
"অসদেব সৌম্য! ইদ মগ্র" ইতি শ্রুতি॥ ৫৮

শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় এই বিচিত্র-জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, শূন্য বা অভাব হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুর পুরাতত্ত্ব অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, তুচ্ছতাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিদান। দেখাও যায় ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বে তুচ্ছ বা ছিল না বলিয়াই হইয়া থাকে। "অসদেব সৌম্য! ইদমগ্র আসীৎ" (হে সৌম্য! উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ বা তুচ্ছ ছিল) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলে। সৃষ্টি-ব্যাপারে চেতন-কর্ত্তা অনাবশ্যক। অনাদি-তুচ্ছ-কর্ম্ম বাসনা দ্বারা তুচ্ছ-অভাব হইতেই বিশ্বকার্য্য হইয়া থাকে।

---

(১) উপমান প্রমাণের দ্বারা পদের বাচ্যতা (শক্তি) জ্ঞান হওয়ার প্রণালী ইতঃপূর্ব্বে ২১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

বৈশেষিক মতে উত্তর—

শব্দ প্রমাণ নহে শুনহে ! সম্প্রতি।
অনুমানে চরিতার্থ কণাদ-সঙ্গতি ॥ ৫৯
আকাঙ্ক্ষাদি যুত পদ-সমষ্টিতা বলে।
স্মারিত-পদার্থ-প্রাপ্তি বুঝিবে কৌশলে ॥ ৬০
পদার্থ অথবা পদ পক্ষ নির্দ্ধারিত :
হেতু মূলে অর্থ-প্রাপ্তি হয় যে নিশ্চিত ॥ ৬১

'শব্দ প্রমাণ নয় ; কারণ—শব্দের দ্বারা অর্থের উপস্থিতি বা স্মরণ মাত্রই হইয়া থাকে ; বিশিষ্টানুভব অর্থাৎ এক পদের অর্থে অপর পদের অর্থের প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ জ্ঞান অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই হয়। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত-বাক্য শ্রবণের পরে প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি হইয়া পদার্থ পক্ষক কিংবা পদ পক্ষক অনুমানের দ্বারা এক পদার্থে অপর পদার্থের বিশিষ্ট বোধ সম্পন্ন হয়, ইহাই বৈশেষিক মত। বৈশেষিক মতে পদার্থ পক্ষক অনুমানের আকার যথা—এই সকল পদের অর্থ সমুদয়, বিশেষণ বিশেষ্যরূপে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত পদ-স্মারিত হেতু। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—"ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" এই একটী বাক্য ; ঘট, দ্বারা, জল, কর্ম্মতা, আনয়ন, ক্রিয়া, কর্ত্তব্য প্রভৃতিই ঐবাক্যের অন্তর্গত-পদ সকলের অর্থ। ঐরূপ বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ ঐসকল অর্থের স্মরণ মাত্রই হয়, তৎপরে যেহেতু ঐসকল অর্থ-আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত পদ-স্মারিত, সেই হেতু ঐসকল অর্থ, পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট,, শ্রোতার এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনুমিতি হয় যে ঘটের

দ্বারা জল আনয়ন কর। পদপক্ষক অনুমানের আকার যথা—এই সকল পদ, ইহাদের দ্বারা স্মারিত-পদার্থের পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্ব্বক, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত পদ হেতু। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—"ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর,, এই একটী বাক্য, এইরূপ বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ ইহার অন্তর্গত ঘট, দ্বারা প্রভৃতি পদের অর্থের স্মরণ মাত্রই হয়, তৎপরে যেহেতু এই সকল পদ, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্তপদ, সেই হেতু ইহারা, ইহাদের অর্থ-ঘট, দ্বারা, জল, কর্ম্মতা, আনয়ন, কর্ত্তব্য প্রভৃতির পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ "ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান পূর্ব্বক (১), শ্রোতার এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানে বাক্যার্থ-জ্ঞান পূর্ব্বকত্ব অর্থাৎ বাক্যার্থ বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিতত্ব সাধ্য হওয়ায়, ফলকথা বক্তা বাক্যের অর্থ বুঝিয়াই বাক্যটী বলিয়াছে, ইহা অনুমিতির বিষয় হওয়ায় বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক বিশিষ্ট-জ্ঞানাংশে বাক্যার্থটী শ্রোতার অনুমিতির বিষয় হয়। সুতরাং বক্তার বিশেষণ যে বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান, ঐ জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বাক্যার্থটী শ্রোতা অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই বুঝিয়া থাকে। এমত অবস্থায় শব্দের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। "অসদেব সৌম্য! ইদ মগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি ও শব্দ মাত্র, সুতরাং এইরূপ শ্রুতি ঈশ্বরের বাধক হইতে পারেনা, অর্থাৎ এইরূপ শ্রুতির বলে যুক্তি-সিদ্ধ ঈশ্বরকে নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। যুক্তি বা অনুমান ঈশ্বরের বাধক নয়, ইহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। //

(১) অর্থ বুঝিয়া যে বাক্য বলা হয়, ঐ বাক্যই বাক্যার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক, ফলকথা বক্তা বুঝিয়া যে বাক্য বলে, উহাই বাক্যার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক।

বৈশেষিক মতের উপরে দোষারোপ—

অনৈকান্তঃ পরিচ্ছেদে সম্ভবে চ ন নির্ণয়ঃ।
আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বয়া হেতু র্যোগ্যাসত্তিরবন্ধনা॥ ১৩মূ

পরিচ্ছেদে (এক পদার্থ সমুদায়ে অপর পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানে) হেতু অনৈকান্ত (ব্যভিচারী) হয়। সম্ভবে (এক পদার্থ সমুদায়ে অপর পদার্থের সম্বন্ধ-যোগ্যতা জ্ঞানে) নির্ণয় (এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধ বিষয়ক নিশ্চয়) হয় না। (এই উভয়ই পদার্থ পক্ষক অনুমানে দোষ)। আকাঙ্ক্ষা নিজের সত্ত্বাদ্বারা হেতু; যোগ্যতা এবং আসত্তি অবন্ধন অর্থাৎ ব্যাপ্তিশূন্য। (ইহা পদ পক্ষক অনুমানে দোষ)।

নিয়মতঃ অর্থ-প্রাপ্তি যোগ্যতা আবার।
সাধ্যস্থানে নিযোজিয়া করিলে বিচার॥ ৬২
পদার্থ-পক্ষক স্থলে দোষের উত্থান।
সাধনের ব্যভিচার প্রাপ্তির অজ্ঞান॥ ৬৩
অজ্ঞাত-আকাঙ্ক্ষা হেতু শব্দাধীন-জ্ঞানে।
ব্যাপ্তিশূন্য যোগ্যাসত্তি দ্বিতীয়ানুমানে॥ ৬৪
উভয় পক্ষেতে দোষ র'য়েছে যথার্থ।
অনুমানে তাই শব্দ, নহে চরিতার্থ॥ ৬৫

কথিত দ্বিবিধ অনুমানের কোনটীই সদনুমান হইতে পারে না। প্রথমতঃ পদার্থ-পক্ষক অনুমান সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে—যদি এক পদার্থে অপর পদার্থের প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) নিয়মতঃ (অর্থাৎ এক পদার্থ সমুদায়ে) সাধ্য হয়, কিংবা যোগ্যতা সাধ্য হয়, অর্থাৎ এক পদের অর্থে

অপর পদার্থের সম্বন্ধ-যোগ্যতা বা সম্বন্ধের প্রযোজক-ধর্ম্ম সাধ্য হয়, তবে পদার্থ-পক্ষক অনুমানে যথাক্রমে কথিত-হেতুতে ব্যভিচার এবং এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধের অজ্ঞান স্বরূপ দোষ হয়। তাৎপর্য্য—"ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" বলিলে জলে আনয়ন ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধ বোধ হয়, অর্থাৎ জল আনয়ন ক্রিয়ার কর্ম্ম, ইহা বুঝা যায় এবং ঘটে আনয়ন-ক্রিয়ার করণতার সম্বন্ধ বোধ হয় অর্থাৎ ঘট, আনয়ন ক্রিয়ার করণ বা সাধন ইহা বুঝা যায়। এই স্থলে যদি কথিত অনুমানের দ্বারা "ঘট" পদের অর্থ-সমুদায় ঘটে আনয়ন-ক্রিয়ার করণতার সম্বন্ধ এবং "জল" শব্দের অর্থ-সমুদায় জলে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধ অনুমিতির বিষয় হয়, ইহা স্বীকার করা যায় অর্থাৎ সমুদায় ঘটই জল আনয়ন-ক্রিয়ার করণ বা সাধন এবং সমুদায় জলই আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্ম এইরূপ অনুমিতি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ছিদ্র-ঘটে জল-আনয়ন ক্রিয়ার করণতার সম্বন্ধ না থাকাতে, এবং যে জল কদাচ আনীত হয় নাই কিংবা আনিবার সম্ভাবনা ও নাই ঐরূপ জল ও জল শব্দের অর্থ বলিয়া অথচ ঐরূপ জলে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধ না থাকাতে, পূর্ব্ব পক্ষোক্ত-আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি প্রভৃতি যুক্ত পদ-স্মারিতত্ব হেতুটী কথিতরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। সুতরাং ব্যভিচারী হেতু দ্বারা অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ বাক্যস্থলে "ঘট" পদের অর্থ-ঘট সামান্যে "দ্বারা" পদের অর্থ-করণতার সম্বন্ধ বোধ এবং "জল" পদের অর্থ-জলসামান্যে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধ বোধ হইতে পারে না। আর যদি ঐরূপ বাক্য স্থলে একপদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধ-যোগ্যতা বা সম্বন্ধের প্রয়োজক-ধর্ম্ম-অর্থাৎ ঘটে জল আনয়ন-ক্রিয়ার করণতার সম্বন্ধের প্রয়োজক ধর্ম্ম-ছিদ্রেতর ঘটত্ব এবং জলে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধের প্রয়োজক ধর্ম্ম-আনয়নের অনুপযুক্ত-জল ভিন্ন-জলত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষোক্ত-অনুমানের

সাধ্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অনুমানের দ্বারা একপদার্থে অপরপদার্থের প্রাপ্তি অর্থাৎ "ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" এইরূপ বাক্যস্থলে ঘটে আনয়ন-ক্রিয়ার করণতার এবং জলে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্মতার সম্বন্ধ বোধ সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ "ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর" এইরূপ বিশিষ্ট বোধ অস্বীকার করা হয়। সুতরাং শব্দের দ্বারাই বিশিষ্টানুভব হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় প্রকার অনুমানে অর্থাৎ পদপক্ষক-পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানে মিলিতরূপে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি প্রভৃতিই হেতু; অনুমান করিতে হইলে হেতুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষোক্ত দ্বিতীয় প্রকার অনুমান করিতে হইলে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি প্রভৃতির জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু: শব্দ-শ্রবণের পরে একপদার্থে অপর-পদার্থের সম্বন্ধ বোধে অর্থাৎ বিশেষণ বিশেষ্যরূপে পদার্থ সকলের বিশিষ্টানুভবে আকাঙ্ক্ষা স্বরূপতঃ হেতু অর্থাৎ নিজের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া সত্তা বা বিদ্যমানতা দ্বারাই হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাক্যটী শ্রোতার জিজ্ঞাসিত-অর্থের জ্ঞাপক হইলেই উহা দ্বারা অর্থ বোধ হয়, শব্দ-জন্য-বিশিষ্টানুভবে আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই (১)। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাকে হেতু করিয়া অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে একপদার্থে অপর-পদার্থের সম্বন্ধ বোধ বা বিশিষ্টানুভব সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি বলা যায় এই দোষে আকাঙ্ক্ষা হেতু না হউক, শব্দের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য-বাদীর মতে ও যোগ্যতা এবং আসত্তি প্রভৃতি শাব্দ-বোধের অর্থাৎ শব্দ-জন্য

---

(১) জিজ্ঞাসিত না হইয়া বলিতে নাই, সুতরাং বাক্য-প্রয়োগ স্থলে শ্রোতার জিজ্ঞাসা থাকা আবশ্যক; জিজ্ঞাসা জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ আমি বুঝিতে ইচ্ছা (জিজ্ঞাসা) করিয়াছি, শ্রোতার এরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। বক্তা, জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিলেই আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি যুক্ত-বাক্যের দ্বারা অর্থ বোধ হয়।

বিশিষ্টানুভবের কারণ বলিয়া মিলিতরূপে যোগ্যতা এবং আসত্তিকে হেতু করিয়া পূর্ব্বপক্ষোক্ত পদপক্ষক-অনুমানের সাহায্যে বিশিষ্ট বোধ অর্থাৎ একপদার্থে অপরপদার্থের সম্বন্ধ বোধ সম্পন্ন হইতে পারে, শব্দের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য স্বীকার করা অনাবশ্যক। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ—আকাঙ্ক্ষা বাদ রাখিয়া যোগ্যতা এবং আসত্তি উভয়কে হেতু করিলে নিরাকাঙ্ক্ষ পদান্তর্ভাবে যোগ্যতা এবং আসত্তি এই উভয় ব্যভিচারী হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—যেমন বলা হইল "পুত্র রাজার, "পুরুষকে অপসারণ কর" এইরূপ সন্নিহিত বাক্যদ্বয় স্থলে "পুত্র' এই বাক্যের দ্বারা উত্থাপিত "পুত্র কাহার"? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় "রাজার" এই বাক্যেরদ্বারা এবং "পুরুষকে" এই বাক্যের দ্বারা উত্থাপিত "কি করিতে হইবে" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় "অপসারণ কর" এই বাক্যের দ্বারা, সুতরাং "পুত্র" পদ ও "রাজার" পদ-এই উভয় পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট এবং "পুরুষকে" পদ ও "অপসারণ কর" পদ-এই উভয় পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। "রাজার" এই পদের সহিত "পুরুষকে" এই পদের আকাঙ্ক্ষা নাই, যেহেতু "রাজার" এই পদের দ্বারা উত্থাপিত "রাজার কি?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি "পুরুষকে" এই পদের দ্বারা হয় না। কিন্তু উক্ত স্থলে "রাজার" এবং "পুরুষকে" এই পদ দ্বয়ের অব্যবধানে উচ্চারণ বা সান্নিধ্য আছে বলিয়া আসত্তি আছে এবং "পুরুষ" এই পদের অর্থে "রাজ" পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া যোগ্যতা আছে, অথচ "পুরুষ" এই পদের অর্থে "রাজ" পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্ব্বকত্ব সাধ্যটী নাই অর্থাৎ বক্তা "রাজার পুরুষ" এইরূপ বুঝিয়া ঐ বাক্য বলে নাই; সুতরাং পদ-পক্ষক-অনুমানে ও মিলিত যোগ্যতা এবং আসত্তি (অর্থাৎ যোগ্যতা এবং আসত্তি এ উভয়) স্বরূপ হেতুটী "পুত্র রাজার" "পুরুষকে অপসারণ কর" এই বাক্য দ্বয়ের অংশীভূত "রাজার পুরুষকে" এই সমুদায়ে আছে বলিয়া

ব্যাপ্তি শূন্য অর্থাৎ ব্যভিচারী। (ব্যভিচারী-হেতু দ্বারা পূর্ব্বপক্ষোক্ত-অনুমানের সাহায্যে বিচার স্থলে বিশিষ্ট বোধ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অনুমানের দ্বারা শব্দ চরিতার্থ হয় না অর্থাৎ শব্দ স্থলে অনুমানের দ্বারা শব্দার্থের বিশিষ্ট বোধ বা অনুভব সম্পন্ন হইতে পারে না।)

শব্দ অনুমানের অন্তর্গত, এই বৈশেষিক মত নিরাস করিয়া লৌকিক-শব্দ অনুবাদক মাত্র সুতরাং অপ্রমাণ, এই প্রভাকর মত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে প্রভাকর মত উত্থাপিত হইতেছে—

বেদ-বাক্য নিত্য, তাই প্রমাণে গণনা।
লৌকিক-বাক্যেতে হয় বিষয় বর্ণনা ॥ ৬৬
আপ্তের উকতি জ্ঞান অপেক্ষিত ব'লে।
পূর্ব্বে জ্ঞাত অনুমানে বুঝিবে কৌশলে ॥ ৬৭
আপ্তকে করিয়া পক্ষ কিংবা অর্থ চয়।
যথাযথ হেতু মূলে সংসর্গ-নির্ণয় ॥ ৬৮
পশ্চাতে সমর্থ শব্দ বিষয়-জ্ঞাপনে।
অনুবাদ-হেতু তাই প্রমাণে না গণে ॥ ৬৯
প্রভাকর মত বটে অতি চমৎকার।
কতক প্রমাণে গণ্য, কতক অসার ॥ ৭০

বেদ, বাক্য, নিত্য অর্থাৎ অপৌরুষেয়; বেদের বক্তা কেহ নাই, সুতরাং বক্তার জ্ঞানের বিশেষণ রূপে বেদার্থের অনুমান অর্থাৎ যেহেতু বেদ, আপ্তোক্ত, সেই হেতু বেদ-বক্তা বেদার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্, এরূপ অনুমান সম্ভবপর নয় বলিয়া বেদ-বাক্য সকল অনুবাদক অর্থাৎ প্রমাণা-

স্তরের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক, ইহা বলা যায় না, বেদ প্রমাণ (১)। অপর—লৌকিক-বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থের বর্ণনা বা অনুবাদ মাত্র হয় বলিয়া লৌকিক-বাক্য অপ্রমাণ। তাৎপর্য্য—লৌকিক-বাক্য শ্রবণে শ্রোতার বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইতে হইলে, শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার আপ্তোক্তত্ব-নিশ্চয় (বক্তা বাক্যার্থ যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাক্যটী বলিয়াছে, এরূপ নিশ্চয়) হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ যথার্থরূপে বুঝিয়াই বক্তা বাক্যটী বলিয়াছে, শ্রোতার ঐরূপ নিশ্চয় হইলে, শ্রুত-বাক্যের দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে লৌকিক-বাক্য শ্রবণে, শ্রোতার বাক্যার্থ-জ্ঞান প্রথমতঃ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে। কারণ—এই সকল বাক্য অর্থাৎ শ্রুত-বাক্য, আপ্ত (বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ) কর্তৃক উক্ত,, এরূপ বুঝিলে, শ্রোতার প্রথমতঃ 'যেহেতু বক্তা যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাক্য বলিয়াছে, সেই হেতু বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্" এরূপ আপ্তপক্ষক-অনুমানের দ্বারা পরম্পরা অর্থাৎ বক্তার বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিশেষণ রূপে বাক্যার্থটা অনুমতির বিষয় হইয়া থাকে; কিংবা "যেহেতু এই বাক্যের (শ্রুত-বাক্যের) অন্তর্গত পদের অর্থ সমুদয়, যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, সেই হেতু এই সকল পদার্থ (অর্থাৎ শ্রুত-বাক্যের অন্তর্গত পদের দ্বারা উপস্থিত অর্থ সকল) পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট" এইরূপ পদার্থ

(১) মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ শবর-ভাষ্যে এসম্বন্ধে বিশেষরূপেই বিচার করা হইয়াছে। যাহারা এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ঐস্থানটী এস্থলে দেখিয়া লইবেন। এখানে বিস্তারিত বলিতে গেলে গ্রন্থ কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যায় সুতরাং প্রস্তাকর মতের সার সঙ্কলন মাত্র করা হইল।

পক্ষক-অনুমানের দ্বারা প্রথমতঃ সাক্ষাৎভাবে বাক্যার্থটী শ্রোতার অনুমিতির বিষয় হইয়া থাকে। তৎপরে বাক্যের সামর্থ্য-আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি দ্বারা পুনরায় বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। সুতরাং লৌকিক-বাক্য সকল প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক অর্থাৎ অনুবাদক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। ১। তবেই দেখা যাইতেছে যে প্রভাকর মতে কতকগুলি বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্য অগৃহীত-গ্রাহী বলিয়া অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত-বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জনক বলিয়া প্রমাণ এবং কতকগুলি বাক্য অর্থাৎ লৌকিক-বাক্য সকল গৃহীত-গ্রাহী বলিয়া অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক বলিয়া অপ্রমাণ।

(১) যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক অর্থাৎ যাহা স্বয়ং প্রথমতঃ যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে অসমর্থ, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ—যাহা ফলবৎ প্রবৃত্তির কিংবা ফলবৎ নিবৃত্তির সম্পাদক, তাহাই প্রমাণ। বিষয়টী যথার্থরূপে বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা হান বা ত্যাগ হয় বলিয়া প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি ফলবৎ অর্থাৎ সফল হয়। ঘট বস্তুটীকে যথার্থরূপে বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ ঘটের লাভ হয়, প্রবৃত্তি ফলবৎ হয়; সর্পটীকে যথার্থরূপে বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলে বস্তুত; সর্পের পরিত্যাগ হয়, নিবৃত্তি সফল হয়; সুতরাং যাহা প্রথমতঃ বিষয়টীকে যথার্থরূপে বুঝাইতে সমর্থ, তাহাই বাস্তবিক প্রমাণ। লৌকিক-বাক্যস্থলে প্রথমতঃ অনুমানকেই সফল-প্রবৃত্তি কিংবা সফল-নিবৃত্তির সম্পাদক বলিতে হয়, লৌকিক-শব্দে সফল-প্রবৃত্তি কিংবা সফল-নিবৃত্তির সম্পাদকতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; বেদবাক্য স্থলে প্রথমতঃ অনুমানের দ্বারা অর্থবোধ সম্ভব পর নয় বলিয়া ঐস্থলে বেদ-বাক্যকেই সফল-প্রবৃত্তির সম্পাদক বলিতে হয়; সুতরাং বেদবাক্য সকল প্রমাণ। বেদ, নিত্য বলিয়া বেদে শ্রোতার আপ্তোক্ত-নিশ্চয় অর্থাৎ "বেদ, বেদার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ-কর্তৃক উক্ত, এরূপ নিশ্চয় সম্ভবপর নয়। সুতরাং যেহেতু বক্তা, যথার্থ বুঝিয়া বেদ বলিয়াছে, সেই হেতু বেদ-বক্তা বেদার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্" এরূপ অনুমান সম্ভব পর নয়; এমত অবস্থায় বেদবাক্যের দ্বারাই শ্রোতার প্রথমতঃ বেদার্থের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। ইহাই প্রভাকরের গূঢ়াভিসন্ধি।

প্রভাকর মতের উপরে দোষারোপ—

নির্ণীত শক্তে র্বাক্যাদ্ধি প্রাগেবার্থস্য নির্ণয়ে।
ব্যাপ্তি-স্মৃতি বিলম্বেন লিঙ্গস্যৈবানুবাদিতা ॥১৪ মূ।

(বেদে) নির্ণীত-শক্তি বাক্য হইতে প্রথমতঃ অর্থ-নির্ণয় (নিশ্চয়) হয় বলিয়া এবং ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিলম্ব বশতঃ লিঙ্গেরই (অনুমানেরই) অনুবাদকত্ব।

যাদৃশ সামগ্রী বশে বেদে অর্থ জ্ঞান।
সেই হেতু লোক বাক্য বটে পরমাণ ॥ ৭১
অনুমানে ব্যাপ্তি জ্ঞান অপেক্ষিত ব'লে।
অনুমান-অনুবাদ বুঝিবে কৌশলে ॥ ৭২

কথিত যুক্তিতে লৌকিক-বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ—প্রভাকর মতে বেদবাক্য স্থলে বেদে আপ্তোক্ত নিশ্চয় কারণ নয়; সুতরাং আপ্তোক্তনিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াই বেদবাক্য সকল আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি যোগ্যতা প্রভৃতি সামগ্রী বা কারণ সমষ্টির বলে অর্থাৎ সহকারিতায় অর্থ বোধ জন্মাইয়া থাকে। এমত অবস্থায় যাদৃশ সামগ্রী বা কারণ সমূহের অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সহকারিতায় বেদ-বাক্যের দ্বারা অর্থের বোধ হইয়া থাকে, ঐরূপ কারণ সকলের সহকারিতায় লৌকিক-বাক্যের দ্বারাও অর্থ বোধ হইতে বাধা থাকিতে পারে না। কারণ—বেদ-বাক্যস্থলে আপ্তোক্ত-নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কারণ সমূহের সহকারিতায় প্রথমতঃ অর্থ-বোধে শব্দের সামর্থ্য অবধারিত বলিয়া, লৌকিক-বাক্য স্থলেও আপ্তোক্ত-নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কারণ সমূহের সহকারিতায়

প্রথমতঃ অর্থবোধ অসম্ভাবিত হইতে পারে না, তুল্য যুক্তিতে লৌকিক-বাক্যকেও প্রমাণ বলিতে হয়। অপিচ প্রভাকর মতে শব্দ শ্রবণের পরে শ্রোতার অনুমানের আকার যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐরূপ অনুমান করিতে হইলে, অনুমানে হেতু, সাধ্য, এবং ব্যাপ্তি বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া শব্দ-শ্রবণের অনেক পরে শব্দার্থের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু শব্দ-শ্রবণে তত বিলম্বে শব্দার্থের জ্ঞান হওয়া অনুভব বিরুদ্ধ, তদপেক্ষায় অনেক পূর্ব্বেই শব্দার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দ স্থলে অনুমানই অনুবাদক অর্থাৎ শব্দের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞান-সম্পাদক বলিয়া অপ্রমাণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

পূঃ— আপ্তোক্ত-সংশয় কিংবা অভাব-প্রত্যয়।
শাব্দে প্রতিবন্ধ, তাই আপ্তোক্ত-নিশ্চয়॥ ৭৩
শাব্দবোধ-উপযোগী প্রভাকর মতে।
অনুবাদ হয় মাত্র লৌকিক বাক্যেতে॥ ৭৪
প্রথমতঃ অনুমানে বাক্যার্থের জ্ঞান।
অবশ্য স্বীকার্য্য, তাই শব্দ অপ্রমাণ॥ ৭৫

ইহা প্রভাকর মতের পুনরাশঙ্কা; শ্রুত-লৌকিক বাক্যে আপ্তোক্তত্ব-সংশয় হইলে অর্থাৎ বক্তা বাক্যার্থ যথার্থরূপে বুঝিয়া বাক্যটী বলিয়াছে কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় হইলে কিংবা আপ্তোক্তত্বের অভাব-প্রত্যয় হইলে অর্থাৎ বক্তা যথার্থরূপে বুঝিয়া বাক্য বলে নাই ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইলে, ঐরূপ বাক্যের দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-বিষয়ক বিশিষ্ট-জ্ঞান হয় না। সুতরাং লৌকিক-বাক্যস্থলে শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার আপ্তোক্তত্ব-নিশ্চয়কে শাব্দবোধের কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় লৌকিক-বাক্যের দ্বারা অর্থবোধ করিতে হইলেই প্রথমতঃ শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার-আপ্তোক্তত্ব-

নিশ্চয় আবশ্যক বলিয়া লৌকিক-বাক্যের দ্বারা অনুবাদ মাত্র হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—আপ্ত-যথার্থজ্ঞানবান্, আপ্তোক্তত্ব কিনা আপ্তকর্ত্তৃক উক্তত্ব বা বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিতত্ব, অর্থাৎ যথার্থ-রূপে অর্থ বুঝিয়া বক্তার বাক্য বলা। লৌকিক-বাক্য স্থলে বাক্য শুনিয়া শ্রোতা যদি নিশ্চয়রূপে বুঝে যে এইবাক্য, আপ্তোক্ত অর্থাৎ বক্তা বাক্যার্থটীকে যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাক্যটী বলিয়াছে, শ্রোতার যদি ঐরূপ নিশ্চয় হয় তাহা হইলে, শ্রুত-বাক্যের দ্বারা শ্রোতার শাব্দবোধ অর্থাৎ বাক্যার্থ-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে। শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার ঐরূপ আপ্তোক্তত্ব-নিশ্চয় অনুমান প্রমাণের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না।(১) সুতরাং লৌকিক-বাক্যের দ্বারা অর্থবোধ করিতেহইলেই অনুমান প্রমাণের সাহায্যে প্রথমতঃ শ্রোতাকে বুঝিয়া লইতে হয় যে অর্থাৎ শ্রোতার অনুমিতি করিতে হয় যে, এই বাক্যটী আপ্তোক্ত অর্থাৎ বাক্যার্থ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিত, অর্থাৎ বক্তা বাক্যার্থ যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাক্যটী বলিয়াছে। এমত অবস্থায় পরম্পরা বিশেষণরূপে অর্থাৎ বাক্যার্থ বিষয়ক যে বক্তার

(১) বাক্যটী আপ্তোক্ত, ইহা শ্রোতার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নয়; অর্থাৎ কোনও বাক্য শুনিলে চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না যে বাক্যটী আপ্তোক্ত; "এই বাক্য আপ্তোক্ত, ইত্যাদি শব্দান্তর না থাকিলেও অর্থাৎ বাক্যটী আপ্ত-কর্ত্তৃক উক্ত বা আপ্ত ইহা বলিয়াছে ইত্যাদি শ্রোতাকে না বলিলেও শ্রুত-শব্দের দ্বারা শ্রোতার অর্থবোধ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, শব্দ শুনিলে শ্রোতা নিজেই অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে শ্রুত-বাক্যে আপ্তোক্তত্ব নিশ্চয় অর্থাৎ "বাক্যটী আপ্তোক্ত এইরূপ অনুমিতি করিয়া পরে বাক্যের দ্বারা অর্থ বুঝিয়া থাকে। শ্রোতার অনুমানের আকার—এইবাক্য, আপ্তোক্ত, যেহেতু সংবাদি—প্রবৃত্তির জনক। বাক্যার্থটীকে বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে যদি বস্তুতঃ অর্থের লাভ হয় তাহা হইলে ঐরূপ প্রবৃত্তিকেই সংবাদি বলা হয়।

যথার্থজ্ঞান, তদংশে বিশেষণরূপে বাক্যার্থটী প্রথমতঃ শ্রোতার ঐরূপ অনুমিতির বিষয় হইয়া থাকে। ১। তবেই দেখা যাইতেছে যে লৌকিক-বাক্য স্থলে শ্রোতা প্রথমতঃ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে বাক্যার্থ বুঝিয়া পরে শ্রুত-বাক্যের দ্বারা পুনর্ব্বার অর্থবোধ করিয়া থাকে। সুতরাং লৌকিক-বাক্য সকল গৃহীত-গ্রাহী অর্থাৎ প্রমাণান্তরের (অনুমান প্রমাণের) দ্বারা জ্ঞাত-বিষয়ের জ্ঞানজনক বলিয়া অনুবাদক মাত্র, ইহা প্রমাণ হইতে পারে না।। ২। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা

(১) "এই বাক্য (শ্রুত-বাক্য) বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিত" ইত্যাকার যে শ্রোতৃ-অনুমিতি, ইহার বিশেষ্য শ্রুত-বাক্য; বিশেষ্যীভূত-বাক্যে বিশেষণ হইতেছে-আপ্তোক্তত্ব অর্থাৎ বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিতত্ব; এই যে বিশেষণ, ইহা ঘটত্ব, পটত্ব, প্রভৃতির মত একটী অখণ্ড বা অবিশিষ্ট পদার্থ নহে; ইহা একটী দ্বারা অপরটী বিশেষিত হইয়া অর্থাৎ বাক্যার্থের দ্বারা যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বক্তৃ-পুরুষ, এবং বক্তৃ-পুরুষের দ্বারা উচ্চরিতত্ব বা উচ্চারণ, বিশেষিত হইয়া একটী সখণ্ড বা বিশিষ্ট পদার্থ। যেহেতু "বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিত" এইরূপ বলিলে উচ্চারিতত্ব বা উচ্চারণটীকে পুরুষের, পুরুষকে যথার্থ জ্ঞানবান্, যথার্থ জ্ঞানটীকে বাক্যার্থের বা বাক্যার্থ বিষয়ক বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং বাক্যার্থটী বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিতত্ব-স্বরূপ আপ্তোক্তত্বের অন্তর্গত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অন্তর্গত বস্তুকে বিষয় না করিয়া সমষ্টির জ্ঞান অসম্ভব। যেমন—রক্ত-বস্ত্র, ইহার অন্তর্গত রক্তত্ব বা রক্তরূপ, রক্তরূপ বিষয় না করিয়া "রক্তবস্ত্র" ইত্যাকার বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না। সুতরাং "এই বাক্য, আপ্তোক্ত বা বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিত" ইত্যাকার অনুমিতির বিষয়-যথার্থ জ্ঞানাংশে বাক্যার্থটী অবশ্য বিষয় হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে—"পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই একটী বাক্য; "এই বাক্য, বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত-বিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানবৎ-পুরুষোচ্চরিত, এইরূপ অনুমিতিই এস্থলে শ্রোতার আপ্তোক্তানুমিতি বা আপ্তোক্তত্ব-নিশ্চয়। বক্তৃ-পুরুষের যথার্থ জ্ঞানাংশে বাক্যার্থ-বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত, এস্থলে শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার আপ্তোক্তত্বানুমিতির বিষয়। সুতরাং এস্থলে শ্রোতা আপ্তোক্তত্বের বা "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই

যাইতেছে—মনে কর বলা হইল "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ শ্রোতার যদি নিশ্চয় হয় যে "এই বাক্যটী আপ্তোক্ত" অর্থাৎ বাক্যার্থ যে বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত, তদ্বিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানবৎ-পুরুষোচ্চরিত অর্থাৎ বক্তা বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাক্যটী বলিয়াছে, তাহা হইলে এই বাক্যের দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে। এই যে বাক্যার্থ জ্ঞান, ইহাই শাব্দ বোধ। শ্রোতার কথিত রূপ আপ্তোক্তজ্ঞান অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে (১) এবং ঐ জ্ঞানের (আপ্তোক্তানুমিতির) পরম্পরা অর্থাৎ বক্তার যথার্থ জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হয় বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত। সুতরাং শ্রোতা প্রথমতঃ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত বুঝিয়া অর্থাৎ বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত বিষয়ক অনুমিতি করিয়া, পরে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্যের দ্বারা পুনর্ব্বার বাক্যার্থ-বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বত বুঝিয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে প্রথমতঃ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত-বহ্নি বিশিষ্ট-পর্ব্বতই "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্যের দ্বারা পরে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই লৌকিক-বাক্য অনুবাদক বা গৃহীত-গ্রাহী অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা বিজ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারেনা।

উ—ব্যস্ত পুংদূষণাশঙ্কৈঃ স্মারিতত্বাৎ পদৈরমী।
অন্বিতা ইতি নির্ণীতে বেদস্যাপি ন তৎ কুতঃ ॥১৫ মূ

বাক্যের অর্থ যে বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চরিতত্বের অন্তর্গত-যথার্থ জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বাক্যার্থ-বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত, অনুমান প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া, পরে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্যের দ্বারা পুনঃ বহ্নিবিশিষ্ট-পর্ব্বতটীকে বুঝিয়া থাকে; সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ বাক্যার্থ-বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত, শ্রোতার অনুমিতির বিষয় হয়।

ব্যস্ত পুংদুষণাশঙ্কা-শূন্য পদ সমূহের দ্বারা (পুরুষের দোষ-ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতির আশঙ্কা-শূন্য বাক্যের দ্বারা) স্মারিতত্ব হেতু, এই সকল (বেদার্থ সমুদয়) পরস্পর অন্বিত (সম্বন্ধ বিশিষ্ট), এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ বেদের ও (অনুবাদকত্ব দোষ) কেন না হইবে ?

উ---পুংদূষণ-শঙ্কা শূন্য শবদ-স্মারিত।
পদার্থে সম্বন্ধবত্ব পূর্ব্বে অনুমিত ॥ ৭৬
লোক-বাক্যে অনুবাদ সেই হেতু যথা।
বেদবাক্যে সেই দোষ নাহিক অন্যথা ॥ ৭৭

ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতিই বক্তৃ-পুরুষের দোষ। পুরুষ-দোষাশঙ্কা-শূন্য শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বক্তা ভ্রম কিংবা প্রমাদ বশতঃ বাক্য বলে নাই, বাক্যার্থটী যথার্থ রূপে বুঝিয়াই বাক্য বলিয়াছে, এইরূপে নিশ্চিত শব্দের দ্বারা স্মারিত (স্মৃতির বিষয়) হেতু পদার্থ সমুদায়, পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, এইরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রথমতঃ পদার্থ সকলে পরস্পরের সম্বন্ধ অনুমিত হয় বলিয়া লৌকিক-বাক্য সকল যেরূপ অপ্রমাণ, অনুবাদক মাত্র, তদ্রূপ তুল্য-যুক্তিতে বেদবাক্য সকলকেও অনুবাদক অপ্রমাণ বলা যাইতে পারে, ইহার অন্যথা হইতে পারেনা। তাৎপর্য্য—বেদবাক্যের দ্বারা বেদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে হইলে, বেদবাক্যে অপৌরুষেয়ত্ব-নিশ্চয় অর্থাৎ বেদবাক্য পুরুষবিশেষ-কর্তৃক উক্ত নয় অর্থাৎ নিত্য, এরূপ নিশ্চয়কে তুল্য যুক্তিতে কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় "যেহেতু বেদার্থ সকল অপৌরুষেয়-বাক্যের দ্বারা স্মারিত, সেই হেতু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রথমতঃ বেদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া, বেদবাক্য-সকলেরও অনুবাদকতা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত-বস্তুর জ্ঞানজনক বলিয়া বেদবাক্য সকলকেও অনুবাদক, অপ্রমাণ বলিতে হয়। "অশ্বমেধেন

যজেত" এই একটী বেদ-বাক্য, ইহা অপৌরুষেয়; এই বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ ইহার প্রত্যেক পদের অর্থের (অশ্বমেধ সংজ্ঞা, যাগ, ইষ্ট-সাধনত্ব, কৃতি-সাধ্যত্ব, গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব প্রভৃতির) স্মরণ হয়, (১) তৎপরে ঐ সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ ইষ্টের সাধন, কর্ত্তব্য এবং গুরুতর দুঃখের অজনক, এইরূপ একটী নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু এইস্থলেও এই সকল পদার্থ অপৌরুষেয়-"অশ্বমেধেন যজেত" এই বেদ-বাক্যের অন্তর্গত শব্দের দ্বারা স্মারিত বলিয়া প্রথমতঃই 'যেহেতু এই সকল পদার্থ, অপৌরুষেয় শব্দের দ্বারা স্মারিত, সেই হেতু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এইরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা বিশিষ্ট-বোধ অর্থাৎ অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ, ইষ্টের সাধন, কর্ত্তব্য এবং গুরুতর দুঃখের অজনক, এইরূপ একটী বিশিষ্ট নিশ্চয় হইতে পারে। তাহা হইলে, এই যে "অশ্বমেধেন যজেত" বেদ-বাক্য, ইহাকেও অনুবাদক অপ্রমাণ বলা যাইতে পারে।

পূ—মানান্তর ব'লে শব্দ করিলে স্বীকার।
সেই ত শবদ বটে বাধক আবার ॥ ৭৮
প্রকৃতির গুণ হ'তে জন্মে কার্য্য রাশি।
অহঙ্কারে মূঢ়-আত্মা কর্ত্তা হ'য়ে দোষী ॥ ৭৯
আত্মার কর্ত্তৃত্ব তাই পরমার্থ নয়।
সর্ব্বজ্ঞের অভিমান সম্ভব কি হয় ?॥ ৮০

শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ হইলে, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের নিষেধ উক্ত হওয়ায়, শব্দই ঈশ্বরের বাধক

(১) যজ্—ঈত=যজেত, "ঈত" বিধিপ্রত্যয়; ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব, গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব, এই তিনটী বিধি প্রত্যয়ের অর্থ।

(১) হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে প্রকৃতির গুণ সত্ব, রজঃ, তমঃ হইতেই সমুদায় কার্য্য হইয়া থাকে; অসঙ্গ, নির্দ্দোষ, আত্মা মোহ বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং নিজের ভেদের অজ্ঞান-বশতঃ প্রকৃতি কার্য্য-সমুদায়ের কর্ত্তা বলিয়া নিজকে বিবেচনা করে। সুতরাং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যে জানা যায় যে অসঙ্গ-আত্মার কর্ত্তৃত্ব, আভিমানিক অর্থাৎ নিজকে প্রকৃতি হইতে পৃথক বিবেচনা না করিবার ফল যে কর্ত্তৃত্বের প্রতিবিম্বন, তন্মাত্র। আত্মাতে বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নাই। ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে পরমাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষদর্শী রূপেই স্বীকার করিতে হয়, তিনি একের ধর্ম্মে অপরকে দেখেন না অর্থাৎ তাঁহার ভ্রম নাই; এমত অবস্থায় তাহার অভিমান অর্থাৎ নিজকে প্রকৃতি হইতে অভিন্নরূপে কিংবা প্রকৃতির ধর্ম্ম জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা নিজকে গুণ-যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা সম্ভব পর নয় বলিয়া, তাঁহাতে কোনওরূপ গুণের আরোপ হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার আভিমানিক কর্ত্তৃত্ব ও নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় জগতের কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না।

উঃ—ন প্রমাণমনাপ্তোক্তির্নাদৃষ্টে ক্বচিদাপ্ততা।
অদৃশ্য-দৃষ্টৌ সর্ব্বজ্ঞো নচ নিত্যাগমক্ষমঃ ॥১৬মূ

অনাপ্তের উক্তি প্রমাণ নয়, (আগমার্থ) অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত হইলে (আগমবক্তার) আপ্তত্ব সম্ভব পর হইতে পারে না; অদৃশ্য বা দর্শনের অযোগ্য-বস্তুর দর্শন হেতু (আগম-বক্তা) সর্ব্বজ্ঞ; আগম, নিত্য নহে।

---

(১) তাৎপর্য্য—জগৎ-কর্ত্তা বলিয়াই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়; ঈশ্বরও আত্মা বিশেষ অর্থাৎ পরমাত্মা। আত্মাতে যদি বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে জগতের কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার করা যায় না।

উঃ—অনাপ্তের উক্তি হ'লে পরমাণ নয়।
দরশন নাই যার আপ্ত কি সে হয় ॥ ৮১
ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য-তত্ত্বে দরশন যার।
সর্ব্বজ্ঞ তাহার খ্যাতি, কর্ত্তৃত্ব তাহার ॥ ৮২
বেদের নিত্যত্ব-সিদ্ধি সম্ভবেনা কভু।
সেই হেতু সিদ্ধ-আত্মা নিত্য-পর-প্রভু ॥ ৮৩

যাহার বাক্যার্থ বিষয়ক দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান নাই সে আপ্ত নয়; গীতা প্রভৃতি আগম সকল অনাপ্তের (আগমার্থানভিজ্ঞের) উক্তি হইলে, প্রমাণ হইতে পারে না; সুতরাং ঐরূপ আগমের দ্বারা ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে বা বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। কার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ-বেদ, নিত্য হইতে পারে না, অবশ্যই বেদের বক্তা স্বীকার করিতে হয়। বেদে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকলের ও উপদেশ থাকাতে বেদ-বক্তার ইন্দ্রিয়াতীত-বিষয়ে ও সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং বেদ-বক্তা রূপেই সর্ব্বজ্ঞ-পরমাত্মা ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য্য। বেদে জগতের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল উক্তি সর্ব্বজ্ঞের বাক্য বলিয়া মিথ্যা হইতে পারে না; সুতরাং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব আভিমানিক, ইহাও হইতে পারে না।

নচাহসৌ কচিদেকান্তঃ সত্ত্বস্যাপি প্রবেদনাৎ।
নিরঞ্জনাববোধার্থো নচ সন্নপি তৎপরঃ ॥১৭মূ

সত্ত্বের প্রবেদন বা জ্ঞাপনহেতু এই আগম কচিৎ (অসত্ত্বপক্ষে) একান্ত (তাৎপর্য্যযুক্ত) নহে। তবে অসত্ত্ব-বোধক আগম থাকিলেও (তাহা) নিরঞ্জনরূপে অববোধের (উপসনার) নিমিত্ত, কিন্তু তৎপর নহে।

অসত্ত্ব-বোধক শাস্ত্র আছে ত প্রচুর।
অনৈকান্ত তাহা, মাত্র শুনিতে মধুর ॥ ৮৪
সত্ত্বের জ্ঞাপক-শ্রুতি আছে বহুতর।
নিরঞ্জনে উপাস্যতা, নহেত তৎপর ॥ ৮৫

পরমাত্মা-ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের জ্ঞাপক "নিরঞ্জনং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বহুবিধ বেদাদিবাক্য থাকিলেও নিরঞ্জন (নির্গুণ) অর্থে ঐ সকল বাক্য অনৈকান্ত অর্থাৎ তাৎপর্য্য-শূন্য, যেহেতু ঈশ্বরে সত্ত্ব বা কর্ত্তৃত্বের বোধক বহুবিধ শ্রুত্যাদি ও বর্ত্তমান্ আছে (১)। তাৎপর্য্য—ঈশ্বর জগতের কর্ত্তারূপে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া যুক্তি-পরিশুদ্ধ ঐ অর্থেই শ্রুতি প্রভৃতির তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়। বেদাদি বাক্যের নিরঞ্জন প্রভৃতি অর্থ যুক্তি-পরিশুদ্ধ নয়, সুতরাং ঐ সকল অর্থ আপাততঃ রমণীয় হইলেও ঐ সকল অর্থে বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই, ইহাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে নিরঞ্জন বলা হইয়াছে কেন? তাহার কারণ, তাঁহাকে ঐরূপে উপাসনা করা, ঐরূপে উপাসনা করিলে জীবের শুভাদৃষ্ট হয় এবং ঐ শুভাদৃষ্টের বলে জীব আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া অশেষ জ্বালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

পূঃ—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ যদি বিনে উপদেশ।
প্রবর্ত্তক হক্ যজ্ঞে বিফল আদেশ ॥ ৮৬
উপদেশকত্বাভাব-প্রসঙ্গের বলে।
অসর্ব্বজ্ঞরূপে সিদ্ধ অর্থাপত্তিচ্ছলে ॥ ৮৭

(১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, স এতাস্লোঁকানসৃজত, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতি আছে, বাহুল্যভয়ে সমুদায়ের উল্লেখ করা হইল না।

অসর্ব্বজ্ঞে অনাশ্বাস তাই নিত্য-বেদ।
অর্থাপত্তি মানান্তর নাহি কিছু খেদ ॥ ৮৮

ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতেন, তাহাহইলে উপদেশব্যতিরেকেও অর্থাৎ বেদ-বাক্য না বলিয়াও আমাদিগকে যজ্ঞাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন। ঈশ্বরের আদেশ করা অর্থাৎ বেদ-বাক্য বলা বৃথা। তাৎপর্য্য—ঈশ্বর যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে উপদেশ না করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রণালী ও তিনি অবশ্যই জানেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়; নতুবা তাহার সর্ব্বজ্ঞতার অভাব ঘটে; সুতরাং ঈশ্বরে উপদেশকত্বাভাবের অর্থাৎ উপদেশকর্ত্তৃত্বা-ভাবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বর উপদেশ না করিয়াও আমাদিগকে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন, ইহা স্বাকার করিতে হয়। কিন্তু তিনি আমাদিগকে উপদেশব্যতিরেকে যজ্ঞাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত না করাইয়া "যেহেতু যজ্ঞাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন, সেই হেতু ইহা বুঝিতে হইবে যে, তিনি উপদেশ না করিয়া যজ্ঞাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রণালী অবগত নহেন, এইরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সুতরাং "ঈশ্বর-অসর্ব্বজ্ঞ" ইহা অবশ্য অবধারিত হইতে পারে। এরূপ হইলে ঈশ্বর জীবতুল্যই হয়, তাহার আদেশবাক্য-বেদে আশ্বাস স্থাপন করা যায় না; সুতরাং বেদ-বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় বেদ-বাক্য নিত্য বলিয়াই অর্থাৎ বেদ কাহারও উক্ত নয় বলিয়াই প্রমাণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বেদের বক্তারূপে সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাপত্তি ও প্রমাণান্তর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শব্দের অতিরিক্ত একটী প্রমাণ, ইহাতে দুঃখ করিবার কোনও কারণ নাই।

উঃ—হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ প্রমাণেঽসতি ন প্রমা।
তদভাবাৎ প্রবৃত্তি র্ন কর্ম্মবাদেঽপ্যয়ং বিধিঃ ॥১৮॥মূ

হেতুর (কারণের) অভাবে ফল হয় না বলিয়া প্রমাণের অভাবে প্রমা (যথার্থজ্ঞান) হইতে পারে না। তাহার অভাবে (যথার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে) প্রবৃত্তি হয় না। কর্ম্মবাদেও (মীমাংসকমতেও) এই বিধি অর্থাৎ মীমাংসকগণেরও ইহা স্বীকার্য্য॥

উঃ প্রত্যক্ষানুমান শব্দ আর উপমান।
ব্যতিরেকে অসম্ভব যথার্থ বিজ্ঞান॥ ৮৯
বিধি-বাক্যে প্রমা-জ্ঞান, প্রবৃত্তি-উদয়:
সর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত ব'লে, জানিবে নিশ্চয়॥ ৯০
যজ্ঞাদিতে প্রবর্ত্তিকা কৃতি সাধ্য-মতি।
অন্যথা হে মীমাংসক! ঘটিবে দুর্গতি॥ ৯১

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিষয়-সংযুক্ত ইন্দ্রিয়, অনুমান বা পরামর্শ অর্থাৎ "সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়, শব্দ এবং উপমান অর্থাৎ একে অপরের যথার্থ-সাদৃশ্যজ্ঞান, এই চারিটীই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ অনুভবের অসাধারণ কারণ। এ সকলব্যতিরেকে যথার্থ অনুভব হয় না। "যজেত" ইত্যাদি বিধি বাক্যের দ্বারাই যজ্ঞাদি কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব, কৃতি-সাধ্যত্ব প্রভৃতির প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হয় বলিয়া যজ্ঞাদিকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞাদিকর্ম্ম-জনিত ফল সকল একমাত্র বেদেই অবগত হওয়া যায়, সুতরাং বেদ-বাক্যের দ্বারাই যজ্ঞাদি কর্ম্মে ইষ্টবিশেষের (স্বর্গাদির) সাধনতা নিশ্চয় হইয়া থাকে; অন্য উপায়ে যজ্ঞাদি কর্ম্মে

ইষ্টবিশেষের অর্থাৎ স্বর্গাদিফলের সাধনতা নিশ্চয় হইতে পারে না (১) এমত অবস্থায় স্বর্গাদি ফললাভের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি, একমাত্র বেদের দ্বারাই সম্ভবপর বলিয়া, উপদেশব্যতিরেকে অন্য উপায়ে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি-উৎপাদন আকাশ-কুসুম। সুতরাং বেদের উপদেশ ব্যর্থ হইতে পারে না, এবং উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বর-অসর্ব্বজ্ঞ ইহাও হইতে পারে না। বেদ, সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর-প্রণীত এবং ঐ নিমিত্তই প্রমাণ। হে কর্ম্মবাদী মীমাংসক! যদি উপদেশ ব্যতিরেকেও যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে তোমাদের মতেও বেদের আনর্থক্যপ্রসঙ্গ থাকিয়াই যায়; কারণ তোমরাও যজ্ঞাদি কর্ম্মে কার্য্যতা বা কৃতি-সাধ্যতা জ্ঞানকে অর্থাৎ 'যত্ন করিলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করা যায়" এরূপ নিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া থাক, কিন্তু যদি এইরূপ কার্য্যতাজ্ঞান বেদ-বাক্য ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের মতেও বেদের সার্থকতা কি আছে? বেদ-বাক্য নিরর্থক হয়। এবং তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত কর্ম্মবাদেরও সঙ্গতি হয় না।২।

উ—অর্থাপত্তি মানান্তর করি না স্বীকার।
অনুমানে চরিতার্থ তাই সে অসার॥ ৯২

---

(১) ইহলোকে থাকিয়া স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমান করিবার ও উপযুক্ত হেতু নাই, একমাত্র বেদেই ঐ সকল অবগত হওয়া যায়, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্বর্গাদি ফলের সাধনতা-নিশ্চয় অন্য উপায়ে সম্ভাবিত নহে।

(২) তাৎপর্য্য—যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে জীবের অদৃষ্ট হয়, এবং ঐ অদৃষ্টানুসারে জীবের ভোগের নিমিত্তই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া স্বতন্ত্র-চেতন-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, ইত্যাদি কর্ম্ম-বাদ উন্মত্তপ্রলাপ মধ্যেই গণ্য হয়।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শব্দের অতিরিক্ত-অর্থাপত্তি বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। মীমাংসক বিশেষের মত-সিদ্ধ যে অর্থাপত্তি প্রমাণ, তাহা অনুমানের অন্তর্গত অর্থাৎ অনুমানের প্রকার ভেদ মাত্র। ইহা পরবর্ত্তী কবিতার ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইবে।

অনিয়ম্যস্য নাঽযুক্তির্নানিয়ন্তোপপাদকঃ।
ন মানয়োর্বিরোধোঽস্তি প্রসিদ্ধেবাঽপ্যসৌ সমঃ॥ ১৯ মূ-

অনিয়ম্যের (অব্যাপ্যের) অযুক্তি বা অনুপপত্তি হয় না এবং অনিয়ন্তা (অব্যাপক) উপপাদক হয় না। প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধ নাই, প্রসিদ্ধ স্থলেও ইহা সমান।

অব্যাপ্য-অযুক্ত কিংবা সাধকাব্যাপক।
নহে, তাই ব্যাপ্তি বটে অর্থ-প্রকাশক॥ ৯৩
ব্যাপকের বাপ্যবত্তা প্রতীতির বলে।
অর্থাপত্তি চরিতার্থ অনুমিতিচ্ছলে॥ ৯৪
দেবদত্ত গৃহে নাই আছে বটে বেঁচে।
তাইত, বাহিরে বুঝি কোথা চলে গেছে॥ ৯৫
জীবিতের গৃহাস্তিত্ব-অভাব সাধনে (১)।
বাহিরে অস্তিত্ব সিদ্ধ, বটে অনুমানে॥ ৯৬
গৃহে নাই, আছে জ্ঞান বিরুদ্ধ যে নয়।
প্রসিদ্ধ সাধনে তুল্য ব্যাপ্তি পরিচয়॥ ৯৭

যাহা অব্যাপ্য তাহা অযুক্ত বা অনুপপন্ন হয় না এবং যাহা অব্যাপক তাহা সাধক বা উপপাদক হয় না। ঘট, বহ্নির অব্যাপ্য অর্থাৎ বহ্নির

(১) এস্থলে "সাধন" শব্দ হেতু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যাপ্য বা নিয়তসহচর নয়, ফলকথা যে যে স্থানে ঘট থাকে তাহার সর্ব্বত্র বহ্নি থাকে এরূপ নয়, বহ্নি না থাকিলেও ঘট থাকিতে দেখা যায়, এবং বহ্নি, ঘটের অব্যাপক অর্থাৎ ঘটের সমুদায় আশ্রয়েই বহ্নি থাকে এরূপ নয়, ঘট থাকিলেও বহ্নি না থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং "বহ্নি না থাকিলে ঘট থাকে না বা থাকিতে পারে না" এরূপ যথার্থঅনুপপত্তি জ্ঞান সম্ভবপর নয়। অতএব যাহা ব্যাপ্য তাহাই বস্তুতঃ অনুপপন্ন বা যথার্থ অনুপপত্তি-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে এবং যাহা ব্যাপক তাহাই বস্তুতঃ সাধক হইয়া থাকে। অনুপপত্তিই অর্থাপত্তি, সুতরাং অনুপপত্তি স্থলে ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় অনুপপত্তি জ্ঞান স্বরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ স্থলে ব্যাপ্তিই অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞানের দ্বারাই বস্তুর অবধারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অনুপপত্তি জ্ঞানের পৃথক্ প্রামাণ্য নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দের অতিরিক্ত-অর্থাপত্তি প্রমাণ নয়। একটী প্রসিদ্ধ-উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে—জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই, এরূপ জ্ঞানের পরে "দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র (অর্থাৎ বহির্দ্দেশে) আছে,, এরূপ অবধারণই অর্থাপত্তির প্রসিদ্ধ স্থল। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রাদি দ্বারা নিশ্চয় রূপে জানা আছে যে দেবদত্তের একশত বৎসর আয়ু, "দেবদত্ত জীবিতরূপে অবধারিত কিন্তু দেখা যাইতেছে দেবদত্ত গৃহে নাই, এরূপ স্থলে দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র (বহির্দ্দেশে) নাথাকিলে তাহার জীবিত্ব এবং গৃহাস্তিত্বাভাব (গৃহে না থাকা) ঐ উভয়ের অথবা জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবের (গৃহে না থাকার) উপপত্তি হয় না" এইরূপ জ্ঞান হইলে, অবধারণ হয় যে দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র (বহির্দ্দেশে) আছে। এই যে অবধারণ ইহাই অর্থাপত্তি প্রমিতি এবং কথিতরূপ অনুপপত্তিজ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ। মীমাংসক বিশেষের ইহাই অভিমত। কিন্তু ইহা বিচার সঙ্গত নয়, কারণ—একটু

প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে ঐরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান একই পদার্থ (১)। সুতরাং কথিতরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান-জন্য যে অবধারণ, উহা ফলতঃ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য বলিয়া অনুমিতিরই স্বরূপ, অতিরিক্ত প্রমিতি নহে; সুতরাং কথিতরূপ অনুপপত্তি-জ্ঞান অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত, অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। ২।

---

(১) তাৎপর্য্য—অনুপপত্তি কিনা—উপপাদ্যে, উপপাদকাভাব-প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা,এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি কিনা-হেতুতে, সাধ্যাভাব-প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা। উক্ত স্থলে জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবই (গৃহে না থাকাই) উপপাদ্য, এবং গৃহের অন্যত্র অবস্থিতিই (বহির্দ্দেশে থাকাই) উপপাদক, যে হেতু জীবিত দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র (বহির্দ্দেশে) থাকিলেই তাহার গৃহে নাথাকার (গৃহাস্তিত্বাভাবের) উপপত্তি হয়। সুতরাং জীবিত-দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র নাথাকিলে তাহার গৃহাস্তিত্বাভাবের (গৃহে না থাকার) অভাব ঘটে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবের অভাব অর্থাৎ গৃহাস্তিত্বটী (গৃহে থাকাটী) গৃহের অন্যত্র অবস্থিতির অভাব (বহির্দ্দেশে নাথাকা) প্রযুক্ত, ফলতঃ ইহাই স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ জীবিত-দেবদত্ত বাহিরে না থাকিলে তাহার গৃহে না থাকা সম্ভবপর হইত না। গৃহাস্তিত্ব (গৃহে থাকা) ইহা গৃহাস্তিত্বাভাবের অভাব স্বরূপ বলিয়া গৃহাস্তিত্বাভাব-স্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং উপপাদ্য-গৃহাস্তিত্বাভাবে অর্থাৎ জীবিত-দেবদত্তের গৃহে না থাকাস্বরূপ ধর্ম্মে, উপপাদক যে গৃহের অন্যত্র অবস্থিতি, উহার অভাব,প্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ গৃহাস্তিত্ব, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাই ঐস্থলে অনুপপত্তি। অপর, এইরূপ অনুপপত্তিই ফলতঃ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি; জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবস্বরূপ উপপাদ্যটীকে হেতুস্থানীয় করিয়া এবং গৃহের অন্যত্র অবস্থিতিস্বরূপ উপপাদকটীকে সাধ্যস্থানীয় করিয়া বুঝিলেই উহাতে সংশয় থাকেনা। জীবিত-দেবদত্ত গৃহে নাই বলিয়াই গৃহের অন্যত্র আছে ইহা অবধারিত হয়, সুতরাং ঐরূপ স্থলে জীবিত দেবদত্তের গৃহের অন্যত্র অবস্থিতিই সাধ্য বা নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত অর্থাৎ অবধারণের উপযুক্ত এবং জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবই (গৃহে না থাকাই) হেতু। সুতরাং অনুপপত্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান একই পদার্থ।

(২) অনুপপত্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান এক বলিয়া অনুমান রূপেই

অর্থাপত্তির পৃথক্ প্রামাণ্য সম্বন্ধে মীমাংসকবিশেষের আরও যুক্তি এই যে "জীবিত-দেবদত্ত গৃহে নাই এবং অবশ্যই কোন স্থানে আছে,, একসঙ্গে এইরূপ দুইটী বা দ্বিবিধ জ্ঞান সম্ভবপর। ঐরূপ স্থলে কোনও স্থানে আছে,, এই জ্ঞানটী গৃহকে বিষয় করিয়া হইলে ঐরূপ জ্ঞান দ্বয় বা ঐরূপ দ্বিবিধ জ্ঞান "গৃহে আছে" এবং "গৃহে নাই" এইরূপ হয়। ১। এইরূপ জ্ঞানদ্বয় বা দ্বিবিধ-জ্ঞান পরস্পর বিরোধী ; পরস্পর বিরোধি-জ্ঞানদ্বয় এক সঙ্গে হইতে পারে না ; কিন্তু যেহেতু ঐরূপ জ্ঞান দ্বয় বা দ্বিবিধজ্ঞান এক সঙ্গেই হইতে পারে বা হইয়া থাকে, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে আছে, এই জ্ঞানটী গৃহের অন্য স্থানকে বিষয় করিয়াই হয়। এই যে "কোনও স্থানে আছে" সামান্যতঃ জ্ঞানটী গৃহের অন্য স্থানকে বিষয় করে, ইহা অনুপপত্তি জ্ঞান বা অর্থাপত্তি প্রমাণের ফল অর্থাৎ "জীবিত-দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র (বহির্দ্দেশে) না থাকিলে তাহার গৃহে না থাকা সম্ভবপর হয় না" এইরূপ অনুপপত্তি জ্ঞানের ফল। সুতরাং ঐ নিমিত্তই অনুপপত্তিজ্ঞান বা অর্থাপত্তির পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। ঐটী প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দের দ্বারা সম্ভবপর হয় না ; কারণ—"জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই" এরূপ প্রত্যক্ষ কালে গৃহের অন্যত্র তাহাকে দেখা অসম্ভব, "দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র আছে" এরূপ অনুমিতি করিবার উপযুক্ত হেতু নাই ; উপমান প্রমাণের দ্বারা শব্দের শক্তি জ্ঞান মাত্রই হয় অথবা অপ্রত্যক্ষ-বস্তুতে প্রত্যক্ষ-বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান মাত্রই হয়, সুতরাং দেবদত্ত গৃহের

অনুপপত্তি জ্ঞানের প্রামাণ্য, অনুমান উভয় বাদি-সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া অনুপপত্তি জ্ঞানের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করা অনাবশ্যক।

(১) জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার না করিলেও একটী জ্ঞানই সমূহালম্বনরূপে একদা নানাবিধ পদার্থকে বিষয় করিয়া হইতে পারে। বাস্তবিক মীমাংসক জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য বা এক সময়ে অবস্থিতি স্বীকার করে।

অন্যত্র আছে, ইহা উপমান প্রমাণের বিষয়ই নয়; "জীবিত-দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র আছে" ইত্যাদি শব্দ-শ্রবণ ব্যতীত ও "জীবিত-দেবদত্ত কোথায়ও আছে" জ্ঞানটী যেহেতু গৃহের অন্যস্থানকে বিষয় করিয়া হয়, সেই হেতু উহা সর্ব্বত্র শব্দের দ্বারা ও সম্ভব পর নহে। মীমাংসক বিশেষের এই মতটী যুক্তি-সিদ্ধ নহে; কারণ—দেবদত্ত "গৃহে নাই" এবং "কোন স্থানে আছে" এইরূপ জ্ঞানদ্বয় বা দ্বিবিধজ্ঞান বিরোধী নহে। দেবদত্ত "কোনও স্থানে আছে" এই জ্ঞানটী গৃহকে বিষয় করিয়া হইলে কথঞ্চিৎ বিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সামান্যতঃ "কোনও স্থানে আছে" এই জ্ঞান অর্থাৎ "জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে আছে" এইরূপ অনুমিতি, গৃহের অন্য স্থানকে বিষয় করিয়া সম্ভবপর অর্থাৎ হইতে পারে। তাৎপর্য্য—জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে না থাকিলে তাহার জীবিত্ব অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না অর্থাৎ দেবদত্তের জীবিত্বের অনুপপত্তি হয়, এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে অর্থাৎ "অস্তিত্বাভাব-প্রযুক্ত (ফল কথা কোনও স্থানে নাথাকা প্রযুক্ত) যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগি-জীবিত্ববান্ দেবদত্ত" এইরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান হইলে, দেবদত্ত গৃহে নাই জানা থাকা হেতু "জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে আছে" এই জ্ঞানটী গৃহের অন্য স্থানকে বিষয় করিয়া হইয়া থাকে। "অস্তিত্বাভাব-প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগি-জীবিত্ব" এইরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান, অস্তিত্বসাধ্যক জীবিত্ব-হেতু স্থলীয় ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্বরূপ; সুতরাং "অস্তিত্বাভাব (কোনও স্থানে না থাকা) প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগি-জীবিত্ববান্ দেবদত্ত" এইরূপ পরামর্শ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারাই জীবিত-দেবদত্ত গৃহে নাই জানা থাকা কালে "জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে আছে" এইরূপ অনুমিতি, গৃহের অন্য স্থানকে বিষয় করিয়া হইতে পারে; এ নিমিত্ত ঐরূপ অনুপপত্তিজ্ঞানের

পৃথক্ প্রামাণ্য (অনুমিতি ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণত্ব) স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অনুপপত্তি জ্ঞান স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতা সত্ত্বেও যদি অনুপপত্তি জ্ঞানের স্বতন্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, তবে অনুমানের সুপ্রসিদ্ধ-হেতু ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান স্থলেও অর্থাৎ "যেখানে ধূম তথায়ই বহ্নি" এইরূপ নিশ্চয় স্থলেও "বহ্নি না থাকিলে ধূমের উপপত্তি হয় না" এইরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণ বা অনুপপত্তি জ্ঞানের দ্বারাই পর্ব্বতাদিতে বহ্নির অবধারণ হইতে পারে; সুতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাও অনুমানের উচ্ছেদ হইতে পারে। কিন্তু অনুমান উভয়বাদি-সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া, ঐরূপ স্থলে অর্থাপত্তির পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; অনুপপত্তি জ্ঞান, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া অনুমান রূপেই উহার প্রামাণ্য।

ঈশ্বর বাধিত নহে অদর্শন বলে।
এই কথা নানারূপে বুঝেছ সকলে ॥৯৮
অনুপলবধি বটে প্রমাণ না হয়।
যুক্তি শুন, কহিতেছি, নাহিক সংশয় ॥৯৯

দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ঈশ্বর নাই ইহা বলা যায় না এই বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, বাস্তবিক অনুপলব্ধি বা অদর্শন প্রমাণই নয় অর্থাৎ দেখিতে না পাইলেই বস্তু নাই ইহা যথার্থরূপে বুঝা যাইতে পারে না; কারণ—

প্রতিপত্তেরপারোক্ষ্যাদিন্দ্রিয়স্যানুপক্ষয়াৎ।
অজ্ঞাতকরণত্বাচ্চ ভাবাবেশাচ্চ চেতসঃ ॥ ২০ । মূ

প্রতিপত্তির (অভাবজ্ঞানের) অপরোক্ষত্ব (প্রত্যক্ষত্ব) হেতু, ইন্দ্রিয়ের

অনুপক্ষয় (অন্যথাসিদ্ধি শূন্যত্ব) হেতু, অজ্ঞাত করণকত্ব হেতু, এবং চিত্তের (মনের) ভাবাবেশ হেতু, ইন্দ্রিয়ই অভাব প্রত্যক্ষের করণ।

প্রতিপত্তি অপরোক্ষা যেহেতু নিশ্চিত।
ইন্দ্রিয়করণ-জন্য তাই অনুমিত ॥ ১০০
অজ্ঞাত-করণকত্ব পুনঃ যোগ করি।
ইন্দ্রিয়ের করণতা বুঝহে বিচারি ॥ ১০১
করণ, অন্যথাসিদ্ধ ব্যাপারে না হয়।
চক্ষুরাদি অকরণ কখনও ত নয় ॥ ১০২
চিত্ত-সহকারী, ভাব-করণ-আবেশ।
অদৃষ্টি করণ নহে বিচারের শেষ ॥ ১০৩

যোগ্য-প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ অভাবের যে জ্ঞান হয়, উহা অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ; সুতরাং উহা ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় ; অর্থাৎ "যেহেতু প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ অভাব-জ্ঞান প্রত্যক্ষের স্বরূপ, সেই হেতু উহা ইন্দ্রিয়-স্বরূপ করণ-জন্য" এইরূপ অনুমান স্বীকার করিতে হয়। এবং "যেহেতু ঐরূপ অভাব জ্ঞান অজ্ঞাত-করণের দ্বারা উৎপন্ন, সেই হেতু ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা উৎপন্ন" এরূপ অনুমান ও হইতে পারে ; সুতরাং প্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাৎপর্য্য—ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ, যেরূপ ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণব্যতিরেকে হয় না, তদ্রূপ প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ অভাবের প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। বিশেষতঃ অনুমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি স্থলে জ্ঞায়মান-হেতু এবং শব্দ

জ্ঞানই করণ (১) কিন্তু প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় জ্ঞায়মান না হইয়াই করণ, অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেই প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ বুঝিতে হয় না যে বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ অভাবের জ্ঞান যেহেতু অজ্ঞাত করণের দ্বারা উৎপন্ন, সেই হেতু ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা উৎপন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ নিমিত্ত প্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ বলিবার আবশ্যকতা নাই। এখন কথা হইতে পারে যে—ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয় করণ হইতে পারে কিরূপে? কারণ—বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না ঘটিলে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে অবশ্যই কারণ বলিতে হয়, এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের করণ বলা অনাবশ্যক, ইন্দ্রিয় অন্যথা সিদ্ধ অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয়-সংযোগের আবশ্যকতা বশতঃ তৎসঙ্গেই ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযোগের সম্পাদক বলিয়া অথবা ইন্দ্রিয়-সংযোগের বিশেষণ বলিয়াই আবশ্যকতা, স্বপ্রধানরূপে উহার আবশ্যকতা নাই। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ—ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষের কারণ হইলেই ইন্দ্রিয়ের কারণতার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ স্বরূপ-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব বা নিয়ত পূর্ব্বে অবস্থিতির নির্ব্বাহকরূপে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ঐ সম্বন্ধের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে অন্যথা সিদ্ধ বলা যায় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে বাদ রাখিয়া ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না।

(১) ধূম থাকাতেই পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় না, পর্ব্বতে ধূমের জ্ঞান হইলেই হয়, সুতরাং জ্ঞায়মান ধূমই বহ্নির অনুমাপক। এইরূপ শব্দ হইলেই অর্থবোধ হয় না, শব্দ জ্ঞান অর্থাৎ শব্দের শ্রবণাদিই শাব্দবোধের উপযোগী।

তাৎপর্য্য—প্রত্যক্ষ স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণ-বিষয়ে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান্ না হইয়া কারণ হইতে পারে না এবং বিষয়ে ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান্ হইতে হইলে বিষয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান্ হয়, সুতরাং প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় কারণ বলিয়াই বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেও কারণ বলিবার যুক্তি থাকে না। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের কারণতা স্বীকার করিলেই ঐ কারণতার উপপাদক রূপে বিষয় গত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্ব-স্বীকৃত কারণতা পশ্চাৎ-স্বীকার্য্য কারণতা দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ মাত্রের অসাধারণ বা ব্যাপারবৎ কারণ। প্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ বলিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি অনুভব সকল মনের দ্বারাই হয়, কিন্তু মন একাকী ঐ সকল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না, পরামর্শের সাহায্য ব্যতীত অর্থাৎ "সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতুমান্ পক্ষ" এরূপ নিশ্চয় না থাকিলে মনের দ্বারা অনুমিতি হয় না, শব্দের শ্রবণাদি না হইলে মনের দ্বারা শব্দার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না। ইহাতে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়, পরামর্শ, শব্দজ্ঞান প্রভৃতি ভাব পদার্থ স্বরূপ করণের সহকারিতায়ই মন, বিশিষ্ট-অনুভব জন্মাইয়া থাকে। তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে মন সর্ব্বত্র অনুভব স্থলে ভাব স্বরূপ করণের সহকারিতায়ই অনুভব জন্মাইয়া থাকে। অভাবের প্রত্যক্ষ ও অনুভব বিশেষ, ইহাও মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। ঘট, পট প্রভৃতির প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে অভাবের প্রত্যক্ষেও ভাবস্বরূপ করণই (ইন্দ্রিয়ই) মনের সহকারী ইহাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। প্রতিযোগীর

অদর্শন, অভাবের স্বরূপ বলিয়া উহা করণরূপে মনের সহকারী নয়, তবে প্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের সামান্য-কারণ মাত্র বলা যাইতে পারে। সুধীগণ প্রণিধান করিবেন।

অভ্যাসে জ্ঞানের দার্ঢ্য মনে করি সার।
সাধক কহিব ফিরে শুনহে আবার ॥ ১০৪

প্রতিযোগিনি সামর্থ্যাদ্ব্যাপারা ব্যবধানতঃ।
অক্ষাশ্রয়ত্বাদ্দোষাণামিন্দ্রিয়ানি বিকল্পনাৎ ॥২১॥মূ

প্রতিযোগির প্রত্যক্ষে (ইন্দ্রিয়ের) সামর্থ্যহেতু, ব্যাপারের অব্যবধান-হেতু, দোষ সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত হেতু এবং বিকল্প বা বিশিষ্টবুদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয়ই (অভাব-প্রত্যক্ষের) করণ।

প্রতিযোগি-গ্রাহকত্ব করিয়া সাধন।
সাধিব অভাব-বোধে ইন্দ্রিয় করণ ॥ ১০৫
যদ্যপি অভাব-বোধে আশ্রয়ের জ্ঞান।
মধ্যেতে ব্যাপাররূপে করে অধিষ্ঠান ॥ ১০৬
তথাপি অন্যথা সিদ্ধ, অসম্ভব কথা।
সংযোগে ইন্দ্রিয় তবে হউক অন্যথা ॥ ১০৭
ভ্রমজ্ঞানে দোষাশ্রয় ইন্দ্রিয় সকল।
অদৃষ্টি করণ হ'লে আশ্রয় বিকল ॥ ১০৮
ভূতলে অভাব বোধে ইন্দ্রিয় প্রধান।
অদৃষ্টি বশতঃ কভু নহে ভাব-জ্ঞান ॥ ১০৯

প্রতিযোগি-গ্রাহকত্বের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযোগি বিষয়ক প্রত্যক্ষের জনকত্বস্বরূপ হেতুদ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই করণরূপে অবধারিত

হয়, অর্থাৎ "যেহেতু ইন্দ্রিয়, প্রতিযোগি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের করণ, সেই হেতু অভাব-বিষয়ক প্রত্যক্ষেরও করণ" এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য—ঘট নাই, এই অভাবের প্রতিযোগি-ঘটের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কেই করণ বলিতে হয়, প্রত্যক্ষ-বিশেষে ইন্দ্রিয়ের করণতা উভয় বাদি-সিদ্ধ; সুতরাং ঘটাভাবের প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়ই করণ, ইহা বলিলে অন্যত্র করণরূপে কৢপ্ত পদার্থকেই করণ বলা হয়, কিন্তু তাহা না বলিয়া অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অদর্শনকে করণ বলিলে, অতিরিক্ত একটী করণের কল্পনা করা হয়, ইহাতে কল্পনার গৌরব হয়। তবে কথা হইতে পারে যে - ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে হইলে, যে অধিকরণে অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ অধিকরণের প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। কারণ অধিকরণকে বিষয় করিয়াই প্রায়শঃ অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। "ঘট নাই" কেবল এইরূপে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, "ভূতলে ঘট নাই" ইত্যাদিরূপে ভূতলাদি-অধিকরণকে বিষয় করিয়াই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষ করিতে হইলেই প্রথমতঃ অধিকরণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ আবশ্যক। ভূতলাদি-ভাবপদার্থ, ভূতলাদি-বিষয়ক প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এমত অবস্থায় ভূতলাদিতে অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়, অধিকরণ-ভূতলাদির প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্যাপারটী মাত্রই সম্পাদন করে, পরে প্রতিযোগির অদর্শন স্বরূপ করণের দ্বারাই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এরূপ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অধিকরণ-প্রত্যক্ষ স্বরূপ-ব্যাপারের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে অন্যথা সিদ্ধ ও বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় অধিকরণ-প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্যাপারটী মাত্রই সম্পাদন করে, প্রতিযোগির দর্শন নাই বলিয়াই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ বলা অনাবশ্যক। ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ—তাহা

হইলে ঘট, পট প্রভৃতি ভাব-পদার্থের প্রত্যক্ষেও ঘট, পটাদি বিষয়ে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়া আবশ্যক বলিয়া ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের দ্বারা ও ইন্দ্রিয় অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি ভাব পদার্থের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণরূপে উভয়বাদি-সিদ্ধ। বিশেষতঃ করণ, ব্যাপারের দ্বারা অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই যে করণ তৎসম্বন্ধে আরও যুক্তি এই যে, সর্ব্বত্র করণের দোষ বশতঃই ভ্রম-জ্ঞান হইয়া থাকে; করণে অর্থাৎ অসাধারণ কারণে কোনও রূপ দোষ না থাকিলে জ্ঞান, ভ্রমাত্মক হয় না। চক্ষুঃ পিত্ত-দোষে দুষ্ট হইলেই বস্তু সকলকে পীত বলিয়া ভ্রম হয়, স্থাণু-বৃক্ষকাণ্ডটী চক্ষু হইতে দূরবর্ত্তী হইলেই মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়। এমত অবস্থায় অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অদর্শনকে করণ বলিলে অভাবের ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অদর্শনকেই দোষের আশ্রয় বলিতে হয়; কিন্তু অদর্শন অভাব পদার্থ বলিয়া পিত্ত, দূরত্বাদি দোষের আশ্রয় হইতে পারে না; চক্ষুঃ পিত্তদোষে দূষিত হইলেও, শঙ্খটি শ্বেত বর্ণনয় এইরূপ অভাব বিষয়ক ভ্রম-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ বলিলে ঐ দোষ হয় না। আরও এক কথা অভাবের অধিকরণকে বাদ রাখিয়া প্রায়শঃ অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না (১)। সুতরাং প্রায়শঃই অভাবের প্রত্যক্ষ অধিকরণের প্রত্যক্ষাত্মক হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় ভূতলাদি স্বরূপ অধিকরণের প্রত্যক্ষে

(১) বায়ু, অপ্রত্যক্ষ-বস্তু; তাহা হইলেও বায়ুতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ "বায়ুতে রূপ নাই" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষ মাত্রই অধিকরণকে বিষয় করিয়া হইবে, ইহা বলা যায় না। তবে অভাবের প্রত্যক্ষ প্রায়শঃই অধিকরণকে বিষয় করিয়া হয়। "ভূতলে ঘট নাই, পট নাই" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অধিকরণকে বিষয় করিয়াই হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়কেই করণ বলিতে হয় বলিয়া, আধার আধেয়রূপে ভূতল এবং অভাব বিষয়ক একই প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় এবং প্রতিযোগির অদর্শন এ উভয়কে করণ বলিতে হয়, ইহা অসঙ্গত; সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ বলিলেই চলিতে পারে, অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অদর্শনকে অতিরিক্ত-করণ বলা অনাবশ্যক।

পূ—"সুরভি চন্দন" ইতি প্রত্যক্ষ যেমন।
অভাব-বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় যে তেমন॥ ১১০
প্রথমে অভাব জ্ঞান অদর্শন বলে।
পশ্চাতে আশ্রয়-বুদ্ধি প্রসিদ্ধ সকলে॥ ১১১
আশ্রয়ে অভাব বটে উপনীত হয়।
অদৃষ্টির করণত্বে এই পরিচয়॥ ১১২
নির্ব্বিকল্প ব্যতিরেকে সবিকল্প জ্ঞান।
সম্ভবেনা, তাই নহে ইন্দ্রিয় প্রধান॥ ১১৩
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অভাবে অসিদ্ধ।
স্বরূপের স্বতন্ত্রতা যেহেতু নিষিদ্ধ॥ ১১৪
এসব বিচার করি' কর অবধান।
ইন্দ্রিয় করণ নহে, অদৃষ্টি প্রধান॥ ১১৫

চন্দন কাষ্ঠে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটিলে প্রত্যক্ষ হয় যে ইহা সুরভি," অর্থাৎ যাহার সৌরভের জ্ঞান আছে তাহার "সুরভি চন্দন" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সৌরভ, চক্ষুঃ দ্বারা গ্রহণের (প্রত্যক্ষের) অযোগ্য, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দনের আঘ্রাণ করিয়াছে, তাহার চন্দনস্থ-সৌরভের স্মরণ হইয়া চক্ষুঃ দ্বারাই

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে যে "ইহা সুরভি চন্দন"। এই প্রত্যক্ষটী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলেও এবং ইহা সৌরভকে বিষয় করিলেও সৌরভের প্রত্যক্ষাংশে চক্ষুর করণতা নাই। এইরূপ অভাব, ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা প্রত্যক্ষ হওয়ার অনুপযুক্ত হইলেও প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ প্রথমতঃ অভাবের জ্ঞান হইয়া পরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিকরণের প্রত্যক্ষে অভাব বিষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ "ভূতল ঘটাভাববৎ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করিয়া থাকে। অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের করণতা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।

অপর—বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণের জ্ঞান কারণ বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "ঘট" "পট" ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হইতে হইলে ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ে চক্ষুর সন্নিকর্ষ ঘটিবা মাত্র ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বিশেষণের নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়াই হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নতুবা বিশেষণ জ্ঞানস্বরূপ কারণের অভাব বশতঃ "ঘট" "পট" প্রভৃতি রূপ সবিকল্প-জ্ঞান বা বিশিষ্ট-বুদ্ধি হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা অভাবের বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ "ভূতল ঘটাভাব বিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভাব স্বরূপ বিশেষণের নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু অভাবের নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান অসম্ভব। কারণ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইতে হইলে অভাবে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অভাব দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ষট্ পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি স্বরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে পারেনা। এবং স্বরূপ বলিয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজ হইতে পৃথক্ কোনও পদার্থ নাই বলিয়া, অভাবে অভাবের স্বরূপ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ আকাশ-কুসুম। ১। সুতরাং অভাবে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া

(১) কোনও বস্তুতে কোনও বস্তু মিলিত বা সম্বন্ধ যুক্ত হইতে হইলে, বস্তুদ্বয়ের পরস্পরাপেক্ষিত অর্থাৎ আধার আধেয় ভূত-বস্তুদ্বয়ের দ্বারা নিরূপিত হওয়ার উপযুক্ত

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং বিশেষণ জ্ঞানের অভাব বশতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের বিশিষ্ট-বুদ্ধি অর্থাৎ "ভূতল ঘটাভাববৎ" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অভাবের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অদর্শনই প্রধান অর্থাৎ করণ।

উ—অবচ্ছেদগ্রহ-ধ্রৌব্যে অধ্রৌব্যে সিদ্ধ-সাধনাৎ।
প্রাপ্ত্যন্তরেঽনবস্থানাৎ নচেদন্যোঽপিদুর্ঘটঃ॥ ২২। মূ

অবচ্ছেদ-গ্রহ বা বুদ্ধির ধ্রৌব্য হেতু (অর্থাৎ প্রতিযোগির জ্ঞান অভাব বুদ্ধির কারণ বলিয়া) এবং অবচ্ছেদ, গ্রহের অধ্রৌব্য হইলে (অর্থাৎ প্রতিযোগির জ্ঞান অভাব বুদ্ধির কারণ না হইলে) সিদ্ধ-সাধন হেতু, প্রাপ্ত্যন্তরের বা সম্বন্ধান্তরের অনবস্থা হেতু, (অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়), নচেৎ অন্য প্রকার ও দুর্ঘট হয় (অর্থাৎ অদর্শনের কারণতা পক্ষেও সমাধান অসম্ভব হয়)।

উ—দৃষ্টান্ত নহেত তুল্য বুঝ বিচক্ষণ।
জ্ঞান মূলে দৃষ্ট হয় সুরভি-চন্দন॥ ১১৬
অভাব অশ্রয়ে তথা উপনীত নয়।
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ মাত্রে যেহেতু প্রত্যয়॥ ১১৭
প্রতিযোগী-জ্ঞান মূলে বিশিষ্ট-বিজ্ঞান।
অভাবের নিয়মতঃ হয় সমুত্থান॥ ১১৮

মিলন বা সম্বন্ধের আবশ্যকতা। ঐরূপ সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই একটীতে অপরটী মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ, বস্তুদ্বয় হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হয়। বস্তুর স্বরূপ বস্তু হইতে অস্বতন্ত্র নিজের রূপ বলিয়া এবং অপরের দ্বারা নিরূপিত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া, উহা একে অপরের সম্বন্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ স্বরূপের দ্বারা একে অপর, আধার আধেয় রূপে মিলিত হইতে পারে না।

অতএব অভাবের নির্ব্বিকল্প-মতি।
সম্ভবেনা কভু, তাই নিষেধ সম্প্রতি॥ ১১৯
নির্ব্বিকল্প অভাবের করিলে স্বীকার।
সিদ্ধের সাধন পুনঃ হয় দুর্নিবার॥ ১২০
বিশিষ্ট-বিজ্ঞান বলে সম্বন্ধ স্বীকার।
স্বরূপ সম্বন্ধ বিনা অনবস্থা সার॥ ১২১
অন্যথা অদৃষ্টি পক্ষে যাহা সম্ভাবিত।
অনুমান আদি স্থলে তাহাই উচিত॥ ১২২
প্রমাণের অবিশেষ প্রমাণত্ব বলে।
নির্ব্বিকল্পে সহায়তা করুক সকলে॥ ১২৩

সৌরভ, চন্দনের গুণ ; উহা চন্দনে সমবায় সম্বন্ধে থাকে ; চন্দনে চক্ষুর সংযোগ হইলে সৌরভে চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায় স্বরূপ সম্বন্ধ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুঃ দ্বারা সৌরভের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ "সৌরভ দেখিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায়-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য সাক্ষাৎকারের প্রতি সৌরভকে প্রতিবন্ধক বলিতে হয়, অর্থাৎ সৌরভ স্বয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য সাক্ষাৎকারের প্রতিরোধ করে, ইহা স্বীকার করিতে হয় ; ইহা সৌরভের একটী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা চন্দনগত-সৌরভের অনুভব থাকিলে, ঐ অনুভব-জনিত সংস্কারের দ্বারা সৌরভের স্মরণ হইয়া সৌরভ চন্দন-বিষয়ক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ "সুরভি চন্দন" এইরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুঃ দ্বারা সৌরভের সাক্ষাৎকর হয় না। যেহেতু "সুরভি চন্দন" এইরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইলেও "চন্দনে সৌরভ দেখিতেছি" এরূপ অনুব্যবসায় হয়না, প্রত্যুত: "সুরভি চন্দন দেখিতেছি"

এইরূপ অনুব্যবসায় মাত্র হয়। কিন্তু ভূতলে চক্ষুঃ-সংযোগ হইলে "ভূতল ঘটাভাববৎ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে "ভূতলে ঘট নাই ইহা দেখিতেছি" এইরূপ সার্ব্বজনীন অনুব্যবসায় হয়, সুতরাং অভাবে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-ভূতল-বিশেষণতা স্বরূপ সম্বন্ধের বলে চক্ষুঃ দ্বারাই ভূতলে ঘটাভাবাদির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং চন্দনে সৌরভের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ "সুরভিচন্দন" এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং ভূতলে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ' ভূতল ঘটাভাব বৎ" ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ সমান নহে। সুতরাং "সুরভি-চন্দন" এইরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে অভাব আশ্রয়ে উপনীত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারের দ্বারা স্মৃত হইয়া কিংবা অদর্শন বশতঃ জ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা বলা অসঙ্গত।

অপর—বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইলেও প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষণের নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইয়াই সর্ব্বত্র বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ — প্রত্যক্ষের বিষয়টী যদি বিশিষ্ট-বস্তুর দ্বারা বিশেষিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে বিশেষণ বিষয়ক নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যক্ষের বিশেষ্যটী যদি অবিশিষ্ট বিশেষণের সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ বিশেষণের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় (১)। প্রতিযোগিকে বাদ রাখিয়া কেবল অভাবটী বুঝিতে

(১) তাৎপর্য্য—ঘটত্ব একটী জাতি, ইহা অবিশিষ্ট বা অখণ্ড একটী বস্তু, ইহা দ্বারা বিশেষিত বা ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে ঘট একটী বিশিষ্ট বা সখণ্ড বস্তু, সুতরাং "ঘট" এইরূপ প্রত্যক্ষ, বিশিষ্ট-বস্তু বিষয়ক প্রত্যক্ষ। এইরূপ প্রত্যক্ষে ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, সুতরাং ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ ঘটিলেই অবিশিষ্ট রূপে অর্থাৎ স্বরূপতঃ ঘটত্বের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঘটত্বের নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। নতুবা ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ "ঘট" এইরূপ বিশিষ্ট-বুদ্ধি হইতে পারে না।

পারা যায় না ; অভাব বুঝিতে হইলেই ঘট নাই, পট নাই, ইত্যাদি রূপে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগি দ্বারা বিশেষিত করিয়াই বুঝিতে হয়। ঘট, পট প্রভৃতি বিশিষ্ট-বস্তু ; সুতরাং অভাব, বিশিষ্ট-প্রতিযোগি দ্বারা বিশেষিত না হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না। অভাবের জ্ঞান মাত্রই অভাবে বিশিষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াই হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং অভাবের নির্বিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ কোনও বিশেষণের দ্বারা কল্পিত বা বিশেষিত না হইয়া, স্বরূপতঃ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের বিশিষ্ট বুদ্ধি স্বীকার করিলেও ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ক প্রত্যক্ষ স্থলের দৃষ্টান্তে অভাবের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে না। অভাবের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। বিশেষতঃ ভূতলাদিতে অভাবের বিশিষ্ট-বুদ্ধি স্থলে অভাবের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিলে সিদ্ধের সাধন দোষ হয়। তাৎপর্য্য—অভাবের অধিকরণ-ভূতলাদির প্রত্যক্ষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা ; ভূতলাদিতে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না ঘটিলে ভূতলাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভূতলাদিতে অভাবের প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ নাই, প্রত্যুতঃ হইয়া থাকে। ঐ নিমিত্ত প্রতিযোগির অদর্শনকে কারণ বলিলে, বাদীর মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ বা জ্ঞাত যে অভাব, তদ্ বিষয়ক জ্ঞানের সাধন করা হয় মাত্র।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের জ্ঞান স্বীকার করিলে, অভাবে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অভাবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, স্বরূপ প্রভৃতি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ কিংবা ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত ভূতলাদির সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি পরম্পরা সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না, পূর্ব্বপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতে নহে ; কারণ—ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত ভূতলাদিতে অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ থাকাতে (অভাবে ইন্দ্রিয়ের

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে না পারিলেও) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত ভূতলাদি নিরূপিত-স্বরূপ সম্বন্ধাত্মক পরম্পরা সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; সুতরাং ঐরূপ পরম্পরা সম্বন্ধের বলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্বরূপ, সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, উহাও সঙ্গত নহে। কারণ-স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে সম্বন্ধ ধারার বিচ্ছেদ বা শেষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ হয়। তাৎপর্য্য—আধারে আধেয়-বস্তু যে থাকে, উহা আধার এবং আধেয়ের কোনও একটী সম্বন্ধ থাকা হেতু, আবার আধারে সম্বন্ধটী থাকিতে হইলে উহারও সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। এইরূপে সম্বন্ধ ধারার শেষ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—ঘট, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সংযোগ সম্বন্ধটী ভূতলে না থাকিলে ঐ সম্বন্ধে ঘটটী ভূতলে থাকিতে পারে না; সুতরাং সংযোগ সম্বন্ধটীও ভূতলে থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সংযোগ সম্বন্ধটীও অপর কোনও সম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, এইরূপে তুল্য যুক্তিতে সমবায়েরও সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হয়, আবার সমবায়ের যে সম্বন্ধটী ভূতলে থাকে, উহারও সম্বন্ধান্তর স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে সম্বন্ধ ধারার শেষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ হয়। অতএব যে সকল বস্তুর সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সুস্পষ্ট সম্বন্ধ অর্থাৎ আধার আধেয় ভাব-জ্ঞাপক সম্বন্ধ সম্ভবপর নয়, উহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে কথিতরূপ অনবস্থা দোষ হয় না। তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্র স্বরূপই শেষ সম্বন্ধ; যাহার অন্য কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, ঐরূপ পদার্থের প্রথম সম্বন্ধই স্বরূপ। স্বরূপের নিজ হইতে অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহার স্বরূপাতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়

না, (১), সম্বন্ধের ধারা স্বরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। স্বরূপ সম্বন্ধও সেই সেই কালাবচ্ছিন্ন-অধিকরণের স্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, অর্থাৎ যে কালকে অবচ্ছেদ বা সীমা করিয়া ঘটাভাব ভূতলে থাকে, ঐ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (অর্থাৎ তাৎকালিক) ভূতলের যে স্বরূপ, উহাই ভূতলে ঘটাভাবের সম্বন্ধ ; সর্ব্বত্র এইরূপে বুঝিতে হইবে।

যদি প্রতিযোগির অদর্শনের দ্বারা প্রথমতঃ অভাবের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া অভাব বিষয়ক বিশিষ্ট-বুদ্ধি হয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থ-বোধ স্থলে ও প্রথমতঃ অনুমানাদি-প্রমাণের সাহায্যে বিশেষণের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া বিশিষ্ট-বোধ হয়, ইহাও স্বীকার করা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা অনুভব বিরুদ্ধ।

প্রত্যক্ষাদিভিরেভিরেবমধরো দূরে বিরোধোদয়ঃ
প্রাযোযন্ মুখবীক্ষনৈকবিধুরৈরাত্মাপি নাসাদ্যতে।
তং সর্ব্বানুবিধেয়মেকমসম স্বচ্ছন্দ লীলোৎসবং
দেবানামপি দেবমুদ্ভবদতি শ্রদ্ধাঃ প্রপদ্যামহে ॥ ২২

যে পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ-প্রমাণ সকলের দ্বারা বাধিত-প্রত্যক্ষাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রমাণরূপে গণ্য হয় না, ঐরূপ প্রত্যক্ষাদি দ্বারা বিরোধের উদয় অর্থাৎ ঈশ্বর নাই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। অতএব ঐ সকল দূরে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় জন্মাইতেও

(১) ভূতলে ঘটের অভাব থাকে, এই যে ঘটাভাব, ইহার নিজের পৃথক্ কোনও রূপ বা প্রকার নাই, তাৎকালিক ভূতলের স্বরূপ বা প্রকারই উহার রূপ বা প্রকার, সুতরাং ভূতলের সহিত ঐ অভাবের অন্য কোনও সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। তাৎকালিক ভূতলের স্বরূপই নিজের স্বরূপ বলিয়া ভূতলের সহিত ঘটাভাবের স্বরূপই সম্বন্ধ। সর্ব্বত্র অভাবস্থলে এইরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিত হইবে।

অক্ষম। তুলনা-রহিত, জীবের আনন্দদায়ক এবং অসাধ্য-সৃষ্টি স্বরূপ লীলার কর্ত্তা, সমুদয়ের প্রভু, সেই দেবদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া আমরা শ্রবণ, মননাদি নানা উপায়ে আরাধনা করিতেছি।

বিরোধ আশঙ্কা দূরে যাঁহার প্রতাপে।
নাস্তিকের হৃদ্মর্ম্ম দহে অনুতাপে॥ ১২৪
তাঁহাকে দেখে না বলে বৃথা দেয় দোষ।
নেহারিলে স্বরূপতঃ থাকিত না রোষ॥ ১২৫
বুঝিলে যাঁহার তত্ত্ব খেদ যায় দূরে।
হে ঈশ! জগৎ-পাতা পরিত্রাহি মোরে॥ ১২৬
শ্রবণে, মননে রতি থাকে যেন সদা।
স্বরূপেতে প্রতিষ্ঠিত র'য়েছ সর্ব্বদা॥ ১২৭
তোমার বিচিত্র-সৃষ্টি-কুহকে মজিয়া॥
দিবা নিশি যেন দেব! থাকিনা ভুলিয়া॥ ১২৮

(চতুর্থ স্তবক)

পূ—ঈশ্বর প্রসিদ্ধ বটে নহে পরমাণ।
প্রমা নয় যেই হেতু ঈশের বিজ্ঞান ॥ ১
প্রমার কর্ত্তৃত্ব কিংবা প্রমা-করণতা।
অসিদ্ধ বলিয়া ঈশে নাই বিশ্বস্ততা ॥ ২

ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ যুক্ত নয়; সুতরাং ঈশ্বর থাকিলেও প্রমাণ-পুরুষ হইতে পারেনা; প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা কিংবা করণই প্রমাণ। জ্ঞান, যথার্থ হইলেই যে প্রমা হইবে এরূপ নয়; প্রমা জ্ঞানের লক্ষণ হইল অগৃহীত-গ্রাহিত্ব বা অজ্ঞাত-বস্তু বিষয়ক জ্ঞানত্ব অর্থাৎ একই পুরুষের যে জ্ঞান, নিজের সমকাল এবং পূর্ব্বকাল এই উভয় কালে অবস্থিত ঐরূপ জ্ঞানান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত-বস্তুকে বিষয় করিয়া হয়, উহাই প্রমা। যেমন-কোনও পুরুষের প্রথমতঃ একটী জ্ঞান হইল যে "ইহা ঘট" ঐ জ্ঞানটীর সমকালে এবং পূর্ব্বকালে ঐরূপ জ্ঞানান্তর ঐ পুরুষের হয় নাই, ঐরূপ স্থলে ঐ পুরুষের "ইহা ঘট" এইরূপ যে প্রাথমিক জ্ঞান, উহা ঐরূপ জ্ঞানান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত-ঘটকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে। সুতরাং ঐ পুরুষের "ইহা ঘট" এইরূপ যে প্রাথমিক জ্ঞান, উহাই প্রমা। কিন্তু ঐ পুরুষেরই "ইহা ঘট" এইরূপ একই প্রকারের জ্ঞান-ধারা স্থলে ("ইহা ঘট" "ইহা ঘট" এইরূপ ক্রমিক একাধিক জ্ঞান স্থলে) দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকল প্রত্যেকে নিজের সমকাল এবং পূর্ব্বকাল এই উভয় কালে অবস্থিত "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞানান্তরের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী তুল্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত-ঘটকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে, অর্থাৎ "ইহা ঘট" এইরূপ যে

দ্বিতীয় জ্ঞান, উহা, তৎসদৃশ প্রাথমিক যে "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের বিষয় ঘটকে বিষয় করিয়া হইয়াছে। তৃতীয়াদি জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং একই পুরুষের "ইহা ঘট" এইরূপ ক্রমিক দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকল প্রমা নহে। ফল কথা সর্ব্বত্র প্রাথমিক জ্ঞানই প্রমা জ্ঞান; ঈশ্বর-সর্ব্বজ্ঞ, তাহার সর্ব্ব-বিষয়ক নিত্য একটী জ্ঞান; অনাদি-অনন্ত-অসীম কালই ঈশ্বরের জ্ঞানের সমকাল, ঈশ্বরের জ্ঞানের সমকাল প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ নাই; ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং অজন্য, এবং তাঁহার জ্ঞানান্তর নাই; সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রমা-জ্ঞানের কথিতরূপ লক্ষণযুক্ত নয় বলিয়া প্রমা নয়; এবং ঈশ্বর প্রমা জ্ঞানের কর্ত্তা কিংবা করণ কিছুই নহে। ঈশ্বর অপ্রমাণ-পুরুষ। সুতরাং ঈশ্বরোক্ত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারে না, বেদে অনাশ্বাস থাকিয়াই যায় (১)।

উঃ—অপ্রাপ্তেরধিক-প্রাপ্তেরলক্ষণমপূর্ব্বদৃক্।
যথার্থোঽনুভবো মান মনপেক্ষতয়েষ্যতে ॥১মূ

অপ্রাপ্তি বা অব্যাপ্তি এবং অধিক প্রাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি হেতু অপূর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ অগৃহীত-গ্রাহিত্ব (প্রমার) লক্ষণ নয়, যথার্থ অনুভবই প্রমা; অনপেক্ষত্বহেতু, ইহাই ঈপ্সিত।

উঃ—অপ্রাপ্তি, অধিক-প্রাপ্তি দোষ সঙ্ঘটন।
অজ্ঞাত-গ্রাহিত্ব তাই নহেত লক্ষণ ॥৩
ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি ধারাতে অব্যাপ্তি।
দোষদ্বয় হেতু নহে লক্ষণ সমাপ্তি ॥৪

(১) এই বিপ্রতি পত্তির ফল হইতেছে ঈশ্বর প্রমাণ কিনা? এরূপ সংশয়।

যথার্থানুভব বটে প্রমার লক্ষণ।
ঈশ-জ্ঞান নহে প্রমা ভ্রান্তের বচন ॥৫
নিজমত ইহা কিনা বুঝা নাহি যায়।
"ইষ্যতে" বলাতে ব্যক্ত গোতমাভিপ্রায় ॥৬

অপ্রাপ্তি-অব্যাপ্তি, অধিক প্রাপ্তি-অতিব্যাপ্তি, এই উভয় দোষে পূর্ব্ব-পক্ষোক্ত অগৃহীত-গ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ—ভ্রমজ্ঞান প্রমা নয়, উহা প্রমালক্ষণের অলক্ষ্য; কিন্তু অগৃহীত-গ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ হইলে প্রাথমিক-ভ্রমজ্ঞানে (যথা—সর্পত্বরূপে রজ্জুবিষয়ক প্রাথমিক-জ্ঞানে) লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রাপ্তি স্বরূপ দোষ হয়, এবং ধারাবাহিক বা ক্রমিক যথার্থ জ্ঞান সমুদায়ই প্রমা বলিয়া, একই প্রকারের ক্রমিক বহু জ্ঞান স্থলে দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকলে লক্ষণের অব্যাপ্তি বা লক্ষ্যে লক্ষণের অপ্রাপ্তি স্বরূপ দোষ হয়। অতএব যথার্থ অনুভবত্বই প্রমার লক্ষণ। অর্থাৎ যে বস্তু বাস্তবিক যে ধর্ম্মাক্রান্ত অথবা যে বস্তু বাস্তবিক যাহা, ঐরূপে ঐ বস্তু বিষয়ক অনুভব, অথবা ঐ বস্তুকে ঐ বস্তু বলিয়া যে অনুভব, উহাই প্রমা। ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী সুতরাং তাঁহার জ্ঞান-প্রত্যক্ষানুভব, এবং ঈশ্বর অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার জ্ঞান-যথার্থ; সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান প্রমা। উহা প্রমা নয়, ইহা ভ্রান্তের কথা। এখন কথা হইতে পারে যে—"প্রমা" শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান (১); যথার্থত্বই জ্ঞানের প্রকৃষ্টতা; স্মৃতি ও এক প্রকার জ্ঞান; সুতরাং যথার্থ স্মৃতি ও প্রমাশব্দের যোগার্থ মধ্যে গণ্য। এমত অবস্থায় যথার্থ-অনুভবত্ব প্রমার লক্ষণ হইলে, স্মৃতি অনুভব নয় বলিয়া যথার্থ-স্মৃতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ থাকিয়াই যায়; সুতরাং যথার্থ-অনুভবত্ব

(১) প্র+মা=প্রমা; "প্র" শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্ট; "মা" শব্দের অর্থ—জ্ঞান, সুতরাং প্রকৃষ্ট জ্ঞানই "প্রমা" শব্দের যোগার্থ।

প্রমার লক্ষণ হইতে পারে না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে আচার্য্য, এস্থলে মহর্ষি-গোতমের অভিপ্রেত প্রমার লক্ষণই বলিয়াছেন 'অনপেক্ষতয়েষ্যতে' আচার্য্যের ঐ কথাটী দ্বারা এরূপই জ্ঞান হয়। যথার্থ-স্মৃতি, মহর্ষির অভিপ্রেত প্রমা নহে, ইহা পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। অথবা আচার্য্য, নিজের মত দৃঢ় করিবার নিমিত্তই ঐ কথাটী বলিয়া থাকিবেন। মহর্ষির মতে নিরপেক্ষ প্রকৃষ্ট জ্ঞানই প্রমা, অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রকৃষ্টতা বা যথার্থতা নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিজের সমান বিষয়ক জ্ঞানান্তরের প্রকৃষ্টতা বা যথার্থতার অনধীন, ঐরূপ জ্ঞানই প্রমা। স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞানের যথার্থতা ঐরূপ নহে। নিজের সমান বিষয়ক পূর্ব্বানুভব-জনিত-সংস্কারের দ্বারা স্মরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভব যেরূপ, স্মরণ ও তদ্রূপই হয়। পূর্ব্বানুভব যথার্থ হইলে স্মরণ ও যথার্থ হয় এবং অযথার্থ হইলে স্মরণ অযথার্থ হয়, ইহার ব্যতিক্রম হয় না। ঘটের ধর্ম্ম-ঘটত্বরূপে ঘটের পূর্ব্বানুভব হইলে স্মরণ ঐরূপই হয়, সর্পত্বরূপে রজ্জুকে বিষয় করিয়া পূর্ব্বানুভব হইলে স্মরণ তদ্রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণাত্মক জ্ঞানের যথার্থতা কিংবা অযথার্থতা, পূর্ব্বানুভবের যথার্থতা বা অযথার্থতার অধীন। নিরপেক্ষ-যথার্থতাই জ্ঞানের প্রকৃষ্টতা; সুতরাং যথার্থ-স্মরণ হইলেও উহা নিরপেক্ষ বা স্বাধীন-প্রকৃষ্টতা যুক্ত নহে। এ নিমিত্তই মহর্ষি স্মৃতির প্রমাত্ব বলেন নাই। জ্ঞান দুই প্রকার, অনুভব এবং স্মরণ; অনুভব, চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, এবং শাব্দ-বোধ। মহর্ষি নিজ-কৃত দর্শনের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে (১) প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়া "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই তৃতীয় সূত্রে প্রত্যক্ষাদি-অনুভবের

---

(১) প্রমাণ, প্রমেয় সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-চ্ছল-জাতি-নিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

করণরূপে চারিটী প্রমাণ (১) বলিয়াছেন, স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে স্মৃতি বা স্মরণাত্মক জ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞানের বিষয় প্রমাণের একদেশ-প্রমারূপে মহর্ষির অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে, প্রমার করণ—প্রমাণ, ইহা বলিতে যাইয়া কেবল যথার্থ অনুভবের করণ চারিটীর উল্লেখ করা সঙ্গত হইত না; স্মৃতির করণের উল্লেখ করা ও উচিত ছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, স্মৃতির প্রমাত্ব মহর্ষির অভিপ্রেত নহে।২। মহর্ষির নিগূঢ়-অভিপ্রায় এই যে, কোনও বস্তুর জ্ঞান হইলে বস্তুটীকে যদি পুরুষ, নিজের ইষ্টের সাধন বা উপকারী কিংবা অনিষ্টের সাধন বা অনুপকারী বুঝে, তবে ঐ বস্তুর প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগের নিমিত্ত পুরুষের প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির ফল-প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তির ফল পরিত্যাগ। কোনও বস্তুকে যথার্থরূপে বুঝিয়া এবং নিজের উপকারী বিবেচনা করিয়া উহা লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে ঐ বস্তুর লাভ বা প্রাপ্তি হয়, এবং কোনও বস্তুকে যথার্থরূপে বুঝিয়া ও নিজের অনুপকারী বিবেচনা করিয়া উহা পরিত্যাগের নিমিত্ত নিবৃত্ত হইলে ঐ বস্তুর বাস্তবিক পরিত্যাগ হয়। ভুল বুঝিয়া প্রবৃত্ত কিংবা নিবৃত্ত হইলে বস্তুর বাস্তবিক প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ হয় না। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—জলকে জল বুঝিয়া এবং

(১) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারিটীই প্রমাণ। বিষয়-সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্যরূপে হেতুমত্তা নিশ্চয় অনুমান-প্রমাণ, কোনও বস্তুতে অপর কোনও বস্তুর যথার্থ সাদৃশ্য জ্ঞান উপমান-প্রমাণ, এবং আপ্তোপদেশ শব্দ-প্রমাণ।

(২) "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি বেদ-বাক্যের দ্বারা আত্মবিষয়ক স্মরণ বিহিত হয় নাই। বোধ হয় ঐ নিমিত্তই মহর্ষি ও যথার্থ-স্মৃতিকে প্রমা ইচ্ছা করেন নাই।

পিপাসা শান্তির উপায় মনে করিয়া জলের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে বাস্তবিক জলের লাভ বা প্রাপ্তি হয়, প্রবৃত্তি সফল হয়; কিন্তু মরীচিকাতে জলভ্রম স্থলে, জলকে পিপাসা শান্তির উপায় মনে করিয়া প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক জলের লাভ হয় না, প্রবৃত্তি সফল হয় না। এইরূপ যথার্থতঃ সর্প দৃষ্ট হইলে, উহাকে অনিষ্টকারী মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ সর্পের পরিত্যাগ হয়, নিবৃত্তি সফল হয়; কিন্তু রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া এবং সর্প অনিষ্টকারী ইহা বিবেচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক সর্পের পরিত্যাগ হয় না, নিবৃত্তি সফল হয় না। সুতরাং সফল প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিতে বস্তুর যথার্থ জ্ঞানই উপযোগী। পূর্ব্বানুভাবের যথার্থতা নিয়াই স্মরণের যথার্থতা। যথার্থরূপে কোনও বস্তুর স্মরণ করিয়া এবং উপকারী বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্ত কিংবা অনুপকারী বিবেচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে, বস্তুর বাস্তবিক-প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ স্থলে পূর্ব্বানুভবের যথার্থতাই মূল। কারণ—পূর্ব্বানুভব যথার্থ না হইলে স্মরণ যথার্থ হয় না। সুতরাং প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তির সফলতা বিষয়ে যথার্থ-স্মরণকাত্মক জ্ঞান স্বাধীন নহে। এমত অবস্থায় সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা অনুভবের যথার্থতা ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি সফল হয় না। এনিমিত্ত যথার্থ অনুভবই প্রমা বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট-জ্ঞান। মহর্ষি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্থেই "প্রমা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্মৃতি যথার্থ হইলেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, সুতরাং স্মৃতি প্রমাজ্ঞান, ইহা মহর্ষির অভিপ্রেত নহে. আচার্য্যের লিখন ভঙ্গীতেও ইহাই বুঝা যায়। আচার্য্য যে এসম্বন্ধে মহর্ষির মতেই সায় দিয়াছেন, ইহা এই স্তবকের ৫ম কারিকায় "প্রামাণ্যং গৌতমে মতে" এই আচার্য্যোক্তি দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথার্থানুভবত্বই প্রমার সিদ্ধান্ত লক্ষণ। তবে "প্রমা" শব্দের যোগার্থ নিয়া স্মৃতিতেও "প্রমা" শব্দের ব্যবহার

করা যাইতে পারে। যাহারা অগৃহীত-গ্রাহিত্বই প্রমার লক্ষণ বলে, তাহাদের মতে স্মৃতিতে প্রমার লক্ষণ কোনওরূপেই যায় না, তাহারা স্মৃতি বা স্মরণাত্মক-জ্ঞানকে প্রমা বলে না ; এনিমিত্তই বোধ হয় আচার্য্য মহর্ষির মত-সিদ্ধ প্রমার লক্ষণ বলিয়াছেন। নতুবা যথার্থ-স্মৃতিকে প্রমা বলিলে ক্ষতি কি আছে ? সুধীগণ প্রণিধান করিবেন।

পূ—ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি ভ্রান্তের জল্পনা।
ভ্রম নহে এক জ্ঞান দু'য়ের কল্পনা ॥ ৭
দোষের উদ্ধার হয় জ্ঞান-ধারা স্থলে।
জ্ঞান মূলে বিষয়েতে জ্ঞাততা মানিলে ॥ ৮
জ্ঞাততা, নহেত পূর্ব্ব-জ্ঞানের বিষয়।
সেই হেতু দ্বিতীয়াদি প্রমা সুনিশ্চয় ॥ ৯

প্রাথমিক-ভ্রমজ্ঞানে অগৃহীত-গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমালক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ—জ্ঞান মাত্রই প্রমা, জ্ঞান কখনও ভ্রম হইতে পারে না (১)। দূরস্থ-লম্বমান-রজ্জুটীকে অল্প-

(১) তাৎপর্য্য—জ্ঞান, মুখ্য প্রকাশ স্বরূপ বস্তু, ঘট, পট প্রভৃতিও উহাদের সাধারণ, অসাধারণ ধর্ম্মরূপে এক একটী বিশিষ্ট-বস্তু। বস্তুতেই বস্তুর সম্বন্ধ সম্ভবপর ; জ্ঞানের সহিত বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে, অবস্তু-অলীক জ্ঞানের বিষয় হয় না। বিষয়তাই বস্তুতে জ্ঞানের সম্বন্ধ। একের অসাধারণ-ধর্ম্মরূপে অপর কিছুই নহে ; সর্পের অসাধারণ ধর্ম্ম-সর্পত্বরূপে রজ্জু, অকিঞ্চিৎকর-তুচ্ছ-অবস্তু। সুতরাং সর্পত্বরূপে রজ্জু, জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তর্ক স্থলে অবস্তুতে বস্তুর সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও উহাদের প্রতিযোগিতা বা প্রতিপক্ষতাই সম্বন্ধ। বিষয়ে জ্ঞানের সম্বন্ধ ঐরূপ নহে। সুতরাং সর্পত্বরূপে রজ্জু কদাচ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান মাত্রই যথার্থ। তবে পূর্ব্বানুভূত-বস্তুরই স্মৃতি হয় বলিয়া, উহা অগৃহীত-গ্রাহী নয় ; সুতরাং স্মৃতি "প্রমা" শব্দ-বাচ্য নহে।

আলোকে দেখিলে সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়, ইহাই ভ্রম জ্ঞানের প্রসিদ্ধ-উদাহরণ; কিন্তু ঐরূপ স্থলে "সর্প" এইরূপ একটী জ্ঞান হয় বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও উহা বাস্তবিক একটী জ্ঞান অর্থাৎ সর্পের ধর্ম্ম-সর্পত্বকে বিশেষণ করিয়া রজ্জু বিষয়ক জ্ঞান নহে। তাহা হইলে ঐ জ্ঞান ভ্রম অর্থাৎ একের ধর্ম্মরূপে অপরের জ্ঞান বলা যাইত; বাস্তবিক ঐরূপ স্থলে একদা দুইটী জ্ঞান হয়। একটী সর্পত্বের স্মৃতি এবং অপরটী রজ্জুর অসাধারণ ধর্ম্মকে বিষয় না করিয়া লম্বমানত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মরূপে রজ্জুর প্রত্যক্ষ। উহার কোনওটীই ভ্রমজ্ঞান নহে। তবে সর্পত্বের স্মরণটী গৃহীত-গ্রাহী বলিয়া প্রমা নয়, রজ্জুর প্রত্যক্ষ অগৃহীত-গ্রাহী বলিয়া প্রমা, এই মাত্র প্রভেদ। অল্প আলোক এবং দূরত্বাদি দোষের সদ্ভাব বশতঃ ঐরূপ জ্ঞান দ্বয়ের পার্থক্য উপলব্ধির বিষয় হয় না বলিয়া একটী জ্ঞান বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বত্র ভ্রান্ত-ব্যবহার স্থলে দোষবশতঃ একদা ঐরূপ দুইটী জ্ঞানের সমাবেশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান, অলীক। সুতরাং প্রাথমিক ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন, গগন-কমলিনীর কমণীয়তা প্রদর্শনের ন্যায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অপর—কোনও বস্তু সম্বন্ধে ক্রমিক এক প্রকারের জ্ঞান সকলের অর্থাৎ "ঘট" এইরূপ ক্রমিক জ্ঞান সকলের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে যে অব্যাপ্তি-দোষ দেওয়া হইয়াছে, উহাও সঙ্গত নহে। কারণ—"ঘট" এইরূপ প্রাথমিক জ্ঞানটী কেবল ঘটত্বরূপে ঘট বস্তুটিকে বিষয় করিয়াই হয়, কিন্তু এইরূপ জ্ঞান হইলেই ঘটটিকে জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ বলা হয় যে, ঘটটী জ্ঞাত। সুতরাং "ঘট' এইরূপ প্রাথমিক-জ্ঞানের দ্বারা বিষয়-ঘটে জ্ঞাততা স্বরূপ একটী ধর্ম্ম জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ক্রমিক-জ্ঞানধারা স্থলে দ্বিতীয় জ্ঞান, প্রথম জ্ঞানের অবিষয়-জ্ঞাততা স্বরূপ অতিরিক্ত-ধর্ম্মটীকে বিষয় করে বলিয়া ঐ অংশ নিয়া

দ্বিতীয় জ্ঞানও অগৃহীত-গ্রাহীই বটে। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি জ্ঞান সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। প্রাথমিক-ঘট জ্ঞান, দ্বিতীয়-ঘট-জ্ঞানের সমকাল এবং পূর্ব্বকালে অবস্থিত হইলেও সমান বিষয়ক নয়; সুতরাং অগৃহীত গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমার লক্ষণ ধারাবাহিক-বুদ্ধি সকলেও অব্যাহত। কথা হইতে পারে যে, বিষয়ে জ্ঞান-জন্য জ্ঞাততা স্বীকারের আবশ্যকতা কি আছে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বিষয়ে জ্ঞান-জন্য জ্ঞাততা স্বীকার না করিলে জ্ঞানের বিষয় নিয়ম হইতে পারে না, অর্থাৎ ঘটই "ঘট" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, পট নহে, এরূপ নিয়ম করা চলেনা। জ্ঞাততা স্বীকার করিলে ঐটীর অনুপপত্তি হয় না, অর্থাৎ বলা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞান-জন্য-জ্ঞাততা যে বস্তুতে জন্মে উহাই ঐ জ্ঞানের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেই জ্ঞানের বিষয় নিয়মটী রক্ষিত হয়, জ্ঞাততা অবশ্য স্বীকার্য্য পদার্থ।

স্বভাব নিয়মাভাবাদুপকারোহি দুর্ঘটঃ।
সুঘটত্বেঽপিসত্যর্থেঽসতি কা গতিরন্যথা ॥২

স্বভাব নিয়ম (বিষয়তার সম্বন্ধ ব্যতিরেকে উপকার (জ্ঞাততা) দুর্ঘট; বিদ্যমান অর্থে সুঘট হইলেও অবিদ্যমান অর্থে অন্যপ্রকার গতি কি আছে? অন্যপ্রকার গতি সম্ভবপর নয়।

উ— ভ্রমস্থলে জ্ঞানদ্বয় কল্পনা অসার।
বাধজ্ঞানে প্রতিবন্ধ প্রত্যক্ষ সবার ॥১০
বিষয়তা-যোগ বিনা জ্ঞাততা-সাধন।
অসম্ভব ব'লে তার নিশ্চিত খণ্ডন ॥১১
অন্যথা জ্ঞাততা পক্ষে নাইত যুকতি।
বিদ্যমানে যাহা হ'ক, অতীতে অগতি ॥১২

ভ্রম ব্যবহার স্থলে দুইটী জ্ঞান হয়, একটী ধর্ম্মির প্রত্যক্ষ এবং অপরটী ধর্ম্মের স্মরণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ—ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু, ইত্যাদি রূপ বাধজ্ঞান হইলে রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকে না, ভ্রমজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঐরূপ বাধজ্ঞান থাকিলে, সর্পত্বের স্মরণ এবং রজ্জু স্বরূপ ধর্ম্মির প্রত্যক্ষ, এই জ্ঞানদ্বয় হইতে বাধা হয় না, সুতরাং রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝা একটী বিশিষ্ট-জ্ঞান; যে জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানের স্বরূপ নয়, তাহা জ্ঞানান্তরের দ্বারা বাধিত হয় না বা হইতে পারে না। তবে সর্পত্বরূপে রজ্জু অলীক বলিয়া ঐরূপে রজ্জুর সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে পারে না, যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ—একান্ত অসৎই জ্ঞানের বিষয় হয় না। সর্পত্বরূপে রজ্জু একটী বিশিষ্ট পদার্থ না হইলেও সর্পত্ব এবং রজ্জু ইহার কোনটীই অসৎ নহে, সুতরাং দোষ বশতঃ সর্পত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান অসম্ভব হইতে পারে না। আরও এককথা ভ্রম ব্যবহার স্থলে একদা দুইটী জ্ঞান হয়, ইহা অসম্ভব কথা; কারণ - জ্ঞান দ্বয়ের যৌগপদ্য নাই, অর্থাৎ একই আত্মার একসময়ে দুইটী জ্ঞান হয় না, মনের অনুত্বই তাহার হেতু (১)। অতএব প্রাথমিক-ভ্রম জ্ঞানে অগৃহীত-গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

অপর-বিষয়ে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা স্বীকার না করিলে, জ্ঞানের বিষয় নিয়ম হইতে পারে না, সুতরাং বিষয়তার অতিরিক্ত জ্ঞাততা স্বীকার করিতে হয়, যাহা বলা হইয়াছে, উহাও সঙ্গত নহে; কারণ—জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ে জ্ঞাততা জন্মে স্বীকার করিতে হইলে উহারও কোন নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। নতুবা "ঘট" এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা পটে হয় না কেন? আপত্তি হইতে পারে; সুতরাং বলিতে হয়, যে জ্ঞান যে বস্তুকে

(১) পরিশিষ্টে মন ও শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিষয় করিয়া হয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয়তা যাহাতে থাকে ঐ বস্তুতে ঐ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা জন্মে, তাহা হইলে ঘট বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা পটে জ্ঞাততা হইতে পারেনা। এমত অবস্থায় কোন পক্ষেরই নিরূপণ করা চলে না তাৎপর্য্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা কোথায় হয় নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হয় জ্ঞানটী যে বিষয়ের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়তা যে বস্তুকে থাকে, আবার জ্ঞানের বিষয় কি, নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে হয়, যে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা যে বস্তুতে জন্মে উহাই ঐ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞাত-বস্তুই জ্ঞানের বিষয়তা যুক্ত হয়। এমত অবস্থায় বস্তুতে বিষয়তা-যোগ স্বীকার না করিলে, জ্ঞাততা স্বীকার করা যায় না, এবং জ্ঞাততা স্বীকার না করিলে বিষয়তা স্বীকার করা যায় না, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে; কোনও পক্ষই নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ে একটী অতিরিক্ত-জ্ঞাততা হয়, ইহা বলা যায় না, তবে বস্তুতে জ্ঞানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ যে বিষয়তা উহাই জ্ঞাততা, বিষয়তার অতিরিক্ত-জ্ঞাততা কিছুই নহে। এমত অবস্থায় এক বিষয়ের ক্রমিক-বহুজ্ঞান স্থলে দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকল জ্ঞাততা স্বরূপ অতিরিক্ত-পদার্থকে বিষয় করে বলিয়া অগৃহীত-গ্রাহী, ইহা বলা যায় না। আরও এক কথা জ্ঞান যেরূপ বর্ত্তমান বস্তু সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ অতীত, অনাগত বস্তু সম্বন্ধেও হইয়া থাকে, নষ্টবস্তুর স্মরণ অনেকেরই হয়, মেঘ ডাকিলে বৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়, ইতিহাস পাঠে অতীত অনেক ঘটনাই জানা যায়। (১)। এমত অবস্থায় অতীত কিংবা অনাগত-বস্তুর জ্ঞানের দ্বারা অতীত, অনাগত-বস্তুতে বর্ত্তমানকালে জ্ঞাততা জন্মিতে পারে না। কারণ—কার্য্যের অব্যবহিত-

(১)। যে সকল কারণের দ্বারা জ্ঞান হয়, জ্ঞানের বিষয়তা ও ঐ সকল কারণের দ্বারাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গেই বিষয়তা সম্বন্ধটীও হইয়া থাকে। সুতরাং অতীত অনাগত-বস্তু বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর বলিয়া বিষয়তার অসম্ভব হয়না।

পূর্ব্বে কার্য্যের আশ্রয়টী বর্ত্তমান হওয়া আবশ্যক, চিরাতীত কিংবা চিরভাবি-বস্তু বর্ত্তমান-জ্ঞাততার অব্যবহিত-পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমান হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞাততা, অসিদ্ধ আকাশ-কুসুম। ১.

পূঃ—বস্তুতে জন্মায় ফল স্বভাব ক্রিয়ার।
জ্ঞান ক্রিয়া সেই হেতু জ্ঞাততা সঞ্চার॥ ১৩

জ্ঞান, এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া; ক্রিয়া মাত্রই কর্ম্মগত-ফলের জনক, যেমন গমন-ক্রিয়া। গমন-ক্রিয়া দ্বারা গ্রামাদি কর্ম্মকারকে পাদ সংযোগ স্বরূপ ফল হইয়া থাকে; বিষয়, জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম। (১)। এইরূপ অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়ে বা জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞাততা সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্ম পদার্থে কোন ফল বা কার্য্য উৎপাদন করা ক্রিয়ার স্বভাব, ক্রিয়া একেবারে নিষ্ফল হয় না। জ্ঞান ও ক্রিয়া, জ্ঞানের বিষয়ই কর্ম্ম, সুতরাং জ্ঞান, নিজের বিষয়ে বা কর্ম্মে অর্থাৎ জ্ঞেয়-পদার্থে অবশ্যই কোন ফল জন্মাইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই জ্ঞাততা। তাৎপর্য্য—ক্রিয়া জন্য-ফলের সম্বন্ধই কর্ম্মতা, ঐ ফল-সম্বন্ধ যে আধারে হয়, উহাই কর্ম্ম। চৈত্র গ্রামে গমন করিতেছে, এই স্থলে চৈত্রের পাদ-সঞ্চালন স্বরূপ গমন ক্রিয়া-জন্য ফল গ্রামে চৈত্রের সংযোগ, ইহাই এই স্থলে গমন ক্রিয়ার কর্ম্মতা, এবং তদ্‌যুক্ত বলিয়া গ্রাম কর্ম্ম। তদ্রূপ-চৈত্র ঘট জানিতেছে ইত্যাদি স্থলেও ঘট বিষয়ক জ্ঞানের স্বরূপ যে ক্রিয়া, তজ্জন্য-ফল জ্ঞাততাই কর্ম্মতা এবং তদ্‌যুক্ত বলিয়া ঘট কর্ম্ম। এইরূপ সর্ব্বত্র জ্ঞান স্থলে জ্ঞানের বিষয়ে বা কর্ম্মে জ্ঞান-জন্য জ্ঞাততা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

(১) এই স্থলে কর্ম্মগত ফল-জনকত্ব সাধ্য, হেতু-ক্রিয়াত্ব, দৃষ্টান্ত-গমন ক্রিয়া। অনুমানের আকার—জ্ঞান, কর্ম্মগত-ফলের জনক, ক্রিয়াত্ব হেতু।

উঃ—অনৈকান্তাদসিদ্ধের্ব্বা নচ লিঙ্গমিহক্রিয়া

তদ্‌বৈশিষ্ট্য প্রকাশত্বান্নাধ্যক্ষানুভবোঽধিকে ।৩

অনৈকান্ত এবং অসিদ্ধি হেতু এই স্থলে ক্রিয়া (ক্রিয়াত্ব) লিঙ্গ বা হেতু হইতে পারে না। তৎ, তাহার (জ্ঞানের) বৈশিষ্ট্য বা বিষয়তার প্রকাশকত্ব হেতু অধিকে (জ্ঞাততা রূপ ধর্ম্মে) অধ্যক্ষানুভব (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) নাই।

উঃ—ব্যভিচার, হেত্বসিদ্ধি নিয়মে বাধক।
ক্রিয়া বটে সেই হেতু নহেত সাধক ॥১৪
ধাতু-বাচ্য ক্রিয়া অর্থে হয় অনৈকান্ত।
ক্রিয়া যদি স্পন্দ তবে অসিদ্ধ একান্ত ॥১৫
বিষয়তা-প্রকাশক মাত্র বটে জ্ঞান।
স্বতন্ত্র জ্ঞাততা নাই বৃথা অভিমান ॥১৬
যুক্তি-বিনে স্বতন্ত্রতা করিলে স্বীকার।
ইষ্টতা, কৃততা, কেন নিষিদ্ধ আবার ॥১৭

(ব্যভিচার এবং অসিদ্ধি দোষ বশতঃ ক্রিয়াত্ব-হেতু দ্বারা পূর্ব্বপক্ষোক্ত-অনুমান হইতে পারে না। কারণ—ধাতু-বাচ্য অর্থাৎ ধাত্বর্থ, ক্রিয়া শব্দের অর্থ হইলে বস্ত্রের দ্বারা ঘট আচ্ছাদিত করিতেছে এই স্থলে দোষ পরে; কারণ—আচ্ছাদনও ক্রিয়া, কিন্তু আচ্ছাদন ক্রিয়া দ্বারা কর্ম্ম-ঘটে কোনও ফল জন্মে না; অর্থাৎ আচ্ছাদন করিলে ঘটের কোনওরূপ বৈশিষ্ট্য হয় না। এই যে আচ্ছাদন ক্রিয়া, ইহাতে সাধ্য কর্ম্মগত-ফল-জনকত্ব নাই এবং হেতু-ক্রিয়াত্ব আছে, সুতরাং এইরূপ ক্রিয়াস্থলভাবে হেতু-ক্রিয়াত্ব অনৈকান্ত অর্থাৎ সাধ্য-কর্ম্মগত ফল জনকত্বের ব্যভিচারী। সুতরাং ব্যভিচারী-ক্রিয়াত্ব হেতু দ্বারা বিচারস্থলে অনুমিতি অসম্ভব; এবং স্পন্দন

ক্রিয়া শব্দের অর্থ হইলে স্পন্দনত্বই পূর্ব্বপক্ষোক্ত-অনুমানের হেতু, ইহা জ্ঞান স্বরূপ ক্রিয়াতে না থাকায় হেতুটী স্বরূপাসিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষোক্ত অনুমানের পক্ষ-জ্ঞান হেতু-স্পন্দনত্বের অভাব বিশিষ্ট; সুতরাং ইহা দ্বারাও বিচারস্থলে পূর্ব্বপক্ষোক্তরূপ অনুমিতি অসম্ভব।

অপর-বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই বিশিষ্ট বুদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিশেষণ এবং বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াই বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়। "জ্ঞাত ঘট" ইত্যাকার প্রত্যক্ষানুভব ও বিশিষ্ট বুদ্ধি বলিয়া, ঘট স্বরূপ বিশেষ্যটী জ্ঞানের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই ঐরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অর্থাৎ বিশেষণীভূত-জ্ঞান, এবং বিশেষ্যীভূত ঘট এই উভয়ের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া হয়, বলিতে হয়। সুতরাং জ্ঞান এবং বিষয়ের সম্বন্ধ-জ্ঞাততার অস্তিত্বে প্রত্যক্ষানুভবই প্রমাণ,ইহাও সঙ্গত নহে; কারণ—ঐরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষানুভব, জ্ঞান এবং বিষয় এই উভয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ-বিষয়তা দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই "জ্ঞাত ঘট" ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ সম্ভব পর। এই নিমিত্ত বিষয়তার অতিরিক্ত-জ্ঞাততা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। নতুবা তুল্য যুক্তিতে "কৃত-ঘট" "ইষ্ট বা ঈপ্সিত ঘট" ইত্যাদি বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষের অনুরোধে বিষয়ে কৃততা এবং ইষ্টতা স্বরূপ ধর্ম্মান্তর স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পরে। অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধের দ্বারা বিশিষ্টবোধ সম্পন্ন হইতে পারিলে ও যদি বিশিষ্ট বুদ্ধির নিমিত্ত সম্বন্ধান্তর স্বীকার করা হয়, তবে "কৃত-ঘট" "ইষ্ট-ঘট" ইত্যাদি প্রকারের বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষস্থলেও কৃতি এবং ইচ্ছার স্বাভাবিক সম্বন্ধ-বিষয়তার অতিরিক্ত-কৃততা এবং ইষ্টতা সিদ্ধ হইতে পারে। যদি ইষ্টতা, কৃততা স্বীকার করা না হয়, তবে তুল্য যুক্তিতে জ্ঞাততা স্বীকারের ও আবশ্যকতা নাই। "জ্ঞাত-ঘট" এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের দ্বারা বিষয় এবং জ্ঞানের স্বাভাবিক

সম্বন্ধ বিষয়তা মাত্রই প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান নিজের সহিত বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিষয়তা মাত্রই প্রকাশ করে, বিষয়তার অতিরিক্ত-জ্ঞাততা আকাশ-কুসুম।।

বিশেষ করিয়া ইহা কহিনু আবার।
সাবধানে শুন ওহে যুক্ত সমাচার।। ১৮

ইহাই বিশেষরূপে বলা যাইতেছে।

অর্থেনৈব বিশেষোহি নিরাকারতয়াধিয়াং
ক্রিয়য়ৈব বিশেষোহি ব্যবহারেষু কর্ম্মণাং।। ৪। মূ

বুদ্ধি সকলের নিরাকারতা হেতু অর্থ বা বিষয়ের দ্বারাই বিশেষ বা ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে, কর্ম্মের ব্যবহারে অর্থাৎ ক্রিয়া-বিশিষ্টের জ্ঞানস্থলে ক্রিয়া দ্বারাই বিশেষ বা ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে।

নিরাকার বিজ্ঞানের অর্থ ব্যাবর্ত্তক।
কর্ম্ম ব্যবহারে তথা ক্রিয়া বিশেষক।। ১৯

ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় জাতি ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি দ্বারা বিশেষিত বলিয়াই ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের বিরুদ্ধতা (একত্র না থাকা স্বভাব) বশতঃ ঐ ঐ জাতি যুক্ত ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্ন বা ব্যাবৃত্ত। এক জাতীয় সাবয়ব বস্তু সকলের পরস্পরের ভেদ, জাতি-ভেদ মূলক হইতে না পারিলেও উহাদের ব্যক্তিগত ভেদ, স্বীয় স্বীয় অবয়বের বিশেষ বিশেষ সংস্থান বা বিশেষ বিশেষ আকৃতি দ্বারাই সম্ভবপর হয়। যেমন—এই ঘট এবং সেই ঘট, এই দুইটী এক জাতীয় বলিয়া ঘটত্বরূপে পরস্পরের ভেদ না থাকিলেও এই ঘটের অবয়ব-সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ, অপর ঘটের অবয়ব-সংস্থান বা আকৃতি

বিশেষ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশেস বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট এই ঘট এবং সেই ঘট পরস্পর বিভিন্ন। বিশেষ বিশেষ আকৃতিই উহাদের ভেদক-ধর্ম্ম। জ্ঞান, তদ্রূপ নহে; জ্ঞান, অবয়ব-বিহীন; সুতরাং আকৃতি শূন্য বা নিরাকার। সুতরাং ঘট বিষয়ক জ্ঞান এবং পট বিষয়ক জ্ঞান প্রভৃতির পরস্পরের ভেদ বা ব্যাবৃত্তি আকৃতি বিশেষ দ্বারা হইতে পারে না, এবং সমুদয় জ্ঞানই জ্ঞানত্ব স্বরূপ এক জাতি-বিশিষ্ট বলিয়া জাতি দ্বারাও উহাদের পরস্পরের ভেদ হইতে পারে না। কিন্তু ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান সকলের পরস্পরের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আমার ঘট-জ্ঞানকালে পট-জ্ঞান নাই, আমি এক অভিন্ন হইলেও যে সময় ঘট বিষয়ক জ্ঞানবান্ তৎকালে পট বিষয়ক জ্ঞানবান্ নহি, ইত্যাদিরূপ অনুভবই জ্ঞান সকলের পরস্পর বিভিন্নতার প্রমাণ। সুতরাং ঘট-জ্ঞান,-পট জ্ঞান প্রভৃতির ভেদক কিছু অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ বিশেষ অর্থ বা বিষয়ই নিরাকার জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক-ধর্ম্ম অর্থাৎ বিষয়ের ভেদ বশতঃই জ্ঞান সকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। ১। অর্থ বা বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই জ্ঞান সকল বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয়, আমি ঘট জানিয়াছি ইত্যাদি রূপেই জ্ঞানের বিশিষ্ট মানস-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, বিষয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল "জানিয়াছি' এইরূপ মানস

---

(১) ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান প্রভৃতির ভেদ, বিষয়-ভেদ বশতঃ সম্ভবপর হইলেও একই ঘট বস্তুটীকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান সকল হয় উহাদের অর্থাৎ একই ঘট বিষয়ক জ্ঞান ধারাস্থলে জ্ঞান সকলের ভেদ, বিষয়ের ভেদ বশতঃ সম্ভব পর নহে; সুতরাং "অর্থেনৈব বিশেষোহি" এই "এব" কারের সঙ্গতি কি করিয়া হয় পাঠক বিবেচনা করিবেন। বিশেষতঃ সমূহালম্বন জ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞান এক সময়েই নানা বস্তুকে বিষয় করে, ঐ জ্ঞানের বিষয় সকলের ভেদ থাকিলেও জ্ঞানটী এক, ভিন্ন নয়, ইহারই বা সঙ্গতি কি করিয়া হয় তাহাও বিবেচ্য।

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। কোনও বস্তু, অপর কোনও বস্তু দ্বারা বিশেষিত হইতে হইলে উহাদের পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে; সুতরাং ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে ঘট পট প্রভৃতি বিশেষণের (বিষয়ের) সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই বিষয়িতা। এবং তুল্য যুক্তিতে ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, উহাই বিষয়তা। এইরূপ ইষ্ট বা ঈপ্সিত ঘট, জ্ঞাত-ঘট, ইত্যাদিরূপ সার্ব্বজনীন অনুভব বশতঃ ইচ্ছা, কৃতি-প্রভৃতিরূপে কর্ম্ম বা অর্থের (বিষয়ের) জ্ঞানস্থলে ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতির ও বিষয়ে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও বিষয়তামাত্র; অতিরিক্ত-জ্ঞাততা, কৃততা, ইষ্টতা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। তাৎপর্য্য-জ্ঞাত-ঘট, ইষ্ট-ঘট, কৃত-ঘট, ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি-ক্রিয়া দ্বারা বিশেষিত-ঘট বিষয়ক বিশিষ্ট বুদ্ধি; সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি বিশেষণের সম্বন্ধ ঘটে স্বীকার করিতে হয়, উহাই বিষয়তা।

অপিচ "বিষয়" শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। "বিষয়" শব্দটী বি-ষিঞ্+অচ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন; "ষিঞ্" ধাতুর অর্থ-বন্ধন, এমত অবস্থায় বন্ধন করে যে উহাই "বিষয়' শব্দ-বাচ্য; নিরাকার ঘট-জ্ঞান, ঘটের দ্বারাই বদ্ধ বা আকৃতি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং ঘট-জ্ঞানের বিষয়-ঘট। সুতরাং ঘটজ্ঞানের বিষয়তা ঘটে অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; বিষয়তার অতিরিক্ত-জ্ঞাততা প্রভৃতি স্বীকার করা অনাবশ্যক।

পূ—প্রমাণের ফল প্রমা, তৎ-কর্ত্তা প্রমাতা।
করণে প্রমাণ-খ্যাতি নহে তা বিধাতা॥ ২০

প্রমাণ-জন্য ফল বা কার্য্যই প্রমা। প্রমা স্বরূপ কার্য্যের কর্ত্তা কিংবা করণই প্রমাণ। ঈশ্বরের জ্ঞান, নিত্য বলিয়া উহা ফল বা কার্য্য নহে।

সুতরাং ঈশ্বর, জ্ঞানের কর্ত্তা কিংবা করণ কিছুই নহে। এমত অবস্থায় ঈশ্বর প্রমাণ কিংবা প্রমাতা কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর অপ্রমাণ-পুরুষ, তদুক্ত বলিয়া বেদে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

উ—মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি স্তদ্বত্তাচ প্রমাতৃতা।
তদযোগ-ব্যবচ্ছেদঃ প্রমাণ্যং গৌতমে মতে॥ ৫। মূ

সম্যক্ পরিচ্ছেদ বা যথার্থ জ্ঞানই মিতি বা প্রমা; মিতির আশ্রয়তাই প্রমাতৃতা; প্রমার অযোগ ব্যবচ্ছেদই (অর্থাৎ প্রমা জ্ঞানের সম্বন্ধাভাবের অভাবই) গৌতমের মতে প্রামাণ্য।

উ—সম্যক্ জ্ঞানের বটে প্রমা পরিচয়।
প্রমার আশ্রয় যে বা প্রমাতা সে হয়॥২১
প্রমার অযোগ-চ্ছেদ প্রামাণ্য নিশ্চিত।
ঈশ্বর প্রমাণ তাই, সকলে বিদিত॥২২

পমাণ-জন্য ফল বা কার্য্য প্রমার লক্ষণ নহে! সম্যক জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানই প্রমা, অর্থাৎ যে বস্তু বস্তুতঃ যাহা বা যে ধর্ম্ম বিশিষ্ট, তাহা বা সেই ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে সেই বস্তুর জ্ঞানই প্রমা।১। ঘট, বাস্তবিক

(১) বস্তুতঃ ইহা যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ, যথার্থ জ্ঞান মাত্রই প্রমা নহে; তাহা হইলে যথার্থ স্মৃতিকেও প্রমা বলিতে হয়, এবং তৎকরণকে প্রমাণ বলিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। কেন যে মহর্ষি ইহা বলেন নাই তৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আচার্য্য প্রমা বলিতে যাইয়া "সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি"; কথাটী বলিলেন; "সম্যক্" কথাটীর অর্থ কি? তাহা পরিস্ফুট নাই, ইতঃপূর্ব্বে প্রমা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে যথার্থ স্মৃতি প্রমা নয়, ইহাই কথিত হইয়াছে। আচার্য্যের মত ও তাহাই কিনা?

ঘটত্ব বিশিষ্ট ; ঘটত্বরূপে ঘটকে বিষয় করিয়া "ঘট" এইরূপ জ্ঞান-প্রমা। ঈশ্বর একের ধর্ম্মে অপরকে বুঝেন না ; যে বস্তুর যে ধর্ম্ম, সেই বস্তুকে ঐরূপেই তিঁনি জানেন, সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান-প্রমা। অপর-প্রমাতা-প্রমার কর্ত্তা, এরূপ অর্থ নয় ; প্রমা জ্ঞানের আশ্রয়ই প্রমাতা। প্রামাণ্য সম্বন্ধেও এই কথা, প্রমা জ্ঞানের যে অযোগ (অভাব) উহার ছেদ (অভাব) ই প্রামাণ্য ; অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের সম্বন্ধাভাব না থাকাই প্রামাণ্য। ঈশ্বরের জ্ঞান-নিত্য এবং প্রমা ; সুতরাং ঈশ্বরে প্রমাজ্ঞানের সম্বন্ধাভাব থাকিতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরের প্রামাণ্য অব্যাহত। ঈশ্বর প্রমাণ-পুরুষ। তাঁহার রচিত-বেদ কখনও অনিত্য বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহার বাক্য-বেদে আস্থা-স্থাপন করিতেই হয়। বেদের উপদেশক বলিয়া ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাক্ষাৎকারিণি, নিত্যযোগিনি, পরদ্বারানপেক্ষ স্থিতৌ
ভূতার্থানুভবে নিবিষ্ট নিখিল-প্রস্তাবি-বস্তুক্রমঃ।
লেশা দৃষ্টি-নিমিত্ত-দুষ্টি-বিগম-প্রভ্রষ্ট-শঙ্কাতুষঃ
শঙ্কোন্মেষ কলঙ্কিভিঃ কিমপরৈস্তন্মেপ্রমাণং শিবঃ।।৪॥

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ক্রম যাঁহার যথার্থ প্রত্যক্ষানুভবের বিষয়ীভূত, কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষের অদর্শন নিমিত্ত যে দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি, ঐ সকল নাই বলিয়া যাঁহার বাক্য-বেদের প্রামাণ্যে শঙ্কা হয় না, সেই

বুঝা যায় না। কিন্তু এস্থলে এসম্বন্ধে নিজের ব্যক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া "প্রামাণ্যং গৌতমে মতে" বলিলেন। যথার্থ স্মৃতিকে প্রমা বা সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি স্বীকার করিলে দোষ কি? ইহা বুঝা যায় না। পাঠকগণ এসম্বন্ধে অবহিত হইবেন। বেদে আত্মবিষয়ক স্মৃতির কর্ত্তব্যতা বিহিত হয় নাই, ঐ নিমিত্তই মহর্ষি স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করেন নাই ইহাও ঠিক্ কিনা? পাঠকগণের বিবেচনায় অধীন রহিল।

পরমেশ্বরের প্রামাণ্যে সংশয়ের উদ্ভব করিয়া যাহারা কলঙ্কী (নাস্তিক আখ্যাপ্রাপ্ত), তাহারা আমার কি করিতে পারে? শিবই প্রমাণ অর্থাৎ অপ্রমাণ নয়। অথবা শিবই একমাত্র শরণ্য।

হয়েছে, হইবে, আছে, স্থূল, সূক্ষ্ম যত।
ইন্দ্রিয়-অপেক্ষা বিনে যিঁনি অবগত ॥ ২৩
অদৃষ্টি-জনিত দোষ পরশেনা যাতে।
তিনিই প্রমাণ মোর শঙ্কা নাই তাতে ॥ ২৪
সর্ব্বজ্ঞ, প্রমাণ কিনা? সন্দিগ্ধ যাহারা।
কলঙ্কী, পাষণ্ড, বটে বিশ্ব মাঝে তারা ॥ ২৫
কি করিবে তারা মোর, শিব সনাতন।
পাষণ্ড ভয়েতে ভীত নহি কদাচন ॥ ২৬

(পঞ্চম স্তবক)

পূ—সাধিবে ঈশ্বর হেন নাই পরমাণ।

হেতু নাই কিরূপেতে হবে অনুমান ॥১

ঈশ্বরের সাধক অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে বুঝিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নাই। শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য অনেকেই স্বীকার করে না। (সাংখ্যাচার্য্যগণ শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও উহা দ্বারা বিচার স্থলে অপ্রত্যক্ষ-বস্তুর অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় হইতে পাবে না)। বিচার করিয়া অপ্রত্যক্ষ-বস্তুর অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় করিতে হইলে, একমাত্র অনুমান প্রমাণেব উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অনুমান প্রমাণের সাহায্যে কোনও বস্তুর নিশ্চয় করিতে হইলে সদ্ধেতুর (১) আবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বরানুমানের উপযুক্ত সদ্ধেতু নাই বলিয়া অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর-সাধন করা অসম্ভব। ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের বিপ্রতিপত্তি। এইরূপ বিপ্রতিপত্তির ফল -"ঈশ্বর আছে কিনা" ? এইরূপ সংশয়।

উ—কার্য্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ।

বাক্যাৎ সংখ্যা-বিশেষাচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদব্যয়ঃ ॥১॥মূ

কার্য্য, আয়োজন, ধৃতি প্রভৃতি, পদ, প্রত্যয়, শ্রুতি, বাক্য, এবং সংখ্যা বিশেষ হেতু দ্বারা বিশ্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) অব্যয়-ঈশ্বর-সাধ্য, অর্থাৎ নিশ্চয়ের উপযুক্ত।

---

(১) সদ্ধেতু—ব্যাপ্তি এবং পক্ষ-ধর্ম্মতা বিশিষ্ট হেতু ; অনুমাপক হেতুটী যদি সাধ্যের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হয় এবং পক্ষে (অনুমিতির স্থানে) অবস্থিত হয়, তবে ঐ রূপ হেতুকেই সদ্ধেতু বলা হয়। পর্ব্বত-বহ্নিমান্-ধূমহেতু, এই স্থলে ধূম, সদ্ধেতু।

উ—কার্য্যোর করিয়া বল কিংবা আয়োজন।
ধৈরযে সাধন করি' করিব মনন ॥২
পদে করি' ভর কিংবা প্রত্যয়ের বলে।
শ্রুতির সাহায্য নিয়ে বুঝিব কৌশলে ॥৩
সংখ্যা হেতু করি পুনঃ বেদ বাক্যে ভর।
সাধিব, অব্যয়-প্রভু-সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর ॥৪

কার্য্য, আয়োজন প্রভৃতি শব্দের-ভাব প্রধান নির্দ্দেশই এস্থলে অভিপ্রেত। অর্থাৎ "কার্য্য" শব্দের অর্থ-কার্য্যত্ব, এইরূপ "আয়োজন" শব্দের অর্থ-আয়োজনত্ব বা কর্ম্মত্ব। এইরূপ "ধৃতি" প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।।কার্য্যত্ব প্রভৃতি সদ্ধেতু দ্বারাই ঈশ্বর বিষয়ক মনন (অনুমিতি) হইতে পারে; সদ্ধেতুর অভাব বশতঃ ঈশ্বর-মনন অসম্ভব, ইহা ভ্রান্তের কথা। এই সকল হেতু, কেন যে সদ্ধেতু, ইহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা ঈশ্বরানুমানের আকার—"ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু", এই অনুমানে পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুর, সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্ব,হেতু-কার্য্যত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট। সকর্ত্তৃকত্বের আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া কার্য্যত্ব থাকে না,অর্থাৎ যেস্থানে কার্য্যত্ব সেই স্থানেই সকর্ত্তৃকত্ব অর্থাৎ যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক বলিয়া কার্য্যত্ব হেতুটী সকর্ত্তৃকত্বের নিয়ত সহচর অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বের আশ্রয়ে নিয়ত মিলিত। নিয়ত সাহচর্য্যই ব্যাপ্তি, সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুটী সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বা ব্যাপ্য, এবং ক্ষিত্যঙ্কুর স্বরূপ পক্ষে অবস্থিত; সুতরাং সদ্ধেতু; এমত অবস্থায় সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্য-কার্য্যত্ব ক্ষিত্যঙ্কুরে আছে, কিংবা সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্য কার্য্যত্ববৎ ক্ষিত্যঙ্কুর, ইত্যাদিরূপ যথার্থ পরামর্শ সম্ভব পর। সুতরাং এইরূপ পরামর্শের দ্বারা "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্ত্তৃক", এইরূপ অনুমিতি হইতে পারে, অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরের একজন কর্ত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানা যাইতে পারে।

সকর্ত্তৃকত্ব-কর্ত্তৃজন্যত্ব, ইহা সখণ্ড বা বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, কর্ত্তা, জন্যত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের বিশেষ্য বিশেষণ রূপে সম্বন্ধ যুক্ত একটী বিশিষ্ট-পদার্থ। কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের কোনও একটী পদার্থ বাদ রাখিয়া সকর্ত্তৃকত্ব স্বরূপ বিশিষ্ট-পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব কি, কর্ত্তা কি, ইত্যাদি যে জানে না সে বুঝিতে পারে না যে সকর্ত্তৃকত্ব কিরূপ। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের প্রত্যেকটীই সকর্ত্তৃকত্ব স্বরূপ বিশিষ্ট-পদার্থের ঘটক বা নির্ব্বাহক। এমত অবস্থায় সকর্ত্তৃকত্বের জ্ঞান হইলেই সকর্ত্তৃকত্বের ঘটকীভূত বা নির্ব্বাহক-কর্ত্তা ও ঐ জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরে কার্য্যত্ব-হেতুক সকর্ত্তৃকত্বের কথিতরূপ পরামর্শের দ্বারা "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্ত্তৃক" এইরূপ অনুমিতি হইলে ক্ষিত্যঙ্কুরের ধর্ম্ম যে সকর্ত্তৃকত্ব, ইহার নির্ব্বাহক-কর্ত্তা অবশ্যই ঐরূপ অনুমিতির বিষয় হয়। কার্য্যের-উপাদান সম্বন্ধে যাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কার্য্য করিবার ইচ্ছা (চিকীর্ষা) এবং প্রবৃত্তি (যত্ন) আছে, ঐ ব্যক্তিই কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে, অর্থাৎ কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয়। ক্ষিত্যঙ্কুর কি, কি উপাদানে গঠিত, এতৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অল্পজ্ঞ-জীবের নাই অর্থাৎ অল্পজ্ঞ-জীব প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ক্ষিত্যঙ্কুর কি, কি উপাদানে গঠিত। অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যঙ্কুর বিষয়ক চিকীর্ষা অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুর স্বরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা এবং যত্ন করিয়াও ক্ষিত্যঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, পক্ষান্তরে অল্পজ্ঞ-জীবের চিকীর্ষা এবং যত্ন ব্যতিরেকেও ক্ষিত্যঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; সুতরাং অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্ত্তা নয়, ইহা অবধারিত। এমত অবস্থায় "ক্ষিত্যঙ্কুর-সকর্ত্তৃক" এরূপ অনুমিতি হইলে তদ্দ্বারাই অল্পজ্ঞ-জীব হইতে অতিরিক্ত একজন প্রযত্নবান্ বা কর্ত্তা অনুমিত হয়।(১) তিনিই ঈশ্বর।

(১) ক্ষিত্যঙ্কুর স্বরূপ কার্য্যের নিমিত্ত বহু কর্ত্তা স্বীকার করা অনাবশ্যক বলিয়া তন্নিমিত্ত একজন কর্ত্তা স্বীকার করিলেই চলে, একজন কর্ত্তা স্বীকার করিলে কল্পনার

আয়োজন—আ-যুজ্যতে অনেন, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে যুক্ত হয় ইহা দ্বারা, এইরূপ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ আয়োজন শব্দের অর্থ-কর্ম্ম বা ক্রিয়া। ক্রিয়া দ্বারাই বস্তু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়া "আয়োজন" শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইলেও এস্থলে আয়োজনত্ব বা ক্রিয়াত্বই বুঝিতে হইবে। ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমানের আকার—'সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক যে সংযোগ (১) ঐ সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া, চেতন-প্রযত্ন পূর্ব্বক (অর্থাৎ চেতনের প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য) ক্রিয়াত্ব হেতু"; এস্থলে পক্ষ-তাদৃশ ক্রিয়া, সাধ্য, চেতন-প্রযত্ন-পূর্ব্বকত্ব, হেতু-ক্রিয়াত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন আমাদের শরীর-ক্রিয়া। সসীম বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই ক্রিয়া সম্ভবপর, পরিচ্ছিন্ন-বস্তু মাত্রই অচেতন; চেতনের প্রযত্ন ব্যতিরেকে অচেতনের ক্রিয়া সম্ভব পর নহে; সুতরাং যেস্থানে ক্রিয়াত্ব, তথায়ই চেতন-প্রযত্ন-পূর্ব্বকত্ব অর্থাৎ যাহা ক্রিয়া, তাহাই চেতনের প্রযত্নের দ্বারা নিষ্পাদ্য; সুতরাং ক্রিয়াত্ব হেতুটী চেতন-প্রযত্ন পূর্ব্বকত্বের নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট; এবং পক্ষ-তাদৃশ ক্রিয়াতে অবস্থিত।২। এমত

লাঘব হয়, সুতরাং ঐরূপ অনুমিতি দ্বারাই একজন অনুমিত হয় অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্ত্তার একত্ব সিদ্ধ হয়।

(১) যে সংযোগের দ্বারা অবয়বী প্রস্তুত হয়, উহাই আরম্ভক সংযোগ; যে দুই অংশের দ্বারা ঘট প্রস্তুত হয় উহাদিগকে কপাল বলা হয়। কপাল দ্বয়ের সংযোগ হইলেই অর্থাৎ কপাল দুইটীকে সংযুক্ত করিলেই ঘট স্বরূপ অবয়বী হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এই যে কপাল দ্বয়ের সংযোগ, ইহাই ঘটের আরম্ভক সংযোগ।

(২) দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলে একটী দ্ব্যণুক হয়; পরমাণু দ্বয়ের সংযোগই দ্ব্যণুকের আরম্ভক-ক্রিয়া। ক্রিয়া দ্বারাই সংযোগ ঘটে। সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন-দ্ব্যণুকের আরম্ভক-সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া, ক্রিয়াত্ব-বিশিষ্ট এবং ক্রিয়াত্ব হেতুটী চেতন-প্রযত্ন-পূর্ব্বকত্বের ব্যাপ্য বা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বলিয়া, পক্ষ যে সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া, তাহাতে অবস্থিত; সুতরাং সদ্ধেতু।

অবস্থায় "সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন-দ্ব্যণুকারম্ভক-সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া, চেতন-প্রযত্ন-পূর্ব্বকত্বের ব্যাপ্য-ক্রিয়াত্ব বিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপ অনুমান বা পরামর্শ হইলে, "তাদৃশ ক্রিয়া, চেতন-প্রযত্ন-পূর্ব্বক" এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়া অল্পজ্ঞ-জীবের প্রযত্ন-সাধ্য নহে, ইহা অবধারিত বলিয়া ঐরূপ অনুমিতি দ্বারাই অল্পজ্ঞ-জীব হইতে স্বতন্ত্র একজন কর্ত্তা (১) অনুমিত হয়। তিনিই ঈশ্বর।

গুরুভার বস্তু সকলের পতনাভাব বা পতন না হওয়াই ধৃতি বা ধৈর্য্য। ধৃতি হেতুক অনুমানের আকার—ব্রহ্মাণ্ড সকল, প্রযত্নবদধিষ্ঠিত বা প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক ধৃত অর্থাৎ প্রযত্নবানে আশ্রিত, পতনাভাব হেতু অর্থাৎ পড়িয়া যায় না বলিয়া; দৃষ্টান্ত—যেমন –উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-ধৃত-কাষ্ঠ খণ্ড। বস্তুর গুরুত্ব বা গুরুভারই পতনের কারণ, ব্রহ্মাণ্ড সকল গুরুভার হইলেও পড়িয়া যায় না, উহারা যথা স্থানেই আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা গুরুত্ব বিশিষ্ট হইয়াও পড়িয়া যায় না, তাহা অবশ্যই কোনও প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক-ধৃত বা আশ্রয়-প্রাপ্ত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ড সকলের পতনের প্রতিবন্ধক আছে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল কোনও প্রযত্নবানে আশ্রিত হইয়া আছে অর্থাৎ "ব্রহ্মাণ্ড সকল, প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক আশ্রিত" এইরূপ অনুমিতি সম্ভব পর। অল্পজ্ঞ-জীব ঐরূপ প্রযত্নবান্ নহে, ইহা অবধারিত এবং ঐরূপ প্রযত্নবান্ একজনকে স্বীকার করিলেই চলে, সুতরাং ঐরূপ অনুমিতি দ্বারাই অল্পজ্ঞ-জীব হইতে স্বতন্ত্র একজন প্রযত্নবান্ অনুমিত হয়; তিনিই ঈশ্বর।

---

(১) সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুকের আরম্ভক-সংযোগের অনুকূল ক্রিয়ার নিমিত্ত বহু প্রযত্নবান্ স্বীকার করা অনাবশ্যক, একজনকে স্বীকার করিলে কল্পনার লাঘব হয়, সুতরাং ঐরূপ অনুমিতি দ্বারা ঐরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে একজন অনুমিত হয়।

"পদ্যতে অনেন" অর্থাৎ বুঝাযায় ইহা দ্বারা, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লভ্য -"পদ" শব্দের অর্থ-ব্যবহার। এস্থলে ব্যবহারত্ব বুঝিতে হইবে। ব্যবহারের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হইয়া থাকে (১)। অনুমানের আকার—"ঘটাদি সম্প্রদায়ের প্রাথমিক ব্যবহার, স্বতন্ত্র-পুরুষের অধীন, ব্যবহারত্ব হেতু, দৃষ্টান্ত-যেমন আধুনিক লিপি-ব্যবহার। কেহ পরিচয় করাইয়া না দিলে শিশুর যেমন কিছুরই পরিচয় হয় না, তদ্রূপ ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলেরও প্রাথমিক পরিচয় কেহ করাইয়া না দিলে আমাদের বস্তুর পরিচয় হইত না। যিনি অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বস্তুর পরিচয় করাইয়াছেন তিঁনিই ঈশ্বর।

প্রত্যয়—প্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব। অনুমানের আকার বেদ-বাক্য জন্য জ্ঞান, কারণ গুণ-জন্য, প্রমাত্ব হেতু ; দৃষ্টান্ত-যেমন-প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান। গুণের দ্বারা জ্ঞান হইলে, উহা প্রমা বা যথার্থ হয়। প্রত্যক্ষে বিষয়-সংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ই গুণ ; প্রত্যক্ষের বিষয়ে বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যথার্থ প্রত্যক্ষ হয়। যথার্থ অনুমিতিতে যথার্থ পরামর্শই গুণ, অর্থাৎ "সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতুমান্‌-পক্ষ" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় বা পরামর্শ যথার্থ হইলে অনুমিতি ও যথার্থ হইয়া থাকে। ধূম, বস্তুতঃ বহ্নির ব্যাপ্য, এবং পর্ব্বতে অবস্থিত ; বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্‌ পর্ব্বত" এইরূপ যথার্থ পরামর্শ হইলে "পর্ব্বত বহ্নিমান্‌" এইরূপ যথার্থ অনুমিতি হয়।

(১) শিশুকে যদি দেখাইয়া দেওয়া যায় যে এইটী ঘট, কিংবা বলা হয় যদি যে বস্তুতে জল রাখে তাহাই ঘট, তাহা হইলে শিশুর ঘটের পরিচয় হয়। ঐরূপ স্থলে দেখাইয়া দেওয়া কিংবা ঐরূপ বাক্য বলাই ব্যবহার। সৃষ্টির প্রথমে ৺ভগবান্‌ অনুগ্রহ করিয়াই জীবকে বস্তুর পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। নতুবা জীব, এসংসারে আসিয়াও অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হইয়াই থাকিত। জীবের কর্ম্মানুসারেই তিনি শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জীবের শিক্ষায় তারতম্যের জন্য তাঁহাকে দোষী করা চলে না।

যথার্থ শাব্দ-বোধে বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান-পূর্ব্বকত্বই গুণ; অর্থাৎ বক্তা, বাক্যার্থটী যথার্থরূপে বুঝিয়া বাক্য বলিলে, শ্রোতার ঐ বাক্য-জন্য বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় বেদ-বাক্য জন্য জ্ঞান মাত্রই প্রমা বা যথার্থ বলিয়া বেদ-বক্তার বেদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থরূপে বুঝিয়াই বেদ-বক্তা বেদ বলিয়াছে, ইহা অবশ্য অনুমিত হয়। বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বেদ রাশি যথার্থরূপে বুঝিয়া জীবের বলিবার সাধ্য নাই, ইহা অবধারিত বলিয়া এবং একজনকে বেদের বক্তা স্বীকার করিলেই চলে বলিয়া 'বেদ-বাক্য জন্য জ্ঞান, কারণ-গুণ-জন্য' এইরূপ অনুমিতি দ্বারাই সকল বেদার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ একজন অনুমিত হয়; তিনিই ঈশ্বর।

অথবা "প্রত্যয়" শব্দের অর্থ বিধি প্রত্যয়; "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বেদ-বাক্যস্থ যজ + ঈত = যজেত ইহার "ঈত" এই প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয়, ইহার অর্থ-আপ্তাভিপ্রায় (১) অর্থাৎ বেদ-বক্তৃ-পুরুষের অভিপ্রায়। প্রথমতঃ বেদ অল্পজ্ঞ-জীবের দ্বারা উচ্চারিত হয় নাই, ইহা অবধারিত; সুতরাং ঐরূপ বিধি প্রত্যয়ের দ্বারা যাহার অভিপ্রায় অনুমিত হয়, তিনিই ঈশ্বর। অনুমানের আকার 'বৈদিক-বিধি প্রত্যয় আপ্তাভিপ্রায়ের বোধক, বিধি-প্রত্যয়ত্ব হেতু'।

শ্রুতি-বেদ, এস্থলে অর্থ বেদত্ব; অনুমানের আকার "বেদ-বাক্য সকল, পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষোচ্চরিত, বেদত্ব হেতু; দৃষ্টান্ত যেমন আয়ুর্ব্বেদ; এস্থলে পক্ষ-বেদবাক্য, সাধ্য-পৌরুষেয়ত্ব, হেতু-বেদত্ব। বাক্যমাত্রই পুরুষোচ্চরিত, বেদও বাক্য; সুতরাং বেদত্ব, পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট

(১) আচার্য্যের মতে আপ্তাভিপ্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা পরে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বিচারে প্রকাশিত হইবে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বলা হইল না।

বা ব্যাপ্য ; বেদে পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্য-বেদত্বের নিশ্চয় (পরামর্শ) হইলে অনুমিতি হয় যে বেদ বাক্য-পৌরুষেয়। সৃষ্টির প্রথমে বেদ-বাক্য সকল অল্পজ্ঞ-জীবের দ্বারা উচ্চরিত হয় নাই, ইহা অবধারিত বলিয়া এবং প্রাথমিক বেদ-বক্তা একজনকে স্বীকার করাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া ঐরূপ অনুমিতি দ্বারাই অল্পজ্ঞ-জীব হইতে অতিরিক্ত বেদ-বক্তা অনুমিত হয় ; তিঁনিই সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর।

বাক্য-বাক্যত্ব, বাক্যত্ব হেতুক অনুমানের আকার—"বেদ, পৌরুষেয়, বাক্যত্ব হেতু, দৃষ্টান্ত-যেমন—মহাভারত। বাক্যমাত্রই পৌরুষেয়, সুতরাং বাক্যত্ব, পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্য ; বেদে পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্য-বাক্যত্বের নিশ্চয় বা পরামর্শ হইলে অনুমিতি হয়, "বেদবাক্য-পৌরুষেয়"। এইরূপ অনুমিতি দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর অনুমিত হয়। প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

সংখ্যা বিশেষ অর্থাৎ দ্বিত্বত্ব হেতুক অনুমানের আকার, "সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুক-পরিমাণের জনক, পরমাণুর যে দ্বিত্ব সংখ্যা, উহা অপেক্ষা-বুদ্ধি জন্য, দ্বিত্বসংখ্যাত্ব হেতু ; দৃষ্টান্ত—যেমন—ঘট এবং পটের দ্বিত্ব সংখ্যা। পরিমাণ মাত্রই নিজের জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হইয়া থাকে। মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট দুইটী কপালের দ্বারা একটী ঘট প্রস্তুত হইলে ঘটটী ঐকপালদ্বয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বড় হয়। পরমাণুর পরিমাণ অতিসূক্ষ্ম, এমত অবস্থায় দ্ব্যণুকের পরিমাণে যদি পরমাণুর পরিমাণকে কারণ স্বীকার করা হয়, তবে দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট হওয়ার আপত্তি হয় অর্থাৎ আপত্তি হইতে পারে যে "দ্ব্যণুক, পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম বা ছোট হউক্"; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সূক্ষ্মতর পরিমাণ অপ্রসিদ্ধ (১) দ্ব্যণুকের

(১) যদি ও পরমাণুর পরিমাণ হইতে সূক্ষ্ম পরিমাণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়াই উহার আপত্তি করা চলিতে পারে না, তথাপি "দ্ব্যণুক, বাচ্যতা সম্বন্ধে "পরমাণুতর" এই শব্দ

পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে কিঞ্চিৎ স্থূল, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর পরিমাণকে দ্ব্যণুক-পরিমাণের কারণ বলা যায় না। পরমাণুর দ্বিত্ব সংখ্যাই দ্ব্যণুক পরিমাণের কারণ, অর্থাৎ দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলেই একটী দ্ব্যণুক হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা মাত্রই অর্থাৎ একের অধিক সংখ্যা মাত্রই অপেক্ষা-বুদ্ধি-জন্য। "এই একটী" "এই একটী" ইত্যাদিরূপ অনেক একত্ব বিষয়ক বুদ্ধিই অপেক্ষা বুদ্ধি, এইরূপ অপেক্ষা বুদ্ধি হইলে বস্তুতে দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা জন্মে এবং এই নিমিত্তই দুইটী তিনটী ইত্যাদিরূপে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের পরিমাণে পরমাণুর দ্বিত্ব সংখ্যাকেই কারণ বলিতে হইবে। সৃষ্টির প্রথমে শরীরাদির অভাব বশতঃ জীব অজ্ঞান, তৎসময়ে যাহার অপেক্ষা-বুদ্ধি দ্বারা পরমাণুর দ্বিত্ব সংখ্যা হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর। এই স্থলে "প্রাথমিক অপেক্ষা-বুদ্ধি-জন্যত্বের ব্যাপ্য দ্বিত্ব সংখ্যাত্ব বিশিষ্ট, সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন দ্ব্যণুক পরিমাণ জনক পরমাণুর দ্বিত্ব সংখ্যা" এইরূপ পরামর্শ হইয়া অনুমিতি হইতে পারে-যে তাদৃশ দ্বিত্ব সংখ্যা কাহার ও অপেক্ষা-বুদ্ধি জন্য। তাদৃশ দ্বিত্ব সংখ্যার কারণীভূত অপেক্ষা বুদ্ধি অল্পজ্ঞ-জীবের সম্ভব পর নয়, ইহা অবধারিত এবং ঐরূপ অপেক্ষা বুদ্ধির আশ্রয় এক জনকে স্বীকার করিলেই চলে, সুতরাং ঐরূপ অনুমিতি দ্বারাই অল্পজ্ঞ-জীব হইতে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর অনুমিত হয়।

পূঃ—কর্ত্তৃত্ব যাহার বটে শরীরী সে হয়।
কর্ত্তৃত্বের ব্যাপকতা শরীরে নিশ্চয়॥ ৫

বিশিষ্ট হউক", এইরূপ আপত্তি করা যাইতে পারে; কারণ-বাচ্যতা সম্বন্ধ এবং 'পরমাণুতর' শব্দ, এই উভয় অপ্রসিদ্ধ নহে। পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধই বাচ্যতা, "ঘট" প্রভৃতি শব্দের বাচ্যতা সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাদৃশ ব্যধিকরণ সম্বন্ধে অর্থাৎ একের সম্বন্ধে অপরের আপত্তি করা যাইতে পারে।

ব্যাপক-বিরহে সিদ্ধ, ব্যাপ্যের অভাব।
অতএব অনুমানে বাধের সদ্ভাব ॥ ৬
কর্ত্ত্ব-জন্যত্ব-ব্যাপক শরীর-জন্যত্ব।
নাই বলে ক্ষিতাঙ্কুরে প্রতিপক্ষ সত্ত্ব ॥ ৭
সশরীব-কুলালাদি, কর্ত্তৃত্বে প্রসিদ্ধ।
শরীর রহিত ঈশ-জন্যত্ব অসিদ্ধ ॥ ৮
অশরীরী বলে কর্ত্তা নহে পরমেশ।
পরম্পরা প্রতিপক্ষ বাধক বিশেষ ॥ ৯
শরীর-জন্যত্ব রূপ উপাধির বশে।
কার্য্য লিঙ্গে ব্যভিচার বটে অবশেষে ॥ ১০

কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে পাঁচটী দোষের আরোপ করা যাইতেছে (১)। কর্ত্তা অবশ্যই শরীর বিশিষ্ট, কর্ত্তা মাত্রেরই শরীর থাকা দৃষ্টচর, জীবই তাহার দৃষ্টান্তস্থল; সুতরাং শরীর, কর্ত্তৃত্বের ব্যাপক অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বের আশ্রয় সমুদায়ে অবস্থিত; এবং কর্ত্তৃত্ব, শরীরের ব্যাপ্য, অর্থাৎ শরীরের সহিত নিয়ত মিলিত বা নিয়ত সহচর যেখানে ব্যাপকীভূত বস্তুর অভাব থাকে, তথায়ই ব্যাপ্যের অভাব অবশ্য থাকে, ইহা অবধারিত। বহ্নি, ধূমের ব্যাপক এবং ধূম, বহ্নির ব্যাপ্য, যেখানে বহ্নি থাকে না তথায় ধূম ও থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বের ব্যাপকীভূত-শরীরের অভাব থাকা হেতু অর্থাৎ ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া তাঁহাতে

(১) পক্ষে সাধ্যের অভাব কিংবা সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধদোষ; কথিতরূপ যুক্তিতে ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের অভাব বা অকর্তৃকত্ব স্বীকার্য্য বলিয়া ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃকত্বের অভাববিশিষ্ট। সুতরাং হেতু-কার্য্যত্ব, সকর্তৃকত্বের অভাববিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর স্বরূপ যে বাধদোষ তদ্দ্বারা সম্পৃক্ত বা বাধদোষে দুষ্ট হেতু।

ব্যাপ্য-কর্ত্তৃত্বের অভাব অবশ্যই আছে, অর্থাৎ ঈশ্বর কোনও কার্য্যের কর্ত্তা নহে বা হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অল্পজ্ঞ-জীব, ক্ষিত্যঙ্কুর প্রস্তুত করিতে পারে না বলিয়া জীবের দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরের সকর্ত্তৃকত্ব ধর্ম্মের সমাধান হইতে পারে না এবং শরীর না থাকাতে ঈশ্বরও কোন কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারাও উহার সমাধান হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্ত্তৃকত্বাভাব-বিশিষ্ট অর্থাৎ অকর্ত্তৃক, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু" এইরূপ অনুমানের হেতু-কার্য্যত্ব বাধ দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস (১)। এইরূপ দুষ্ট হেতু দ্বারা বিচার করিয়া কোন বস্তুর নিরূপণ করা চলে না।

২। শরীর না থাকিলে কর্ত্তা হইতে পারে না, কোনও কার্য্য করিতে কর্ত্তার শরীর থাকা আবশ্যক; সুতরাং শরীরকে ও কর্ত্তৃ-সাধ্য-কার্য্যের কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় যাহা কর্ত্তৃ-জন্য তাহাই শরীর-জন্য বলিয়া "যেখানে কর্ত্তৃ-জন্যত্ব তথায়ই শরীর জন্যত্ব" এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ শরীর-জন্যত্ব, কর্ত্তৃ-জন্যত্বের ব্যাপক এবং কর্ত্তৃ-জন্যত্ব, শরীর-জন্যত্বের ব্যাপ্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেখানে ব্যাপকের অভাব থাকে তথায়ই ব্যাপ্যের অভাব থাকা নিয়ম, ক্ষিত্যঙ্কুরে শরীর-জন্যত্বের অভাব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ক্ষিত্যঙ্কুরে শরীর-জন্যত্বাভাব স্বরূপ প্রতিপক্ষ-হেতু দ্বারা কর্ত্তৃজন্যত্বাভাব অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বাভাব সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু" এইরূপ অনুমান কালে "ক্ষিত্যঙ্কুর, অকর্ত্তৃক বা সকর্ত্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট, শরীরাজন্যত্ব বা শরীর-জন্যত্বাভাবহেতু" এইরূপ প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কোনও পক্ষেরই নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং ঐ স্থলে কার্য্যত্ব হেতুটী সৎপ্রতি পক্ষ দোষগ্রস্ত দুষ্ট-হেতু।

৩। অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যঙ্কুর প্রস্তুত করিতে পারে না, সুতরাং জীবের দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরের সকর্তৃকত্ব স্বরূপ ধর্ম্মের সমাধান বা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। জীবাতিরিক্তের দ্বারাই উহার নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব পর, ইহা স্বীকার করিয়া "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু" ইত্যাকার সামান্যতঃ অনুমানের দ্বারাই ক্ষিত্যঙ্কুরে বিশেষতঃ ঈশ্বর-কর্তৃকত্বের অনুমিতি সম্ভবপর অর্থাৎ ঐরূপ সামান্যতঃ অনুমানের দ্বারাই বিশেষতঃ ঈশ্বরকে বিষয় করিয়া অনুমিতি হইতে পাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরের কর্ত্তারূপে জীবের অতিরিক্ত-ঈশ্বর স্বীকার কবা হইয়াছে। কিন্তু জীবাতিরিক্তের (ঈশ্বরের) শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারে না, সুতরাং ন্যায় মত-সিদ্ধ ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব, অপ্রসিদ্ধ বা অলীক। সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু, এইস্থলে হেতুটী সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস মাত্র।১।

---

(১) সৎপ্রতি পক্ষ-বিদ্যমান প্রতিপক্ষ; অপরের কার্য্যে তুল্য বলে বাধা প্রদান করিতে সমর্থই প্রতিপক্ষ শব্দের বাচ্য। কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের অনুমিতি করিতে হইলে ক্ষিত্যঙ্কুরে সাধ্য-সকর্তৃকত্ব এবং হেতু-কার্য্যত্বের পরামর্শ অর্থাৎ "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য-কার্য্যত্ব বিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় আবশ্যক। এইরূপ পরামর্শকালে যদি "ক্ষিত্যঙ্কুর, অকর্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু" ইত্যাদি পরামর্শ অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুর, অকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য-শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের বিদ্যমানতা বশতঃ কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুর কার্য্য যে "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক" ইত্যাকার অনুমিতি, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরে অকর্তৃকত্বের সাধক-শরীরাজন্যত্ব হেতুটী সকর্তৃকত্বের সাধক-কার্য্যত্ব হেতুর সৎপ্রতিপক্ষ বা বিদ্যমান প্রতিপক্ষ। অথবা সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে হেত্বন্তর (অর্থাৎ প্রতিহেতু) বস্তুগত্যা তদ্ বিশিষ্ট পক্ষই সৎপ্রতি পক্ষ। তাদৃশ-পক্ষের সদ্ভাব স্থলে হেতু, সৎপক্ষ দোষে দুষ্ট হয়। শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ প্রতিহেতুটী বস্তুগত্যা পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ-

৪। শরীর, কার্য্যমাত্রের কারণ ; শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারে না ; সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুটী পরম্পরা সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য—ঈশ্বর কর্ত্তা হইতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরের দ্বারা সকর্ত্তৃকত্বের সমাধান বা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরকে কর্ত্তৃ-স্থানে বুঝিয়া সকর্ত্তৃকত্ব বা কর্ত্তৃজন্যত্ব বুঝিতে পারা যায় না। জীবই শরীরী বলিয়া কর্ত্তা, সুতরাং জীবের দ্বারাই সকর্ত্তৃকত্বের সমাধান হয়, অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্ব বুঝিতে হইলেই জীবকে কর্ত্তৃ-স্থানে বুঝিতে হয়। সুতরাং "সকর্ত্তৃক" বলিলেই জীব-কর্ত্তৃক ইহাই জ্ঞান হয়। সুতরাং যাহা জীব-কর্ত্তৃক, তাহাই শরীর-জন্য বলিয়া "যেহেতু ক্ষিত্যঙ্কুর, শরীরাজন্য সেই হেতু অকর্ত্তৃক" পরম্পরা এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন হইতে পারে। সুতরাং ক্রমে ঐরূপ ঘটিলে কার্য্যত্ব হেতুটী পরম্পরা সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস। তাৎপর্য্য—ক্ষিত্যঙ্কুরে জীব-কর্ত্তৃকত্ব নাই অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুর প্রস্তুত করা জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা নিশ্চিত এবং শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বরও কোনও কার্য্যের কর্ত্তা নয়, ইহাও নিশ্চিত। এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কুর যে শরীরাজন্য, ফলতঃ ইহাই স্বীকার করা হয়, সুতরাং যাহা শরীরাজন্য তাহাই অকর্ত্তৃক বলিয়া পরিশেষে ক্ষিত্যঙ্কুর, অকর্ত্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু, এইরূপ অনুমানেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ এইরূপ অনুমান স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং ক্রমে এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে ইহাকে পরম্পরা প্রতিপক্ষ বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধ এবং সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্য ; সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইস্থলে সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্য প্রতিহেতু যে শরীরাজন্যত্ব, তদ্ বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর সৎপ্রতিপক্ষ। সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমাপক কার্য্যত্ব হেতুটী সৎপ্রতিপক্ষ দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস।

৫। "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইরূপ অনুমানের হেতু-কার্য্যত্বে উপাধি সম্ভব পর। কারণ—যাহা সকর্ত্তৃক, তাহাই শরীর-জন্য, সুতরাং শরীর জন্যত্ব, সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপক অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বের সমুদায় আশ্রয়ে অবস্থিত, এবং কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুর অব্যাপক অর্থাৎ কার্য্যত্বের সমুদায় আশ্রয়ে ফলকথা কার্য্যমাত্রে অবস্থিত নয়। যাহা সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক, তাহাই উপাধি। সুতরাং "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এই স্থলে শরীর-জন্যত্ব, উপাধি। উপাধি, হেতুর অব্যাপক বলিয়া অর্থাৎ হেতুর যথাকথঞ্চিৎ আশ্রয়েও উপাধির অভাব থাকা নিয়ম বলিয়া হেতু অবশ্যই উপাধির ব্যভিচারী; সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুটী শরীর-জন্যত্ব স্বরূপ উপাধির ব্যভিচারী। এবং উপাধি সাধ্যের ব্যাপক বলিয়া হেতু অবশ্যই সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইয়া থাকে (১) সুতরাং

(১) যাহা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাপনীয় তাহাই সাধ্য। বস্তুর ধর্ম্মটী সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় হইলে ঐ ধর্ম্মরূপে বস্তুটীকেও সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় বলা যাইতে পারে। ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিতে গেলে বহ্নিই বাস্তবিক সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় হয়। পর্ব্বত সিদ্ধ বা প্রজ্ঞাত বলিয়া বাস্তবিক সাধ্য নয়, কিন্তু পর্ব্বত স্বরূপে সিদ্ধ হইলেও তৎকালে বহ্নি বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ বা প্রজ্ঞাত নহে, সুতরাং তৎকালে বহ্নিবিশিষ্টরূপে পর্ব্বত ও সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয়ই বটে। কথিতস্থলে ক্ষিত্যঙ্কুর সিদ্ধ-বস্তু হইলেও ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় বলিয়া তাদৃশ অনুমানকালে সকর্ত্তৃকত্ব বিশিষ্টরূপে ক্ষিত্যঙ্কুরও সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয়ই বটে। এই যে সকর্ত্তৃকত্ব, ইহা জীবকর্ত্তৃকত্ব এবং ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্বভেদে দুইপ্রকার হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্ব অসিদ্ধ বা অলীক সুতরাং ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্ব বিশিষ্টরূপে ক্ষিত্যঙ্কুরও অপ্রসিদ্ধ বা অলীক। এবং জীব, কর্ত্তা হইলেও ক্ষিত্যঙ্কুর জীব-কর্ত্তৃক নয়, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া জীবকর্ত্তৃকত্ব বিশিষ্টরূপে ক্ষিত্যঙ্কুর ও অপ্রসিদ্ধ বা অলীক। সুতরাং এইরূপেও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

কার্য্যত্ব হেতুটী সকর্তৃকত্ব স্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী। ব্যভিচারী হেতু দ্বারা সদনুমান অসম্ভব, কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা অনুমান প্রমাণের সাহায্যে ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। তাৎপর্য্য—ব্যভিচার জ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক; হেতুটীকে সোপাধিক বা উপাধি বিশিষ্ট বলিয়া বুঝাইতে পারিলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান সম্ভবপর বা হইয়া থাকে; সুতরাং কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের অনুমিতি (নিশ্চয় বিশেষ) করিতে গেলে প্রতিবাদী শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ উপাধির উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যত্বস্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যভিচার জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে। তাহা হইলে বিচারকালে ঐরূপ অনুমিতি অসম্ভব হয়, অর্থাৎ বিচার করিয়া অর্থাৎ প্রথম স্তবকোক্ত প্রকারের ন্যায়-বাক্য বলিয়া অনুমান প্রমাণের সাহায্যে (২) অপ্রত্যক্ষ-ঈশ্বর বিষয়ক অনুমিতি সম্পাদন করা অসম্ভব হয়।

উঃ—ন বাধোঽস্যোপজীব্যত্বাৎ প্রতিবন্ধো ন দুর্ব্বলৈঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্বিরোধো ন নাঽসিদ্ধিরনিবন্ধনা॥ ২। মূ

কার্য্যত্ব হেতুর উপজীব্যত্ব হেতু (অবশ্য অপেক্ষনীয়ত্ব হেতু) বাধ দোষ নাই বা হইতে পারে না। দুর্ব্বলের দ্বারা (প্রমাণাভাসের দ্বারা) প্রতিবন্ধ হইতে পারে না। সিদ্ধি কিংবা অসিদ্ধি, উভয়থা বিরোধ নাই। অনিবন্ধন (ব্যাপ্তি-শূন্য) অসিদ্ধিদোষও অসম্ভব।

---

(১) যাহা, ব্যাপকীভূত বস্তুর ব্যভিচারী তাহা অবশ্যই ব্যাপ্যের ব্যভিচারী; যে বস্তু বহ্নির ব্যভিচারী তাহা অবশ্যই ধূমেরও ব্যভিচারী। উপাধি, সাধ্যের ব্যাপক, সুতরাং সাধ্য, উপাধির ব্যাপ্য; এমত অবস্থায় যাহা উপাধির ব্যভিচারী হইবে, তাহা অবশ্যই সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া থাকে।

(২) ন্যায়-বাক্যের দ্বারা পরামর্শই হইয়া থাকে, সুতরাং ন্যায়-বাক্য পরামর্শ সম্পাদন দ্বারা অনুমিতির সম্পাদক। ইহা প্রথম স্তবকে ন্যায়ের উপযোগিতা স্থানটী দেখিলেই বুঝা যাইবে।

উ—উপজীব্য অনুমান বাধিত না হয়।
দুর্ব্বলেতে বলবান্ প্রতিবদ্ধ নয় ॥ ১১
কর্ত্তার শরীর সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ।
উভয়থা নহে বটে বিরোধ প্রসিদ্ধ ॥ ১২
ব্যাপ্তির অজ্ঞানরূপ অসিদ্ধি কথন।
যুক্তি হীন উক্তি মাত্র মিথ্যা প্রবচন ॥ ১৩

১। প্রথম দোষের উদ্ধার করা যাইতেছে—উপজীব্য অনুমান অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু, এই স্থলের কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতু (১), বাধিত অর্থাৎ বাধদোষে দুষ্ট হেতু নয়, ইহা সদ্ধেতু। তাৎপর্য্য—কার্য্যত্বহেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে যে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমিতি হয়, উহা ফলতঃ ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্ব বিষয়ক অনুমিতি, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শরীরের অভাব হেতু ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্বাভাব বিশিষ্ট বা অকর্ত্তা, সুতরাং কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্ত্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট বা অকর্ত্তৃক, এই যে বাধদোষ দেওয়া হইয়াছে, উহা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ—যে আধারে অভাবের জ্ঞান করিতে হইবে ঐ আধারের জ্ঞান ব্যতীত ঐ আধারে অভাবের জ্ঞান হয় না; এমত অবস্থায় ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের জ্ঞান করিতে হইলেই প্রথমতঃ ঈশ্বর স্বরূপ আধারের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইরূপ অনুমানেরই আবশ্যকতা, ইহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইরূপ অনুমানই ঈশ্বর স্বরূপ আধারের জ্ঞানের নিমিত্ত

(১) আচার্য্যের মতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ বা হেতুই অনুমান প্রমাণ। এ নিমিত্তই এস্থলে কার্য্যত্ব হেতুকে এস্থলে অনুমান বলা হইল। সবিশেষ পরিশিষ্টে অনুমান শব্দে দ্রষ্টব্য।

প্রতিবাদির ও উপজীব্য বা অবলম্বনীয় বলিয়া প্রতিবাদী উপজীব্য-অনুমানে অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক কার্য্যত্ব হেতু" এই স্থলীয় হেতু-কার্য্যত্বে "সকর্তৃত্বাভাব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর" স্বরূপ বাধদোষ দেখাইতে পারে না। তাৎপর্য্য—যাহার সাহায্যে নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজকে যদি তাহারই বাধক হইতে হয়, তবে ফলতঃ নিজের প্রতিষ্ঠারই অভাব ঘটে, নিজে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাধক হইবে কিরূপে? ফলকথা ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব নিশ্চিত হইলেই ক্ষিত্যঙ্কুর জীব-কর্তৃক নয় বলিয়া সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট বা অকর্তৃক হইতে পারে। "ঈশ্বর, কর্তৃত্বাভাব বিশিষ্ট," ইহা বুঝিতে হইলেই ঈশ্বর স্বরূপ আধারের জ্ঞান আবশ্যক, ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্ব হেতু" ইত্যাদিরূপ অনুমানের সাহায্য লইতে হয়, সুতরাং এইরূপ অনুমান স্বীকার না করিলে প্রতিবাদী ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব সিদ্ধ করিতে পারে না বলিয়া "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্বহেতু," এইরূপ অনুমান প্রতিবাদিকে ও স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় শরীরাভাব স্বরূপ হেতু দ্বারা ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাব সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে না। সকর্তৃকত্বাভাববিশিষ্ট, ক্ষিত্যঙ্কুর অলীক বলিয়া কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতু, বাধ দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস নহে। ইহা সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং পক্ষ-ক্ষিত্যঙ্কুরে অবস্থিত বলিয়া সদ্ধেতু।

২। দ্বিতীয় দোষের উদ্ধার করা যাইতেছে, দুর্ব্বলের দ্বারা বলবানের কার্য্য প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য—যাহা তুল্য বলে অপরের কার্য্যে বাধা দিতে সমর্থ, তাহাই প্রতিপক্ষ পদ-বাচ্য। "ক্ষিত্যঙ্কুর সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট শরীরাজন্যত্ব হেতু" এইরূপ অনুমানই অর্থাৎ "সকর্তৃকত্বাভাব-ব্যাপ্য শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যঙ্কুর" ইত্যাদি রূপ পরামর্শই ক্ষিত্যঙ্কুরে কার্য্যত্ব হেতুক সকর্তৃকত্বের অনুমানে প্রতিপক্ষরূপে

প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু অনুমান প্রমাণের দ্বারা কোন ও বস্তুতে সকর্তৃকত্বের অভাব সিদ্ধ করিতে বা বুঝিতে হইলে, শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ গুরুতর হেতুর প্রয়োজন নাই; অজন্যত্ব স্বরূপ লঘু হেতু দ্বারাই উহা সিদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ যাহা অজন্য, তাহাই সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট" এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞানের দ্বারা আকাশাদিতে সকর্তৃকত্বাভাব সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং অজন্যত্ব পদার্থটীকে শরীরাংশের দ্বারা বিশেষিত করিয়া হেতু করা (শরীরাজন্যত্বকে) হেতু করা নিষ্প্রয়োজন। এমত অবস্থায় প্রতিবাদি-কর্তৃক উত্থাপিত সকর্তৃকত্বাভাবের অনুমাপক-শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ প্রতিহেতুটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, সুতরাং দুর্বল (১)। উহা দ্বারা বলবান্ অর্থাৎ দোষশূন্য

---

(১) যেখানে ধূম তথায়ই বহ্নি নিয়ত অবস্থিত বা থাকে বলিয়া ধূম সামান্যে অর্থাৎ ধূমত্বস্বরূপ সামান্য ধর্ম্মরূপে ধূম মাত্রে বহ্নি সামান্যের অর্থাৎ বহ্নিত্ব স্বরূপ সামান্য ধর্ম্মরূপে বহ্নি মাত্রের ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং নীল ধূমত্ব স্বরূপ গুরু ধর্ম্মের দ্বারা ধূমকে বিশেষিত করিয়া বহ্নি সামান্যের ব্যাপ্তি অর্থাৎ "যেখানে নীলধূম তথায়ই বহ্নি" এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক। কারণ—ধূম সামান্যকে নীলত্বস্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিলে যদি বহ্নির ব্যভিচার অর্থাৎ বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূমের অবস্থিতি সম্ভবপর হইলে যে দোষ হইতে পারিত তাহা বারণ করা হইত, তাহা হইলে ধূমস্বরূপ হেতুকে বহ্নির অব্যভিচারী করিবার নিমিত্ত নীলত্ব স্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া হেতু করিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু ধূমত্বরূপে ধূম সামান্যে বহ্নি সামান্যের ব্যভিচার অর্থাৎ বহ্নি সামান্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূম সামান্যের অবস্থিতি নাই বলিয়া বহ্নি সামান্যের সাধ্যতা স্থলে ধূম সামান্যই দোষশূন্য হেতু। নীলত্বাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া ধূমকে হেতু করা ব্যর্থ, অর্থাৎ "যেখানে নীলধূম তথায়ই বহ্নি" এইরূপ একটী ব্যাপ্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক। সুতরাং যেরূপ "পর্ব্বত বহ্নিমান্, নীল-ধূম হেতু", এরূপ স্থলে নীল ধূম ব্যাপ্যত্ব বা ব্যাপ্তির অসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু তদ্রূপ সকর্তৃকত্বাভাব

কার্য্যত্ব হেতুর কার্য্য-ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের অনুমিতি, প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। অজন্যত্ব মাত্রকে হেতু করিয়া ও সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন করা যায় না। কারণ—"ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট, অজন্যত্ব হেতু" এইরূপ অনুমানই সৎপ্রতিপক্ষ হইতে পারে; কিন্তু এরূপ অনুমানের হেতু-অজন্যত্ব, স্বরূপাসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস (১).

বা অকর্তৃকত্বের অনুমাপক শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ হেতুটীও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য—লঘু-অজন্যত্ব মাত্রকে হেতু করিলেও উহা সাধ্য-সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যভিচারী নহে বলিয়া অর্থাৎ সকর্তৃক বস্তুতে অজন্যত্ব থাকে না বলিয়া সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, উহাকে অব্যভিচারী বা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত শরীরাংশের দ্বারা বিশেষিত করিয়া হেতু করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ—অজন্যত্ব মাত্রকে হেতু করিলে যদি অজন্যত্ব সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যভিচারী হইত এবং শরীরাংশের দ্বারা বিশেষিত করিলে ঐ ব্যভিচার দোষের বারণ হইত, তাহা হইলে উহাকে অব্যভিচারী করিবার নিমিত্ত শরীরাংশের দ্বারা বিশেষিত করিয়া হেতু করিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু অজন্যত্ব স্বরূপ হেতুতে বাস্তবিক সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ সকর্তৃত্বাভাবের যে অভাব বা সকর্তৃকত্ব তদ্বিশিষ্টে অবস্থিত নয়; সুতরাং যাহা শরীরাজন্য তাহাই অকর্তৃক" এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এমত অবস্থায় শরীরাজন্যত্ব স্বরূপ প্রতি হেতুটী সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্যত্ব বা ব্যাপ্তির অসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, সুতরাং দুর্ব্বল। অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং পক্ষ ধর্ম্মতাই হেতুর বল; উহা সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি শূন্য। বিশেষ পরিশিষ্টে হেত্বাভাস শব্দে দ্রষ্টব্য।

(১) পক্ষে হেতুর অভাব কিংবা হেতুর অভাব বিশিষ্ট পক্ষই স্বরূপাসিদ্ধি দোষ; ঐরূপ দোষ সম্ভবপর স্থলেই হেতুকে স্বরূপাসিদ্ধ বলা হয়। ক্ষিত্যঙ্কুর, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ-জন্য পদার্থ, উহাতে অজন্যত্ব নাই, সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরকে পক্ষ করিয়া অজন্যত্ব হেতু করিলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয় বলিয়া অজন্যত্ব হেতুটী স্বরূপাসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস, অর্থাৎ হেতুতে পক্ষ ধর্ম্মতা বা পক্ষ বৃত্তিত্ব না থাকাতে দুর্ব্বল।

ইহা দ্বারা বলবান্‌-কার্য্যত্ব হেতুরকার্য্য ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমিতির প্রতিরোধ হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমান কালে সৎপ্রতিপক্ষ সম্ভবপর নয়।

৩। তৃতীয় দোষের উদ্ধার করা যাইতেছে। শরীর না থাকিলে কর্ত্তা হইতে পারে কিনা ইত্যাদিরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস না হইলে "কর্ত্তা মাত্রই শরীরী" এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। অনুকূল-তর্ক ব্যতিরেকে ঐরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কার্য্য কিংবা কারণের অন্যথা আপত্তি যে সকল তর্কের বিষয়, ঐরূপ তর্কই অনুকূল তর্ক ; কর্তৃত্ব কিংবা শরীরের এরূপ কোনও কার্য্য কারণ ভাব নাই যে কর্তৃত্বে শরীরের ব্যভিচার সংশয় করিলে ঐ কার্য্য কারণ ভাবের অন্যথা স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু কার্য্য মাত্রের কর্ত্তা থাকা যুক্তি-সিদ্ধ, কর্ত্তা ব্যতীত কোনও কার্য্য হইতে পারে না ; ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি ও কার্য্য, অবশ্যই উহাদের কর্ত্তা আছে। এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা আছে কিনা, ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি সকর্ত্তৃক কিনা, ইত্যাদিরূপ সংশয় করিলে তর্ক উপস্থিত হয় "ক্ষিত্যঙ্কুর যদি সকর্ত্তৃক না হয় অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরের যদি কর্ত্তা না থাকে, তবে কার্য্য না হউক"। ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতি কার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পদার্থের অপলাপ করা অসম্ভব। সুতরাং ঐরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে "ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতির কর্ত্তা আছে কিনা" "উহারা সকর্ত্তৃক কিনা" ইত্যাদি সংশয় থাকিতে পারে না। ঐরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া যায়। সুতরাং কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় অর্থাৎ "যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় অসম্ভাবিত হইতে পারে না। প্রতিবাদির মত-সিদ্ধ যে কর্ত্তা মাত্রের শরীর থাকা ঐটী কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা নিশ্চিত হইতে পারে না ; যে হেতু 'কর্ত্তা মাত্রেরই শরীর আছে কিনা" এইরূপ সংশয়ের

নিরাস অসম্ভব (১)। সুতরাং কর্ত্তৃত্বে শরীরের ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব বশতঃ কর্ত্তার শরীর থাকা অনুমিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার শরীর থাকা যেরূপ দৃষ্টচর তদ্রূপ অশরীরী কর্ত্তাও জ্ঞানের অবিষয়ীভূত নহে। কারণ—"যাহা কার্য্য তাহাই সকর্ত্তৃক" এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমিতি (নিশ্চয়) হইতে পারে। এবং ক্ষিত্যঙ্কুরের যে সকর্ত্তৃকত্ব উহা ফলতঃ ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্ব, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ত্তার শরীর

(১) বহু স্থানেই কোনও বস্তুর সহিত কোনও বস্তু মিলিত হইয়া থাকে দেখিতে পাইলেই যদি উহারা সর্ব্বত্র একত্র থাকে কিনা অর্থাৎ একটী না থাকিলেও অপর থাকে কিনা ইত্যাদিরূপ সংশয়ের নিরাস হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত, চত্বর, প্রভৃতি বহু স্থানেই বহ্নি এবং ধূমের একত্রাবস্থিতি বা মিলিয়া থাকা দৃষ্টচর বলিয়া ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশয় অর্থাৎ "যেখানেই ধূম তথায়ই বহ্নি থাকে কিনা" কিংবা "বহ্নি না থাকিলেও ধূম থাকে কিনা" ইত্যাদিরূপ সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু কখনও কখনও ঐরূপ সংশয় হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই—যে কয়েক স্থানে ধূম দেখা হইয়াছে, ঐ সকল স্থানে বহ্নি দৃষ্টচর হইলেও সর্ব্বত্র ঐরূপ কিনা ইত্যাদি সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস হইতে পারে না। তবে ঐরূপ সংশয় হইলে যদি তর্ক উপস্থিত হয় যে "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তবে বহ্নি-জন্য না হউক" তাহা হইলে ধূমে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বহ্নি-জন্যত্বের অপলাপ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ধর্ম্মের অপলাপ করা অসম্ভব। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে ঐরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে ধূম বহ্নির ব্যভিচার সংশয় থাকে না। কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি কর্ত্তার শরীর থাকা দেখিলেও কর্ত্তা মাত্রেরই শরীর আছে কিনা সংশয়ের নিরাস হইতে পারে না। কারণ—ঐ ঐ স্থলে কর্ত্তৃত্ব এবং শরীরের একত্র থাকা দৃষ্টচর হইলেও সর্ব্বত্র ঐরূপ কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরাসক অনুকূল তর্ক নাই, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে এরূপ কোন তর্ক উপস্থিত করা যায় না যে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-ধর্ম্মের অপলাপ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ব্যভিচার সংশয় বশতঃ "কর্ত্তা মাত্রই শরীরী" এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব।

থাকা এবং না থাকা উভয়ই প্রমাণাগোচর বা প্রমাণের অবিষয়ীভূত নহে, ইহাতে কোনও বিরোধ হয় না বা হইতে পারে না। রামের ধন আছে, শ্যামের ধন নাই, বলিলে যেরূপ কোনও বিরোধ, অর্থাৎ বিরুদ্ধার্থের প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার শরীর আছে, ঈশ্বর স্বরূপ কর্ত্তার শরীর নাই স্বীকার করিলেও কোন বিরোধ হইতে পারে না। কুম্ভকারের শরীর আছে বলিয়া ঈশ্বরেরও শরীর থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না; সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরের সকর্ত্তৃকত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্ত্তৃকত্ব অপ্রসিদ্ধ নহে। "ক্ষিতাঙ্কুর, সকর্তৃক,কার্য্যত্বহেতু," এরূপ অনুমানের হেতু-কার্য্যত্ব, সাধ্য-সকর্তৃকত্বের অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃকত্বের অপ্রসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাস নহে; উহা সদ্ধেতু।

৪। যেরূপে দ্বিতীয় দোষের উদ্ধার করা হইয়াছে ঐরূপেই চতুর্থ দোষেরও উদ্ধার করিতে হইবে। কারণ—চতুর্থ দোষ হইতেছে পরম্পরা সৎপ্রতিপক্ষ অর্থাৎ "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃকত্বাভাববিশিষ্ট, শরীরাজন্যত্ব হেতু" এইরূপ, সৎপ্রতি পক্ষের উত্থাপক। "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট, শরীরাজন্যত্ব হেতু" ইহা সৎপ্রতিপক্ষ হইতে না পারিলে, ইহার উত্থাপককে প্রতিপক্ষের সম্পাদনকারী বলিয়া পরম্পরা প্রতিপক্ষ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং পৃথক্‌রূপে চতুর্থ-দোষের উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই।

(৫) পঞ্চম দোষের উদ্ধার করা যাইতেছে—শরীর-জন্যত্ব স্বরূপ উপাধির উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে, সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যভিচার দোষ দেওয়া হইয়াছে; অভিপ্রায় এই যে ঐরূপ উপাধির উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যভিচার জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারিলে কার্য্যত্বস্বরূপ হেতুতে সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারিবে না, এবং তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসম্ভব বশতঃ কার্য্যত্ব

স্বরূপহেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমিতি অসম্ভব হইবে। আর ঐরূপ অনুমিতি অসম্ভব হইলে ফলতঃ ঈশ্বর সিদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে; কারণ—শরীর-জন্যত্ব যদি উপাধি হয়, তবেই ঐরূপ সম্ভবপর, শরীর-জন্যত্ব, বাস্তবিক উপাধি হয় না, কারণ - শরীর-জন্যত্ব সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপকই নয়। সাধ্যের ব্যাপক না হইয়া উহা উপাধি হইবে কিরূপে? তাৎপর্য্য—"ক্ষিত্যঙ্কুর, যদি সকর্ত্তৃক না হয়, তবে কার্য্য না হউক" এইরূপ অনুকূল-তর্কের দ্বারা কার্য্যত্ব স্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্ত্তৃত্বের ব্যভিচার-সংশয় অর্থাৎ "যাহা কার্য্য তাহা সকর্ত্তৃক কিনা" এইরূপ সংশয় থাকিতে পারে না. সুতরাং "যাহা কার্য্য, তাহাই সকর্ত্তৃক" এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবপর: সুতরাং ঐরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইলে, "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক" এইরূপ অনুমিতি (নিশ্চয়) হয় অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই অবধারিত হয় যে "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্ত্তৃক"; সুতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্ব আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু ক্ষিত্যঙ্কুরে শরীর-জন্যত্ব না থাকা অর্থাৎ শরীর-জন্যত্বের অভাব থাকা উভয়-বাদি-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় শরীর-জন্যত্ব, সাধ্য-সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপক অর্থাৎ সকর্ত্তৃকত্বের সমুদায় আশ্রয়ে অবস্থিত নয় বলিয়া উহা উপাধি হইতে পারে না।

পূ—প্রতিকূলে বিদ্যমান তর্ক বহুতর।
অনুকূল তর্ক নাই, সাধক তৎপর ॥১৪
ক্ষিত্যঙ্কুর-কর্ত্তা যদি হয় নির্ব্বিশেষ।
শরীরীরূপেতে সিদ্ধ হ'ক পরমেশ ॥১৫

পূ—ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের প্রতিকূলে অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের নিশ্চয় করাইতে সক্ষম তর্কের সদ্ভাব বশতঃ এবং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অনুকূলে অর্থাৎ

„ঈশ্বর, কর্ত্তা” ইহা বুঝাইতে সক্ষম-তর্কের অসদ্ভাব বশতঃ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের নিশ্চয়ই সম্ভবপর। কারণ—ঈশ্বরের শরীর, সুখ, দুঃখাদি না থাকা উভয়বাদি-সিদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে আপত্তি হইতে পারে যে "ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয় তবে শরীরী হউক, সুখী হউক, দুঃখী হউক" ইত্যাদি। সুতরাং এইরূপ তর্কের দ্বারাই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা অবধারিত হয়। এমত অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত বাধ প্রভৃতি দোষের খণ্ডন হইতে পারে না বলিয়া কার্য্যত্ব হেতুটী সদ্ধেতু হইতে পারে না; সুতরাং কার্য্যত্বহেতু দ্বারা ঈশ্বরের অনুমিতি অসম্ভব। অর্থাৎ বিচার স্থলে "ক্ষিত্যঙ্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর অনুমিত হইতে পারে না।

উ -তর্কাভাসতয়া হন্যেষাং তর্কাশুদ্ধিরদূষণং।
অনুকূলস্তু তর্কোহত্র কার্য্যলোপ বিভূষণং ॥ ৩। মূ

অন্যান্য তর্ক সকলের তর্কাভাসত্ব হেতু, তর্কের যে অশুদ্ধি, তাহা দোষ নয়; কার্য্য-লোপমূলক যে অনুকূল তর্ক তাহা এস্থলে ভূষণ স্বরূপ।

উ—প্রতিকূল তর্ক বটে তর্কের আভাস।
হয় না, তাহাতে কিন্তু দোষ-পরকাশ ॥ ১৬
কার্য্য-লোপ-মূল-তর্ক ভূষণ স্বরূপ।
কুতর্ক করিয়া কেন? ঈশ্বরে বিরূপ ॥ ১৭

উ—পূর্ব্বপক্ষকারির উত্থাপিত তর্কসকল, তর্কের আভাস বা কুতর্ক মাত্র। কারণ—কোনও বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিতে হইলে তর্ক-যোগ্য-আধারের প্রসিদ্ধি আবশ্যক, নতুবা কোথায় আপত্তি করা হইবে আপত্তির স্থল কি? ইহা অনিশ্চিত থাকিয়া যায়। "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী

হয়, তবে বহ্নি-জন্য না হউক" এই একটী তর্ক ; এস্থলে তর্ক-যোগ্য-আধার হইতেছে ধূম, ধূম বাস্তবিক প্রসিদ্ধ-বস্তু, সুতরাং যেরূপ ধূম, বহ্নির ব্যভিচারী হয়, ইহা বলিলেই বহ্নি-জন্য না হউক বলিয়া আপত্তি করা হয়, তদ্রূপ "ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয়, তবে শরীরী হউক" এইরূপ তর্ক উপস্থিত করিতে হইলেও তর্ক-যোগ্য-আধার-ঈশ্বরের প্রসিদ্ধি আবশ্যক ; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষকারী ঈশ্বর স্বীকার করে না, সুতরাং তর্ক উপস্থিত করিতে পারে না যে "ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয়, তবে শরীরী হউক"। তথাপি ঐরূপ তর্ক করিলে উহা কুতর্ক মধ্যেই গণ্য হয়। সুতরাং ঐরূপ তর্কের দ্বারা কার্য্যত্বহেতুক সকর্তৃকত্বের অনুমানে দোষোদ্ভাবনের চেষ্টা করা বৃথা। অপর—ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিষয়ে অনুকূল তর্ক নাই যাহা বলা হইয়াছে উহাও সঙ্গত নহে ; কারণ—কর্ত্তা ব্যতীত কোনও কার্য্য হয় না, ইহা উভয়বাদি-সম্মত, এবং ক্ষিত্যঙ্কুর প্রভৃতির ধর্ম্ম-কার্য্যত্ব, ইহাও উভয়বাদি-সম্মত। এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কুর যদি সকর্তৃক না হয়, অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরের যদি কর্ত্তা না থাকে বলা যায়, তবে তর্ক বা আপত্তির উদ্ভব হয় উহা কার্য্য না হউক ; এইরূপ যে কার্য্য-লোপ বিষয়ক অনুকূল-তর্ক, ইহা দ্বারা "যাহা কার্য্য তাহাই সকর্তৃক" অর্থাৎ "কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা আছে" এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভব পর হয়। কারণ—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধধর্ম্মের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং এইরূপ তর্ক, কার্য্যত্ব হেতুক সকর্তৃকত্বানুমানের অলঙ্কার স্বরূপ। সুতরাং ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয়, তবে শরীরী হউক কিংবা সুখী হউক, দুঃখী হউক ইত্যাদিরূপ তর্ক, তর্কের আভাস বা কুতর্ক মাত্র। এইরূপ তর্ক করিয়া ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হওয়া মাত্রই সার হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বর নাই, ইহা সিদ্ধান্তিত হয় না।

পূ—প্রযত্ন, ক্রিয়ার হেতু অসত্য ওকথা।
অদৃষ্ট বশতঃ কর্ম্ম নাহিক অন্যথা॥ ১৮

অথবা পরম-অণু, প্রযত্ন-আশ্রয়।
ক্রিয়ার নিষ্পত্তি তারে সহায় নিশ্চয়॥ ১৯
অথবা শরীর ক্রিয়া চেষ্টাখ্যাত যার।
জীবের প্রযত্নে জন্ম হয় তা সবার॥ ২০
ক্রিয়ামাত্র যত্ন-সাধ্য, অলীক-সিদ্ধান্ত!
ঈশ-যত্নে কর্ম্ম হয়, বলে যে সে ভ্রান্ত॥ ২১

কর্ম্মত্ববা ক্রিয়াত্বহেতুক অনুমানে দোষারোপ করা যাইতেছে—সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক যে সংযোগ ঐ সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া, কাহারও প্রযত্ন-সাধ্য, ক্রিয়াত্ব হেতু, ইহাই হইল ক্রিয়াত্বহেতুক ঈশ্বরানুমান। জীবের প্রযত্নের দ্বারা উহা সম্ভব পর নয় বলিয়া ঐরূপ অনুমানের দ্বারাই জীবাতিরিক্ত-ঈশ্বর সিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ অনুমানের দ্বারা জীবের অন্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ—জীবের অদৃষ্ট বশতঃ কিংবা পরমাণুর যত্ন দ্বারাই ঐরূপ ক্রিয়া হইতে পারে। অথবা পরমাণুর যত্ন স্বীকার না করিলেও এবং কেবল মাত্র জীবের অদৃষ্ট দ্বারা কোনও কার্য্য না হইলেও ঐরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে না। কারণ—কোনও কোনও ক্রিয়া জীবের প্রযত্ন-সাধ্য হইলেও অর্থাৎ চেষ্টা (শরীরের ক্রিয়া) জীবের প্রযত্ন-সাধ্য হইলেও ক্রিয়া মাত্রই প্রযত্ন-সাধ্য, এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকারের আবশ্যকতা নাই; যত্ন ব্যতিরেকেও ক্রিয়া হইয়া থাকে। দেখাও যায় যে বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত গাভীর স্তন্য-ক্ষরণ আপনা হইতেই হয়। এইরূপ সৃষ্টির প্রথম-দ্ব্যণুকের আরম্ভক-সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া যত্ন ব্যতিরেকেই হইয়াছিল; সুতরাং ঐ নিমিত্ত প্রযত্নবান্ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া ঈশ্বর, অসিদ্ধ।

উ—স্বাতন্ত্র্যে জড়তা হানি র্নাহদৃষ্টং দৃষ্ট-ঘাতকং।
হেত্বভাবে ফলাভাবো বিশেষস্তু বিশেষবান্ ॥৪। মূ

(পরমাণুর) স্বতন্ত্রতা (কর্তৃত্ব বা যত্ন) স্বীকার করিলে জড়তার হানি হয়; অদৃষ্ট-কারণ দৃষ্ট-কারণের ঘাতক নহে। কারণের অভাবে ফলের অভাব অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ কার্য্য (চেষ্টা স্বরূপ ক্রিয়া) বিশেষ কারণবান্।

উ—অণুর প্রযত্ন-যোগ করিলে স্বীকার।
স্বীকার করিতে হয় চৈতন্য আবার ॥ ২২
জড়তা অণুর ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
পর ধর্ম্মে যোগ দিবে কেমন করিয়া ॥ ২৩
অন্বয় যাদের দৃষ্ট কিংবা ব্যতিরেক।
কারণরূপেতে গণ্য তাহারা প্রত্যেক ॥ ২৪
একেতে অপর কভু অন্যথা না হয়।
অদৃষ্ট কারণে তাই দৃষ্ট বৃথা নয় ॥ ২৫
কারণ অভাবে কার্য্য জন্মিতে না পারে।
বিশেষের কারণতা সামান্যে সঞ্চারে ॥ ২৬

চৈতন্য এবং যত্ন, নিয়ত একত্রাবস্থিত পদার্থ; একটিকে বাদ দিয়া অপর কোথায় ও থাকে না। সুতরাং প্রযত্নবান্ মাত্রই চেতন। পরমাণু জড় বা অচেতন পদার্থ, ইহা উভয়বাদি-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় পরমাণুর প্রযত্ন স্বীকার করিলে উহার চৈতন্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পরমাণুর চৈতন্য নাই বলিয়া পরমাণুতে প্রযত্নের অভাব স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং পরমাণুর প্রযত্নের দ্বারাই পরমাণুর ক্রিয়া হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। অপর—অন্বয় এবং ব্যতিরেকের দ্বারাই

কার্য্য কারণ নিরূপিত হয়। যে কার্য্যে যে বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকে অর্থাৎ যে বস্তু থাকিলে যে কার্য্য হয় এবং যে বস্তু না থাকিলে যে কার্য্য হয় না, ঐ কার্য্যে ঐ বস্তুই কারণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরমাণুর ক্রিয়া স্বরূপ কার্য্যে প্রযত্নের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকা সত্বেও যদি প্রযত্নকে পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ না বলিয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টকেই কারণ বলা হয়, তবে অন্বয় এবং ব্যতিরেকশালী দণ্ড, চক্র প্রভৃতিকেও ঘটাদি কার্য্যের কারণ না বলিয়া তুল্য যুক্তিতে অদৃষ্ট মাত্রকেই কারণ বলিতে পারা যায়; তাহা হইলে কার্য্য এবং কারণের নিরূপণে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের কোনও মূল্য থাকে না। যদি অন্বয় এবং ব্যতিরেকের আবশ্যকতা না থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্টই যে কার্য্য মাত্রের কারণ, ইহাই বা বলা যাইতে পারে কিরূপে? (১)। সুতরাং যে কার্য্যে যে যে বস্তু অন্বয় এবং ব্যতিরেকশালী, উহারা প্রত্যেকেই কারণ। একটী কারণের দ্বারা অপর কারণ সকলের অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্ট, কার্য্য মাত্রের কারণ হইলেও উহা দ্বারা দৃষ্ট-কারণ সকল অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় সৃষ্টির প্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক-সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া কেবল অদৃষ্টের দ্বারাই হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। অপর-চেষ্টা বা শরীর-ক্রিয়া জীবের প্রযত্ন-সাধ্য হইলেও ক্রিয়া মাত্রই প্রযত্ন-সাধ্য, এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত; কারণ—কোনও জাতীয় বিশেষ কার্য্যে কোনও জাতীয় বিশেষ বস্তুকে কারণ বলিলে সেই কার্য্য জাতীয় মাত্রে সেই কারণ জাতীয় বস্তু মাত্রকেই সামান্যতঃ কারণ বলিতে হয়। যেহেতু কারণতার নির্ব্বাহক অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় পক্ষেই সমান। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে—দণ্ডত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি এক একটী বিশেষ জাতি, ঘটত্বস্বরূপ বিশেষ জাতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ঘটত্ব জাতীয় এতদ্ঘট স্বরূপ

বিশেষ কার্য্য দণ্ডত্বস্বরূপ বিশেষ জাতি বিশিষ্ট অর্থাৎ দণ্ডত্ব জাতীয় সেই দণ্ডের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না, এইরূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকাতেই সেই দণ্ডটী এতদ্ ঘটের কারণ; এইরূপ দণ্ডত্ব জাতীয় অপর দণ্ডটী ঘটত্ব জাতীয় অপর ঘটের কারণ। সুতরাং ঘটত্ব জাতীয় প্রত্যেক ঘট স্বরূপ কার্য্যেই দণ্ডত্ব জাতীয় কোনও না কোনও দণ্ডের অন্বয় এবং ব্যতিরেক অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং দণ্ড সামান্য থাকিলেই অর্থাৎ দণ্ড থাকিলেই ঘট সামান্য হয়, অন্যথা হয় না, এইরূপ সামান্যতঃ অন্বয় এবং ব্যতিরেক অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া ঘটত্ব জাতীয় ঘট সামান্য স্বরূপ কার্য্যে দণ্ডত্ব জাতীয় দণ্ড সামান্যকে ফলতঃ কারণ বলা হয়। এমত অবস্থায় প্রযত্নত্ব জাতীয় বিশেষ বস্তু যে জীবের প্রযত্ন, উহাকে ক্রিয়াত্ব জাতীয় বিশেষ বস্তু যে চেষ্টা বা শরীর ক্রিয়া তাহার কারণ বলিলে ফলতঃ প্রযত্ন সামান্যকে ক্রিয়া সামান্যের কারণ অবশ্যই বলিতে হয়। সুতরাং ক্রিয়া মাত্রই প্রযত্ন-সাধ্য" এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব নহে বলিয়া ক্রিয়াত্ব বা কর্ম্মত্ব হেতুক পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে।

পূ—ধৈরযাদি যত্ন-সাধ্য অসম্ভব কথা।
হেতুরূপে ধৈরযাদি অসিদ্ধ সর্ব্বথা॥ ২৭
অসম্ভব কথা বটে রবেনা বিকৃতি।
নিয়ত করিছে কার্য্য অনাদি প্রকৃতি॥ ২৮
পদ প্রত্যয়াদি তাই নহেত সাধন।
মহাপ্রলয়ের কথা ভ্রান্তের বচন॥ ২৯

ধৃতি, নাশ, পদ, এবং প্রত্যয় হেতুক অনুমানে দোষারোপ করা যাইতেছে—"ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়, প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক ধৃত বা আশ্রিত, ধৃতি হেতু"

ইহা ধৃতি বা ধৈর্য্য হেতুক অনুমান। এবং ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়, প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ্য, বিনাশিত্ব হেতু” ইহা নাশহেতুক অনুমান। এইরূপ অনুমান করিতে হইলে যাহা ধৃতি বা পতনাভাব বিশিষ্ট, তাহাই প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক ধৃত বা আশ্রয় প্রাপ্ত, এবং যাহা বিনাশী তাহাই প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ্য, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ে আবশ্যকতা; কিন্তু ধৃতি বা পতনাভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ পড়িয়া যায় না এইরূপ যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-শরীর, উহা প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক (বিহঙ্গম কর্ত্তৃক) ধৃত হইলেও এবং ঘট, পট প্রভৃতি বিনাশশীল বস্তু-সকল প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ্য হইলে ও ব্রহ্মাণ্ড সকলের ধৃতি বা পতনাভাব এবং বিনাশ স্বভাবতঃই হয়, তন্নিমিত্ত কোন ও প্রযত্নবান্ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক ধৃত কিনা? প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ্য কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় দূরীভূত হইতে পারে না। এইরূপ ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত না হইলে যাহা পতনাভাব বিশিষ্ট, তাহাই প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক ধৃত এবং যাহা বিনাশী, তাহাই প্রযত্নবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ্য, ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং ধৃতি এবং বিনাশকে হেতু করিয়া পূর্ব্বে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে না। এবং মহাপ্রলয় অসিদ্ধ, কারণ—উপাদান কারণের বিকার বা পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তরই কার্য্য, কার্য্য একটী আকস্মিক ঘটনা নহে; যেহেতু অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণরূপে কার্য্যের সত্তা মানিতে হয়; কার্য্য তত্ত্বতঃ উপাদান কারণের অতিরিক্ত নূতন কিছু নহে ঘট, মৃত্তিকার কার্য্য, ইহা মৃত্তিকার অবস্থান্তর বা আকৃতি-পরিবর্ত্তন মাত্র। মৃত্তিকার অতিরিক্ত ঘটের নূতন তত্ত্ব কিছুই নাই। তবে মৃত্তিকা কারণ অবস্থায় যে আকারে ছিল কার্য্য বা ঘট অবস্থায়

সেই আকারে নাই; ঘট হইল ইহা কিনা—মৃত্তিকা ঘটের আকার ধারণ করিল; এই আকৃতি তত্ত্বতঃ মৃত্তিকার অতিরিক্ত কিছুই নহে। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকা অবশ্যই থাকে, সুতরাং তৎসময়ে ঘটও মৃত্তিকাস্বরূপে অবশ্যই সৎ বা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অনাদি অসীম প্রকৃতি সর্ব্বদাই কোনও না কোন অংশে পরিণত বা বিকৃত হইতেছে; ইহা প্রকৃতির স্বভাব বলিয়া প্রকৃতির সর্ব্বাংশে অপরিণাম বা বিকার শূন্যতা অর্থাৎ সর্ব্বাংশে অকার্য্যাবস্থা অসম্ভব; প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকৃতি কোনও-না কোন অংশে বিকৃত হইতেছে, সুতরাং কোনও এক সময়ে সমুদায় কার্য্যের অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরম্পরা যত কিছু প্রকৃতির বিকার (১) তৎসমুদায়ের অসম্ভব হয় না বা হইতে পারে না, মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। এমত অবস্থায় পদত্ব এবং প্রত্যয়ত্বকে হেতু করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর-সাধন করা যায় না। তাৎপর্য্য—মহাপ্রলয় না থাকিলে সৃষ্টির প্রথম কল্পনার বিষয় হইতে পারে না; উহা অলীক বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় সুতরাং ব্যবহারাদির ও প্রথম নাই বলিয়া প্রাথমিক-ব্যবহারাদির নিমিত্ত জীবের অতিরিক্ত-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অনাদি-কাল হইতেই অধ্যাপক পরম্পরা এবং পিতা, মাতা পরম্পরা ক্রমেই ব্যবহার সকল চলিয়া আসিতেছে। বেদ সম্বন্ধেও এই কথা, অধ্যাপক পরম্পরা ক্রমে বেদ চলিয়া আসিতেছে। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অধ্যাপকই বেদের বক্তা। বেদ, ঈশ্বরোক্ত, ইহা ভ্রান্তের কথা। বেদার্থ বিষয়ে অধ্যাপক-

---

(১) প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিণাম বা বিকার মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বের বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি। এইরূপে ক্রমে স্থূল ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কার অবধি স্থূল ভূত পর্য্যন্ত বিকার বা পরিণাম সকল প্রকৃতির পরম্পরা বিকার। সবিশেষ প্রথম স্তবকে সাংখ্য মতে দ্রষ্টব্য।

গণের যথার্থ জ্ঞানই শিষ্যের বেদবাক্য-জন্য যথার্থ জ্ঞানের হেতু। অর্থাৎ অধ্যাপক যথার্থরূপে বেদার্থ বুঝিয়া বেদ উপদেশ করিলে শিষ্যের ঐ বেদ-জন্য যথার্থ জ্ঞান হয়। এই নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। আপ্তাভিপ্রায়ই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা স্বীকার করিলেও উহা অধ্যাপকগণেরই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। যথার্থরূপে বুঝিয়া যে ব্যক্তি বাক্য বলে, তাহাকে আপ্ত বলা হয়, বেদ বিষয়ে ঐরূপ অধ্যাপকই আপ্ত; সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ত্বকে হেতু করিয়া পূর্ব্বে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা দ্বারা জীবাতিরিক্ত-ঈশ্বর-সিদ্ধ হয় না।

উঃ—কার্য্যত্বান্নিরুপাধিত্বমেবংধৃতিবিনাশয়োঃ
বিচ্ছেদন পদস্যাপি প্রত্যয়াদেশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥৫। মূ

(ধৃতি এবং বিনাশরূপ হেতুদ্বয়ের) কার্য্যত্ব হেতু, নিরুপাধিত্ব বা উপাধি শূন্যতা এবং বিচ্ছেদ (মহা প্রলয়) হেতু, পদ এবং প্রত্যয়াদিরও পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ উপাধি শূন্যতা)।

উঃ—কর্তৃত্ব কার্য্যত্ব-মূল-তর্ক, অনুকূলে।
ব্যভিচার শঙ্কা তাই নাই বটে মূলে ॥ ৩০
প্রলয় সম্ভব হেতু পদ, প্রত্যয়ত্ব।
সদ্ধেতু রূপেতে গণ্য এই বটে তত্ত্ব ॥ ৩১

কর্তৃত্ব এবং কার্য্যত্ব-মূলক তর্কই অনুকূল-তর্ক, অর্থাৎ ঐরূপ তর্কের দ্বারাই সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ধৃতি এবং বিনাশ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কার্য্য। সুতরাং চেতনের প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য, নতুবা উহাদের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্ম্ম-কার্য্যত্বের অপলাপ করিতে হয়। এমত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড সকলের ধৃতি এবং বিনাশ যদি চেতনের প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য না হয়, স্বীকার করা

যায় তবে ইহারা কার্য্য না হউক এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয়। এবং উড্ডীয়মান-বিহঙ্গম-শরীরের ধৃতির এবং ঘট, পট প্রভৃতির বিনাশের কর্ত্তা উভয়বাদি-সিদ্ধ। সুতরাং তদ্ দৃষ্টান্তে ধৃতি এবং বিনাশ মাত্রই কর্ত্তৃ-সাধ্য বলিয়া যাহা ধৃত কিংবা বিনাশী, তাহাই কর্ত্তার (প্রযত্নবানের) দ্বারা ধৃত কিনা? বিনাশ্য কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ তর্কের দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত ধৃতি স্বরূপ হেতুতে প্রযত্নবদ্ বিনাশ্যত্ব স্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে। ধৃতি এবং বিনাশ স্বরূপ হেতুতে ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব নহে সুতরাং পূর্ব্বকথিত অনুমানের হেতু-ধৃতি এবং বিনাশ, সদ্ধেতু।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে অসতের উৎপত্তি নাই; কার্য্য উপাদান কারণের পরিণাম বা বিকার, অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। উহা তত্ত্বতঃ উপাদান হইতে অভিন্ন। এক সময়ে প্রকৃতির সর্ব্বাংশে অবস্থান্তর না হওয়া অসম্ভব, প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তেই কোন ও না কোন অংশে বিকৃত হইতেছে, মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। ইহা বিচার সঙ্গত নহে, কারণ—প্রথমতঃ দেখা উচিত যে কার্য্যের ধর্ম্ম-কার্য্যত্ব, পদার্থটী কি? উহার কোন ও তত্ত্ব আছে কি না; ইহা অপদার্থ আকাশ-কুসুম নহে, কার্য্যত্বরূপে বস্তু প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কার্য্যত্বরূপে অর্থাৎ ছিল না হইয়াছে এইরূপে ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে। অতএব কার্য্যত্বের ও একটী পৃথক তত্ত্ব আছে, ইহা উপাদানের অবস্থান্তর মাত্র নয়। উপাদানের কারণাবস্থা হইতেছে—কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্বে অবস্থিতি এবং কার্য্যত্ব হইতেছে—পূর্ব্বে না থাকা, এই দুইটী অবস্থা একই বস্তুর সম্ভবপর নয়। কারণে কার্য্যের ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সময় ভেদে একই উপাদান কারণের দুইটী অবস্থা স্বীকার করিলে উপাদানের কার্য্যাবস্থা বা কার্য্যত্ব হয়, ইহা স্বীকার করিতে

হয়। সুতরাং এই কার্য্যাবস্থা বা কার্য্যত্বটী পূর্ব্বে ছিল না বলিয়াই হয়, অন্ততঃ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে এই যে কার্য্যত্ব স্বরূপ অবস্থাটী পূর্ব্বে অসৎ, ইহা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অসতের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়; সতের উৎপত্তি-বাদ সঙ্গত হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে না থাকাই কার্য্যের স্বভাব বা অসাধারণ-ধর্ম্ম, ইহা প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব মাত্র। ঘট, একটী কার্য্য, ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না বলিয়াই হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এই যে প্রাগভাব বা উৎপত্তির পূর্ব্বে না থাকা স্বরূপ অভাব, ঐ অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাই ঘটের কার্য্যত্ব। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, অবশ্যই কিছু স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু ঘটের যে প্রাগভাব ঐ প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা উপাদান মৃত্তিকার কারণাবস্থায় নাই। ঐ অবচ্ছেদক ধর্ম্মই ঘটত্ব, সুতরাং ঘটত্বরূপে ঘট বস্তুটী পূর্ব্বে অসৎ বলিয়াই কার্য্য বা কার্য্যতা বিশিষ্ট। কারণাবস্থায় ঘটত্বরূপে ঘটের সত্তা আকাশ-কুসুম বলিয়া অসৎই হইয়া থাকে, ইহাই তত্ত্ব; প্রাগভাব স্বীকার না করিলে ও উৎপত্তির পূর্ব্বে কোনরূপেই কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ—কার্য্য একবারই হয় পুনঃ পুনঃ হয় না। যে ঘটটী একবার হইয়াছে, ঐরূপ অন্য একটী সম্ভবপর বটে, কিন্তু ঐটী আর হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এই নিমিত্ত কার্য্যের উৎপত্তিতে কার্য্যকে প্রতিবন্ধক বলিতে হয়। অর্থাৎ কার্য্যটী আছে বলিয়াই আবার হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যে ঘটটী একবার হইয়াছে, উৎপত্তিকাল অবধি ঐ ঘটটী সদ্ বা আছে বলিয়াই আবার হয় না। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রতিবন্ধকের অত্যন্তাভাব থাকা আবশ্যক বলিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, সদ্ বা নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

এখানে আরও একটী কথা প্রণিধান-যোগ্য এই যে, কোন একটা বস্তুরই উৎপত্তি অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে না; উৎপত্তির একটা সীমা অবশ্যই আছে। এই যে একটী ঘট, ইহা অনাদিকাল হইতেই আছে এরূপ নয়, এই ঘটটীর উৎপত্তির একটী নির্দ্দিষ্টকাল অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে, এই বস্তুটীর থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কার্য্যরূপে না থাকুক কিন্তু কারণরূপে অবশ্যই থাকে। সতেরই উৎপত্তি হয়, অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, ইহা ও সঙ্গত নহে। কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কারণরূপতা উহা কারণেরই রূপতা, কার্য্যের রূপ হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অলীক বলিয়া উহার কোনওরূপ কল্পনার বিষয় হয় না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কারণরূপতা উহা কারণের, কার্য্যের নহে। সুতরাং সৎকার্য্যবাদ সঙ্গত নয়। এক প্রকৃতি হইতেই বিজাতীয় কার্য্য সকল হইতেছে, ইহা অসম্ভব নানাজাতীয় কার্য্যের নিমিত্ত নানাজাতীয় কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য, এসম্বন্ধে প্রথম স্তবকে ৪৩ পৃঃ বলা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। এমত অবস্থায় সময় ভেদে ঘট, পট প্রভৃতি ভাব কার্য্য সকলের বিনাশ দৃষ্টচর বলিয়া এক সময়ে সমুদায় ভাব কার্য্যের বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে। মহা প্রলয় প্রমাণের অবিষয় নহে। অপিচ শব্দও একটী প্রমাণ, ইহা তৃতীয় স্তবকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি ও শব্দ; শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে মহাপ্রলয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা মিথ্যা নহে। সুতরাং মহাপ্রলয়, অর্থাৎ জন্য-ভাববস্তু সকলের এক সময়ে বিনাশ সম্বন্ধে সংশয় নাই (১)। মধ্যে ২ ভাবকার্য্য সকলের বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। অতএব পদত্ব এবং

(১) দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কারিকায় মহাপ্রলয় সিদ্ধ করা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

প্রত্যয়ত্ব হেতু দ্বয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরানুমাপক হেতু সকলের মধ্যে "প্রত্যয়ত্ব", একটা হেতু, উহার অর্থ বিধি প্রত্যয়ত্ব, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আচার্য্যের মতে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ-আপ্তাভিপ্রায়। আপ্তাভিপ্রায়ই যে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ, তাহাই ক্রমে আচার্য্য প্রতিপাদন করিতেছেন।

প্রবৃত্তিঃ কৃতিরেবাত্র সাচেচ্ছাতঃ যতশ্চসা।
তজ্ জ্ঞানং বিষয়স্তস্য বিধিস্তজ্ জ্ঞাপকোঽথবা॥৬

এই বিধি প্রস্তাবে কৃতিই (যত্নই) প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ। সেই প্রবৃত্তি, ইচ্ছা (চিকার্ষা) হইতে হইয়া থাকে। সেই ইচ্ছা বা চিকীর্ষা যাহা হইতে হয়, তাহা জ্ঞান, (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব জ্ঞান), তাহার (সেই জ্ঞানের) বিষয়ই (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্বই) বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। অথবা তাহার (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্বের) জ্ঞাপক বা অনুমাপক যাহা তাহাই (আপ্তাভিপ্রায়ই) বিধি অর্থাৎ বিধি প্রত্যয়ের অর্থ।

বিধিবাদে কৃতি আর প্রবৃত্তি একার্থ।
চিকীর্ষা মূলেতে জন্ম, তাহার অব্যর্থ॥ ৩২
ইষ্ট-হেতু, কৃতি-সাধ্য, জ্ঞান মূল করি।
চিকীর্ষার জন্ম হয় বুঝিবে বিচারি॥ ৩৩
কৃতি-সাধ্য, ইষ্ট-হেতু জ্ঞানের বিষয়।
বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ প্রাচীনেরা কয়॥ ৩৪
ইষ্ট-হেতু, কৃতি-সাধ্য-মননে সহায়!
আচার্য্যের মত বটে আপ্ত-অভিপ্রায়॥ ৩৫

"প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ প্রাথমিক-ইচ্ছা এবং যত্ন, কিন্তু বিধিবাদে "প্রবৃত্তি" শব্দের অর্থ যত্ন, প্রাথমিক-ইচ্ছা নহে (১)। চিকীর্ষা অর্থাৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তির কারণ এবং ইষ্ট-সাধনত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ব বা কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞান চিকীর্ষার কারণ; অর্থাৎ কোনও কর্ম্মকে ইষ্টের সাধন বা উপকারী এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে ঐ কার্য্য করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা অর্থাৎ চিকীর্ষা হইয়া থাকে "স্বর্গ কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বাক্যই বিধি-বাক্য। ইহার অন্তর্গত "যজেত" এই শব্দের যজ ঈত, এই "ঈত" প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয়। বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বোধ হইলে নিয়োজ্য-পুরুষকে (২) যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিধি-বাক্য শ্রবণের পরে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ নিয়োজ্য-পুরুষের বৈধ-যজ্ঞাদি কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বা কর্ত্তব্যত্বজ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিধি-বাক্যের দ্বারা প্রথমতঃ নিয়োজ্য-পুরুষ বুঝে যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল ইষ্ট বা অভিপ্রেত ফলের জনক এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তৎপরে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বা চিকীর্ষা হইয়া থাকে (৩) ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিধি-বাক্য শ্রবণে

---

(১) বিধিবাদে ইচ্ছা প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ হইলে "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে ইচ্ছা মাত্রেই পুরুষ চরিতার্থ হইত, কিন্তু ঐরূপ বাক্য শ্রবণে পুরুষকে যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত বা যত্নবান হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিধিবাদে বিধ্যর্থ প্রবৃত্তি,—যত্ন, ইচ্ছা নহে।

(২) কর্ম্মে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত পুরুষকেই নিয়োজ্য বা প্রবর্ত্ত্য বলা হয়। ফল কথা কর্ম্মক্ষম বা কর্ম্মাধিকারী পুরুষই নিয়োজ্য বা প্রবর্ত্ত্য হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়োজ্য, প্রবর্ত্ত্য, অধিকারী, সমর্থ প্রভৃতি শব্দ ফলতঃ একার্থেরই বোধক।

(৩) প্রবৃত্তির প্রতি চিকীর্ষা কারণ, চিকীর্ষার প্রতি ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বা কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞান কারণ। অর্থাৎ কোনও কর্ম্মে ইষ্ট সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব-জ্ঞান হইলে অর্থাৎ কর্ম্মটীকে নিজের ইষ্ট বা অভিপ্রেত ফলের জনক এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে ঐ কর্ম্ম-চিকীর্ষা অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে। তৎপরে পুরুষ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত বা উদ্যত হইয়া থাকে।

বৈধকর্ম্মে প্রথমতঃ ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের বিষয় ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বা কর্ত্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ ; ইহা প্রাচীনমত। আচার্য্যের মতে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে, আপ্ত-পুরুষের (১) অভিপ্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। তাৎপর্য্য -- 'স্বর্গফলার্থী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে" "স্বারাজ্য"-কামী রাজপেয় যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি নানাবিধ অভিপ্রায় করিয়াই বেদ-বক্তা আপ্ত-পুরুষ বিভিন্নরূপ অধিকারীর নিমিত্ত "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" স্বারাজ্যকামো বাজপেয়েন যজেত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিধি-বাক্য সকল বলিয়াছেন, সুতরাং বিধিবাক্য শ্রবণের পরে নিযোজ্য-পুরুষের প্রথমতঃ আপ্তাভিপ্রায় (আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রায়) বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে আপ্ত-পুরুষ বেদ বলিয়াছে, প্রথমতঃ তাহাই নিযোজ্য-পুরুষ বুঝিয়া লয়। তৎপরে "যেহেতু স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা বেদ-বক্তা আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রেত, সেই হেতু যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল, ইষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত ফলের জনক এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্ম" এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে ; তৎপরে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা (চিকীর্ষা) হয় এবং তৎপরেই যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞাদিকর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্বের অনুমাপক আপ্তাভিপ্রায়টী প্রথমতঃ নিযোজ্য-পুরুষ বুঝে বলিয়া আপ্তাভিপ্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। ইহাই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

---

(১) বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষই আপ্ত। ফলকথা যিনি ভুল বুঝিয়া কিংবা মোহ বশতঃ অথবা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া বাক্য বলে না, তিনিই আপ্ত।

কর্ত্তার ধরম কিংবা ধর্ম্ম করমের।
করণ-ধরম কিংবা আপ্ত-পুরুষের ॥ ৩৬
বিচারিয়া পরিশেষ করিছে তাহার।
দোষ-হীন অর্থ যাহা সিদ্ধান্তের সার ॥ ৩৭

যজ্ঞাদি কর্ম্ম-কর্ত্তার-ধর্ম্ম যে স্পন্দন বা নিযোজ্য-পুরুষের শরীর-ক্রিয়া তাহাই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা কাহারও মত। কেহ বা যজ্ঞাদি কর্ম্মের ধর্ম্ম যে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব তাহাই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলে। কেহ বা করণ যে বিধি-প্রত্যয়, উহার ধর্ম্ম-অভিধানামক শক্তি বিশেষকেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলে। আচার্য্য, আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রায়কেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলেন। সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত থাকাতে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ কোনটী গ্রাহ্য, তাহাই আচার্য্য বিচার করিয়া পরিশেষ বা নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

ইষ্ট-হানেরনিষ্টাপ্তেরপ্রবৃর্ত্তেবিরোধতঃ।
অসত্ত্বাৎ প্রত্যয়-ত্যাগাৎ কর্ত্তৃ-ধর্ম্মো ন সঙ্করাৎ ॥৭মূ

ইষ্ট-হানি, অনিষ্ট-প্রাপ্তি হেতু, অপ্রবৃত্তি-হেতু, বিরোধ এবং অসত্ত্বহেতু কর্ত্তৃ-ধর্ম্ম স্পন্দ, যত্ন, এবং ইচ্ছা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে।

ইষ্ট-হানি আদি দোষে নহেত স্পন্দন।
অপ্রবৃত্তি দোষ হেতু নহেত যতন ॥ ৩৮
বিরোধাদি দোষ বশে ইচ্ছা বিধি নয়।
অসত্ত্ব, প্রত্যয়-ত্যাগ, সঙ্করের ভয় ॥ ৩৯
তাই নহে, বিধি-বাদে বিধি কর্ত্তৃ-ধর্ম্ম।
প্রকাশিত হবে ক্রমে সিদ্ধান্তের মর্ম্ম ॥ ৪০

কর্তৃ-ধর্ম্ম স্পন্দন বা চেষ্টা অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষের শরীর ক্রিয়া, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে স্থল বিশেষে ইষ্ট-হানি অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভাব এবং স্থল বিশেষে অনিষ্ট-প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তির আপত্তি স্বরূপ দোষ ঘটে। "আত্মানং বিজানীয়াৎ" এই একটী বিধিবাক্য, এই বিধি-বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষকে আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে প্রথমতঃ মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্বের জ্ঞান হয়, তৎপরে আত্মজ্ঞান-চিকীর্ষা (আত্মজ্ঞান-লাভেচ্ছা) হইয়া আত্মজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ত্তার ধর্ম্ম-স্পন্দন বা চেষ্টা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না অর্থাৎ হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং ঐরূপ বিধি-বাক্য স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ত্তার ধর্ম্ম-স্পন্দনের জ্ঞান হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ও যদি স্পন্দন বা চেষ্টা অর্থাৎ কর্ত্তার শরীর-ক্রিয়াকেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলা হয়, তবে ঐরূপ বাক্য শ্রবণে আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে পাবে না। বৈধ বিষয়ে সমর্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি না হইতে পারিলে বক্তার ইষ্ট বা উদ্দেশ্যের হানি ঘটে, ইহা দোষ। এবং "গ্রামং গচ্ছতি" অর্থাৎ "গ্রামে গমন করিতেছে", বলিলে গ্রাম গমনোপযোগী পাদ সঞ্চালন ক্রিয়া স্বরূপ কর্তৃ-ধর্ম্ম-স্পন্দনের জ্ঞান হইয়া থাকে। গম—তি—গচ্ছতি, ইহার, তি, প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয় নহে, কিন্তু এই, তি, প্রত্যয়ের অর্থ পাদ-সঞ্চালনরূপ শরীর ক্রিয়া; এমত অবস্থায় স্পন্দন বা শরীর-ক্রিয়া যদি বিধি-প্রত্যয়ার্থ হয়, তবে ঐরূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার বিধি-প্রত্যয়ার্থের জ্ঞান বশতঃ গ্রাম গমনে প্রবৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু তাহা হয় না। কারণ—উহা বিধি-বাক্য বা আদেশ-বাক্য নহে; সুতরাং অনিষ্ট-প্রাপ্তি দোষ হয় অর্থাৎ যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে

শ্রুত-বিষয়ে শ্রোতার প্রবৃত্তি হয় না, ঐরূপ বাক্য শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রসঙ্গ হয়, ইহা দোষ। সুতরাং কর্ত্তার ধর্ম্ম-স্পন্দন বা চেষ্টা অর্থাৎ শরীর ক্রিয়া বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না (১)।

কর্ত্তার ধর্ম্ম-যত্ন, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে বৈধ-কর্ম্মে অপ্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় কারণ—চৈত্রো গ্রামং গচ্ছতি, অর্থাৎ চৈত্র গ্রামে গমন করিতেছে, এরূপ বাক্য শ্রবণে "তি" এই প্রত্যয়ের দ্বারা গ্রাম গমনোপ-যোগী যত্নের জ্ঞান হয় বলিয়া ইহাকেও বিধি-বাক্য বলিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার গ্রাম গমনে প্রবৃত্তি হয় না, এমত অবস্থায় বৈধ-কার্য্যে প্রবৃত্তির অভাব স্বীকার করিতে হয়, ইহা দোষ। সুতরাং কর্ত্তার ধর্ম্ম-যত্ন, বিধি-প্রত্যয়ার্থ নহে।

কর্ত্তার ধর্ম্ম-ইচ্ছা, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে বিরোধ, অসত্ব, প্রত্যয়-ত্যাগ এবং শঙ্কর দোষ ঘটে। কারণ—বিধি-প্রত্যয়ার্থের জ্ঞান হইলে ইচ্ছা, অর্থাৎ বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্ষা হয়, তৎপরে চিকীর্ষা দ্বারা বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির নির্ব্বাহক চিকীর্ষার উৎপত্তিতে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ইচ্ছা বা চিকীর্ষা যদি বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তবে চিকীর্ষাই বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া চিকীর্ষাকে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। তাৎপর্য্য—চিকীর্ষা বিষয়ক জ্ঞান মানস-প্রত্যক্ষের স্বরূপ বলিয়া এবং প্রত্যক্ষে বিষয় কারণ বলিয়া পরস্পরের উৎপত্তিতে, পরস্পরের অপেক্ষা অর্থাৎ চিকীর্ষার উৎপত্তিতে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা এবং বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তিতে

(১) আত্মাই কর্ত্তা, স্পন্দন বা শরীর ক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে আত্মাতে থাকে না, তথাপি আত্মা শরীর ক্রিয়ার জনক বলিয়া জনকতা সম্বন্ধে উহা আত্মাতে থাকে। এইরূপ অর্থেই স্পন্দনকে কর্ত্তার ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।

চিকীর্ষার অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় হয়, অর্থাৎ নিজের উৎপত্তিতে স্বাপেক্ষিত বস্তুর অপেক্ষা স্বীকার করা হয়, ইহা দোষ। তাৎপর্য্য --উৎপত্তিযোগ্য বস্তু, উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অসৎ, উৎপন্ন হইলেই বস্তু সদ্ বা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদ্ দ্বারা অন্য কোনও বস্তুর সম্ভবপর হয়। এমত অবস্থায় বস্তুর উৎপত্তিতে স্বাপেক্ষিত-বস্তুর অপেক্ষা স্বীকার করিলে নিজের উৎপত্তির পূর্ব্বে সাপেক্ষিত বস্তুটী অসৎ বলিয়া কারণাভাব বশতঃ নিজের উৎপত্তিরই ব্যাঘাত হয় (১)। সুতরাং বিরোধ বা অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় বলিয়া ইচ্ছা বা চিকীর্ষা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে।

বিধি-প্রত্যয়ার্থ-ইচ্ছার অর্থাৎ বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্ষার জ্ঞান, মানস-প্রত্যক্ষের স্বরূপ স্বীকার করিলে বিষয় প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া কথিত রূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতে পারে; কিন্তু বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারাই বিধি-প্রত্যয়ার্থ-চিকীর্ষার জ্ঞান হয়, স্বীকার করিলে উহা শব্দ-জন্য অর্থাৎ শাব্দ-বোধ বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানে চিকীর্ষাকে কারণ বলিতে হয় না (২), সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় দোষও হয় না অর্থাৎ নিজের উৎপত্তিতে স্বাপেক্ষিত-বস্তুর অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয় না। এই নিমিত্ত দোষান্তর দেওয়া

(১) ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডের অপেক্ষা আছে, দণ্ড ব্যতীত ঘট হয় না, দণ্ড, ঘটের কারণ; এমত অবস্থায় যদি দণ্ডের উৎপত্তিতে ঘটের অপেক্ষা স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ ঘটকে কারণ বলা হয়, তবে দণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বে দণ্ডের অভাব বশতঃ ঘট হইতে পারে না বলিয়া ঘট দণ্ডের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না; দণ্ডের উৎপত্তির ব্যাঘাত হইয়া পরে। ইহা উৎপত্তি গত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ।

(২) প্রত্যক্ষেই বিষয় কারণ, শব্দ-জন্য বোধে বিষয় কারণ নয়। যেহেতু শব্দের দ্বারা চিরাতীত বস্তুরও জ্ঞান হয়। আমরা ইতিহাস পাঠে অনেক প্রাচীন ঘটনা জানিয়া থাকি।

যাইতেছে—অসত্ত্ব হেতু। তাৎপর্য্য—প্রবৃত্তির প্রতি চিকীর্ষা কারণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে চিকীর্ষা থাকিলেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে প্রবৃত্তিতে চিকীর্ষা বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। চিকীর্ষা, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বটে, কিন্তু বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা চিকীর্ষা না হইয়া চিকীর্ষার জ্ঞান মাত্র হয়, ইহা স্বীকার করিলে চিকীর্ষার জ্ঞান কালে চিকীর্ষা অবিদ্যমান বলিয়া বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রবর্ত্ত্য-পুরুষের বৈধ-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অসম্ভব হয়। সুতরাং ইচ্ছা বা চিকীর্ষা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নয়।

বিধি-বাক্য শ্রবণে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমতঃ প্রবর্ত্ত্য-পুরুষের বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্ষা হয়, তৎপরে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারাই স্বার্থ চিকীর্ষার জ্ঞান হয়, এইরূপ স্বীকার করিলে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং দোষা-ন্তর দেওয়া যাইতেছে—প্রত্যয়-ত্যাগ হেতু; তাৎপর্য্য - বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্ষা হয় স্বীকার করিলে ঐ চিকীর্ষার দ্বারাই পুরুষের বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভবপর হইতে পারে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা স্বার্থ-চিকীর্ষা বিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু বিধি-বাক্য শ্রবণে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ অনাবশ্যক বলিয়া উহা অস্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যয়ের অর্থাৎ বিধি প্রত্যয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, উহার পরিত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ইহা দোষ। সুতরাং ইচ্ছা বা চিকীর্ষা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে।

"সুখই চরম ফল" অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক অভিলষিত বস্তু; জীব, স্বভাবতঃই সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে। বৈধ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে কর্ম্মকর্ত্তার স্বর্গাদি সুখ হয়। সুখের ইচ্ছা করিয়া সমর্থ ব্যক্তি যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখেচ্ছাই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ; বিধি-বাক্য-শ্রবণে প্রথমতঃ সুখেচ্ছার জ্ঞান হয় অর্থাৎ "আমার সুখ হউক" এইরূপ যে সুখ বিষয়ক ইচ্ছা, "তাহা আমার হইতেছে" এইরূপ নিশ্চয়

হয় ; তৎপরে ঐ জ্ঞান বা নিশ্চয়ের দ্বারা বৈধ-কর্ম্ম চিকীর্ষা হইয়া (১) বৈধ-কর্ম্মে প্রবর্ত্ত্য-পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ বলিলে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ হয় না, সুতরাং দোষান্তর দেওয়া যাইতেছে—সঙ্কর হেতু অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধ হেতু ; তাৎপর্য্য—সুখেচ্ছা বিষয়ক জ্ঞান হইলে সুখার্থির সুখের উপায়ভূত-কর্ম্ম বিষয়ক চিকীর্ষা হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মে সুখের উপায়ত্ব বা সুখ স্বরূপ ইষ্টের সাধনত্ব জ্ঞান অর্থাৎ "এই কর্ম্মের দ্বারা আমার সুখ হইবে" ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় না হইলে কর্ম্ম-চিকীর্ষা হয় না বলিয়া কর্ম্ম-চিকীর্ষার প্রতি কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব জ্ঞানকেই কারণ বলিতে হয় ; সুতরাং সুখেচ্ছা জ্ঞান অন্যথা সিদ্ধ। অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্ম স্থলে ঐরূপ সুখেচ্ছাজ্ঞান না থাকিলেও কর্ম্মে সামান্যতঃ ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইয়াই পুরুষের কর্ম্ম-চিকীর্ষা হইয়া থাকে বলিয়া সামান্যতঃ কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানকেই কর্ম্ম-চিকীর্ষার প্রতি কারণ বলিতে হয়। ঐরূপ স্থলে সুখেচ্ছার অভাব বশতঃ সুখেচ্ছা বিষয়ক জ্ঞান হয় না বলিয়া উহা কর্ম্ম-চিকীর্ষার কারণ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ইচ্ছা বা চিকীর্ষা এবং সুখেচ্ছা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষের ধর্ম্ম-স্পন্দ, যত্ন, ইচ্ছা, ইহার কোনটীই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে।

পূ—প্রযত্ন বিধির অর্থ, প্রযত্ন-বিজ্ঞান।
প্রবৃত্তির হেতু হ'ক্ শুন, মতিমান্॥ ৪১

(১) সুখস্বরূপচরম ফল বিষয়ক ইচ্ছার জ্ঞান চিকীর্ষার কারণ নয়, ঐরূপ ইচ্ছাই কারণ। যেহেতু চিকীর্ষা উপায়েচ্ছা বলিয়াই ফলেচ্ছা (সুখেচ্ছা) চিকীর্ষার কারণ। লোক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই উপায়ান্বেষণ করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় সুখ স্বরূপ চরম ফলেচ্ছা বিষয়ক জ্ঞানকে চিকীর্ষার কারণ বলা ভ্রান্তের কথা। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াই দোষ দেওয়া যাইতেছে।

আখ্যাতের যত্নার্থতা পাইলে কোথায়।
অনুকূল-ক্রিয়া মাত্র আখ্যাতে বুঝায়॥ ৪২
"রথোগচ্ছতি" দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ সবার।
ক্রিয়া বিনে সম্ভবে না কর্তৃত্ব তাহার॥ ৪৩

যত্নই বিধি লিঙ্‌ প্রত্যয়ের অর্থ; লট্ প্রভৃতি আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার মাত্রের জ্ঞান হইয়া থাকে। "রথোগচ্ছতি" (রথ, চলিতেছে) ইহাই দৃষ্টান্ত। এস্থলে রথই "গম" ধাতুর অর্থ-গমন ক্রিয়ার কর্তা। রথ অচেতন বলে তাহার প্রযত্ন অসম্ভব; সুতরাং ধাত্বর্থ-গমন ক্রিয়ার অনুকূল ব্যাপার বা ক্রিয়া যুক্ত বলিয়াই রথ গমন-ক্রিয়ার কর্তা। অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে গমনের অনুকূল ব্যাপার বা রথের স্পন্দনই রথের কর্তৃত্ব। সুতরাং ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার মাত্রই সামান্যতঃ আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ; প্রযত্ন, আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে রথে তাদৃশ প্রযত্নের অভাববশতঃ রথ কর্তা হইতে পারে না; প্রযত্ন, সামান্যতঃ আখ্যাতের অর্থ নহে এমত অবস্থায় যত্ন, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলেও ক্ষতি নাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ হয় না; অর্থাৎ "গ্রামংগচ্ছতি" (গ্রামে গমন করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে "তি" এই আখ্যাত-প্রত্যয়ের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ-প্রযত্নের জ্ঞান হয় না বলিয়াই ঐরূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার গ্রাম গমনে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় না; ঐ স্থলে গ্রাম গমন শ্রোতার বৈধ হয় না।

উ—কৃতাকৃত বিভাগেন কর্তৃ-রূপ ব্যবস্থয়া।
যত্নএব কৃতিঃ,পূর্ব্বা পরস্মিন্ সৈব ভাবনা ॥৮॥মূ-

কৃত এবং অকৃত বিভাগের (ব্যবহারের) দ্বারা কর্তৃরূপের (কর্তৃত্বের) ব্যবস্থা (নির্দ্ধারণ) হেতু যত্নই কৃতি অর্থাৎ "কৃ" ধাতুর অর্থ। এবং

পরবর্ত্তী ফলে সেই পূর্ব্বা-কৃতিই ভাবনা (অর্থাৎ আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ)।

উ—কৃত-ঘট, নহে পট, এই ব্যবহার।
কর্ত্তৃরূপ-"কৃ" ধাত্বর্থ, কর্ত্তা কুম্ভকার॥ ৪৪
সন্ধান করিয়া বুঝ, কৃতি, যত্ন এক।
আখ্যাতের যত্নার্থতা, নাই ব্যতিরেক॥ ৪৫
ফলের সাধনীভূত প্রকৃষ্ট যতন।
ভাবনা নামেতে খ্যাত এই নির্ব্বচন॥ ৪৬
তাইত আখ্যাত নহে "কৃ" ধাতু পর্য্যায়।
যেহেতু প্রকৃষ্ট-যত্ন আখ্যাতে বুঝায়॥ ৪৭

"কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিতে পারে, পট প্রস্তুত করিতে পারে না" এইরূপ সার্ব্বজনীন-ব্যবহার বশতঃ কর্ত্তার রূপ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, "কৃ" ধাতু দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। "কৃ" ধাতুর অর্থ-যত্ন, সুতরাং যত্নই কর্ত্তার রূপ বা কর্ত্তৃত্ব, অর্থাৎ কর্ত্তার অসাধারণ-ধর্ম্ম। "কৃ" ধাতুর অর্থ-যত্নই কর্ত্তাতে বিহিত-আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ। ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার, কর্ত্তার রূপ বা কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ কর্ত্তার অসাধারণ-ধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে "কৃ" ধাতু দ্বারা উহার নিশ্চয় করা যাইতে পারে না; যেহেতু ধাত্বর্থের অনুকূল-ব্যাপার "কৃ" ধাতুর অর্থ নয়; "কৃ" ধাতুর অর্থ যত্ন। এখন আপত্তি হইতে পারে যে এরূপ হইলে আখ্যাত-প্রত্যয় সকল "কৃ" ধাতুর পর্য্যায়-ভুক্ত নহে কেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, যত্ন আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ হইলেও সামান্যতঃ যত্ন আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ নহে, ফলের সাধনীভূত অর্থাৎ কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী প্রযত্ন বা যত্ন বিশেষই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ, যাহার অপর

নাম-"ভাবনা"; আর সামান্যতঃ যত্ন মাত্র "কৃ" ধাতুর অর্থ, সুতরাং আখ্যাত-প্রত্যয় সকল "কৃ" ধাতুর পর্য্যায় ভুক্ত নহে। তবে প্রকৃষ্ট যত্ন বা ভাবনা, "কৃ" ধাতুর অর্থ মধ্যে গণ্য বলিয়া "কৃ" ধাতুর দ্বারা সামান্যতঃ আখ্যাত-প্রত্যয সকলের অর্থ-প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ১। এখন কথা হইতে পারে যে তাহা হইলে "রথোগচ্ছতি" (রথ গমন করিতেছে) এই স্থলে রথে গমন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় কিরূপে? রথের প্রযত্ন নাই, রথ অচেতন-বস্তু, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঐরূপ স্থলে রথ গমন-ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে উপচরিত মাত্র হইয়া থাকে; রথে গমন-ক্রিয়াব বাস্তবিক কর্তৃত্ব নাই। অর্থাৎ আখ্যাতের শক্যার্থ যে কর্তৃত্ব বা প্রযত্ন বিশেষ, উহা রথে নাই। ঐরূপ স্থলে আখ্যাতের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গমনের অনুকূল ক্রিয়া মাত্রের উপস্থিতি হয় বলিয়া রথকে গমনের কর্ত্তা রূপে ব্যবহার করা হয় মাত্র। ঐরূপ স্থলে রথের কর্তৃত্ব, ঔপচারিক বা লাক্ষণিক।

পূ—অনুকূল ক্রিয়া মাত্র আখ্যাতের সার।
"কৃ" ধাতুর অর্থ-যত্ন, আক্ষেপে প্রচার॥ ৪৮

"রথোগচ্ছতি" প্রভৃতি স্থলের দৃষ্টান্তে ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপারই সামান্যতঃ আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ। তবে পূর্ব্বোক্তরূপ "কৃত এবং অকৃত" ব্যবহারের দ্বারা প্রযত্নের যে জ্ঞান হয়, তাহা "কৃ" ধাতুর শক্যার্থ বলিয়া

---

(১) সামান্য-বাচক-শব্দের বিশেষার্থ-বোধকত্ব প্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ ঘট অর্থাৎ ঘট মাত্র "ঘট" শব্দের অর্থ হইলেও জল আনিবার নিমিত্ত কাহাকেও "ঘট নিয়ে এস" আদেশ করিলে নিযোজ্যব্যক্তি ছিদ্রেতর ঘটই আনিয়া থাকে; সুতরাং ঐরূপ স্থলে সামান্য বাচক-"ঘট" শব্দের দ্বারাই ছিদ্রেতর ঘটের জ্ঞান হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ "কৃ" ধাতুর সামান্যতঃ যত্ন অর্থ হইলেও "কৃ" ধাতু দ্বারা আখ্যাতার্থ প্রকৃষ্ট-যত্নের জ্ঞান হইতে পারে।

নহে, উহা আক্ষেপের দ্বারা হইয়া থাকে, কারণ —প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় যে পাচক অগ্নি জ্বালিতেছে, চুল্লীতে পাকপাত্র স্থাপন করিতেছে, সুতরাং পাককার্য্য স্থলে ঐ সকল ক্রিয়া বা ব্যাপার যুক্ত বলিয়াই পাচক পাক-কার্য্যের কর্ত্তা। এমত অবস্থায় "চৈত্রঃ পচতি" (চৈত্র, পাক করিতেছে) বলিলে আখ্যাত-"তি" প্রত্যয়ের দ্বারা পাককার্য্যের অনুকূল ব্যাপারেরই অর্থাৎ পাককার্য্যোপযোগি-অগ্নি-প্রজ্বালন প্রভৃতি ব্যাপারেরই জ্ঞান হয়, সুতরাং ঐরূপ স্থলে ঐ সকল ব্যাপারই আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে যে ঐরূপ স্থলে কর্ত্তাতে প্রযত্নের জ্ঞান হয় অর্থাৎ "চৈত্র পাক করিতেছে" ইত্যাদি রূপ জ্ঞান হয়, তাহা পরে আক্ষেপ বা অনুমান প্রমাণের সাহায্যে হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে অনুমানের আকার—"চৈত্র, পাককার্য্যের অনুকূল প্রযত্নবান্, (অর্থাৎ চৈত্র পাক করিতেছে) পাক কার্য্যের অনুকূল ব্যাপার যুক্ত হেতু"। এই স্থলে পক্ষ-চৈত্র, সাধ্য পাককার্য্যোপযোগি-প্রযত্ন, হেতু-পাককার্য্যোপযোগি-ব্যাপার, এইরূপ সর্ব্বত্র আখ্যাত প্রত্যয়ান্ত বাক্য স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে।

উ—ভাবনৈব যত্নাত্মা সর্ব্বাখ্যাতস্য গোচরঃ।

তয়া বিবরণ-ধ্রৌব্যাদাক্ষেপানুপপত্তিতঃ ॥৯॥মূ

যত্নের স্বরূপ ভাবনাই আখ্যাত-প্রত্যয় সকলের অর্থ। সেই "কৃ" ধাতুর দ্বারা বিবরণের ধ্রৌব্য হেতু, এবং আক্ষেপের অনুপপত্তি হেতু।

উ—আখ্যাতে প্রযত্ন-আত্মা-ভাবনা নিশ্চয়।

বিবরণে "কৃ" ধাতুর যেহেতু প্রত্যয় ॥ ৪৯

অনুকূল-ক্রিয়া-যোগ ব্যভিচারী ব'লে।

আক্ষেপের অসম্ভব জানিবে সকলে ॥ ৫০

"পচতি" র বিবরণ "পাকং করোতি"; এই বিবরণের দ্বারাই "তি"

র অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং "কৃ" ধাতুর অর্থই আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ। নতুবা "কৃ" ধাতু দ্বারা আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ-প্রকাশ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ আক্ষেপ বা অনুমানের দ্বারা যে কর্ত্তাতে প্রযত্নের জ্ঞান হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ—চৈত্রের পাককার্য্য স্থলে কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যেও পাককার্য্যোপযোগী ব্যাপার বা ক্রিয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, কিন্তু কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যে প্রযত্ন নাই। এমত অবস্থায় পূর্ব্বপক্ষোক্ত পাককার্য্যোপযোগী-ব্যাপার স্বরূপ হেতুটী কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাস্তর্ভাবে সাধ্য-প্রযত্নের ব্যভিচারী। সুতরাং এইরূপ ব্যভিচারী হেতু দ্বারা অনুমানের সাহায্যে কর্ত্তার যত্নবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব "পচতি" বলিলে প্রথমতঃ শব্দের দ্বারা পাক কার্য্যের উপযোগী-ব্যাপারের জ্ঞান হইয়া পরে আক্ষেপ বা অনুমানের সাহায্যে কর্ত্তাতে প্রযত্নবত্তা অনুমিত হয়, ইহা বলা যায় না। তবে রথ প্রভৃতি অচেতন-বস্তু বলিয়া "রথোগচ্ছতি" প্রভৃতি অচেতনকর্ত্তৃ-বোধক বাক্য স্থলে ঐ সকল কর্ত্তাতে প্রযত্ন বাধিত বলিয়া অগত্যা আখ্যাতের লক্ষণা বৃত্তি স্বীকার করিয়া কর্ত্তৃত্বের উপপত্তি করিতে হয়। অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে ধাত্বর্থের অনুকূল ক্রিয়া আখ্যাত-প্রত্যয়ের লাক্ষণিক অর্থ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ, ইহা বলা অসঙ্গত।

পূ—বিবরণে আখ্যাতের কর্ত্তৃ-অবগতি।
আখ্যাতের হউক্ তাই কর্ত্তাতে শকতি ॥ ৫১

"পচতি"র বিবরণ বা ব্যাখ্যা "পাকং করোতি" ইহা দ্বারা যেরূপ পাক কার্য্যের অনুকূল প্রযত্ন বা কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ তাদৃশ প্রযত্নবান্ বা কর্ত্তার ও অবগতি (জ্ঞান) হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তাতেই লট্ প্রভৃতি আখ্যাতের শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক। অর্থাৎ কর্ত্তাই

আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ, ইহা বলাই সঙ্গত। কর্তৃত্ব আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ নহে, শক্যতার অবচ্ছেদক মাত্র।

উঃ—আক্ষেপ-লভ্যে সংখ্যেয়ে নাভিধানস্য কল্পনা
সংখ্যেয় মাত্র লাভেতু সাকাঙ্ক্ষেন ব্যবস্থিতিঃ ॥১০মূ

আক্ষেপ (অনুমান) লভ্য সংখ্যেয়ে (সংখ্যা বিশিষ্টে) অভিধানের (শক্তির) কল্পনা হইতে পারে না। সংখ্যেয় মাত্রের লাভ হইলেও সাকাঙ্ক্ষ-হেতু (ভাবনা সাকাঙ্ক্ষ বলিয়া) ব্যবস্থিতি (সংখ্যার অন্বয়ের নিয়ম)।

উঃ—আক্ষেপ-লভ্য-সংখ্যেয়ে নহে ত শকতি।
অনন্য-লভ্য-শব্দার্থ, এই ত যুকতি॥ ৫২
প্রথমান্ত পদে হয় উপস্থিতি যার।
আখ্যাতার্থ-বিশেষাত্ব তাহাতে প্রচার॥ ৫৩
আক্ষেপ-লভ্যত্ব তার সংখ্যান্বয়ে মর্ম্ম।
সংখ্যেয় রূপেতে লব্ধ কর্ত্তা কিংবা কর্ম্ম॥ ৫৪
আখ্যাতার্থ ভাবনার অন্বয়ের বলে।
সংখ্যার অন্বয় হয়, বুঝিবে কৌশলে॥ ৫৫

আক্ষেপ—সাকাঙ্ক্ষ শব্দান্তর কিংবা অনুমান। সংখ্যেয়-বস্তু অর্থাৎ যে বস্তু, আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ যে সংখ্যা তদ্দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষিত হইবার উপযুক্ত, তাহা, আক্ষেপ-লভ্য অর্থাৎ বিবরণ-শব্দ-লভ্য, অথবা অনুমান-লভ্য; সুতরাং সংখ্যেয়-বস্তু, অন্য-লভ্য, অর্থাৎ বিবরণাদি-লভ্য বলিয়া সংখ্যেয়-বস্তুতে আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকার করা যায় না। যেহেতু যাহা অনন্য-লভ্য অর্থাৎ অন্যের দ্বারা লভ্য বা জ্ঞাত হওয়ার অযোগ্য,

তাহাই শব্দের শক্যার্থ হয় (১)। প্রথমান্ত পদের দ্বারা যে বস্তুর উপস্থিতি বা স্মরণ হয়, ঐরূপ বস্তুতে যদি আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থের বিশেষ্যতা থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ বস্তু যদি আখ্যাত প্রত্যয়াঅর্থের দ্বারা বিশেষিত হওয়ার উপযুক্ত হয়, তবে ঐরূপ বস্তুর আক্ষেপ-লভ্যত্বই অর্থাৎ সাকাঙ্ক্ষ-প্রথমান্ত পদের দ্বারা অথবা অনুমানপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়ার উপযুক্ততাই ঐরূপ বস্তুতে আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-সংখ্যার অন্বয়ের মর্ম্ম বা হেতু। অর্থাৎ আক্ষেপ-লভ্য ঐরূপ-বস্তুতে আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-সংখ্যার অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় কর্ত্তৃ-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত-প্রত্যয় স্থলে কর্ত্তৃ-বস্তু এবং কর্ম্ম-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত-প্রত্যয় স্থলে কর্ম্ম-বস্তু আখ্যাতপ্রত্যয়ার্থের দ্বারা বিশেষ্য এবং প্রথমান্ত-শব্দ লভ্য বলিয়া সংখ্যেয়রূপে অন্বিত হওয়ার উপযুক্ত, যেহেতু যেখানে আখ্যাতপ্রত্যয়ার্থ ভাবনা বা প্রযত্নের অন্বয় (সম্বন্ধ) থাকে সেই স্থলেই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-সংখ্যার অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে, ইহাই নিয়ম। প্রথমান্ত-শব্দ-লভ্য বস্তুতেই আখ্যাত প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা বা প্রযত্নের অন্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং উহাতেই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-সংখ্যার অন্বয় স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় "পাকং করোতি" ইহা "পচতি"র বিবরণ হইলেও এবং ইহা দ্বারা কর্ত্তা অবগত হইলেও কর্ত্তা অন্য-লভ্য অর্থাৎ কথিতরূপ নিয়ম-লভ্য এবং প্রথমান্ত-পদ-লভ্য বলিয়া উহাকে আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ স্বীকার করা যায় না (২)। কর্ত্তার অসাধারণ ধর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব বা প্রযত্নই (ভাবনা ই)

---

(১) "অনন্যলভ্য শব্দার্থ" মীমাংসাদর্শন।

(২) সংখ্যা এবং ভাবনা বা প্রযত্ন উভয়ই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ; সুতরাং উহারা একই শব্দের অর্থ বলিয়া যেখানে একটীর অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে, তথায়ই অপরটীর অন্বয় স্বীকার করিতে হয় ইহাই নিয়ম। যে বস্তু প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, তাহাতেই সংখ্যার অন্বয় হইয়া থাকে; সুতরাং ঐরূপ নিয়ম বা অনুমান প্রমাণের বলে

আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ; এইরূপ কর্ম্ম-বিহিত আখ্যাত-প্রত্যয় স্থলে কর্ম্মত্বই আখ্যাত প্রত্যয়ের শক্যার্থ। উদাহরণের দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে পচ + "তি" = "পচতি', "তি" আখ্যাত লট্ বিভক্তির পরস্মৈপদের এক বচন। "পচ" ধাতুর অর্থ পাক, "পচতি' বলিলে এক জন পাক-কর্ত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ "পচ্" + "তস্" = "পচতঃ" বলিলে দুই জন পাক-কর্ত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে, "পচ্" + "অন্তি" "পচন্তি" বলিলে দুই এর অধিক পাক-কর্ত্তার জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য আখ্যাত-প্রত্যয় স্থলে বুঝিতে হইবে। (১) সুতরাং "তি' "তস্" "অন্তি" প্রভৃতি কর্ত্তৃ-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ-ভাবনা বা প্রযত্ন এবং যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত্ব সংখ্যা। এমত

সংখ্যার অন্বয়িতেই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ-ভাবনার অন্বয়-বোধ সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া ভাবনা বিশিষ্টে অর্থাৎ কর্ত্তাতে আখ্যাত প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ সংখ্যেয়-বস্তু অন্য-লভ্য (প্রথমান্ত শব্দ এবং অনুমান লভ্য) বলিয়া উহা শক্যার্থ হইতেই পারে না। "চৈত্রঃ পচতি" বলিলে "চৈত্রঃ" এই প্রথমান্ত পদের অর্থ-চৈত্রেই আখ্যাত "তি" প্রত্যয়ের অর্থ একত্ব সংখ্যার অন্বয় হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম, সুতরাং ভাবনা ও ঐ "তি" প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়া একত্ব সংখ্যার অন্বয়ি-চৈত্রেই উহার অন্বয় হইবে, ইহাও নিয়ম, সুতরাং "যে যে সংখ্যার অন্বয়ি-সে সেই ভাবনার অন্বয়ি, এইরূপ নিয়ম বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রথমান্ত পদোপস্থিত-চৈত্রেই আখ্যাতার্থ-ভাবনা বা প্রযত্নের জ্ঞান সম্পন্ন হয়, সুতরাং প্রযত্নবানে শক্তি স্বীকার করা অনাবশ্যক। ভাবনা বা প্রযত্নই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ।

(১) পচ + তে = পচ্যতে, "তে" কর্ম্ম-বিহিত আখ্যাতে লট্ বিভক্তির আত্মনে পদের এক বচন। "পচ্যতে" বলিলে পাক-ক্রিয়ার একটী কর্ম্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। পচ + আতে = পচ্যেতে, "আতে" কর্ম্মবাচ্যে বিহিত আখ্যাত লট্ বিভক্তির দ্বিবচন; পচ্যেতে বলিলে পাকক্রিয়ার দুইটী কর্ম্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। পচ + অন্তে = পচ্যন্তে, "অন্তে" কর্ম্ম-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত লট্ বিভক্তির বহুবচন; "পচ্যন্তে" বলিলে পাক-ক্রিয়ার দুয়ের অধিক কর্ম্মের জ্ঞান হইয়া থাকে।

অবস্থায় সংখ্যা এবং ভাবনা এই উভয়ই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়া উহাদের একটী অপরটীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও থাকে না, এইরূপ অন্তরঙ্গভাব বা নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ যেখানে আখ্যাতার্থ-ভাবনার সম্বন্ধ, সে স্থলেই আখ্যাতার্থ সংখ্যার সম্বন্ধ থাকে, এরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। অপর-সংখ্যা গুণ পদার্থ, উহা আশ্রয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ অনাশ্রিতরূপে থাকে না, সুতরাং সংখ্যা, আশ্রয়ের অপেক্ষা করিয়াই অর্থাৎ সংখ্যেয় বা সংখ্যা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার উপযুক্ত বস্তুর অপেক্ষা করিয়াই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ অনুমানের দ্বারা সংখ্যেয়-বস্তুর লাভ বা জ্ঞান হয় বলিয়া সংখ্যেয়-বস্তু অন্য লভ্য এবং যে স্থলে আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ সংখ্যা থাকে, সেখানেই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা ও থাকে বলিয়া অন্য-লভ্য-সংখ্যেয়-বস্তুই আখ্যাত প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার বিশেষ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অপর-লিঙ্গার্থেই প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ যে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তির যোগ করা হয়, ঐ শব্দের যাহা অর্থ কেবল ঐরূপ অর্থেই প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদ উচ্চরিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমান্তপদের দ্বারা কোনও বস্তু কর্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব, করণত্ব প্রভৃতিরূপে উপস্থিত হয় না (১) অর্থাৎ ইহা কর্তৃক, ইহাকে, ইহা দ্বারা ইত্যাদিরূপে জ্ঞান হয় না। সুতরাং প্রথমান্ত পদের দ্বারা কর্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব, প্রভৃতি ব্যাপারহীনরূপে উপস্থিত অর্থই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা স্বরূপ ব্যাপার-সাকাঙ্ক্ষ

(১) "ঘটঃ" ইহা প্রথমান্ত পদ; "ঘটঃ" এই মাত্র বলিলে কেবল ঘটত্বরূপে ঘটেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে, কর্তৃত্ব কিংবা কর্ম্মত্বাদিরূপে (অর্থাৎ কর্ত্তা কিংবা কর্ম্ম বলিয়া) ঘটের উপস্থিতি হয় না; অর্থাৎ "ঘটঃ" এই মাত্র বলিলে ঘটটী কর্ত্তা কিংবা কর্ম্ম ইহার কিছুই বুঝা যায় না, কেবল একটী ঘট, এইমাত্রই জ্ঞান হয়। এইরূপ অর্থেই প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে।

ইহাই নিয়ম (১)। এবং আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা বা প্রযত্ন, গুণ পদার্থ বলিয়া আশ্রয়-সাকাঙ্ক্ষ। সুতরাং ভাবনা এবং প্রথমান্ত পদ-লভ্য-অর্থ, ইহারা পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় বক্তা "চৈত্রঃ পচতি" বলিলে "চৈত্রঃ" এই প্রথমান্ত পদের দ্বারা কর্ম্মত্বাদি-ব্যাপারহীনরূপে উপস্থিত-চৈত্রেই আখ্যাতার্থ ভাবনার অন্বয় স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ভাবনার আশ্রয়-চৈত্র, আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে না। যেহেতু এস্থলে ভাবনার আশ্রয়টী "চৈত্রঃ" এই পদ-লভ্য অর্থাৎ আক্ষেপ-লভ্য। এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত-প্রত্যয়স্থলে বুঝিতে হইবে। "ওদনঃ পচ্যতে" বলিলে "ওদনঃ" এই

(১) "পচতি" (পাক করিতেছে) বলিলে "কঃ পচতি" (কে পাক করিতেছে) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক, "চৈত্রঃ" বলিলে "কিং করোতি" (কি করিতেছে) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক। "পচতি" এই শব্দটী শুনিয়া "কঃ পচতি" (কে পাক করিতেছে) জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে "ওদনং" (অন্ন) বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ "ওদনং" এই শব্দটী ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর হয় না; কিন্তু "চৈত্রঃ" এই শব্দটী বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; এবং "চৈত্রঃ" এই শব্দটী শুনিয়া "চৈত্রঃ কিং করোতি" (চৈত্র কি করিতেছে) জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে "দণ্ডেন" ইত্যাদি বাক্য বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু "পচতি" (পাক করিতেছে) বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং "পচতি" বলিলে "চৈত্রঃ" এইরূপ প্রথমান্তপদোপস্থিত কর্ম্মত্বাদি-ব্যাপার-হীনরূপে উপস্থিত-চৈত্র স্বরূপ অর্থই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা বা প্রযত্ন বিষয়ক "কঃ পচতি" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসাযুক্ত; এইরূপ "চৈত্রঃ" বলিলে "পচতি" এই পদের দ্বারা উপস্থিত অর্থই (অর্থাৎ পাক করিতেছে" এইরূপ অর্থই) "চৈত্রঃ কিং করোতি" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া থাকে। সুতরাং "চৈত্রঃ পচতি" এই বাক্যের অন্তর্গত "চৈত্রঃ" এবং "পচতি" এই বাক্যদ্বয় পরস্পর আকাঙ্ক্ষা যুক্ত বলিয়া এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ "চৈত্র" এবং পাক করা স্বরূপ ব্যাপার বা ভাবনা ইহারাও পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বা সাকাঙ্ক্ষ।

প্রথমান্ত-শব্দের দ্বারা উপস্থিত ওদনই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-কর্ম্মত্বের আশ্রয় বলিয়া কর্ম্ম আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। যেহেতু ঐস্থলে কর্ম্ম, "ওদন" এই শব্দ-লভ্য বলিয়া আক্ষেপ-লভ্য বা অন্য-লভ্য।

অপর—বক্তা কেবল "পচতি" বলিলে তাৎপর্য্যানুসারে "চৈত্রঃ" "মৈত্রঃ" প্রভৃতি কর্তৃ-বোধক কোনও একটী প্রথমান্ত-পদের অধ্যাহার বা আহরণ করিয়াই অর্থ বুঝিতে হয়, সুতরাং "পচতি" এইমাত্র বলিলে ও অধ্যাহৃত-প্রথমান্ত-পদ-লভ্য-অর্থেই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার অন্বয় হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় সংখ্যেয়-বোধক-প্রথমান্ত-শব্দ উচ্চরিত না হইলেও বক্তার তাৎপর্য্যের বিষয় সংখ্যেয়-বস্তু, অধ্যাহৃত-প্রথমান্ত-শব্দ-লভ্য বলিয়া আখ্যাত প্রত্যয়ের শক্যার্থ হইতে পারে না। অতএব সংখ্যেয়-বোধক-শব্দ কথিত হউক্ বা না হউক, উহা অন্য-লভ্য বলিয়া সংখ্যেয়-বস্তুটাকে বুঝাইতে আখ্যাত-প্রত্যয়ের সামর্থ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। সংখ্যেয় বস্তুই কর্ত্তা কিংবা কর্ম্ম হয় বলিয়া কর্ত্তা কিংবা কর্ম্ম কর্তৃ-বাচ্যে বিহিত কিংবা কর্ম্ম-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ নহে।

এখন কথা হইতে পারে দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত-পদ-লভ্য অর্থে আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার অন্বয় না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি সকল কারক বিভক্তি বলিয়া ঐ সকল বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা কর্ম্মত্বাদি বিশিষ্টরূপেই স্বার্থের উপস্থিতি হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত-পদ-লভ্য-অর্থ সকল আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার অন্বয়ে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নয় বলিয়া উহাদিগেতে আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ ভাবনার অন্বয় হয় না (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—"অগ্নিনা" (অগ্নির দ্বারা) এই শব্দটী বলিলে করণত্ব বিশিষ্ট অগ্নির উপস্থিতি হইয়া থাকে। এইরূপ "ওদনং" বলিলে কর্ম্মত্ব বিশিষ্ট ওদনের অর্থাৎ

পূঃ—না হ'ক্ কর্ত্তার ধর্ম্ম বিধি-প্রত্যয়ার্থ।
করম-ধরম-বিধি, এই যে সারার্থ ॥ ৫৬

কর্ত্তার ধর্ম্ম-স্পন্দন, যত্ন, ইচ্ছা প্রভৃতি বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নয়, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ না হইলেও কর্ম্মের ধর্ম্ম-কর্ম্মত্ব বা কর্ত্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে. কারণ-কোনও কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে ঐ কর্ম্মে নিযোজ্য-পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষ যদি বুঝিতে পারে যে এই কর্ম্মটী আমার কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ঐরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কর্ম্মের ধর্ম্ম-কর্ম্মত্ব বা কর্ত্তব্যত্বই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কর্ম্মে কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞানই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বৈধ-কর্ম্মে কর্ত্তব্যতা বা কর্ম্মত্বের জ্ঞান হয়,

---

"ওদনকে" এইরূপ অর্থের উপস্থিতি হইয়া থাকে। "পচতি" বলিলে "কেন পচতি" "কিং পচতি" (কিসের দ্বারা কি বস্তু পাক করিতেছে) এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে, "তদুত্তরে অগ্নিনা ওদনং পচতি" (অগ্নির দ্বারা ওদন পাক করিতেছে) বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; সুতরাং তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত "অগ্নিনা" এই পদটী করণত্ব বিশিষ্ট অগ্নিকে বুঝাইয়া অর্থাৎ "অগ্নিদ্বারা" এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া এবং দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত "ওদনং" এই পদটী কর্ম্মত্ব-বিশিষ্ট ওদন বুঝাইয়া অর্থাৎ "ওদনকে" এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকে অর্থাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ হয়। সুতরাং "অগ্নিনা" "ওদনং" প্রভৃতি পদ সকল করণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি ব্যাপার-বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝাইয়াই চরিতার্থ হয় বলিয়া আখ্যাত প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার অন্বয়ে, ঐ সকল পদার্থের আকাঙ্ক্ষা নাই। অর্থাৎ অগ্নি এবং ওদন "কঃ পচতি" এইরূপ ভাবনা বা প্রযত্ন বিষয়ক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে না। সুতরাং দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ সকল আখ্যাতার্থ-ভাবনা বিষয়ক-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত নহে। এইরূপ চতুর্থী, পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্ত্যন্ত স্থলেও বুঝিতে হইবে।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় কর্ম্মত্ব বা কর্ত্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতেছে— "স্বর্গ কামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই একটী বিধি-বাক্য। এইস্থলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ স্বর্গাভিলাষী ই নিযোজ্য-পুরুষ। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে শুভাদৃষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারা জন্মান্তরে স্বর্গ লাভ হয়। এমত অবস্থায় স্বর্গ, শুভাদৃষ্ট, অশ্বমেধ যজ্ঞ, এই তিনটীই নিযোজ্য-পুরুষের যত্নের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া ঐ তিনটীই কর্ত্তব্য বা কর্ম্ম। ইহাদের যে কোনটীতেই নিযোজ্য-পুরুষের কর্ম্মত্ব বা কর্ত্তব্যত্বের জ্ঞান হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। "যজেত" ইহার "ঈত" এই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ত্তব্যত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ঐরূপ বিধি-বাক্যস্থলে কর্ম্মত্ব বা কর্ত্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ।

উঃ—অতিপ্রসঙ্গান্ন ফলং নাপূর্ব্বং তত্ত্ব-হানিতঃ।
তদলাভান্ন কার্য্যঞ্চ ন ক্রিয়াপ্যপ্রবৃত্তিতঃ॥ ১১ মূ

ফল-স্বর্গাদি (বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ) নহে, তত্ত্বের (অপূর্ব্বত্বের) হানি বশতঃ অপূর্ব্ব (বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ) নহে, তাহার (অপূর্ব্বের) অলাভহেতু কার্য্য (অপূর্ব্বগত কার্য্যত্ব) নহে, (বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ নহে), এবং প্রবৃত্তির অদর্শনহেতু ক্রিয়াও (যজ্ঞাদি কর্ম্মও) নহে, (বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ নহে)।

উঃ—কর্ম্ম যদি ফল, তবে অতিব্যাপ্তি হয়।
অপূর্ব্ব হইলে কর্ম্ম, তত্ত্ব নাহি রয়॥ ৫৭
প্রতিষিদ্ধে, নিত্যে, নাই অপূর্ব্ব কল্পনা।
অপূর্ব্ব-ধরম-বিধি অসার জল্পনা॥ ৫৮

যজ্ঞে অঙ্গ পশুবধ অনিষ্ট জনক।
অনুষ্ঠিলে অশ্বমেধ অবশ্য নরক ॥ ৫৯
কাহার ও যদ্যপি হয় এরূপ প্রত্যয়।
কদাচ হয় না তার প্রবৃত্তি-উদয় ॥ ৬০
তাই নহে যাগ-ধর্ম্ম-বিধি কদাচন।
করম-ধরম-বিধি অসত্য বচন ॥ ৬১

স্বর্গাদি ফল, অপূর্ব্ব এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া এই তিনটীকেই কর্ম্ম বলা হইয়াছে। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই বিধি-বাক্যস্থলে স্বর্গ স্বরূপ ফল যদি কর্ম্ম হয়, তবে স্বর্গস্বরূপ ফল-গত-কর্ত্তব্যত্ব বা কর্ম্মত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তাৎপর্য্য-নিযোজ্য-পুরুষ যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই ফল। স্বর্গাভিলাষী পুরুষই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-স্বর্গ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। কর্ম্মক্ষম-পুরুষ কোন ও কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে ঐ কর্ম্মেত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন আহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে তৎসময়ে আহারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, স্নানে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং সেই কর্ম্ম বিষয়ক কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞানকেই সেই কর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তির কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় স্বর্গফলগত-কর্ত্তব্যত্ব ঐস্থলে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ-হইলে, ঐরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা স্বর্গ স্বরূপ ফলেই নিযোজ্য-পুরুষের কর্ত্তব্যতা জ্ঞান হয়, স্বীকার করিতে হয়। এবং ঐরূপ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান বশতঃই নিযোজ্য-পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কথিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ এক বিষয়ক কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞানের দ্বারা অন্য বিষয়ক

প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ-অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমতঃ অতিরিক্ত কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া লইতে হয়, ঐ সব কর্ম্ম অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তর্গত নহে। ঐসব কর্ম্মগত-কর্ত্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে বলিয়া ঐরূপ বিধি-বাক্যশ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞগত-কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞানের দ্বারাই ঐসকল অতিরিক্ত কর্ম্মবিষয়ক প্রবৃত্তি হয় স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অর্থাৎ এক বিষয়ক কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞানের দ্বারা অন্য বিষয়ক প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়।

অপূর্ব্বনিষ্ঠ-কর্ত্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে, অপূর্ব্বের তত্ত্ব অর্থাৎ অপূর্ব্বত্ব থাকে না। তাৎপর্য্য—অপূর্ব্ব যাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ হয় বলিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অপূর্ব্ব বা শুভাদৃষ্ট হয়, স্বীকার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে ইহা জানিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ দেখা যাউক অপূর্ব্ব জানিতে হয় কেন? স্বর্গ একপ্রকার সুখ (১)। অর্থাৎ যেরূপ সুখের সহিত কোনকালে দুঃখ-সম্পর্ক ঘটে না, এবং ইচ্ছা করিলেই লাভ হয় এইরূপ সুখ। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্ম-সমবেত গুণ পদার্থ। আত্মা শরীরধারী না হইলে আত্মাতে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমবেত হয় না। সুতরাং শরীর ও ঐ সকলের কারণ। সুখ, দুঃখাদির নিমিত্তই জীব পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিয়া থাকে, ইহাই জীবের সংসার। সংসারী-জীব, দুঃখ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা সুখের নিমিত্ত লালায়িত হয়। বেদে অবগত হওয়া যায় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলে অনুষ্ঠাতৃ-মানবের স্বর্গ-সুখ হয়, কিন্তু মানবের পার্থিব দেহ বিদ্যমানে স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখ-সম্পর্ক বর্জ্জিত সুখ লাভ অসম্ভব বলিয়া মানবকে পার্থিব দেহ বিনাশের পরে স্বর্গ-সুখের উপযোগী

(১) যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং নচগ্রস্ত মনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদং॥

শরীর ধারণ করিতে হয়। সুতরাং পরকালেই উহা সঙ্ঘটিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরকালে নরক বা সুখ-সম্পর্ক বর্জ্জিত দুঃখ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া পার্থিব দেহ বিনাশের পরে তদুপযুক্ত শরীর ধারণ করিতে হয়। কোনও বস্তু কোনও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে কারণ হইতে পারে না। ইহকালে অনুষ্ঠিত আশুবিনাশী অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পরজন্মে উৎপদ্যমান্ স্বর্গাদি ফলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। অথচ ঐসকল কর্ম্ম না করিলে স্বর্গাদি ফল হয় না। সুতরাং অশ্বমেধাদি-কর্ম্ম এবং স্বর্গ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এরূপ একটী ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়, যদ্দ্বারা পরকালে স্বর্গাদি সুখ হইতে পারে। নতুবা "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বেদ-বিধি অনর্থক হয়। ঐরূপ ব্যাপারই শুভ এবং অশুভ কর্ম্মভেদে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহাদেরই সাধারণ নাম অপূর্ব্ব। অশ্বমেধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি ফল হয়, ইহা বুঝিতে পারিলে স্বর্গাদি ফল এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্ম ইহাদের কার্য্য কারণ ভাবের উপপাদকরূপে অপূর্ব্ব কল্পনার বিষয় হয় সুতরাং স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বিধি-বাক্যার্থের জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না বলিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধারণ নাম অপূর্ব্ব। এমত অবস্থায় অপূর্ব্ব নিষ্ঠ-কর্ত্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করিলে, বিধি-বাক্য-জন্য বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই অপূর্ব্বের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। (১)। তাহা হইলে অপূর্ব্বের তত্ত্বের অর্থাৎ অপূর্ব্বত্বের বা পূর্ব্বে

---

(১) "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই যে বিধিবাক্য ইহা একটী মহাবাক্য; অর্থাৎ "স্বর্গ" "কাম" প্রভৃতি কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা একটী বিশিষ্ট বোধ করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহার অন্তর্গত প্রত্যেকটী বাক্যের

জ্ঞানের অবিষয় হওয়ার হানি স্বীকার করা হয়। বিশেষত: নিষেধ-বিধিস্থলে কিংবা নিত্য-বিধিস্থলে ফলের অভাব বশতঃ অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। "নকলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এই একটী নিষেধ-বিধি; কলঞ্জ ভক্ষণ অনিষ্টকারী ইহাই ঐ বিধি-বাক্যের অর্থ; কিন্তু কলঞ্জ ভক্ষণ না করিলে ইহকালে কিংবা পরকালে অনিষ্ট না হওয়া ব্যতীত কোনও ফল হয় না; অনিষ্ট না হওয়া একটা ফল নহে। সুতরাং এরূপ স্থলে অপূর্ব্ব কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই একটী নিত্য-বিধি; যেরূপ কর্ম্ম না করিলে পাপ হয় ঐরূপ কর্ম্মই নিত্য-কর্ম্ম। প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা না করিলে পাপ হয়, ইহাই ঐ বিধি-বাক্যের অর্থ বলিয়া উহা একটী নিত্য-বিধি। সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হয় না বলিয়া ঐরূপস্থলে অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হয় না। এমত অবস্থায় অপূর্ব্বগত-কর্ত্তব্যত্ব, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না।

অপর-অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মগত কর্ত্তব্যত্বও বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। কারণ-বিধি-বাক্য শ্রবণ করিলে ও নিযোজ্য-পুরুষকে কথনও কথন ও বৈধ-অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-কর্ম্মে বিরত বা অপ্রবৃত্ত থাকিতে দেখা যায়। হেতু এই যে অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিতে হয়, হিংসা সামান্যতঃ পাপ-জনক, নরক-ভয়-ভীত-নিযোজ্য-পুরুষের বৈধ-হিংসাতে পাপ ভ্রম হইলে হিংসাবহুল বৈধকর্ম্মে ও প্রবৃত্তি হয় না (১)

অর্থ বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং "যজেত" ইহার "ঈত" এই যে বিধি-প্রত্যয়, প্রথমতঃ ইহার ও অর্থজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঐ যে বিধি-বাক্য ঐ বাক্যার্থের জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে অপূর্ব্বের জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া অপূর্ব্ব গত কর্ত্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করা যায় না, তাহা হইলে বিধি-বাক্যার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান অসম্ভব হয়।

(১) বৈধ হিংসা বস্তুতঃ পাপজনক নহে; এই নিমিত্তই বোধ হয় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কেবল হিংসাত্মক হইলেও বৈধ-যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং

অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্মগত কর্ত্তব্যত্ব যদি-বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তবে ঐরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য পুরুষের "অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্ত্তব্য" এইরূপ নিশ্চয় হয় বলিয়া ঐরূপ বিধিবাক্য শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞাদি-কর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্তির অভাব ঘটিতে পারে না। যেহেতু কোনও কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং বৈধ-কর্ম্মগত-কর্ত্তব্যত্ব ও বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না।

পূঃ— বিধি-প্রত্যয়ত্ব রূপে অভিধা শকতি।
আখ্যাতত্ব রূপে অর্থ উৎপাদনা-কৃতি॥ ৬২
প্রযোজ্য, যোজক রূপে অন্বিত উভয়।
করণ-ধরম-বিধি ভট্ট-সমুচ্চয়॥ ৬৩

বিধিলিঙ্গ আখ্যাত-প্রত্যয়ের অন্তর্গত; সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ত্ব এবং আখ্যাত-প্রত্যয়ত্ব, এই দুইটীই বিধি-প্রত্যয়ের ধর্ম্ম। তবে বিধি-প্রত্যয়ত্ব বিশেষ ধর্ম্ম এবং আখ্যাত-প্রত্যয়ত্ব সাধারণ ধর্ম্ম। অভিধা নামক শক্তি বিশেষ বা প্রবর্ত্তনা শক্তি, অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সম্পাদক-ব্যাপার বিশেষ বিধি-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ এবং উৎপাদনা কৃতি বা কর্ম্মের সম্পাদক ব্যাপার বিশেষ অর্থাৎ ভাবনা বা কর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি আখ্যাত-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। অভিধা শক্তি, বিধি-প্রত্যয়ে সমবেত বা থাকে, এবং উৎপাদনা কৃতি বা ভাবনা নিযোজ্য-পুরুষে সমবেত বা থাকে। বৈদিক-বিধি-বাক্য স্থলে প্রবর্ত্তক পুরুষ বিদ্যমান না থাকিলে ও অর্থাৎ আজ্ঞা, অনুজ্ঞাদি করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার উপযুক্ত পুরুষ বিদ্যমান না থাকিলে ও

অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে হিংসা করিতে হইলেও বস্তুতঃ উহা পাপ-জনক নহে; ঐরূপ হিংসা, পাপজনক বলিয়া জ্ঞান করা ভ্রম।

নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হয় যে বিধি-প্রত্যয়, স্বীয় শক্তি বিশেষ দ্বারাই নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে; উহাই অভিধাশক্তি বা বিধি-প্রত্যয়-সমবেত-ব্যাপার বিশেষ। "বিধি-বাক্যই আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে" এইরূপ অনুভবই ঐরূপ শক্তি বিশেষ স্বীকারের পক্ষে প্রমাণ। সুতরাং বিধি-বাক্যস্থলে বিধি-প্রত্যয়-সমবেত অভিধা নামক শক্তি, নিযোজ্য-পুরুষের উৎপাদনাকৃতি বা কর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রযোজক অর্থাৎ ঐ অভিধা শক্তিদ্বারাই নিযোজ্য-পুরুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া উৎপাদনাকৃতি, ঐ অভিধা-শক্তির প্রযোজ্য। তাৎপর্য্য-প্রবৃত্তি দুইপ্রকার স্বাধীনা এবং পরাধীনা; পুরুষকে কথনও স্বাধীনভাবে এবং কথনও বা পরাধীনভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। পুরুষ, কোনও কর্ম্মকে নিজের ইষ্ট-সাধন বা উপকারী বিবেচনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঐরূপস্থলে পুরুষের কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে স্বাধীনা বলা হয়। কারণ-কোনও কর্ম্মকে নিজের ইষ্ট-সাধন বা উপকারী বুঝিলে পুরুষের ঐকর্ম্ম বিষয়ক চিকীর্ষা হইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং ঐরূপস্থলে পুরুষ স্বেচ্ছাতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ঐ যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, উহাকে স্বাধীনা বলা যায়। অপর—পুরুষ, অন্যের আজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঐ যে কর্ম্ম প্রবৃত্তি, উহাকে পরাধীনা বলা হয়; যেমন প্রভুর আজ্ঞাতে ভৃত্যের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি; ভৃত্য, কর্ম্মটাকে নিজের উপকারী কিংবা অনুপকারী বুঝেনা বা বুঝিতে ইচ্ছা ও করে না, প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন সুতরাং কর্ম্মটী করিতেই হইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ঐরূপস্থলে প্রভুর আজ্ঞাই প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ ভৃত্যের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির জনক-ব্যাপার। "স্বর্গ কামো-ঽশ্বমেধেন যজেত" "অগ্নি সোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি বিধিবাক্য

শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে, পশুবধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ঐরূপস্থলে প্রবর্ত্তক পুরুষের অভাব বশতঃ "যজেত" "আলভেত" ইত্যাদি পদের "ঈত" এই বিধি-প্রত্যয়কেই প্রবর্ত্তক বলিতে হয়। সুতরাং প্রবর্ত্তকত্ব বা প্রবর্ত্তনা এবং প্রবৃত্তি উভয়কেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করিতে হয়। যে স্থলে প্রবর্ত্তক-চেতন, ঐ স্থলে প্রবর্ত্তক-পুরুষের আজ্ঞা প্রভৃতিই প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তনা ব্যাপার। অচেতন-প্রবর্ত্তক বিধি-প্রত্যয় স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের শক্তি বিশেষকেই প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তনা ব্যাপার বলিতে হয়, ঐরূপ শক্তি বিশেষই বিধি-প্রত্যয়ের অভিধা নামক শক্তি এবং উহাই বিধি-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, এবং নিযোজ্য-পুরুষের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি আখ্যাত-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি প্রত্যয়েরই অর্থ। ঐ যে অভিধা নামক শক্তি উহারই নামান্তর শাব্দী-ভাবনা এবং নিযোজ্য-পুরুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির অপর নাম আর্থী-ভাবনা। "ভাবনা" শব্দের অর্থ হইতেছে যদ্‌দ্বারা হয়। ভাবনা মাত্রেরই কিং, কেন, কথং, অর্থাৎ কি, কিসের দ্বারা, কি প্রকারে এইরূপ তিনটী অংশ আছে। উদাহরণ সহকারে দেখান যাইতেছে—'স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' এই বিধি-বাক্য স্থলে "যজেত" ইহার "ঈত" এই বিধি-প্রত্যয়ের অভিধা-শক্তি দ্বারা কি হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয়, উহা দ্বারা আর্থী-ভাবনা অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞবিষয়ক প্রবৃত্তি হয়। কেন হয় বলিলে, তদুত্তরে বলা হয়, যেহেতু ঐ অভিধা নামক শক্তি বিশেষ, বিধি-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ (১)। অর্থাৎ যেহেতু ঐরূপ বিধি-বাক্য স্থলে "ঈত" এই বিধি

(১) বিধি-বাক্য স্থলে প্রবর্ত্তক-পুরুষের অভাব বশতঃ বিধি-প্রত্যয়ের অভিধা নামক শক্তি বিশেষ দ্বারাই বৈধ-কর্ম্মে নিযোজ্য-পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিধিপ্রত্যয় শব্দ মাত্র; শব্দ শুনিলেই কেহ কর্ম্মে

প্রত্যয়ের অর্থ অভিধা নামক শক্তি। কি প্রকারে হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয়, অর্থ বাদের দ্বারা উপস্থিত স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা প্রশংসিত রূপেই আর্থী ভাবনা বা কর্ম্ম প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ ঐরূপ বিধি-বাক্য স্থলে "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্ম হত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারা প্রশংসিত রূপেই অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আর্থী-ভাবনার ও ঐরূপ তিনটী অংশ আছে, ইহা উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে—আর্থী-ভাবনা দ্বারা কি হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয়, বৈধ-কর্ম্ম হয়, অর্থাৎ "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত' এই বিধি-বাক্য স্থলে বল হয় যে আর্থী-ভাবনা বা অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ স্বরূপ কর্ম্ম হয়। কিসের দ্বারা হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয় শাব্দী ভাবনা দ্বারা হয়, অর্থাৎ ঐ স্থলে বলা হয়, 'ঈত" এই বিধি প্রত্যয়ের অভিধা নামক শক্তি বিশেষ দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞবিষয়ক প্রবৃত্তি হয়। কি প্রকারে হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয় যে প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই হয় অর্থাৎ ঐস্থলে বলা হয় যে "প্রযাজ" প্রভৃতি কতিপয় যজ্ঞের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্ম্মটী সম্পূর্ণ হয়। এমত অবস্থায় অভিধা নামক শক্তি বিশেষই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মীমাংসক বিশেষের অভিমত।

প্রবৃত্ত হয় না; যদি শব্দার্থের জ্ঞান হয় তবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভৃত্য, প্রভুর আজ্ঞা শুনিলেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রভু কি বলিয়াছেন উহা বুঝিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় সুতরাং প্রবর্ত্তক শব্দের অর্থজ্ঞান আবশ্যক। বিধিবাক্য স্থলে প্রবর্ত্তক পুরুষের অভাব বশতঃ বিধি-বাক্যেরই কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইবার শক্তি আছে, ইহা বুঝিয়া নিযোজ্য-পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় ঐরূপ শক্তি বিশেষ বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ না হইলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা উহার জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং অভিধা নামক শক্তি বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

উঃ—অসত্ত্বাদপ্রবৃত্তেশ্চ নাভিধাপি গরীয়সী।
বাধকস্য সমানত্বাৎ পরিশেষো হি দুর্ঘটঃ॥ ১২মূ

অসত্ত্ব হেতু এবং অপ্রবৃত্তি হেতু অভিধা উচিত নহে, (অর্থাৎ বিধি-লিঙ্ প্রত্যয়ের অর্থ নয়), বাধকের তুল্যতা হেতু পরিশেষ ও দুর্ঘট।

উঃ—প্রমাণ অভাবে তুচ্ছ অভিধা-জল্পনা।
প্রবৃত্তি বিরহ রূপ দোষ-সম্ভাবনা॥ ৬৪
পরিশেষ ঘটিবে না বাধক সমান।
তাই বটে, ভট্টবাদ নহে সারবান্॥ ৬৫

বিধি-প্রত্যয় সমবেত অভিধা নামক শক্তি বিশেষ স্বীকারে প্রমাণ নাই। কারণ-শব্দের দ্বারা অর্থের জ্ঞান এবং তুল্য শব্দান্তর মাত্রই হইয়া থাকে, উহা দ্বারা অন্য কোনও বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব পর নয়। বিধি-প্রত্যয় ও শব্দ, সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা নিযোজ্য-পুরুষের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বাধীন প্রবৃত্তি স্থলে ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান এবং চিকীর্ষা প্রভৃতিই প্রবৃত্তির কারণ, ইহা উভয় বাদি-সিদ্ধ বলিয়া পরাধীন প্রবৃত্তি স্থলে ও ঐরূপ কৢপ্ত কারণের দ্বারাই অর্থাৎ ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান এবং চিকীর্ষা প্রভৃতি দ্বারাই কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; ইহাই স্বীকার করা উচিত। প্রভুর আজ্ঞায় ভৃত্যের কর্ম্ম-প্রবৃত্তিই পরাধীন প্রবৃত্তির প্রসিদ্ধ স্থল। ঐরূপ স্থলে ও ভৃত্য প্রভুর ইষ্টকেই নিজের ইষ্ট বিবেচনা করিয়া প্রভুর কর্ম্ম-চিকীর্ষু হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারাই প্রভুর কর্ম্মে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হয়। এমত অবস্থায় "স্বর্গ-কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বিধি-বাক্য স্থলে ও বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমতঃ বৈধ-কর্ম্মে নিযোজ্য-পুরুষের ইষ্ট-সাধনতা এবং কর্ত্তব্যতা

জ্ঞান হয়, পরে বৈধ-কর্ম্ম চিকীর্ষা হইয়াই বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অভিধা নামক শক্তি বিশেষ স্বীকার করা অনাবশ্যক।

অপর—অভিধা নামক শক্তি বিশেষের জ্ঞান হইলেই বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না, কারণ—"অভিধা" এই শব্দের দ্বারাও অভিধা নামক শক্তি বিশেষের জ্ঞান হয় বলিয়া "অভিধা" এই শব্দ শ্রবণে ও বৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং অষ্টম এবং দ্বাদশ কারিকোক্ত বাধক বশতঃ যেরূপ কর্ত্তার ধর্ম্ম কিংবা করণের ধর্ম্মকে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলা যায় না, তদ্রূপ প্রমাণাভাব এবং প্রবৃত্তির অভাব স্বরূপ বাধক বশতঃ বিধি-প্রত্যয়-সমবেত-অভিধা নামক শক্তি বিশেষকেও বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলা যায় না। সুতরাং এ পক্ষেও বাধক সমান বলিয়া পরিশেষ, অর্থাৎ বিধি-প্রত্যয়ের অর্থরূপে অভিধা নামক শক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

পূঃ—ইষ্টের হেতুতা বটে, বিধি-প্রত্যয়ার্থ।
বৃদ্ধ নৈয়ায়িকমত বটে ত সারার্থ॥ ৬৬

বিধি-প্রত্যয়ার্থ সম্বন্ধে প্রাচীননৈয়ায়িকগণের অভিমত পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপন করা যাইতেছে—কোনও কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইলে ঐ কর্ম্ম-চিকীর্ষা হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানকে চিকীর্ষার কারণ এবং ইষ্ট সাধনতা ও চিকীর্ষা উভয়কে প্রবৃত্তির কারণ বলিতে হয়; বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমতঃ বৈধ-কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হয় এবং পরে বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্ষা হইয়া বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রথমোপস্থিত বলিয়া ইষ্ট-সাধনত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত"

এই একটী বিধি-বাক্য, বেদ পাঠে জানা যায় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়; সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থলে স্বর্গই নিযোজ্য-পুরুষের ইষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত ফল। ঐরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ নিযোজ্য-পুরুষের অশ্বমেধ যজ্ঞ স্বরূপ কর্ম্মে, স্বর্গ স্বরূপ ইষ্টের সাধনতা জ্ঞান অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অভিলষিত স্বর্গ হয় এরূপ নিশ্চয় হইয়া কর্ম্ম-চিকীর্ষা দ্বারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথমোপস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ইষ্ট-সাধনত্বই (স্বর্গ সাধনত্বই) ঐস্থলে "ঈত' এই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ।

উঃ—হেতুত্বাদনুমানাচ্চ মধ্যমাদৌ বিয়োগতঃ।
অন্যত্রক্লৃপ্ত সামর্থ্যান্নিষেধানুপপত্তিতঃ॥ ১৩ মূ

হেতু বলিয়া, অনুমানহেতু, অন্যত্রক্লৃপ্ত সামর্থ্যহেতু, মধ্যমাদি পুরুষ-স্থলে বিয়োগহেতু এবং নিষেধের অনুপপত্তিহেতু, (ইষ্ট-সাধনত্ব) বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না।

উঃ—ইষ্টের হেতুতা যদি প্রত্যয়ার্থ হয়।
সিদ্ধের সাধন দোষ হয় যে উদয়॥ ৬৭
অধ্যেষণা, অনুজ্ঞাদি অর্থবোধ স্থলে।
ইষ্টের হেতুতাবোধ নয় বিধি বলে॥ ৬৮
সেই সেই স্থলে যাহা বিধি-প্রচারিত।
"যজেত" প্রভৃতিস্থলে তাহাই উচিত॥ ৬৯
ইষ্টের হেতুতা নাই প্রতিষিদ্ধ স্থলে।
নিষেধের উপপত্তি হয় না তা'হলে॥ ৭০

বিধি-বাক্য স্থলে বৈধ-কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব অনুমেয়; অর্থাৎ বিধি-বাক্য

শ্রবণে কর্ম্মটীকে বৈধ বলিয়া বুঝিলে "কর্ম্মটী বৈধ বলিয়াই ইষ্টের সাধন" এরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা "কর্ম্মটী ইষ্টের সাধন" এরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং ইষ্ট-সাধনত্ব, আক্ষেপ বা অনুমান লভ্য বলিয়া বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহা হইলে সিদ্ধের সাধন স্বরূপ দোষও হয়। তাৎপর্য্য—"স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই একটী বিধি-বাক্য, এইরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞটীকে বৈধ-কর্ম্ম বলিয়া বুঝিলে, তদ্দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞে ইষ্ট-সাধনত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈধ-কর্ম্ম বলিয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞ, ইষ্টের সাধন বা উপকারী এরূপ অনুমান হইয়া থাকে। সুতরাং ইষ্ট-সাধনত্ব সাধ্য এবং বিধি-প্রত্যয়ার্থ হেতু বা জ্ঞাপক, ফলতঃ ইহাই স্বীকার করা হয়। এমত অবস্থায় যদি ইষ্ট-সাধনত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তবে নিজকে নিজের হেতু বা জ্ঞাপক (অনুমাপক) বলিতে হয়—সুতরাং ইষ্ট-সাধনত্ব স্বরূপ হেতু দ্বারা ইষ্ট-সাধনত্বেরই সাধন করা হয় বলিয়া সিদ্ধের সাধন দোষ হয় (১)। অর্থাৎ বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞাদি-কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব বুঝিয়া পুনঃ অনুমানের দ্বারা উহাকে বুঝিবার আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান নিষ্ফল হয়। অপিচ "তরতি মৃত্যুং" "তরতি ব্রহ্মহত্যাং" এইরূপ অনেক বেদ-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল বেদ-বাক্যের দ্বারা কেবল ফলই উক্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা কি উপায়ে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে কিংবা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহা

---

(১) অনুমিতি করিবার পূর্ব্বে হেতুরজ্ঞান আবশ্যক বলিয়া সর্ব্বত্র অনুমানস্থলে হেতুটী প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এমত অবস্থায় হেতু, সাধ্য হইতে পারে না, কারণ—যাহা অজ্ঞাত এবং বুঝিবার উপযুক্ত তাহাকেই সাধ্য বলা হয়; হেতু, প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত বলিয়া উহাতে সাধ্যতা থাকিতে পারে না, ইহা দোষ।

সম্যক বলা হয় নাই, সুতরাং সংশয় হইতে পারে বেদ অসম্পূর্ণ। কিন্তু বেদ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর-বাক্য; সর্ব্বজ্ঞ ফল জানেন, উপায় জানেন না, ইহা অসম্ভব। ঈশ্বর লোক-হিতার্থেই বেদ বলিয়াছেন. তিনি ফল বলিয়া উপায় গোপন রাখিয়াছেন, ইহা ও অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয়, অধ্যয়ন, অধ্যাপনার শৈথিল্য বশতঃ কতকগুলি বেদ লুপ্ত, অর্থাৎ আমাদের বিস্মৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। ঐরূপস্থলে লুপ্ত-বেদের অনুমান করিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ "মৃত্যু ব্রহ্মহত্যা সন্তরণ-কামোঽশ্বমেধেন যজেত" এইরূপ বেদ-বাক্যের অনুমান করিয়া লইতে হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু "ইষ্ট-সাধনত্ব" বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং" ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারাই অশ্বমেধাদি যজ্ঞে মৃত্যু, ব্রহ্মহত্যা, সন্তরণ স্বরূপ ইষ্টের সাধনতাজ্ঞান হয় বলিয়া উহার লাভের নিমিত্ত ঐরূপ বিধি-বাক্যের অনুমান করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং ইষ্ট-সাধনত্বের অন্য কিছুই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞে মৃত্যু এবং ব্রহ্মহত্যা সন্তরণ স্বরূপ ইষ্টের সাধনত্ব, "তরতি মৃত্যুং তরতি ব্রহ্মহত্যাং" ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারাই লভ্য বা জ্ঞাত হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া ঐরূপ ইষ্ট-সাধনত্ব, অনুমিত "মৃত্যু ব্রহ্মহত্যা সন্তরণকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এইরূপ বিধিবাক্যের অন্তর্গত "ঈত" এই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। কারণ-যাহা অনন্য লভ্য অর্থাৎ অন্যের দ্বারা জ্ঞাত হওয়ার অনুপযুক্ত, তাহাই শব্দের শক্যার্থ হইয়া থাকে। তবে কথা হইতে পারে যে কোনও বস্তু পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হইলে, ঐ বস্তুর জ্ঞান দৃঢ় হয়; জ্ঞান দৃঢ় হইলে বস্তুটী ঝটিতি স্মরণ পথবর্ত্তী হইয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত জ্ঞাত-বস্তুকেও পুনর্ব্বার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। অথবা কোনও বস্তু বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানে

অপ্রামাণ্যাশঙ্কা অর্থাৎ জ্ঞানটী ভুল হইল কিনা? এরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানে অপ্রামাণ্য-আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত বস্তুটীকে পুনর্ব্বার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে সিদ্ধ-বস্তুর সাধন করা দোষের হইতে পারে না; অর্থাৎ সিদ্ধ-বস্তু সাধ্য হইতে পারে। সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমতঃ বৈধকর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্বের জ্ঞান হইলেও পুনর্ব্বার অনুমান প্রমাণের দ্বারা বৈধকর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্বের অনুমিতি করা দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব দোষান্তর দেওয়া যাইতেছে—যথা-আজ্ঞা, অধ্যেষণা প্রভৃতি অর্থ-বোধ স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্ট সাধনত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া "ইষ্ট-সাধনত্ব" বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-"স্বর্গ-কামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বিধি-বাক্যস্থলে "ঈত" এই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্ট-সাধনত্বের জ্ঞান, কোনওরূপে স্বীকার করিতে পারিলেও মধ্যম এবং উত্তম পুরুষের বিধি-প্রত্যয়স্থলে অর্থাৎ "কুর্য্যাঃ" "কুর্য্যাং" ইত্যাদি বাক্যের যাস্, এবং যাম্" ইত্যাদি বিধি-প্রত্যয়স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বক্তার আজ্ঞা এবং সংকল্প প্রভৃতিরই জ্ঞান হয় বলিয়া ইষ্ট-সাধনত্ব, বিধি-প্রত্যয় সকলের অর্থ হইতে পারে না। বিশেষতঃ "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" (কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না), ইত্যাদি নিষেধ বাক্যস্থলে "ভক্ষ+যাৎ= ভক্ষয়েৎ' ইহার অংশ-"যাৎ" এই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্ট-সাধনত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ-তাহা হইলে ঐরূপ বিধি-বাক্যের দ্বারা কলঞ্জ ভক্ষণে ইষ্ট সাধনত্বের নিষেধ বুঝাইবে, কিন্তু কলঞ্জ ভক্ষণ আশুতৃপ্তিকর অর্থাৎ মুখ রোচক বলিয়া উহাতে সামান্যতঃ ইষ্টসাধনত্বের অভাব "ন" এই নিষেধ বাচক শব্দের দ্বারা বুঝাইতে পারে না। তাৎপর্য্য-"ন ভক্ষয়েৎ" বলিলে ভক্ষণে সামান্যতঃ "যাৎ" এই বিধি-প্রত্যয়ার্থের অভাবই "ন" এই শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কলঞ্জ ভক্ষণ আপাততঃ

তৃপ্তির সাধন বলিয়া উহাতে সামান্যতঃ ইষ্ট সাধনত্বের অভাব বাধিত। সুতরাং "ন" এই নিষেধ-বাচক শব্দের দ্বারা কলঞ্জ-ভক্ষণে সামান্যতঃ ইষ্ট-সাধনত্বের অভাব বুঝাইতে পারে না; সুতরাং ইষ্টসাধনত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না।

স্বমত—

বিধির্ব্বক্তুরভিপ্রায়ঃ প্রবৃত্ত্যাদৌলিঙাদিভিঃ।
অভিধেয়োঽনুমেয়া তু কর্ত্তুরিষ্টাভ্যুপয়তা ॥ ১৪মূ

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বিষয়ে বক্তার অভিপ্রায়ই বিধি এবং উহাই লিঙাদি বিধি-প্রত্যয় সকলের অভিধেয় (বাচ্য), কর্ত্তার ইষ্টের সাধনত্ব অনুমেয়।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-হেতু মননে সহায়।
আচার্য্যের মতে বিধি বক্তৃ-অভিপ্রায় ॥ ৭১
অভিপ্রায় হেতু করি ইষ্ট-সাধনত্ব।
অনুমেয় হয় পরে এই বিশেষত্ব ॥ ৭২

কর্ম্ম-কর্ত্তা নিযোজ্য-পুরুষের ধর্ম্ম—স্পন্দ যত্ন প্রভৃতি, এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের ধর্ম্ম—কর্ত্তব্যত্ব এবং বিধি-প্রত্যয়ের ধর্ম্ম—অভিধানামক শক্তি বিশেষ, বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া আচার্য্যের নিজ মত বলা যাইতেছে—প্রবৃত্তির হেতুভূত ইষ্ট-সাধনত্বের এবং নিবৃত্তির হেতুভূত-দ্বিষ্ট-সাধনত্বের অর্থাৎ গুরুতর দুঃখ-জনকত্বের মননে সহায় (অনুমাপক) বক্তার অভিপ্রায়ই আচার্য্যের মতে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। কারণ—মধ্যম এবং উত্তম পুরুষের বিধি-প্রত্যয় স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা আজ্ঞা, সংকল্প স্বরূপ বক্তার অভি-

প্রায় বা সংকল্প বিশেষেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং "যজেত" ইত্যাদির "ঈত" এইনাম পুরুষের বিধি-প্রত্যয় স্থলে ও বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বক্তার অভিপ্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলিলে কোনও দোষ হয় না। সুতরাং সর্ব্বত্র বক্তার অভিপ্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। "স্বর্গ কামোঽশ্বমেধেন যজেত" এই একটী বিধিবাক্য, এরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষ প্রথমতঃ বুঝিয়া থাকে যে স্বর্গকাম ব্যক্তির অশ্বমেধ যজ্ঞকরা আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রেত। এবং "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এইরূপ নিষেধ-বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতা প্রথমতঃ বুঝিয়া থাকে যে কলঞ্জ ভক্ষণ, আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রেত নহে; অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিধিবাক্য স্থলে প্রথমতঃ আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রায়টী বুঝিয়া লইতে হয়। পরে বিধিবাক্য স্থলে যেহেতু অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকরা বক্তৃ-আপ্তপুরুষের অভিপ্রেত, সেইহেতু ঐ সকল কর্ম্ম নিযোজ্য-পুরুষের ইষ্ট বা স্বর্গের সাধন, এইরূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্বের জ্ঞান (অনুমিতি) হইয়া থাকে। এবং নিষেধ বাক্য স্থলে যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণাদি কর্ম্ম বক্তৃ-আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রেত নহে, সেই হেতু ঐ সকল কর্ম্ম গুরুতর দুঃখের জনক, ইত্যাদিরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা নিষিদ্ধ-কলঞ্জ ভক্ষণাদি কর্ম্মে গুরুতর দুঃখ জনকত্বের জ্ঞান (অনুমিতি) হইয়া থাকে। পরে এইরূপ মননের দ্বারা বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ-কর্ম্মে নিবৃত্তি হয়, আচার্য্যের মতের ইহাই বৈশিষ্ট্য। বেদ, বাক্য সমষ্টি, বাক্য-নিত্য হইতে পারে না, সুতরাং বেদ, অনিত্য; (দ্বিতীয় স্তবকে ইহা বলা হইয়াছে), বেদের বক্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আচার্য্যের মতে সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বরই বেদের বক্তা, সুতরাং বেদ-বিধির বক্তা কেহ নাই, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই বৈদিক বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। বাস্তবিক আচার্য্যের এই মতটী বিচার সঙ্গত কিনা

বিশেষ প্রণিধাণ-যোগ্য। কারণ-ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ সর্ব্ব বিষয়ক তদ্রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সর্ব্ব বিষয়ক, কোনও কার্য্যই তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত হয় না ; অন্যথা তাঁহার সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্বের হানি স্বীকার করা হয়। (১) তামস ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে কলঞ্জ ভক্ষণ করিতে দেখা যায়, স্বাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেও ভ্রম, প্রমাদ বশতঃ কখন কখনও নিষিদ্ধ-কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকেন, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং কলঞ্জ ভক্ষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ-কর্ম্মেও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এমত অবস্থায় ঐ সকল নিষিদ্ধ-কর্ম্ম করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, ইহা বলা যায় না, সুতরাং "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এইরূপ নিষেধ-বাক্য শ্রবণে কলঞ্জ ভক্ষণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ বাক্য শ্রবণে অভিজ্ঞগণকে কলঞ্জ ভক্ষণাদি কর্ম্মে বিরত থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং "ন" এই নিষেধ বাচক শব্দের দ্বারা "ভক্ষ-যাৎ-ভক্ষয়েৎ" ইহার অংশ "যাৎ" এই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা গুরুতর-দুঃখ জনকত্বেরই জ্ঞান হয়, অর্থাৎ কলঞ্জ ভক্ষণ করিলে ভাবী গুরুতর-দুঃখ, ইহাই অভিজ্ঞ-শ্রোতা বুঝিয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং গুরুতর-দুঃখ জনকত্বের অভাবই ঐরূপ বিধি-বাক্য স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ (২)। এইরূপ "তৃপ্তি কামোজলং ন তাড়য়েৎ" ইত্যাদি

---

(১) সমুদায় কার্য্যে ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই, এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপন করিয়া তৃতীয় স্তবকের চতুর্থ কারিকায় আচার্য্য ঈশ্বরের সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

(২) গুরুতর দুঃখ-জনকত্বাভাবের অভাব,— গুরুতর দুঃখ জনকত্ব, ইহা বিধি-প্রত্যয়ার্থের নিষেধ স্বরূপ ; সুতরাং গুরুতর দুঃখ-জনকত্বের অভাবই এই স্থলে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। এরূপ "জলং ন তাড়য়েৎ" ইত্যাদি স্থলে ইষ্ট-সাধনত্ব, এবং "পঙ্গুঃ সমুদ্রং ন লঙ্ঘয়েৎ" ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

স্থলে "ন" এই নিষেধ-বোধক শব্দের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ-তৃপ্তি জনকত্বের নিষেধেরই জ্ঞান হয়; সুতরাং এইরূপ স্থলে তৃপ্তি স্বরূপ যে ইষ্ট, তাহার জনকত্বই অর্থাৎ ইষ্ট-সাধনত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। এইরূপ "পঙ্গুঃ সমুদ্রং ন লঙ্ঘয়েৎ" ইত্যাদি স্থলে "ন" এই নিষেধ-বোধক শব্দের দ্বারা কর্ত্তব্যত্বের নিষেধেরই জ্ঞান হয়, সুতরাং কর্ত্তব্যত্বই এইরূপ স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ; এমত অবস্থায় গুরুতর দুঃখ জনকত্বের অভাব, ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব এই তিনটীই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। মধ্যম উত্তম পুরুষ স্থলে ও বক্তার আজ্ঞা, সংকল্প প্রভৃতি বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে। ঐ ঐ স্থলে যথা সম্ভব গুরুতর দুঃখ জনকত্বাভাব, ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব, ইহাদের যে কোন একটীই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ। ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়া লইতে হইল। বাহুল্য ভয়ে বিস্তার করা গেল না।

কৃৎস্ন এবচ বেদোঽয়ং পরমেশ্বর-গোচরঃ।
স্বার্থদ্বারৈব তাৎপর্য্যং তস্য স্বর্গাদিবদ্বিধৌ ॥ ১৫মূ

সমুদায় বেদ ভাগই পরমেশ্বর বিষয়ক, স্বর্গাদির ন্যায় তাহার (ঈশ্বর বোধক-বেদের), স্বার্থ-প্রতিপাদন দ্বারাই তাৎপর্য্য।

লিঙ্গরূপে পূর্ব্বে বেদ হ'য়েছে কথিত।
স্বার্থ দ্বারা পরমেশে পুনঃ সমর্থিত ॥৭৩
বেদান্ত, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র বেদ ভাগ যত।
সর্ব্বত্র কথিত ঈশ, বলিব বা কত ॥৭৪
বিধিতে স্বর্গাদি যথা সমর্থিত হয়।
স্বার্থ দ্বারা তথা ঈশে তাৎপর্য্য-নির্ণয় ॥৭৫

এই স্তবকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঈশ্বর-সাধক হেতুরূপে, অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণরূপে বেদ, উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শব্দপ্রমাণরূপেও বেদ-বাক্য ঈশ্বরের সাধক বা জ্ঞাপক হইতে পারে; সম্প্রতি তাহাই বলা যাইতেছে। "শ্রুতি" শব্দের বেদত্ব অর্থ করিয়া বেদ, পৌরুষেয়. বেদত্ব হেতু, এইরূপ অনুমানের দ্বারা পূর্ব্বে ঈশ্বর সিদ্ধকরা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রুতি, শব্দের শ্রুতিবাক্য অর্থ করিলে ও শ্রুতিবাক্য দ্বারাই যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বলা যাইতেছে। বেদান্ত বা উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ বা কর্ম্মকাণ্ড, মন্ত্র বা সংহিতা প্রভৃতি যতপ্রকারের বেদ বিভাগ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই পরমেশ্বর কথিত হইয়াছেন (১) ঐ সকল বাক্য নিরর্থক নহে। কারণ—যেরূপ "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি স্থলের "স্বর্গকামঃ" এই পদটী অর্থবাদ হইলেও "অশ্বমেধেন যজেত' এই বিধি-বাক্যের সহিত এক বাক্যতা বশতঃ "স্বর্গকাম" শব্দের স্বর্গ ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষ স্বরূপ অর্থে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য অর্থবাদ হইলেও "ঈশ্বরমুপাসীত" এই বিধি-বাক্যের সহিত এক বাক্যতা বশতঃ উহাদের স্বার্থ-বিষ্ণু প্রভৃতি অর্থে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। তাৎপর্য্য—"অশ্বমেধেন যজেত" এইরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে, শ্রোতার জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক "কোঽশ্বমেধেন যজেত' তদুত্তরে "স্বর্গকামঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে শ্রোতার ঐরূপ

---

(১) ব্রাহ্মণ ভাগে—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। উপনিষদ্ ভাগে "এতস্য বা প্রাশাসনে গার্গি! দ্যাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। সংহিতা ভাগে যজ্ঞপুরুষরূপে ঈশ্বর কথিত হইয়াছে।" ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ইত্যাদি, সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি। অপর সমুদায় বেদ ভাগেই "ঈশ্বর-মুপাসীত" এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং "স্বর্গকামঃ" এই বাক্যটী "অশ্বমেধেন যজেত" এই বাক্যেরদ্বারা উত্থাপিত আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক বলিয়া "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইহা একটী মহাবাক্য। সুতরাং "স্বর্গকামঃ" এই বাক্যটী অর্থবাদ হইলেও ১) "অশ্বমেধেন যজেত" এই বাক্যের সহিত মিলিতরূপে উহার যেরূপ সার্থকতা আছে, তদ্রূপ "ঈশ্বরমুপাসীত" এইরূপ বিধি বাক্য-শ্রবণ করিলে নিযোজ্য পুরুষের জিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক যে "ঈশ্বর' কঃ" তদুত্তরে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" বলিলে ঐরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়; সুতরাং "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই বাক্যটী অর্থবাদ হইলেও "ঈশ্বর

(১) অর্থবাদ—যে সকল বাক্যেরদ্বারা বিধির (বৈধ-কর্ম্মের) স্তুতি, নিন্দা প্রভৃতি করা হয়। বিধিবাক্য বলিবার উদ্দেশ্য নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা; মানুষ মাত্রেরই ফলাকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক, কর্ম্মের ফল কি? ইহা জানিতে না পারিলে প্রায়শঃ মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। লাড়ু দিব ঔষধ খাও" ইহা বলিয়া রুগ্ন শিশুকে যেরূপ ঔষধ সেবন করান হয়, বাস্তবিক "লাড়ু দিব" কথাটীর স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকিলেও ঔষধ সেবন করাণ স্বরূপ অর্থে তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ বৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত, কিংবা নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত বেদে যে সকল বাক্য বলা হইয়াছে, ঐ সকল বাক্যই অর্থবাদ। সুতরাং "স্বর্গকামো" এই বাক্যটীও অর্থবাদ। তাহার কারণ "স্বর্গকামঃ" এই বাক্যটী বলিবার উদ্দেশ্য নিযোজ্য-পুরুষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত করা। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, ইহা জানিতে পারিলে নিযোজ্য-পুরুষের অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব পর; এই নিমিত্তই উহা বলা হইয়াছে। "স্বর্গকামঃ" এই বাক্যটীর কোন অর্থ নাই এরূপ নয়। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই বাক্যটীও নিরর্থক নহে, কারণ—বিধি আছে যে ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে, (ঈশ্বর মুপাসীত), ঈশ্বর কিরূপ জানিতে না পারিলে অল্পজ্ঞ-জীব, ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত না হইতে পারে, ঐ নিমিত্ত বলা হইয়াছে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। সুতরাং এই কথাটীর স্বার্থে প্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও একেবারে অর্থ শূন্য নহে। বেদে কোনও কথাই নিরর্থক বলা হয় নাই।

মুপাসীত” এই বাক্যের সহিত মিলিতরূপে অর্থাৎ একবাক্যরূপে উহার সার্থকতা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং স্বার্থপ্রতিপাদন দ্বারাও বেদবাক্য ঈশ্বরের বোধক।

স্যামভুবং ভবিষ্যামীত্যাদৌ সংখ্যা প্রবক্তৃগা।
সমাখ্যাপিচ শাখানাং নাপ্তপ্রববচনাদৃতে ॥১৬মূ

ছিলাম, হইব ইত্যাদি স্থলে (আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ) বক্তৃগত সংখ্যা এবং আপ্ত-বক্তা ব্যতীত শাখা সকলের সমাখ্যা সম্ভবপর নহে।

হইব, হ’য়েছি, আছি সংখ্যা বক্তৃ-গতা।
শাখার সমাখ্যা পুনঃ বক্তৃ-নামে খ্যাতা ॥৭৬
ঈশ্বর সাধিত ইথে, বুঝ বিচারিয়া।
ঈশের মননে সদা থাকরে ডুবিয়া ॥৭৭

এই স্তবকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনুমানের হেতুরূপে সংখ্যা দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যেয় বা সংখ্যা বিশিষ্ট রূপেও ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে; ইহাই বলা যাইতেছে—“স্যাং” “অভুবং” (হইব, হয়েছি) প্রভৃতি উত্তম পুরুষের প্রয়োগ স্থলে আখ্যাত-প্রত্যয়ের দ্বারা বক্তার সংখ্যা উক্ত হইয়া থাকে। “অহং স্যাং” বলিলে অস্—যাম্= স্যাম্; ইহার “যাম্” এই আখ্যাত-প্রত্যয়ের দ্বারা যেরূপ বক্তার সংখ্যাই বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ “অহংব হু স্যাং, প্রজায়েয়ং’ ইত্যাদি বৈদিক উত্তম পুরুষের প্রয়োগ স্থলেও আখ্যাত-প্রত্যয়ের দ্বারা বেদবক্তার সংখ্যারই জ্ঞান হয়। সুতরাং ঐস্থলে আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ যে সংখ্যা তদ্‌বিশিষ্ট বা সংখ্যেয়-বেদবক্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর। অপর-বেদের শাখা সকলের সমাখ্যা বা সংজ্ঞা দ্বারাও বেদের বক্তা স্বীকার

করিতে হয়। কারণ—শাখা সকলের কৌথুমী, কাঠক প্রভৃতি সংজ্ঞা বক্তার নামানুসারেই যে হইয়াছে, উহা ঐ সকল সংজ্ঞা দ্বারাই বুঝা যায়। ঐ সকল সংজ্ঞা অধ্যাপক প্রভৃতির নামানুসারে হয় নাই, কারণ-অসংখ্য-বিদ্যার্থী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একজনের নিকটই অধ্যয়ণ করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর নয়। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে পরমকারুণিক ভগবান্ প্রথমতঃ কাঠকাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাখা সকল বলিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গল নিধান ভগবান্ অবশ্যই আছেন, অতএব ভগবানের মননাদি রূপ উপাসনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মনুষ্যমাত্রেরই জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে বলা যাইতেছে—

ইত্যেবং শ্রুতি, নীতি, সংপ্লব জলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে।
যেষাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়া॥
কিন্তু প্রস্তুত বিপ্রতীপবিধয়োঽপ্যুচ্চৈর্ভবচ্চিন্তকাঃ।
কালে কারুণিকতয়ৈব কৃপয়া তে তারণীয়া নরাঃ॥১৭মূ

এইরূপে শ্রুতি এবং ন্যায় জলের দ্বারা বার বার প্রক্ষালিত যাহাদিগের হৃদয়ে তোমার স্থান হয় না, অর্থাৎ তুমি আছ বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা শৈলসারাশয়, অর্থাৎ তাহাদের হৃদয় লোহার মত কঠিন। কিন্তু হে কারুণিক! তাহারা নানারূপে কথিত তোমাতে প্রতিকূল পরায়ণ হইলেও তাহাদিগকে দীর্ঘ সময়ে হইলেও তোমাতে চিন্তাশীল করিবে। ঐরূপ ব্যক্তিগণ একমাত্র তোমা-কর্ত্তৃকই উদ্ধারের যোগ্য।

শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় জলে ধু'য়ে বারে বার।
নাস্তিক্য-কলঙ্ক-লেখা ঘুচেনা যাহার॥৭৮
হেরিয়ে বিশ্বের চিত্র নয়ন-রঞ্জন।
পিছনে র'য়েছে কেহ ভাবেনা কখন॥৭৯

প্রমোদে কাটিবে দিন, এই বটে সার।
একুলে রহিব সদা যাব না ওপার ॥৮০
ভব, রঙ্গমঞ্চ নহে অকুল পাথার।
লহরী খেলিছে আগা! হের একবার ॥৮১
ফিরিছে কুম্ভীর কত মকর, হাঙ্গর।
নেব না'ক গরাসিবে সন্ধানে তৎপর ॥৮২
বল, ঈশ! দয়াময়! জানিনা সাঁতার।
কৃপা করে কর পার এ ভব পাথার ॥৮৩

ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে বলা যাইতেছে—

অস্মাকন্তু নিসর্গ সুন্দর! চিরাচ্চেতোনিমগ্নংত্বয়ী
ত্যদ্ধানন্দনিধৌ তথাপি তরলং নাদ্যাপি সংতৃপ্যতে।
তন্নাথ ত্বরিতং বিধেহি করুণাং যেন ত্বদেকাগ্রতাং
যাতে চেতসি নাপ্নুয়ামঃ শতশো যাম্যাঃপুনর্যাতনাঃ॥ ১৮মূ

স্বভাব সুন্দর তব করিণু মনন।
কতরূপে কত ছাঁদে নাহি যে গণন ॥৮৪
সুধানিধে! বহুকাল তোমাতে ডুবিয়া।
রহিনু, তথাপি নহে তিরপিত হিয়া ॥৮৫
বিতর করুণা, নাথ! বিতর করুণা।
সহিতে না হয় পুনঃ যমের তাড়না ॥৮৬
তোমার প্রসঙ্গ কথা করি আলাপন।
দিবানিশি থাকি যেন এই নিবেদন ॥৮৭

মেঘনাদ তটে, প্রাচ্যাং লক্ষালৌহিত্যযোগতঃ।
ঢাকা প্রদেশ সংভুক্তঃ সুবর্ণগ্রাম সংজ্ঞকঃ ॥৮৮
তত্র কৃষ্ণপুরাগ্রামো দ্বিজান্বয় সমৃদ্ধিমান্।
তস্মিন্ খ্যাত-মহাবংশে জাতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকঃ ॥৮৯
বঙ্গবাণী প্রমোদায় কুসুমাঞ্জলি-সৌরভং।
বিস্তারয়তি শাকেঽস্মিন্ বেদাব্ধিবসুচন্দ্রমে ॥৯০

সমাপ্ত।

কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ-পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক

ব্যাখ্যাত

প্রকাশক

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র স্মৃতিভূষণ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা,

১ম সংস্করণ

১৪/১২/১৩৩০

২৮/৩/২৪

১৩৩০ বঙ্গাব্দ

মূল্য ।৷০ আট আনা

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, পোঃ আঃ বৈদ্যের বাজার

গ্রাম কৃষ্ণপুরা, ঢাকা।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র স্মৃতিভূষণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা

ঢাকা, রিপণ লাইব্রেরী।

প্রিণ্টার—শ্রীগোপালচন্দ্র দে

হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

উৎসর্গ পত্র

মুড়াপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশোদ্ভব

ধার্ম্মিক

স্বর্গীয় ৺ বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

মহাশয়ের

পবিত্র আত্মার প্রীতির নিমিত্ত

আমার শ্রম-সাধ্য

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

কৃতজ্ঞতা

ইতঃপূর্ব্বে মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসঙ্গেই নব্যন্যায়ের পরিভাষাগুলির অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুড়াপাড়ার দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় এই পরিশিষ্টাংশের সমগ্র মুদ্রণ ব্যয় প্রদান করাতে আমি ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। কুসুমাঞ্জলি-সৌরভের মুদ্রণ ব্যয় ভাওয়ালের সদনুষ্ঠাননিরতা রাণী শ্রীমতী আনন্দ কুমারী দেবী এবং ঢাকার খ্যাতনামা ৺ রূপ বাবুর পৌত্র বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় বহন করিয়াছেন। ইঁহাদের সহায়তা না পাইলে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করা কদাপি সম্ভবপর হইত না। উক্ত সদাশয় ভূম্যধিকারিগণ এই সৎকর্ম্মে যে কেবল আমার সহায়তা বিধান করিয়াছেন, এরূপ নহে; আমার বিশ্বাস এই উদার দানের সংবাদে আশ্বাসিত হইয়া মাদৃশ শাস্ত্রমাত্র সম্বল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থ প্রচারে সমধিক প্রোৎসাহিত হইবেন। "দাতাশতং জীবতু" এই মহাবাক্য অন্তরের সহিত উচ্চারণপূর্ব্বক উপকারক মহোদয়গণের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। কিমধিকেন ইতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।

কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ পরিশিষ্ট।

অখণ্ডোপাধি—যেসকল পদার্থ কোনও বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিশিষ্ট বুদ্ধির (সবিকল্পজ্ঞানের) বিষয় (প্রকার বা বিশেষণ) হয় ঐ সকল পদার্থই অখণ্ডোপাধি। "এইটী ঘট' এইরূপ বুদ্ধি একটী বিশিষ্ট বুদ্ধি, এইরূপ বুদ্ধির বিশেষণ-ঘটত্ব এবং বিশেষ্য-ঘট, ঘটত্ব ঘটত্বত্বাদি স্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত না হইয়াও (স্বরূপতঃ) ঐরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় (বিশেষণ) হইয়া থাকে, সুতরাং ঘটত্ব একটী অখণ্ডোপাধি। ঘট বস্তুটী ঐরূপ নহে, কারণ—ঘটত্বাদি স্বরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া (নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় হইলেও) বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হয় না, যেহেতু বিশেষণজ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধির কারণ; যাহার ঘটত্বের জ্ঞান নাই সে বুঝিতে পারে না এইটী ঘট, দ্রব্যত্ব কি পদার্থ ইহা যে জানেনা সে বুঝিতে পারে না এইটী দ্রব্য, এইরূপ গুণত্ব কর্ম্মত্ব তদ্‌ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বহু অখণ্ডোপাধি আছে। অখণ্ডোপাধি সকল বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় (বিশেষণ) হয় ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, অন্যথা অনবস্থা দোষ ঘটে, বিশেষ্যীভূত পদার্থটী বিজ্ঞাত হইতে পারে না, অথচ সমুদয় পদার্থকেই বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় হইতে দেখা যায়। 'এইটী ঘট' এইরূপ বুদ্ধি একটী বিশিষ্ট বুদ্ধি, ঘট এইরূপ বুদ্ধির বিশেষ্য, ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান ঐরূপ বিশিষ্টবুদ্ধির কারণ। ঐরূপ জ্ঞানস্থলে বিশেষণ-ঘটত্বের জ্ঞানের নিমিত্ত ঘটত্বত্বাদি স্বরূপ তদীয় বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিলে তুল্য যুক্তিতে ঘটত্বত্বের জ্ঞানের নিমিত্ত বিশেষণান্তর জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; এইরূপে বিশেষণ জ্ঞান ধারার অবসান হইতে পারে না বলিয়া বিশেষণ-ঘটত্ব

জ্ঞানের অভাব বশতঃ বিশেষ্যীভূত ঘট বস্তুটীর বিশিষ্টবুদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অত্যন্তাভাব—তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক এবং সদাতন (নিত্য) অভাব। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং অভাবটী সদাতন অর্থাৎ অনাদি অনন্তকালস্থায়ী-নিত্য, উহাই অত্যন্তাভাব। 'ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই' এই একটী অভাব, সংযোগ সম্বন্ধ তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধ, ঐ অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে উহার যে প্রতিযোগিতা আছে ঐ প্রতিযোগিতা সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঐ অভাবটী ঐ প্রতিযোগিতার নিরূপক এবং ঐ অভাবটী সদাতন অর্থাৎ অনাদি অতীতকালে কোনও স্থানে ছিল, বর্ত্তমানকালে কোনও স্থানে আছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও কোনও স্থানে থাকিবে, সুতরাং সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাব একটী অত্যন্তাভাব। ধ্বংস এবং প্রাগভাব তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক হইলেও ধ্বংস অতীতকালে থাকে না অর্থাৎ জন্য এবং প্রাগভাব ভবিষ্যৎকালে থাকে না অর্থাৎ বিনাশ্য বলিয়া সদাতন নহে; সুতরাং অত্যন্তাভাব নহে। এইরূপ অন্যোন্যাভাব সদাতন হইলেও ইহার প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া অন্যোন্যাভাব তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক হয় না, সুতরাং অত্যন্তাভাব নহে।

অর্থক্রিয়াকারিত্ব—কার্য্যোরজনকত্ব; অর্থক্রিয়া-কার্য্য,কারিত্ব-জনকত্ব।

অর্থবাদ—গৃহীতগ্রাহি-বাক্য, অর্থাৎ যে সকল বাক্যদ্বারা জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান অর্থাৎ অনুবাদ প্রভৃতি হইয়া থাকে। অর্থবাদ এবং অর্থবাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বহুমতভেদ আছে, মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি সৌরভে এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য; বিশেষতঃ

অর্থবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে মীমাংসা দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করা আবশ্যক, উপরে যাহা বলা হইল উহা মোটামুটী অর্থ মাত্র।

অর্থাপত্তি—অর্থাপত্তি নামক প্রমিতি এবং প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি,উপমিতি, এবং শাব্দবোধের অতিরিক্ত-প্রমিতি অর্থাপত্তি-প্রমিতি, এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দের অতিরিক্ত-প্রমাণ অর্থাপত্তি-প্রমাণ। মীমাংসক প্রভৃতি এইরূপ স্বতন্ত্র একটী প্রমিতি এবং প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। একটী উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে—'এই স্থূলকায়ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না' এইরূপ নিশ্চয় হইলে তৎপরে অবধারণ (নিশ্চয়) হইয়া থাকে, 'এইব্যক্তি অবশ্যই রাত্রিতে ভোজন করে, ইহা অর্থাপত্তির একটী প্রসিদ্ধ স্থল। এইস্থলে 'এই স্থূলকায় ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, এইরূপ নিশ্চয়ের পরে 'ভোজন না করিলে ইহার শরীর স্থূল হইতে পারে না, অর্থাৎ ইহার শরীরের স্থূলতার উপপত্তি হয় না বা স্থূলতা সম্ভবপর হয় না, ইত্যাদিরূপ অনুপপত্তি জ্ঞান হইয়াই অর্থাৎ "এই ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে" এইরূপ অবধারণ হইয়া থাকে ; এইরূপস্থলে কথিতরূপ অনুপপত্তিজ্ঞান একটী অর্থাপত্তি প্রমাণ। এবং 'এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপ যে পরবর্ত্তী অবধারণ উহাই অর্থাপত্তি প্রমিতি। মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত। কিন্তু এই মতটী বিচার সঙ্গত নয়, কারণ—একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় ঐরূপ অনুপপত্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান ফলতঃ এক, সুতরাং উহা অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, অর্থাপত্তিপ্রমাণ অনুমানের এবং অর্থাপত্তি-প্রমিতি অনুমিতিরই অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টী একটু বিশেষ করিয়া বুঝান যাইতেছে—প্রথমতঃ দেখা যাউক অনুপপত্তি কি, বাস্তবিক উপপাদকের অভাব প্রযুক্ত উপপাদ্যের অভাবই অনুপপত্তি। কথিত স্থলটী নিয়া ইহা দেখা যাউক, ভোজন করিলেই শরীর স্থূল হয় সুতরাং

ভোজন শরীরের স্থূলতার উপপাদক, এবং স্থূলতা উপপাদ্য। ভোজন না করিলে শরীর স্থূল হয় না, বা হইতে পারে না, সুতরাং ভোজনের অভাব ঘটিলে শরীরে স্থূলতার অভাব হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় উপপাদ্য-স্থূলতার অভাব উপপাদক-ভোজনের অভাব প্রযুক্ত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। আর উহাই ফলতঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তি, কারণ—হেতুতে সাধ্যাভাব প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। কথিতস্থলে ঐ স্থূলকায় ব্যক্তির ভোজনই সাধ্য (নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং স্থূলতাই ভোজনের হেতু (জ্ঞাপক), সুতরাং ঐস্থলে স্থূলতাস্বরূপ হেতুর অভাবটী সাধ্য-ভোজনের অভাব প্রযুক্ত ফলতঃ ইহাই স্বীকার করা হয় বলিয়া এবং স্থূলতা স্থূলতাভাবের প্রতিযোগী বলিয়া স্থূলতাস্বরূপ হেতুতে সাধ্য-ভোজনের অভাবপ্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাস্বরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্বীকার করা হয়। সুতরাং কথিতরূপ অনুপপত্তিজ্ঞান বস্তুতঃ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিকেই বিষয় করে বলিয়া অনুপপত্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান একই পদার্থ। কথিতস্থলে 'এই স্থূলকায় ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না' ইহা নিশ্চয়রূপে জানা থাকা বশতঃ ঐরূপ অনুপপত্তিজ্ঞান বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারাই 'অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে" এইরূপ পরবর্ত্তী অবধারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফল বলিয়া অনুমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং ঐরূপ অনুপপত্তিজ্ঞান অনুমিতির জনক বলিয়া অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই" ইহা নিশ্চয়রূপে জানা থাকিলে 'অর্থাৎ বাহিরে আছে' এইরূপ যে অবধারণ হয় ইহাও অর্থাপত্তির একটী প্রসিদ্ধস্থল। মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি সৌরভের তৃতীয় স্তবকে ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অদৃষ্ট—চিরানুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্য সংস্কার। ইহা জীবাত্মার একটী বিশেষ

গুণ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ। কতকগুলি কর্ম্ম এইরূপ যে ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ফল জন্মায় না, বহুকাল পরেই ফলের জনক হয়। অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলে স্বর্গাদি সুখ, কিংবা ব্রহ্মহত্যাদি করিলে নারকীয় যন্ত্রণা ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের পরক্ষণেই হয় না, বহু পরে পর-জন্মেই হইয়া থাকে; বেদাদিশাস্ত্রে ইহা জানা যায়। প্রত্যক্ষতঃ ও দেখা যায় অধিক পরিমাণে অন্নাদিদ্রব্য ভোজন করিলে ভোজনের অব্যবহিত পরক্ষণেই জ্বরাদি উপদ্রব হয় না, অনেক বিলম্বেই হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পরে অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মস্থলে অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম জন্য এরূপ একটী বিশেষ গুণ স্বীকার করিতে হয় যদ্দ্বারা চিরানুষ্ঠিত কর্ম্ম বহুপরে ফলের জনক হয়। ঐ বিশেষ গুণই অদৃষ্ট, উহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য; কারণ—কর্ম্মানুষ্ঠাতা অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিতে পারে না যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা ঐরূপ একটী বিশেষগুণ হইয়াছে, এই নিমিত্তই উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়। উহা শুভাদৃষ্ট (ধর্ম্ম) এবং দুরদৃষ্ট (অধর্ম্ম) অর্থাৎ পাপ এবং পুণ্যভেদে দুই প্রকার। এই অদৃষ্ট জীবাত্মায় সমবেত হয়, ভোগ্যবস্তুতে স্বীকার করা যায় না। কুসুমাঞ্জলি সৌরভের প্রথম স্তবকে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।

অধর্ম্ম—দুরদৃষ্ট, পাপ। ইহা অবৈধ বা নিন্দিত কর্ম্মজনিত জীবাত্মার বিশেষগুণ, যাহার ফল নরকাদি। মুক্ত পুরুষের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম কিছুই থাকে না, এবং পরমেশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সুতরাং ধর্ম্মের অভাব অধর্ম্ম নহে।

অধিকরণতা—অধিকরণের ধর্ম্ম বা লক্ষণ, কোনও স্থানে কোনও বস্তু থাকিলে ঐস্থানকে উহার অধিকরণ বলা হয়। অধিকরণতা আধেয় বস্তু নিরূপিত অধিকরণের ধর্ম্ম বিশেষ। পর্ব্বতে বহ্নি থাকে,

পর্ব্বত বহ্নির অধিকরণ, বহ্নি পর্ব্বতে আধেয়, বহ্নি নিরূপিত পর্ব্বতের ধর্ম্ম বিশেষই ঐস্থলে অধিকরণতা।

অধিষ্ঠাতা—যাহার প্রেরণা বা ব্যাপারের দ্বারা প্রেরিত বা ব্যাপৃত হইয়া অচেতন কারণ সকল কার্য্যের জনক হয় তাহাকেই অধিষ্ঠাতা বলা হয়। কাষ্ঠাদির ছেদন কার্য্যে ছেদন-কর্ত্তা চৈত্র প্রভৃতির ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপৃত হইয়াই কুঠার প্রভৃতি অচেতন কারণ সকলকে কার্য্যের জনক হইতে দেখা যায়, সুতরাং ছেদন কর্ত্তাই কুঠারাদি অচেতন কারণ সকলের অধিষ্ঠাতা।

অধিষ্ঠান—অধিষ্ঠাতৃত্ব।

অধিষ্ঠাতৃত্ব—প্রেরকত্ব, বা প্রেরণা। ইহা অধিষ্ঠাতার অসাধারণ ধর্ম্ম হইলেও সর্ব্বত্র এক নহে। কাষ্ঠাদির ছেদন কার্য্যে কুঠারাদি অচেতন কারণ সকলের অধিষ্ঠাতৃত্ব—কাষ্ঠাদিচ্ছেদ্য পদার্থের সহিত কুঠারাদির দৃঢ় সংযোগের অনুকূল ছেদন কর্ত্তার প্রযত্ন বিশেষ। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কার্য্যে জীবের অদৃষ্ট কারণ, অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ, ৺ভগবানের ইচ্ছাতেই অদৃষ্টস্বরূপ অচেতন কারণের দ্বারা ঐসকল কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঐসকল কার্য্যে ৺ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই অদৃষ্টস্বরূপ অচেতন কারণের অধিষ্ঠাতৃত্ব।

অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা। অর্থাৎ কোনও বস্তুর সত্তার (অস্তিত্বের) অধীন অপর কোনও বস্তুর যে সত্তা (অস্তিত্ব) উহাই ঐ বস্তুর অন্বয়। মৃত্তিকার সত্তা বা অস্তিত্ব বশতঃই ঘটের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্ভবপর, সুতরাং মৃত্তিকার সত্তার অধীন ঘটের যে সত্তা উহাই ঘটে মৃত্তিকার অন্বয়। অন্বয় শব্দে সম্বন্ধকেও বুঝায়, "পর্ব্বত বহ্নিমান্, বলিলে পর্ব্বতে বহ্নির যে সম্বন্ধের (সংযোগের) জ্ঞান হয় উহাকে পর্ব্বতে বহ্নির অন্বয় বলা হইয়া থাকে।

অনুপসংহারী—যে অনুমান স্থলে হেতু এবং সাধ্যের উপসংহার করা যায় না। অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্যের (একত্রাবস্থিতির) দৃষ্টান্তস্থল সম্ভবপর হয় না, ফলকথা হেতু এবং সাধ্য বস্তু একত্র থাকে ইহা উভয় বাদি-সিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান যায় না ঐরূপ অনুমান স্থলে হেতুটীকে অনুপসংহারী বলা হয়। 'সমুদয় পদার্থই প্রমেয়, বাচ্যত্ব হেতু' ইহা একটী অনুপসংহারী স্থল, এইস্থলে পক্ষ সমুদয়পদার্থ, সাধ্য-প্রমেয়ত্ব, এবং হেতু-বাচ্যত্ব। অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা নিশ্চয়া ভাব থাকা আবশ্যক, সুতরাং পক্ষের অতিরিক্ত বস্তুতেই সাধ্য এবং হেতুর উপসংহার করিতে হয়, অর্থাৎ পক্ষের অতিরিক্ত বস্তু দৃষ্টান্ত করিয়াই সাধ্য এবং হেতুর একত্রাবস্থিতি বুঝাইয়া দিতে হয়। এমত অবস্থায় ঐস্থলে অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষ-সমুদয় পদার্থে সাধ্য-প্রমেয়ত্বের সংশয় কিংবা নিশ্চয়া ভাব স্বীকার্য্য বলিয়া এবং পক্ষের অতিরিক্ত বস্তু অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সাধ্য-প্রমেয়ত্ব এবং হেতু-বাচ্যত্বের একত্রাবস্থিতির দৃষ্টান্ত সম্ভবপর হয় না, সুতরাং ঐস্থলে বাচ্যত্ব হেতুটী অনুপসংহারী হেত্বাভাস, (দুষ্ট হেতু)। অনুপসংহারী স্থলে সমুদয় পদার্থই পক্ষ হইয়া থাকে এবং অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা নিশ্চয়াভাব থাকা আবশ্যক বলিয়া সাধ্যযুক্ত এবং সাধ্যাভাব যুক্ত পক্ষদ্বয়ের কোনও পক্ষে হেতুটী নিয়তা বস্থিত ইহা নিশ্চিত হইতে পারেনা, অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না হেতুটী সাধ্যযুক্ত স্থানে আছে কিংবা সাধ্যাভাব যুক্ত স্থানে আছে, সুতরাং ইহা ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া এক প্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস। অনৈকান্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।

অনুভব— স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান, অনুভবত্ব জাতিই উহার লক্ষণ। বস্তুতঃ ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়) অনুমান (পরামর্শ) উপমান (সাদৃশ্য জ্ঞান) এবং শব্দ এই চারিটী প্রমাণ জন্য জ্ঞানই অনুভব।

অনুমান—অনুমিতির করণ। অর্থাৎ অনুমিতির অসাধারণ কারণ, অথবা ব্যাপার যুক্ত কারণ, ইহা একটী প্রমাণ। বাধ প্রভৃতি প্রতিবন্ধক না থাকিলে পরামর্শের ("সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্‌পক্ষ" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়ের) অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুমিতি স্বরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং পরামর্শই অনুমিতির অসাধারণ কারণ বলিয়া (অসাধারণ কারণত্ব-করণত্ব এই মতে) অনুমান প্রমাণ। 'পর্ব্বতে বহ্নি নাই' ইত্যাদিরূপ বাধবুদ্ধি কিংবা অন্যবিধ প্রতিবন্ধক না থাকিলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত' ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়ের (পরামর্শের) পরে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে, সুতরাং পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে 'বহ্নি ব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত, এইরূপ নিশ্চয় (পরামর্শ) একটী অনুমান প্রমাণ। যাহারা বলেন ব্যাপারযুক্ত কারণত্বই করণের লক্ষণ বা করণত্ব অর্থাৎ যে কারণ কার্য্য এবং নিজের মধ্যবর্ত্তী কোনও ব্যাপার জন্মাইয়া ঐ ব্যাপারের দ্বারা কার্য্যের জনক হয় উহাই করণ, তাহাদের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই অর্থাৎ 'যেখানে হেতু থাকে সেখানেই সাধ্য থাকে, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়ই অনুমান প্রমাণ। কারণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতি স্বরূপ কার্য্য এবং নিজের মধ্যবর্ত্তী পরামর্শ স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়াই ঐ পরামর্শের দ্বারা অনুমিতির জনক হইয়া থাকে। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান 'অর্থাৎ' যেখানে ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইলেই 'পর্ব্বত বহ্নিমান্, এইরূপ অনুমিতি হয় না, ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের পরে যদি 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় (পরামর্শ) হয় তবেই অনুমিতি হয় 'পর্ব্বত বহ্নিমান্, সুতরাং "পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এই স্থলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞানই এইমতে অনুমান প্রমাণ। আচার্য্যের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হেতুই অনুমিতির করণ বলিয়া অনুমান প্রমাণ। তন্মতে পর্ব্বত, বহ্নিমান্ ধূমহেতু, এই স্থলে

'যেখানে ধূম থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে, ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় ধূমই অনুমান প্রমাণ। আবার কেহ কেহ বলেন যে পক্ষে হেতুরজ্ঞান এবং হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে ঐরূপ জ্ঞানদ্বয়ের সহযোগিতায়ও অনুমিতি হইয়া থাকে,অনুমিতির নিমিত্ত পরামর্শের ("সাধ্যব্যাপ্য-হেতুমান্ পক্ষ" ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট একটী নিশ্চয়ের) অবশ্যাপেক্ষা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই ; সুতরাং তাহাদের মতে পক্ষে হেতুর জ্ঞান এবং হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান এই উভয়ই মিলিতরূপে একটী অনুমান প্রমাণ। পর্ব্বতে ধূমের প্রত্যক্ষাদি হইলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়াই 'পর্ব্বত বহ্নিমান্, এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমিতির নিমিত্ত পরামর্শের অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট একটী নিশ্চয়ের অবশ্য অপেক্ষা নাই। সুতরাং এতন্মতে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে পর্ব্বতে ধূমের জ্ঞান এবং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান এই উভয়ই মিলিতরূপে একটী অনুমান প্রমাণ। এই মতটী বিচার সঙ্গত নয়, কারণ—ঐরূপ দুইটী জ্ঞান না হইয়া যদি শব্দজন্য একটী পরামর্শ হয়, অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের কথাতে নিশ্চয়রূপে জ্ঞান হয় যে"বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, কিংবা স্মরণাত্মক পরামর্শ হয় অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, এইরূপ একটী বিশিষ্ট স্মরণ হয় তাহা হইলেও 'পর্ব্বত বহ্নিমান্, এইরূপ অনুমিতি হইতে দেখাযায়, সুতরাং পৃথক্ ভাবে পর্ব্বতে ধূমেরজ্ঞান এবং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইয়া কথিতরূপ বিশিষ্ট একটী পরামর্শ হইলে 'পর্ব্বত,বহ্নিমান্,এইরূপ অনুমিতি হওয়া সকলেরই স্বীকার্য্য। এমত অবস্থায় সর্ব্বত্র বিশিষ্ট একটী পরামর্শ হইয়াই অনুমিতি হয় স্বীকার করিলে বিশিষ্ট পরামর্শত্বরূপে অনুমিতির একটী কারণতা স্বীকার করিলেই চলে, একই অনুমিতির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ের পৃথক্‌রূপে দুইটী কারণতা অর্থাৎ পক্ষে হেতুজ্ঞানত্বরূপে একটী কারণতা এবং হেতুতে সাধ্যের

ব্যাপ্তি জ্ঞানস্বরূপে অপর একটী কারণতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অন্যথা একটী কারণতা অধিক স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কারণতা কল্পনার গৌরব হয়। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান কিংবা বিশিষ্ট পরামর্শ ইঁহাদের একতরই মতভেদে অনুমান প্রমাণ। এই অনুমান আবার স্বার্থ এবং পরার্থ ভেদে দুইপ্রকার, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অনুমান (পরামর্শ) করা হয় উহা স্বার্থানুমান। মনেকর তোমার বহ্নির প্রয়োজন, অনুসন্ধান করিতেছ কোথায় পাওয়া যায়, হঠাৎ দেখিতে পাইলে কিংবা মনে হইল পর্ব্বতে ধূম আছে, তৎপরে ক্রমে মনে হইল 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" কিংবা একবারেই মনে হইল 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, তাহা হইলে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। এই স্থলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত' এইরূপ নিশ্চয় (পরামর্শ) কিংবা 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম' এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানই মতভেদে স্বার্থানুমান। অপরের অনুমিতি করাইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্য বলিয়া যে অনুমান (পরামর্শ) করাইতে হয় উহাই পরার্থানুমান। পরার্থানুমান পক্ষদ্বয়ের বিচারস্থলেই হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ ন্যায় শব্দে দ্রষ্টব্য।

অনুমিতি—অনু-পশ্চাৎ, মিতি-জ্ঞান (নিশ্চয়)। অর্থাৎ পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী তদানীং অজ্ঞাত-সাধ্যের নিশ্চয়। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এই স্থলটীকে নিয়া ইহা বুঝা যাউক ; এইস্থলে পক্ষ-পর্ব্বত, হেতু-ধূম, সাধ্য-বহ্নি। মনে কর তোমার বহ্নির প্রয়োজন, চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলে পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে, তৎপরে ক্রমে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ 'যেখানে ধূম থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় এবং পর্ব্বতে বহ্নি ও ধূমের পরামর্শ অর্থাৎ 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হয় তাহা হইলে পর্ব্বতে তদানীং অজ্ঞাত

বহ্নির নিশ্চয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিশ্চয় হয় "পর্ব্বত, বহ্নিমান্"। এইরূপ যে নিশ্চয় ইহা পর্ব্বতে হেতু-ধূমের প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী এবং তদানীং অজ্ঞাতসাধ্য-বহ্নিবিষয়ক বলিয়া অনুমিতি। এই যাহা বলা হইল ইহা অনুমিতি শব্দের মোটামুটি অর্থ মাত্র, কারণ—পক্ষে হেতুর স্মরণ কিংবা শাব্দ বোধ (শব্দ জন্য জ্ঞান) হইলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় প্রভৃতি হইয়া অনুমিতি হইতে দেখা যায়, মনে কর কিছুকাল পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে, সম্প্রতি আগুনের প্রয়োজন, হঠাৎ স্মরণ হইল পর্ব্বতে ধূম আছে, কিংবা পূর্ব্বে পর্ব্বতে ধূম না দেখিলেও কোন বিশ্বস্ত লোক বলিল পর্ব্বতে ধূম আছে, তাহা হইলেও ক্রমশঃ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইয়া "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ নিশ্চয় (অনুমিতি) হইয়া থাকে। অথবা পক্ষে হেতুর জ্ঞান, হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রমশঃ না হইয়া একবারেই স্মরণাত্মক কিংবা শাব্দবোধাত্মক পরামর্শ হয় তাহা হইলেও অনুমিতি হইতে দেখা যায়। মনেকর ঐ স্থলেই একবারে স্মরণ হইল 'বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত' কিংবা শাব্দ বোধ হইল অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের কথাতে একবারেই জানা গেল 'বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত, তাহা হইলেও পরক্ষণে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ নিশ্চয় (অনুমিতি) হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয়টী হেতুর প্রত্যক্ষের পরবর্ত্তী নয় অথচ উহা অনুমিতি। এইরূপ অনুমিতি সর্ব্বত্রই অজ্ঞাতসাধ্য বস্তুকে বিষয় করিয়া হয় ইহাও বলা যায় না, কারণ—বেদে আত্মার শ্রবণের পরে অর্থাৎ সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া আত্মার নিশ্চয় হইলে পরে মননের (নানারূপ হেতুদ্বারা আত্মার অনুমিতির) আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে (১)। ঐরূপ স্থলে আত্মার মনন (অনুমিতি) অজ্ঞাত-

(১) আত্মা বা হরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি।

সাধ্য বিষয়ক নহে। তবে পরামর্শ ('সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ, ইত্যাদি রূপ নিশ্চয়) না হইলে কুত্রাপি অনুমিতি হয় না, সুতরাং পরামর্শ জন্য জ্ঞানই অনুমিতি। এবং পরামর্শ জন্য জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ। বাস্তবিক ইহাও নির্দ্দোষ লক্ষণ নহে, নব্য নৈয়ায়িকগণ এই লক্ষণটীর উপরেও নানারূপ দোষ দিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। বিশেষ জিজ্ঞাসুর নব্য ন্যায়ের অনুমিতি গ্রন্থ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা আবশ্যক। অপিচ অনুমিতিত্ব জাতিই অনুমিতির লক্ষণ ইহাও বলা যাইতে পারে।

অনৈকান্ত—সব্যভিচার, ইহা একপ্রকার হেত্বাভাস। যে হেতুটী সাধ্যযুক্তস্থান কিংবা সাধ্যাভাবযুক্ত স্থান এই উভয়ের কোনও স্থানেই একান্ত (নিয়ত অবস্থিত) নয়, অথবা হেতুটী ঐ উভয় স্থানের কোনও স্থানে একান্ত (নিয়ত অবস্থিত) ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না অর্থাৎ যে হেতুটী সাধ্য যুক্ত স্থান (সাধ্যের অধিকরণ) এবং সাধ্যাভাব-যুক্ত স্থান, (সাধ্যাভাবের অধিকরণ) এই উভয় স্থানেই থাকে, কিন্তু ঐ উভয় স্থানের কোনও স্থানেই একান্ত (নিয়তাবস্থিত) নয়, অথবা ঐরূপ উভয় স্থানের কোনও স্থানেই থাকে না কিংবা ঐরূপ উভয় স্থানের কোনও স্থানেই একান্ত বা নিয়ত থাকে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ঐরূপ হেতুই অনৈকান্ত হেত্বাভাস। 'পর্ব্বত ধূমবান্ বহ্নিহেতু' এইস্থলে সাধ্য-ধূম, এবং হেতু-বহ্নি ; এইস্থলে বহ্নিহেতুটীকে ধূমযুক্তস্থান-পর্ব্বতাদিতে এবং ধূমাভাব যুক্তস্থান-তপ্তলৌহে থাকিতে দেখা যায়, বহ্নি ধূমযুক্তস্থান পর্ব্বতাদিমাত্রে কিংবা ধূমাভাবযুক্তস্থান মাত্রে একান্ত বা নিয়ত অবস্থিত অর্থাৎ আবদ্ধ নহে। পর্ব্বত, বহ্নিমান, গগন হেতু, এইস্থলে সাধ্য-বহ্নি, হেতু-গগণ ; গগণ অবৃত্তি পদার্থ অর্থাৎ কোন স্থানেই থাকে না, সুতরাং বহ্নিযুক্তস্থান এবং বহ্ন্যভাবযুক্তস্থান ঐ উভয়ের

কোথাও একান্ত বা নিয়তাবস্থিত নয়: সমুদয়-পদার্থ, প্রমেয়, বাচ্যত্ব হেতু, এইস্থলে পক্ষ-সমুদয় পদার্থ, সাধ্য-প্রমেয়ত্ব, এবং হেতু-বাচ্যত্ব; এইস্থলে সমুদয় পদার্থই পক্ষ হওয়ায় এবং অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষ-সমুদয় পদার্থে সাধ্য-প্রমেয়ত্বের সংশয় কিংবা নিশ্চয়াভাব থাকা আবশ্যক বলিয়া বাচ্যত্ব-হেতুটী সাধ্য-প্রমেয়ত্বযুক্ত স্থানে আছে, কিংবা সাধ্যাভাব (প্রমেয়ত্বের অভাব) যুক্ত স্থানে আছে, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং কথিত স্থল সমূহের প্রত্যেকটী হেতুই অনৈকান্ত হেত্বাভাস। ইহা সাধারণ অসাধারণ অনুপসংহারী ভেদে তিন প্রকার। হেতুটীকে অনৈকান্ত বলিয়া বুঝিলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং ইহা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই হেত্বাভাস।

অন্যোন্যাভাব—ভেদ, ইহা একপ্রকার অভাব বা নিষেধ। অর্থাৎ ইহা ঘট নহে, ইহা পট নহে, ইত্যাদিরূপ অনুভবসিদ্ধ অভাবই অন্যোন্যাভাব। 'ইহা ঘট নহে' বলিলে যে অভাব বা নিষেধ বুঝা যায় ঐ অভাবের প্রতিযোগী বা নিষেধ্য ঘট; ঘটে উহার প্রতি-যোগিতা থাকে। কিন্তু ঐ অভাবটী ঘটের অন্যত্র সর্ব্বত্র থাকে, সুতরাং বলিতে হয় যে বস্তু যে বস্তুর তদাত্মা (অভিন্ন) অর্থাৎ যে বস্তুতে যে বস্তু তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে ঐ বস্তুতে ঐ বস্তুর ভেদ থাকে না, ফল কথা বস্তুমাত্রই নিজেতে নিজে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে বলিয়া নিজেতে নিজের ভেদ থাকে না এবং এই নিমিত্তই ঘট বস্তুটীকে ঘট নহে বলা যায় না। এমত অবস্থায় ঐরূপ অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অভাব মাত্রই প্রতি-যোগিতার নিরূপক, সুতরাং তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবই অন্যোন্যাভাব। ঘটের যে নিষেধ বা অভাব তাদাত্ম্য

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক উহাই ঘটের অন্যোন্যাভাব বা 'ঘট নহে' এইরূপ অভাব।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পরের জ্ঞানে যদি পরস্পরের জ্ঞানের, কিংবা পরস্পরের উৎপত্তিতে যদি পরস্পরের উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তবে অন্যোন্যাশ্রয় হয়। অন্যোন্যাশ্রয় একটা দোষ। স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানকত্ব এবং স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব অন্যোন্যাশ্রয়ের লক্ষণ। যদি নিজের জ্ঞানে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানের অর্থাৎ নিজের জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া হয় যে জ্ঞান ঐ জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে নিজের জ্ঞানটা স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ হইয়া পড়ে সুতরাং নিজকে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষজ্ঞানক বলিতে হয়। সুতরাং নিজেতে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানকত্ব স্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে,—'ইহা ঘট' এইরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞান একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ, ঐরূপ বিশিষ্টজ্ঞান ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়াই হয়। যাহার ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান নাই সে বুঝিতে পারে না এইটা ঘট। সুতরাং ঐরূপ বিশিষ্টজ্ঞান ঘটত্ব জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞান। এমত অবস্থায় ঐস্থলে বিশেষণ-ঘটত্বের জ্ঞানে যদি ঐরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করা হয় অর্থাৎ ঘটত্ব বুঝিতে হইলেই ঘট বুঝিবার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়, ফল কথা ঘটত্বের জ্ঞানে ঘটজ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণটীকে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানক বলা হয় অর্থাৎ যেরূপ ঘটত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে ঘটের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ ঘটের জ্ঞান ব্যতিরেকে ঘটত্বের জ্ঞানও হয় না এইরূপ স্বীকার করা হয়, সুতরাং ঘটত্বে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষজ্ঞানকত্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয়। ঐরূপ

হইলে ঘট এবং ঘটত্ব ইহাদের কোনটীরই জ্ঞান হইতে পারে না। অপর-যদি নিজের উৎপত্তিতে সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা (১) নিজের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়া হয় যে উৎপত্তি ঐ উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে নিজকে স্বোৎপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তিক বলা হয়। সুতরাং নিজেতে স্বোৎপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব স্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে- দণ্ড ঘটের কারণ, দণ্ডের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়াই ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে, দণ্ড না হইলে ঘট হয় না। এমত অবস্থায় দণ্ডের উৎপত্তিতে যদি ঘটের উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে দণ্ডকে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিক বলা হয়। দণ্ডে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব স্বরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয়। ফল কথা দণ্ড ব্যতিরেকে ঘট হয় না, ঘট ব্যতিরেকে দণ্ড হয় না এইরূপ স্বীকার করা হয় বলিয়া দণ্ড এবং ঘট ইহাদের কোনটীরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না।

অপ্রামাণ্যাশঙ্কা—জ্ঞানগত ভ্রমত্বের সংশয়, অর্থাৎ যে জ্ঞানটী হইল উহা ভ্রম কিনা ইত্যাদিরূপ সংশয়। ফল কথা বস্তুটী বস্তুতঃ যাহা নয় বস্তুটীকে ঐরূপ বুঝা হইল কিনা, বস্তুটী বাস্তবিক যেখানে থাকে না ঐরূপ স্থানে বস্তুটীকে বুঝা হইল কিনা ইত্যাদিরূপ সংশয়। এইটী ঘট এইরূপ জ্ঞান হইলে।যদি সংশয় হয় যে বাস্তবিক ঘট বুঝা হইল কিনা,কিংবা ভূতল ঘটবৎ এইরূপ জ্ঞান হইলে যদি সংশয় হয় ঘটের অভাব বিশিষ্ট

(১) ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডের উৎপত্তির সাক্ষাৎ অপেক্ষা নাই চিরকালোৎপন্ন দণ্ড দ্বারা ও ঘট হইয়া থাকে, ঐরূপে স্থলে ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডের উৎপত্তির সাক্ষাৎ অপেক্ষা নাই, দণ্ড না হইলে ঘট হয় না সুতরাং পরম্পরা অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়।

ভূতলে ঘট বস্তুটীকে বুঝা হইল কিনা, তাহা হইলে ঐরূপ সংশয়কেই অপ্রামাণ্য সংশয় বা অপ্রামাণ্যাশঙ্কা বলা হয়।

অবচ্ছেদক—ব্যাবর্ত্তক, পার্থক্য-সম্পাদক। ধর্ম্ম এবং সম্বন্ধ উভয়ই অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। প্রায়শঃ ধর্ম্ম অবচ্ছেদকস্থলে অবচ্ছেদক অর্থ-ব্যাবর্ত্তক, সম্বন্ধ অবচ্ছেদক স্থলে অবচ্ছেদক অর্থ-পার্থক্যসম্পাদক। নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে ঐ উভয় অর্থেই অবচ্ছেদক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে,—'ঘট নাই' এইরূপ যে অভাব ইহা ঘটের অভাব, ঘট এই অভাবের প্রতিযোগী, ঘটেই এই অভাবের প্রতিযোগিতা থাকে, ঘটের অন্যত্র (পটাদিবস্তুতে) থাকে না। ঘটের ধর্ম্ম-ঘটত্বই উহার কারণ, অর্থাৎ ঘটত্ব ঘটের অন্যত্র থাকে না বলিয়াই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটের অন্যত্র থাকে না বা থাকিতে দেয় না। এমত অবস্থায় ঘটের ধর্ম্ম-ঘটত্বই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাটিকে ঘটের অন্য হইতে ব্যাবৃত্ত করে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং ঘটত্ব ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ অবচ্ছেদক। এইরূপ সম্বন্ধও অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই, বলিলে ঘটের একটী অভাব বুঝা যায়, এবং সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই বলিলে ঘটের অপর একটী অভাব বুঝা যায়, কিন্তু একই ঘট ঐ উভয় অভাবের প্রতি-যোগী, একই ঘটত্ব ঐ উভয় অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক) ধর্ম্ম হইলেও ঐ অভাবদ্বয়ের প্রতিযোগিতা এক নহে, তাহার কারণ এই যে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই বলিলে ঘটের যে অভাবের জ্ঞান হয় ঐ অভাবের প্রতিযোগিতার পার্থক্য সম্পাদক সংযোগ সম্বন্ধ, এইরূপ সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই বলিলে ঘটের যে অভাবের জ্ঞান হয় ঐ অভাবের প্রতিযোগিতার পার্থক্য সম্পাদক সমবায় সম্বন্ধ। অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধই সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের

প্রতিযোগিতা হইতে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতাটীকে পৃথক্ করে এবং সমবায় সম্বন্ধই সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতা হইতে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতাটীকে পৃথক্ করে; সুতরাং সংযোগসম্বন্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সমবায় সম্বন্ধই সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। এইরূপ অর্থে ঘটের ধর্ম্ম বা বিশেষণ ঘটত্বাদিকে ও ঘটের অবচ্ছেদক বলা হইয়া থাকে। কারণ—ঘটের ধর্ম্ম ঘটত্বাদিই পটাদি বস্তু হইতে ঘট বস্তুটীকে পৃথক্ করিয়া থাকে। নব্যন্যায়শাস্ত্রে ঘট, পট প্রভৃতি অর্থে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। এইরূপ কারণতা, অধিকরণতা, আধেয়তা, বিষয়তা প্রভৃতি পদার্থের অবচ্ছেদক প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

অবচ্ছেদকতা—অবচ্ছেদকের অসাধারণ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্ম অবচ্ছেদক স্থলে ব্যাবর্ত্তকতা, এবং সম্বন্ধ অবচ্ছেদকস্থলে পার্থক্য সম্পাদকতা। ঘটত্ব ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাটীকে ঘটের অন্য হইতে ব্যাবৃত্ত করে বলিয়া ঘটত্ব স্বরূপ ধর্ম্মে ঐ প্রতিযোগিতার ব্যাবর্ত্তকতা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঘটত্ব স্বরূপ ধর্ম্মে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা। এইরূপ সংযোগ সম্বন্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতাটীকে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতা হইতে পৃথক্ করে বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার পার্থক্য সম্পাদকতা সংযোগ সম্বন্ধেই স্বীকার করিতে হয়, উহাই সংযোগ সম্বন্ধনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা। এইরূপ যে অবচ্ছেদকতা ইহা অবচ্ছেদ্য এবং অবচ্ছেদক এই উভয়ের একটা পরম্পরা সম্বন্ধ। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—

ঘটত্ব ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্বাবচ্ছেদ্য। অবচ্ছেদকতা অবচ্ছেদক পদার্থে থাকে স্বরূপ সম্বন্ধে এবং অবচ্ছেদ্য পদার্থে থাকে নিরূপকত্বসম্বন্ধে; ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হওয়া অর্থাৎ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার স্বরূপ সম্বন্ধে আশ্রয় হওয়া ঘটত্বের ধর্ম্ম এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছেদ্য হওয়া অর্থাৎ ঐ অবচ্ছেদকতার নিরূপকত্ব সম্বন্ধে আশ্রয় হওয়া ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার ধর্ম্ম; সুতরাং ঘটত্ব এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা এই উভয়ের সম্বন্ধ-অবচ্ছেদকতা, অর্থাৎ একে অপরের অবচ্ছেদক অথবা অবচ্ছেদ্য হওয়া। অবচ্ছেদক হওয়া অর্থ-অবচ্ছেদকতার স্বরূপ সম্বন্ধে আশ্রয় হওয় এবং অবচ্ছেদ্য হওয়া অর্থ-অবচ্ছেদকতার নিরূপকত্ব সম্বন্ধে আশ্রয় হওয়া। (১) এমত অবস্থায় মধ্যবর্ত্তী অবচ্ছেদকতাই ঘটত্ব এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা এই উভয়ের সম্বন্ধ। নব্যন্যায়শাস্ত্রে অবচ্ছেদকতা পদার্থটিকে অবচ্ছেদ্য এবং অবচ্ছেদক উভয়ের একটী পরম্পরা সম্বন্ধ না বলিয়া ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী

---

(১) কোনও পদার্থ কোন ও স্থানে থাকিতে হইলেই কোনও সম্বন্ধে থাকে, ঘটত্ব ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটত্বে থাকে, উহা কোন সম্বন্ধে থাকে বলিতে হইলে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধের মত সুস্পষ্ট কিছু বলা যায় না, উহা যে সম্বন্ধে থাকে তাহার অন্য কোনও রূপ কল্পনা করা যায় না, সুতরাং উহা অবচ্ছেদক পদার্থে স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে বলিতে হয়। আর নিরূপক শব্দের অর্থ-জ্ঞাপক, ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা পদার্থ না বুঝিলে ঐ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা পদার্থ বুঝা যায় না; ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা পদার্থের জ্ঞান ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা পদার্থের জ্ঞান সাপেক্ষ; সুতরাং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার নিরূপক। এমত অবস্থায় ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা পদার্থে ঐ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার নিরূপকত্বই (নিরূপক হওয়াই) সম্বন্ধ।

অখণ্ড স্বরূপ সম্বন্ধ ও বলা হইয়া থাকে। (১) ঐ সমুদয় জটিল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষার সাহায্যে এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

অবচ্ছিন্ন—অবচ্ছেদকতার নিরূপক; নিরূপক-জ্ঞাপক। কোন ও বস্তুগত অবচ্ছেদকতা নিরূপিত (বিজ্ঞাত) হয় যদ্দ্বারা উহাকেই ঐবস্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলা হয়। ঘটত্বে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা থাকে, ঘটত্বগত ঐ অবচ্ছেদকতাটী ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাদ্বারাই নিরূপিত (বিজ্ঞাত) হইয়া থাকে। কারণ—ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা বুঝিতে হইলেই প্রথমতঃ ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা পদার্থটী বুঝিতে হয়। সুতরাং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাঘটত্বাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ঘটত্বগত যে অবচ্ছেদকতা ঐ অবচ্ছেদকতার নিরূপক। এইরূপ সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতা সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধগত যে অবচ্ছেদকতা ঐ অবচ্ছেদকতার নিরূপক।

অব্যাপ্যবৃত্তি—নিজের আশ্রয়ীভূত দেশে কিংবা কালে যে বস্তুর অভাব থাকে অর্থাৎ যে বস্তুটী নিজের আশ্রয়-দেশ কিংবা কালের সকল

(১) নব্যন্যায়ে যে যুক্তিতে অবচ্ছেদকতা নামক অখণ্ড একটী স্বরূপ পদার্থ স্বীকার করা হয় ঐরূপ যুক্তিতে অবচ্ছেদকিতা নামক অখণ্ড একটী স্বরূপ পদার্থও স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ—ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুর মত অবচ্ছেদকতার সুস্পষ্ট ভেদক ধর্ম্ম কিছু বলিতে পারা যায় না বলিয়াই উহাকে অখণ্ড একটী স্বরূপ পদার্থ বলা হয়। এইরূপ অবচ্ছেদক আছে যে বস্তুর ঐ বস্তু অবচ্ছেদকী, উহার ধর্ম্ম-অবচ্ছেদকিতা। উহার ও সুস্পষ্ট ভেদক-ধর্ম্ম কিছু বলা যায় না, সুতরাং অবচ্ছেদকিতা ও একটী অখণ্ড স্বরূপ পদার্থ ইহা স্বীকার করিতে হয়। অবচ্ছেদকতা অখণ্ড স্বরূপ পদার্থ না হইয়া যদি ব্যাবর্ত্তকতা অথবা পার্থক্য সম্পাদকতা প্রভৃতি পরম্পরা সম্বন্ধ হয়, তবে অবচ্ছেদকিতাও অবচ্ছেদকতার নিরূপকত্ব (নিরূপক হওয়া) স্বরূপ একটী পরম্পরা সম্বন্ধমাত্র ইহা বলা যাইতে পারে, উহাকে অখণ্ড স্বরূপ পদার্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই।

অংশ ব্যাপিয়া থাকেনা, উহাই অব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং নিজের আশ্রয়নিষ্ঠ যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাই বস্তুর অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বের লক্ষণ। কপিসংযোগ একটী অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ, প্রায়শঃ বৃক্ষাদির অগ্রভাগেই কপি থাকিতে দেখা যায়, কপির সংযোগ নিজের আশ্রয় বৃক্ষের সমুদয় অংশ ব্যাপিয়া থাকেনা, কপি যখন বৃক্ষাদির অগ্রভাগে থাকে তৎকালে বৃক্ষাদির মূলভাগে কপিসংযোগ থাকেনা, কপিসংযোগের অভাব থাকে; এবং কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিতা কপিসংযোগে থাকে। সুতরাং কপিসংযোগে স্বাশ্রয়নিষ্ঠ যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা স্বরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব স্বীকার্য্য। এইরূপ কালিক সম্বন্ধে ঘট একটী অব্যাপ্যবৃত্তি, ঘট বস্তুটী অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিয়া থাকেনা, কিংবা ইদানীং তদানীং প্রভৃতি খণ্ডকালে ও ভূতলাদি সমুদয় দেশাবচ্ছেদে থাকেনা, গৃহাদি কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশাবচ্ছেদেই কালে থাকে, সুতরাং বিভিন্ন দেশাবচ্ছেদে কালমাত্রেই ঘটের অভাব স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ঘটে কালিক সম্বন্ধে স্বাশ্রয়নিষ্ঠ যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা স্বরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব স্বীকার্য্য।

✓ অভাব—ভাবের অন্য অর্থাৎ যাহা ভাব বা সত্তাজাতীয় নহে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ গণনায় যাহা সপ্তম। যে সকল পদার্থ ভাব বা সত্তাজাতীয় উহারা প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত না হইয়াও জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, অভাব ঐরূপ নহে; অভাবস্বরূপে অভাব বুঝিতে হইলেই ঘট নাই, ঘট নহে, পট নহে, ইত্যাদি আকারে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগি-পদার্থ দ্বারা বিশেষিত করিয়াই বুঝিতে হয়, ঐ সকল অভাবের জ্ঞান ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগিজ্ঞান সাপেক্ষ। ঘট কি ইহা যে জানেনা সে বুঝিতে পারে না বা বলিতে পারে না এখানে ঘট নাই কিংবা ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি; সুতরাং নিয়মতঃ

নিজের প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়া অভাবের একটী অসাধারণ ধর্ম্ম। কেহ কেহ ইহাকেই অভাবের অভাবত্ব বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ—'সকল পদার্থই প্রমেয়' বলিলে প্রমেয়ত্বরূপে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। অভাব ও প্রমেয়, সুতরাং কদাচিৎ প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত না হইয়া প্রমেয়ত্বাদিরূপে অভাবের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। যদি বলা যায় নিয়মতঃ প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত হইয়া অভাবত্বরূপে জ্ঞানের বিষয় হওয়াই অভাবের অভাবত্ব, অভাব প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত না হইয়া প্রমেয়ত্বাদিরূপে জ্ঞানের বিষয় হইলেও ক্ষতি নাই। তাহা হইলে প্রথমতঃ অভাবের অভাবত্ব স্বরূপ একটী ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লওয়া হয়; এমতাবস্থায় পূর্ব্ব-সিদ্ধ অভাবত্ব পশ্চাৎ কল্প্য-নিয়মতঃ প্রতিযোগিদ্বারা বিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়া ধর্ম্মস্বরূপ ইহা বলা যায় না। কারণ—ঐরূপ বলিলে আত্মাশ্রয়াদি দোষ হয়, অভাবত্বের জ্ঞান সাপেক্ষ অভাবত্বের জ্ঞান স্বীকার করা হয়। সুতরাং অভাবত্ব একটী অখণ্ডোপাধি ইহা বলাই সঙ্গত। অভাব সত্তা জাতীয় না হইলেও জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া অস্তিত্ব-বিহীন, আকাশ-কুসুম নহে। অভাবের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ—ঘট নাই ইত্যাদি আকারের জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে। জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানগত আকারের সম্পাদক বা জ্ঞানের বিশেষক অর্থাৎ ব্যাবর্ত্তক; অভাব একান্ত তুচ্ছ অবস্তু হইলে উহা জ্ঞানের আকার সম্পাদন করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ অভাবের স্বতন্ত্ররূপ স্বীকার করেন না (১) অভাব ভাবান্তরের অর্থাৎ অধিকরণের স্বরূপ এইমাত্রই বলেন। কিন্তু ইহাও বিচার সঙ্গত বলিয়া

(১) ভাবান্তরমভাবোহি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।

মনে হয় না। কারণ—ভূতলে ঘট নাই, বলিলে ঘটাভাব ভূতলে আশ্রিত এবং ভূতল ঘটাভাবের আশ্রয় এইরূপই জ্ঞান হয়। যদি ঐ অভাবটী ভূতলের স্বরূপ হয় তাহা হইলে ঐরূপ আশ্রয় আশ্রিত ভাবের উপপত্তি হইতে পারে না। নিজেতে নিজে আশ্রিত এবং নিজেই নিজের আশ্রয় ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ। নব্যনৈয়ায়িকগণ এতৎ সম্বন্ধে বহুবিচার করিয়া গিয়াছেন, এখানে ঐ সকলের সম্যক্ আলোচনা করা অসম্ভব। বিষয়টী বড়ই জটিল নব্যনৈয়ায়িকগণ কখনও অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়াছেন, কখনও বা অতিরিক্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। সুধীগণ নব্যন্যায় শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

অভিধা—মীমাংসক বিশেষের মতসিদ্ধ বিধি-প্রত্যয় সমবেত শক্তি বিশেষ। বৈদিক বিধিবাক্য স্থলে অভিধা শক্তিই পুরুষকে বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। 'স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজেত' এই একটী বিধিবাক্য, এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণ করিয়া সমর্থ পুরুষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু ঐরূপস্থলে আজ্ঞা অনুজ্ঞা প্রভৃতি করিয়া প্রবৃত্ত করাইবার কেহ নাই। সুতরাং ঐরূপ স্থলে 'যজেত' (যজ+ঈত) ইহার 'ঈত' এই বিধি প্রত্যয়ই স্বীয় শক্তিদ্বারা সমর্থ-পুরুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। বিধি-প্রত্যয়ের এই শক্তি বিশেষই অভিধা শক্তি। নৈয়ায়িকগণ বিধি-প্রত্যয়ের ঐরূপ একটী শক্তি স্বীকার করেন না। কুসুমাঞ্জলি সৌরভের পঞ্চম স্তবকে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিচারে এতৎ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

অসদ্ধেতু—হেত্বাভাস, দুষ্টহেতু। যে অনুমাপক হেতুটী ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্ম্মতা উভয়ের কিংবা একতরের অভাব বিশিষ্ট। 'পর্ব্বত-বহ্নিমান্, গগণহেতু' এইস্থলে হেতু-গগণ বহ্নির ব্যাপ্তি এবং পক্ষ-

পর্ব্বতের ধর্ম্মতা (পর্ব্বত-বৃত্তিতা) এই উভয়হীন। কারণ—গগন কোনও স্থানে থাকেনা বলিয়া গগণে বহ্নির ব্যাপ্তি নাই এবং পক্ষ-পর্ব্বতের ধর্ম্মতা (পর্ব্বত-বৃত্তিতা) নাই। 'ধূমবান্, বহ্নিহেতু "বহ্নিতে পর্ব্বতের ধর্ম্মতা বা পর্ব্বত-বৃত্তিতা থাকিলেও অর্থাৎ বহ্নি পর্ব্বতে থাকিলেও এইস্থলে হেতু-বহ্নি ধূমের ব্যাপ্তিহীন। কারণ—যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে তাহার সর্ব্বত্র ধূম থাকেনা, তপ্তলৌহাদিতে ধূম থাকেনা, বহ্নি থাকিতে দেখা যায়। 'হ্রদ, বাহ্নমান, ধূম হেতু' ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিলেও এইস্থলে ধূম পক্ষ-হ্রদে থাকেনা বলিয়া পক্ষধর্ম্মতা হীন। সুতরাং ঐ ঐ স্থলে ঐ ঐ হেতু অসদ্ধেতু।

অসাধারণ ইহা একপ্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস। সাধ্যযুক্ত স্থানে এবং সাধ্যাভাব যুক্তস্থানে অর্থাৎ যে কোনও স্থানে হেতুর অনবস্থিতিই (না থাকাই) অসাধারণ্যের লক্ষণ। পরমমহৎপরিমাণ বিশিষ্ট বস্তু কোনও স্থানেই অবস্থিত নহে বা থাকেনা, গগণ পরম-মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট, সুতরাং গগণ কোনও স্থানেই অবস্থিত হয় না। এমত অবস্থায় 'পর্ব্বত, বহ্নিমান, গগণ হেতু, এইস্থলে গগণ একটী অসাধারণ হেত্বাভাস। যেহেতু সাধ্য বহ্নিযুক্ত স্থানে এবং সাধ্য-বহ্নির অভাবযুক্ত স্থানে গগণের অবস্থিতি সম্ভবপর নয়। গগণে ঐরূপ অসাধারণ্যের জ্ঞান অর্থাৎ গগণ সাধ্য-বহ্নিযুক্ত স্থানে এবং সাধ্য-বহ্নির অভাবযুক্ত স্থানে অবস্থিত হয় না, এরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। এরূপ জ্ঞান হইলে গগণে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে গগণ থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হইতে পারেনা, সুতরাং ঐস্থলে গগণ হেতুটী ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস (দুষ্টহেতু)।

অসমবায়িকারণ—যেবস্তু যে কার্য্যের সমবায়িকারণে সমবায় কিংবা

স্বাশ্রয়সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া ঐ কার্য্যের কারণ হয়, ঐ বস্তুই ঐ কার্য্যের অসমবায়িকারণ। সমবায় কিংবা স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যের অধিকরণে অবস্থিত হইয়া কার্য্যের কারণত্ব বা কারণ হওয়াই অসমবায়িকারণের লক্ষণ। এই লক্ষণে "জ্ঞানাদি ভিন্ন হইয়া" এইরূপ একটী বিশেষণ দিতে হইবে (১)। ঘট একটী কার্য্য, কপালদ্বয় ঘটের সমবায়িকারণ, দুইটী কপাল সংযুক্ত হইলেই ঘট হইয়া থাকে; সুতরাং কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ঘটের কারণ। কপালদ্বয়ের সংযোগ কপালদ্বয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের সমবায়িকারণ-কপালে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া ঘট স্বরূপ কার্য্যের কারণ হয় বলিয়া ঘটের অসমবায়িকারণ। এইরূপ কপালের রূপ ঘটের রূপের কারণ; কারণ—কপাল যে রংএর ঘট ও ঐ রংএরই হইয়া থাকে। কপালের রূপের আশ্রয় কপাল, কপালে ঘট সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং কপালেররূপ স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে ঘটে থাকে; ঘট, ঘটের রূপের সমবায়িকারণ। এমত অবস্থায় ঘটেররূপের সমবায়িকারণ-ঘটে স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া কারণ হয় বলিয়া কপালেররূপ ঘটের রূপের অসমবায়িকারণ; এইরূপ সর্ব্বত্র অসমবায়িকারণ প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

অতিব্যাপ্তি—অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রাপ্তি। যে সকল বস্তু বুঝাইবার

---

(১) ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান ইচ্ছার কারণ, অর্থাৎ কোনও বস্তুকে ইষ্টের সাধন বা উপকারী বলিয়া বুঝিলে ঐ বস্তু বিষয়ক ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইচ্ছার সমবায়িকারণ-আত্মা; আত্মাতে ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়াই ইচ্ছার কারণ হয়, কিন্তু ইষ্টসাধনতা জ্ঞানকে ইচ্ছার অসমবায়ি কারণ বলা যায় না, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ইচ্ছার নিমিত্ত কারণ। এইরূপ আরও বহুস্থানে নিমিত্ত কারণে অসমবায়িকারণের লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং অসমবায়িকারণের লক্ষণে জ্ঞানাদি ভিন্ন একটী বিশেষণ দিতে হয়। নব্য-ন্যায়ের মুক্তাবলি প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সকল বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কিংবা বুঝিবার নিমিত্ত লক্ষণটী করা হয়, যদি ঐ সকল বস্তু ভিন্ন বস্তুতে ঐ লক্ষণটীর প্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলেই লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তিদোষ হয়।

অসিদ্ধ—অসিদ্ধিদোষ বিশিষ্ট হেতু, অলীক, তুচ্ছ।

অসিদ্ধি—এক প্রকার হেত্বাভাস (হেতুরদোষ)। উহা পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি, সাধ্যাসিদ্ধি বা সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, হেত্বসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ভেদে পাঁচ প্রকার। উহাদের লক্ষণ যথাস্থানে বলা হইবে। ঐ সকল দোষের অন্যতমত্বই অর্থাৎ যেকোনওটীর স্বরূপ হওয়াই অসিদ্ধি দোষের লক্ষণ। কেহ কেহ সাধ্যাসিদ্ধি এবং হেত্বসিদ্ধি পৃথক্‌রূপে না বলিয়া ঐ দুইটীকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিই বলিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদের মতে অসিদ্ধি তিন প্রকার। উৎপত্তির অভাব, নিশ্চয়ের অভাব প্রভৃতি অর্থেও শাস্ত্রে "অসিদ্ধি" শব্দের ব্যবহার আছে।

অস্তিত্ব—বিদ্যমানতা বা থাকা। আধেয় বস্তু সকল কালে কিংবা দেশেই থাকে সুতরাং বিদ্যমানতা বা থাকা কালিক এবং দৈশিক ভেদে দুই প্রকার। "এখন ঘট আছে" "তৎকালে ছিল বা হইবে" ইত্যাদি আকারের জ্ঞান যে বিদ্যমানতা (অস্তিত্ব)কে বিষয় করিয়া হয় উহা কালিক। আর 'ভূতলে ঘট আছে" বা "ভূতল ঘটবৎ" ইত্যাদি আকারের জ্ঞান যে বিদ্যমানতাকে বিষয় করিয়া হয় উহা দৈশিক। আধেয়তা, বৃত্তিতা প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও অস্তিত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূতলে ঘটোঽস্তি, ইদানীং ঘটোঽস্তি বলিলে যে অস্তিত্বের জ্ঞান হয় উহা ভূতলে কিংবা এতৎকালে ঘটের আধেয়তা বা বৃত্তিতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কদাচিৎ সত্তা জাতি অর্থে ও "অস্তি" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। গগণ পরমমহৎপরিমাণযুক্ত পদার্থ। পরমমহৎপরিমাণযুক্ত পদার্থ কোনওকালে কিংবা দেশে থাকে ইহা বলা যায় না, "গগণমস্তি" ("গগণ আছে") এই পর্য্যন্তই বলা হইয়া থাকে, সত্তা জাতিকে বিষয়

করিয়াই ঐরূপ বলা সম্ভবপর; সুতরাং সত্তা জাতিও "অস্তি" শব্দের একটী অর্থ অর্থাৎ অস্তিত্ব।

আ।

আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা, শব্দবোধের কারণ বিশেষ অর্থাৎ যে পদের সাহায্য ব্যতীত যে পদের দ্বারা শাব্দবোধ সম্ভবপর হয় না, ঐপদে ঐপদের সাহায্য ব্যতীত যে অননুভাবকতা (অনুভব-জনকতার অভাব) উহাকেও আকাঙ্ক্ষা বলা হয়। উহা শাব্দবোধের একটী কারণ; কেবল "দ্বারং" কিংবা "পিধেহি" এইমাত্র বলিলে শ্রোতার শাব্দবোধ হয় না "দরজা বন্ধ কর"; "দ্বারং পিধেহি" বলিলেই ঐরূপ বিশিষ্ট একটী জ্ঞান হয়। সুতরাং "পিধেহি" পদের সাহায্য ব্যতীত "দ্বারং" এইপদে এবং "দ্বারং" পদের সাহায্য ব্যতীত "পিধেহি" পদে অননুভাবকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। উহাই "দ্বারং পিধেহি" এই বাক্যস্থলে আকাঙ্ক্ষা।

আত্মাশ্রয়—কোনও পদার্থের জ্ঞানে কিংবা উৎপত্তিতে যদি সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা ঐ পদার্থের জ্ঞানের কিংবা উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তবে আত্মাশ্রয় হয়; ইহা একপ্রকার দোষ। স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানকত্ব কিংবা স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব আত্মাশ্রয়ের লক্ষণ। ঘটেরজ্ঞানে যদি ঘটের জ্ঞানেরই অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তবে ঘট বস্তুটীকে স্বজ্ঞানাপেক্ষ-জ্ঞানক বলিতে হয়; সুতরাং ঘটে স্বজ্ঞানাপেক্ষ-জ্ঞানকত্ব স্বরূপ আত্মাশ্রয়দোষ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ ঘট বুঝিয়া পরে ঘট বুঝিতে হয় এইরূপ স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ঘটের জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ ঘটের উৎপত্তিতে যদি ঘটের উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় তবে ঘট বস্তুটীকে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিক বলিতে হয়; সুতরাং ঘটে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব স্বরূপ আত্মাশ্রয়দোষ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ ঘট হইলেই ঘট হয় এইরূপ স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ঘটের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না।

আপত্তি—তর্ক। তর্ক শব্দ দ্রষ্টব্য।

আপ্ত—ভ্রম, প্রমাদ এবং ধনাদির লোভশূন্য পুরুষ, অথবা বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ অর্থাৎ যিনি যথার্থ বুঝিয়া বাক্য বলেন।

আহার্য্যজ্ঞান—কোনওস্থানে কোনও বস্তু নাই বলিয়া জ্ঞান থাকাকালে ঐস্থানে ঐ বস্তুর জ্ঞান। হ্রদে বহ্নি নাই জ্ঞান থাকাকালে "হ্রদ, বহ্নিমান্" এইরূপ জ্ঞান একটী আহার্য্যজ্ঞান।

আশ্রয়াসিদ্ধি—পক্ষাসিদ্ধিশব্দ দ্রষ্টব্য।

আসত্তি—শাব্দবোধের একটী কারণ। অর্থাৎ পদ সকলের অব্যবধানে উচ্চারণ। "রামংপশ্য" এই বাক্যস্থলে "রামং" পদের অব্যবহিত পরে "পশ্য" পদের উচ্চারণ। মনেকর "রামং" এইকথাটী বলিয়া বক্তা কার্য্যান্তরে আসক্ত হইয়া পড়িল, দুই, চার দণ্ড পরে বক্তা বলিয়া উঠিল "পশ্য" তাহাতে কিন্তু শ্রোতা বুঝিতে পারে না বক্তা রামকে দেখিতে বলিয়াছে, সুতরাং পদসকলের অব্যবধানে উচ্চারণ শাব্দবোধের কারণ।

আরোপ—একপ্রকার আহার্য্যজ্ঞান। "এই ভূতলে যদি ঘটবস্তুটী থাকিত তবে ঘটবিশিষ্ট রূপেই ভূতলের প্রত্যক্ষাদি হইত, "হ্রদ যদি ধূমবান হয় তবে বহ্নিমান্ হউক" ইত্যাদিরূপ জ্ঞান।

(ই)

ইষ্ট-সাধনতা—বাঞ্ছিত বিষয়ের সম্পাদকতা অর্থাৎ উপকারকত্ব।

(উ)

উদ্দেশ্যতা—ইচ্ছার বিশেষ্যতা, উদ্দেশ্যতাখ্য বিষয়তা বিশেষ। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতির এইরূপ এক একটী বিষয়তা স্বীকার করিতে হয়। ঐরূপ বিষয়তা প্রায়শঃ বিশেষ্যেই থাকে। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ জ্ঞান স্থলে পর্ব্বত ঐ জ্ঞানের বিশেষ্য, উদ্দেশ্যতাখ্য বিষয়তা পর্ব্বতেই স্বীকার করিতে হয়।

উপমান—উপমিতির করণ, এক বস্তুতে অপর বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান। গবয় বস্তুতে গরুর সাদৃশ্য জ্ঞান অর্থাৎ "ইহা গোসদৃশ" এইরূপ জ্ঞান একটা উপমান প্রমাণ।

উপমিতি—উপমান-প্রমাণজন্য অর্থাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানজন্য পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধ (শক্তি) জ্ঞান। উপমান-প্রমাণজন্য পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হইবার প্রণালী একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—কোনও সময়ে কোনও নাগরিক ব্যক্তি অরণ্যচারীর নিকটে শুনিয়াছিল গবয় (নালগাই) গোসদৃশ। সময়ান্তরে ঘটনাবশতঃ গবয়পশু ঐ নাগরিক ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে "ইহা গোসদৃশ" এরূপ জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক; কারণ—গবয় দেখিতে গরুর মত। ঐরূপ জ্ঞান হইলে অরণ্যচারীর নিকট পূর্ব্বশ্রুত "গবয় গোসদৃশ" এই বাক্যার্থের স্মরণ হইয়া 'ইহা গবয় পদশক্য" অথবা "গবয় গবয়-পদ শক্য" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। উহাই উপমিতি। উপমিতি সম্বন্ধে অনেকরূপ মত আছে, কুসুমাঞ্জলি সৌরভের তৃতীয় স্তবকে এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।

উদাহরণ—দৃষ্টান্ত, ন্যায়বাক্যের তৃতীয় অবয়ব। ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত যেসকল বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত সহকারে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি বুঝাইয়া দিতে হয় ঐসকল বাক্যই উদাহরণ। উদাহরণ অন্বয়ী এবং ব্যতিরেকী ভেদে দুইপ্রকার। হেতু যুক্ততা প্রযুক্ত সাধ্য যুক্ততার বোধক বাক্য সহকারে অর্থাৎ "যেখানে যেখানে হেতু থাকে সেখানে সেখানে সাধ্যথাকে" কিংবা "যে যে হেতুমান্ সেসে সাধ্যবান্" ইত্যাদি বাক্য সহকারে দৃষ্টান্ত বাক্য অন্বয়ি-উদাহরণ। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূম হেতুঃ, ইত্যাদি ন্যায়বাক্যস্থলে "যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নিথাকে, যেমন-মহানস" কিংবা "যে যে ধূমবান্ সে সে বহ্নিমান্ যেমন-মহানস" ইত্যাদি বাক্য অন্বয়ি-উদাহারণ। সাধ্যাভাব যুক্ততা প্রযুক্ত

হেত্বভাব যুক্ততার বোধক বাক্য সহকারে দৃষ্টান্ত বাক্য ব্যতিরেকি-উদাহরণ। ঐস্থলে "যেখানে যেখানে বহ্নি থাকেনা (বহ্নির অভাব থাকে) সেখানে সেখানে ধূম থাকেনা (ধূমের অভাব থাকে) যেমন-জলাশয়" কিংবা যে যে বহ্নিমান্ নয় সে সে ধূমবান্ নয় যেমন-জলাশয়" ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকি-উদাহরণ। অন্বয়ি-উদাহরণ বাক্যের দ্বারা হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাক্যের দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া থাকে। ঐস্থলে অন্বয়ি-উদাহরণ বাক্যের দ্বারা ধূমে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি বা নিয়ত সাহার্য্যের জ্ঞান হইয়াথাকে এবং ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাক্যের দ্বারা ধূমে বহ্নির ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান বা বহ্ন্যভাব প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগি-ধূম" ইত্যাদি আকার জ্ঞান হইয়া থাকে।

উপনয় –অলৌকিক-প্রত্যক্ষের কারণীভূত সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ কোনও বস্তুতে লৌকিক প্রত্যক্ষের উপযুক্ত সন্নিকর্ষ সম্ভবপর না হইলেও ঐ বস্তুর যে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুটী ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ অপর কোনও বস্তুর বিশেষণ রূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, বস্তুর ঐ জ্ঞানই উপনয় সন্নিকর্ষ; এইরূপ সন্নিকর্ষকে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষও বলা হয়। মন্দান্ধকারে পথিমধ্যে লম্বমান রজ্জুটীতে হঠাৎ চক্ষুঃ সংযোগ হইলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। ঐস্থলে সর্পত্ব স্বরূপ বিশেষণে লৌকিক-চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের উপযুক্ত সন্নিকর্ষ সম্ভবপর না হইলেও সর্পত্ব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ-রজ্জুর বিশেষণ রূপেই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে; সুতরাং মন্দান্ধকারে লম্বমান রজ্জুটীতে হঠাৎ চক্ষু সংযোগ হইলে সর্পত্বের স্মরণ হইয়াই রজ্জুটীকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ঐরূপ স্থলে সর্পত্বের স্মরণাত্মক জ্ঞান একটী উপনয় সন্নিকর্ষ। ন্যায়বাক্যের চতুর্থ অবয়ব বা অংশ; অর্থাৎ উদাহরণানুসারী "তথা" কিংবা "নতথা" শব্দযুক্ত (অন্বয়ি-উদাহরণ

বাক্যের পরে "তথা" শব্দযুক্ত এবং ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাক্যের পরে "নতথা" শব্দ যুক্ত) উপসংহার বাক্য। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এইরূপ ন্যায়বাক্যস্থলে "যে যে ধূমবান্ সে সে বহ্নিমান্ যেমন-মহানস" ইত্যাদিরূপ অন্বয়ি-উদাহরণ বাক্যের পরে "এই পর্ব্বত তথা" এইরূপ বাক্য এবং "যে যে বহ্নিমান্ নয় সে সে ধূমবান্ নয় যেমন-জলাশয়" এইরূপ ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাক্যের পরে "এই পর্ব্বত নতথা" (সেইরূপ নহে এইরূপ বাক্য।

উপাদান—বৈদান্তিক প্রভৃতির মত-সিদ্ধ একপ্রকার কারণ। ফলকথা যে কার্য্যে যেকারণের তাদাত্ম্য বা অভেদ থাকে ঐ কার্য্যের ঐ কারণই উপাদান কারণ; ঘটে মৃত্তিকার তাদাত্ম্য আছে সুতরাং মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। ন্যায়মতে উপাদান কারণ বলিয়া কারণের কোনওরূপ বিভাগ নাই, মৃত্তিকা ঘটের নিমিত্ত কারণ, তবে ন্যায় শাস্ত্রে সমবায়ি-কারণ অর্থে কদাচিৎ "উপাদান" শব্দের ব্যবহার দেখাযায়।

উপাধি—নাম, সমীপস্থ বস্তুতে যেবস্তুর স্বরূপ প্রতি ফলিত হয় ঐ বস্তুকেও উপাধি বলা হয়, মুখ দর্পনের উপাধি। এবং যে বস্তু সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক তাহাকেও উপাধি বলা হয়। ব্যভিচারী স্থল মাত্রেই এইরূপ উপাধি থাকে। পর্ব্বত, ধূমবান্, বহ্নিহেতু" এই একটী ব্যভিচারী স্থল। এই স্থলে সাধ্য-ধূম এবং হেতু-বহ্নি; আদ্রেন্ধন (ভিজা কাষ্ঠ প্রভৃতি) সাধ্য-ধূমের ব্যাপক, কারণ-যেখানে যেখানে ধূম থাকে তাহার সর্ব্বত্র আদ্রেন্ধন ও থাকে এবং হেতু-বহ্নির অব্যাপক, কারণ-যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে তাহার সর্ব্বত্র আদ্রেন্ধন থাকে না, তপ্তলৌহে বহ্নি থাকে আদ্রেন্ধন থাকে না; সুতরাং ঐস্থলে আদ্রেন্ধন একটী উপাধি।

(এ)

একার্থ সমবায়—সমবায় সম্বন্ধে কোনও বস্তুর আশ্রয় নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব (থাকা) ঐবস্তুর একার্থ সমবায়, ইহা একটী পরম্পরা সম্বন্ধ। সত্তা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মে থাকে ; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায়সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয় ; দ্রব্যত্ব-জাতি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, দ্রব্যত্ব জাতিতে দ্রব্য নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব আছে, সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয় নিরূপিত সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বা একার্থ সমবায় দ্রব্যত্ব জাতিতে আছে। এমত অবস্থায় সত্তা দ্রব্যত্বে একার্থ সমবায় স্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি জাতি, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতি পদার্থেও সত্তা একার্থ সমবায়সম্বন্ধে থাকে। সমবায় বস্তুতে স্বরূপ সম্বন্ধে বৃত্তি হইলেও স্বরূপ সম্বন্ধটী সমবায়েরই স্বরূপ, সুতরাং সমবায় স্বাত্মক স্বরূপ সম্বন্ধে বস্তুতে বৃত্তি হয় বলিয়া সমবায়েও সত্তার একার্থ সমবায় স্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

(ক)

করণ—অসাধারণ কারণ অথবা ব্যাপার যুক্ত কারণ। মত ভেদে এইরূপ দ্বিবিধ অর্থেই "করণ" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে কারণের দ্বারা অবিলম্বে বিশেষরূপে কার্য্য হইয়া থাকে ঐরূপ কারণই কার্য্যের অসাধারণ কারণ বা করণ। বিশেষ প্রতি বন্ধক না থাকিলে আলোক, উদ্ভূতরূপ, বিশেষণ জ্ঞান প্রভৃতির সদ্ভাব স্থলে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে চক্ষুঃসংযোগ হইলে ঐ সংযোগের দ্বারা চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষত্বরূপে ঘট, পট প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সুতরাং এইমতে চক্ষুঃ সংযোগই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের করণ। আর যে কারণ কার্য্য এবং নিজের মধ্যবর্ত্তী কোনও

রূপ ব্যাপার জন্মাইয়া বিশেষ রূপে কার্য্যের জনক হয় ঐরূপ কারণই ব্যাপার যুক্ত কারন বলিয়া মতভেদে করণ। চক্ষুঃ ব্যতীত চক্ষুঃসংযোগ সম্ভব পর নয়, চক্ষুঃ দ্বারাই চক্ষুঃসংযোগ হইয়া থাকে, বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে আলোক, উদ্ভূতরূপ প্রভৃতির সদ্ভাব স্থলে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে চক্ষুঃসংযোগ স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়াই চক্ষুঃ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষত্বরূপে ঘট, পট প্রভৃতির প্রত্যক্ষের অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে, সুতরাং এই মতে চক্ষুঃ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের করণ। এইরূপ ছেদন কার্য্যে কাষ্ঠাদি ছেদ্য পদার্থে কুঠারাদির সংযোগ কিংবা কুঠারাদিই মতভেদে করণ। সর্ব্বত্র ঐরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

করণতা—করণের অসাধারণ ধর্ম্ম। ইহা মতভেদে অসাধারণকারণত্ব অথবা ব্যাপারযুক্ত কারণত্ব। বিষয়ে চক্ষুঃ-সংযোগাদি ব্যতীত চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষুঃ-সংযোগাদিতে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের অসাধারণকারণত্ব আছে, উহাই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের করণতা, অথবা চক্ষুঃ বিষয়ে চক্ষুঃ-সংযোগ-স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের কারণ হয় বলিয়া চক্ষুতে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের ব্যাপারযুক্ত কারণতা আছে, উহাই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের করণতা। এই শেষোক্ত অর্থেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলে প্রত্যক্ষের করণতা এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া অনুমিতির কারণ হয় বলিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানেই অনুমিতির করণতা স্বীকার করা হয়। এইরূপ ছেদনাদি কার্য্যে কুঠারাদির করণতা উহ্য করিয়া বুঝিতে হইবে। বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ ব্যতীত অবিলম্বে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং প্রথমোক্ত অর্থে বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদিতে প্রত্যক্ষের করণতা এবং পরামর্শে অনুমিতির করণতা স্বীকার করা হয়। এইরূপ ছেদনাদি কার্য্যের করণতা কুঠারাদির সংযোগাদিতেই স্বীকার্য্য এই সকল প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিয়া লইতে হইবে।

কারণ—জনক, হেতু, সাধন প্রভৃতি শব্দ কারণের বোধক। অন্যথা-সিদ্ধিযুক্ত না হইয়া কার্য্যের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত বস্তুই কারণ; ফলকথা অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত না হইয়া কার্য্যে যে সকল বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকে ঐ সকল বস্তু, অর্থাৎ কার্য্যে যে সকল বস্তুর স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকে ঐ সকল বস্তুই কারণ। মৃত্তিকা পার্থিব-ঘটস্বরূপ কার্য্যের অন্যথাসিদ্ধিযুক্ত নয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্যপ্রকারে পার্থিব-ঘটের সিদ্ধি (উৎপত্তি) সম্ভবপর নয় এবং পার্থিব ঘটের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে পার্থিবঘটের অধিকরণ-চক্রে নিয়ত অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সময়ে চক্রে মৃত্তিকার অভাব থাকে না, সুতরাং মৃত্তিকা পার্থিব-ঘটের কারণ, অর্থাৎ পার্থিব ঘটে মৃত্তিকার স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে, সুতরাং মৃত্তিকা পার্থিব-ঘটের কারণ। কারণ দ্বিবিধ, ফলোপহিত কারণ এবং স্বরূপযোগ্য কারণ। অন্যথাসিদ্ধিযুক্ত না হইয়া যে কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে বস্তু অর্থাৎ যে বস্তুদ্বারা যে কার্য্যটী হয় ঐ বস্তুই ঐ কার্য্যের ফলোপহিত কারণ। যে পার্থিব ঘটটীর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঐ ঘটের অধিকরণ-চক্রে যে মৃৎপিণ্ড নিয়ত অবস্থিত (যে মৃৎপিণ্ডের অভাব থাকে না) ফলকথা যে মৃৎপিণ্ডের দ্বারা যে ঘটটী হয় ঐ মৃৎপিণ্ডই ঐ ঘটের ফলোপহিত কারণ। যে বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট বস্তুদ্বারা যে বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট কার্য্য হয় ঐ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট বস্তুমাত্রই ঐ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট কার্য্যের স্বরূপযোগ্য কারণ, ফলকথা ফলোপহিত কারণের সজাতীয় মাত্রই স্বরূপযোগ্য কারণ (১)।

---

(১) যে জাতীয় কার্য্যে যে জাতীয় বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকে এবং যদি ঐ জাতীয় বস্তু ঐ জাতীয় কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধি যুক্ত না হয় তাহা হইলে ঐ জাতীয় বস্তু ঐ জাতীয় কার্য্যের স্বরূপযোগ্য কারণ, ইহাও।। যাইতে পারে। মৃত্তিকার অন্বয়

মৃত্তিকাস্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট বস্তু দ্বারাই পার্থিব ঘটস্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্টকার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার সজাতীয় মাত্রই পার্থিব ঘটের স্বরূপযোগ্য কারণ। যে মৃত্তিকাদ্বারা কদাচ ঘট জন্মে নাই ঐ মৃত্তিকাও (মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকা অথবা যে মৃত্তিকা ঘট না জন্মাইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ঐ মৃত্তিকাও) পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার স্বরূপ বা সজাতীয় (মৃত্তিকাত্ব স্বরূপ এক জাতীয়) বলিয়া পার্থিব ঘটের স্বরূপযোগ্য কারণ। ফলকথা কোনও বস্তুদ্বারা কোনও বিশেষকার্য্য না হইলেও ঐ জাতীয় কার্য্যের উৎপাদক কারণের স্বরূপ বা একজাতীয় বলিয়া ঐ বস্তু দ্বারাও ঐ জাতীয় কার্য্য হইতে পারে বা হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ বস্তুকে ঐ কার্য্যের স্বরূপযোগ্য কারণ বলা হয়। মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকাদ্বারা ঘট প্রস্তুত না হইলেও ঐ মৃত্তিকার সজাতীয় বস্তুদ্বারা ঘট হইতে পারে বা হইয়া থাকে, ঐ মৃত্তিকাও পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার স্বরূপ বা সজাতীয় সুতরাং মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকাও পার্থিব ঘট জাতীয় কার্য্যের স্বরূপযোগ্য কারণ। তন্তু, বেমা প্রভৃতির সজাতীয় বস্তুদ্বারা পার্থিব ঘট হয় না, ঐ সকল বস্তু পার্থিব ঘটের উৎপাদক-দণ্ড, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি কোনও বস্তুরই স্বরূপ বা সজাতীয় নয় বলিয়া ঐ সকল জাতীয় বস্তুদ্বারা পার্থিব ঘট হইতে পারে বা হইয়া থাকে ইত্যাদিরূপ সম্ভাবনা ও করা যায় না, সুতরাং উহারা পার্থিব ঘটের স্বরূপযোগ্য কারণ ও নয়। কারণের লক্ষণে অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত না হইয়া বিশেষণটী কেন দিতে হয় তাহা "কারণতা" শব্দে দ্রষ্টব্য।

(মৃত্তিকার সত্তা বা অস্তিত্ববশতঃ পার্থিব ঘটের সত্তা বা অস্তিত্ব) এবং মৃত্তিকার ব্যতিরেক (মৃত্তিকার অসত্তা বা অভাব বশতঃ পার্থিব ঘটের অসত্তা বা অভাব) পার্থিবঘটস্বরূপ কার্য্যে আছে, মৃত্তিকা পার্থিবঘটস্বরূপ কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত নয়, সুতরাং মৃত্তিকার সজাতীয় মাত্রই পার্থিব ঘটস্বরূপ কার্য্যের স্বরূপযোগ্য কারণ।

কারণতা—কারণের অসাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ। অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত না হইয়া কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিতি বা অভাব না থাকাই কারণের লক্ষণ বা কারণতা। মৃত্তিকা পার্থিব ঘটস্বরূপ কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধি যুক্ত নয় অর্থাৎ মৃত্তিকা স্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্যপ্রকারে পার্থিব ঘটের সিদ্ধি বা উৎপত্তি সম্ভবপর নয়; পার্থিব ঘটস্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে পার্থিব ঘটের অধিকরণ-চক্রে মৃত্তিকার নিয়ত অবস্থিতি বা অভাব না থাকাই পার্থিব ঘটের মৃত্তিকা-স্বরূপ কারণের লক্ষণ বা কারণতা। কারণতা দ্বিবিধ, ফলোপহিত কারণতা এবং স্বরূপযোগ্যতাত্মক কারণতা। যে কারণের দ্বারা যে কার্য্যটী হয় ঐ কারণে ঐ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা ফলোপহিত কারণতা। যে মৃত্তিকা দ্বারা যে পার্থিব ঘটটী হয় ঐ মৃত্তিকাতে ঐ পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই ঐ পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্য্যের ফলোপহিত কারণতা। এবং ফলোপহিত কারণের সজাতীয়তা বা সাধর্ম্ম্যই স্বরূপযোগ্যতাত্মক কারণতা। মৃত্তিকার সজাতীয়তা বা সাধর্ম্ম্য-মৃত্তিকাত্ব স্বরূপ জাতিযুক্ততাই পার্থিব ঘটস্বরূপ কার্য্য জাতীয়ের স্বরূপযোগ্যতা কারণতা। যে মৃত্তিকা দ্বারা কদাচ পার্থিব ঘটের উৎপত্তি হয় নাই হইবেও না (যেমন—মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকা) ঐ মৃত্তিকা ও পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার সজাতীয় বলিয়া অর্থাৎ পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার যে বিশেষ জাতি-মৃত্তিকাত্ব তদ্‌যুক্ত বলিয়া, ফলকথা পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার সমানধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ঐ মৃত্তিকাতেও পার্থিব ঘটের স্বরূপযোগ্যতা কারণতা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকার সজাতীয় পদার্থের দ্বারা পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব মাত্র কারণের লক্ষণ (কারণতা) নহে, এবং কোনও কার্য্যে কোনও পদার্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকিলেই উহা কার্য্যের কারণ হইবে ইহাও নহে। মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট পদার্থ সমূহ পার্থিব ঘটের কারণ, ঐ সকল পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব এবং পার্থিব ঘটে ঐ সকল বিশেষ জাতীয় পদার্থের বিশেষতঃ অন্বয় এবং ব্যতিরেক (মৃত্তিকার সত্তা বা অস্তিত্ব বশতঃ পার্থিব ঘটের সত্তা বা অস্তিত্ব এবং মৃত্তিকার অসত্তা বা অভাব বশতঃ পার্থিব ঘটের অসত্তা বা অভাব ইত্যাদিরূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক) অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ সকল সামান্যতঃ দ্রব্য পদার্থ অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-জাতি যুক্ত। সুতরাং সামান্যতঃ দ্রব্যে (দ্রব্যত্ব রূপে দ্রব্যে) পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব এবং পার্থিব ঘটে সামান্যতঃ দ্রব্যের অন্বয় এবং ব্যতিরেক (দ্রব্যের সত্তা বা অস্তিত্ববশতঃ পার্থিব ঘটের সত্তা এবং দ্রব্যের অসত্তা বা অভাব বশতঃ পার্থিব ঘটের অসত্তা বা অভাব এইরূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক) ও অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং সামান্যতঃ দ্রব্যে পার্থিব ঘটের কারণতা (স্বরূপ যোগ্যতা) স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ পটের উৎপাদক-তন্তু, বেমা প্রভৃতি দ্রব্যে পার্থিব ঘটের উৎপাদক কারণের সাজাত্য বা সমান ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ফলতঃ তন্তু, বেমা প্রভৃতির সজাতীয় বস্তু দ্বারাও কদাচিৎ পার্থিব ঘটের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। যে জাতীয় বস্তু দ্বারা যে জাতীয় কার্য্য কদাচ সম্ভব পর নয় ঐ জাতীয় বস্তুকে ঐ জাতীয় কার্য্যের কারণ বলা উন্মত্তের প্রলাপ মধ্যেই গণ্য। সুতরাং কারণের লক্ষণে "অন্যথাসিদ্ধিযুক্ত না হইয়া" বিশেষণটী অবশ্যই দিতে হয়। তাহা হইলে 'পার্থিব ঘটের অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত বলিয়া সামান্যতঃ দ্রব্যে (দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্য মাত্রে) পার্থিব ঘটের কারণের লক্ষণ (কারণতা) থাকিতে পারে না বা নাই, সামান্যতঃ দ্রব্য

পার্থিব ঘটের কারণ নয়। তাৎপর্য্য—মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকাতেই পার্থিব ঘটে সামান্যতঃ দ্রব্যের অন্বয় এবং ব্যতিরেক কল্পনার বিষয় হয়, পার্থিব ঘটে সামান্যতঃ দ্রব্যের অন্বয় এবং ব্যতিরেক মৃত্তিকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেকের অধীন, উহা স্বতন্ত্র বা স্বপ্রধান অন্বয় এবং ব্যতিরেক নহে। এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব থাকাতেই সামান্যতঃ দ্রব্যে (দ্রব্যত্ব রূপে দ্রব্যে) পার্থিব ঘটের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সামান্যতঃ দ্রব্য পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্য্যের অন্যথাসিদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ অন্য প্রকারে (মৃত্তিকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা) পার্থিব ঘটের সিদ্ধি বা উৎপত্তির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ ব্যতীত পার্থিব ঘটের সিদ্ধি বা উৎপত্তি সম্ভবপর নয়, সুতরাং অন্য প্রকারে পার্থিব ঘটের সিদ্ধি বা উৎপত্তি কল্পনার বিষয় হয় না বলিয়া ঐ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ পার্থিব ঘটের অন্যথাসিদ্ধিযুক্ত নয় এবং ঐ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি সুতরাং মৃত্তিকাত্ব, দণ্ডত্ব, চক্রত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপে পার্থিব ঘটের কারণতা স্বীকার করিতে হয় (১)।

---

(১) মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থ, দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্যের দ্বারা পার্থিব ঘটের উৎপত্তি যদিও কল্পনা করা যায় কিন্তু মৃত্তিকাত্বরূপে মৃত্তিকা দ্বারা (মৃত্তিকাস্বরূপ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা) পার্থিব ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়াই ঐরূপ কল্পনা করা যায়, সুতরাং মৃত্তিকা মৃত্তিকাত্বরূপে পার্থিব ঘটস্বরূপ কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত নয়। পার্থিব ঘটে মৃত্তিকা প্রভৃতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, অন্যরূপে অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে বলিয়া মৃত্তিকা প্রভৃতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক কল্পনা করা হয় না। সুতরাং পার্থিব ঘট মৃত্তিকার স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেক যুক্ত বলিয়া মৃত্তিকা পার্থিব ঘটের কারণ।

এইরূপ পার্থিব ঘটে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে বলিয়া ঐ সকল পদার্থের রূপের অন্বয় এবং ব্যতিরেক স্বীকার করা যাইতে পারে, ঐ সকল পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে বলিয়া ঐ সকল পদার্থের রূপে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব কল্পনা করা যায়; যেহেতু রূপশূন্য-মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা পার্থিব ঘট অসম্ভব। এইরূপ পার্থিব ঘটে কুম্ভকারের অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে বলিয়া এবং কুম্ভকার পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কুম্ভকারের পিতার অন্বয় এবং ব্যতিরেক, কুম্ভকারের পিতাতে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু পার্থিব ঘটে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি পদার্থের রূপের, কুম্ভকারের পিতার অন্বয় এবং ব্যতিরেক স্বতন্ত্র নহে এবং ঐ সকল পদার্থের রূপ, কুম্ভকারের পিতা, পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্য্যের অন্যথা সিদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ কুম্ভকারত্ব রূপে কুম্ভকার কর্ত্তৃক ঘটের যে সিদ্ধি ঐ সিদ্ধি যুক্ত। সুতরাং মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতির রূপ, কুম্ভকারের পিতা, পার্থিব ঘটের কারণ নহে। প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

কার্য্য—প্রযত্ন-সাধ্য অর্থাৎ যে সকল বস্তু কর্ত্তার প্রযত্নের বিষয়। ফলকথা যে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় ঐ সকল বস্তুই কার্য্য। বস্তুর উৎপত্তি-সময়ের সূক্ষ্মতম অংশে (ক্ষণে) প্রথম সম্বন্ধ যুক্ত (প্রথম বিদ্যমান) হওয়া। সুতরাং কোনও বস্তুকে উৎপন্ন বলিলেই বুঝিতে হইবে বস্তুটী কোনও একটী ক্ষণে প্রথম সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে বস্তুটী ছিলনা। এমত অবস্থায় উৎপন্ন বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে অনাদি কালে একটী বিশেষ অভাব থাকে, বস্তুটী উৎপন্ন হইলে আর ঐ অভাবটী থাকেনা, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; ঐ অভাবই প্রাগভাব। সুতরাং যে সকল বস্তু প্রাগভাবের প্রতিযোগী ঐ সকলই কার্য্য। এই যে পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটী ইহা উৎপত্তির

পূর্ব্বে অনাদি কালে ছিল না, কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ হইতেই বিদ্যমান হইয়াছে, সুতরাং ইহার প্রাগভাব ছিল বলিয়া বস্তুটী প্রাগভাবের প্রতি-যোগী অর্থাৎ কার্য্য। অথবা যে সকল বস্তুর সত্তা (অস্তিত্ব) এবং অসত্তা (অভাব) কারণের সত্তার (অস্তিত্বের) এবং কারণের অসত্তার (অভাবের) অধীন ঐ সকল বস্তুই কার্য্য। পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটীর সত্তা এবং অসত্তা মৃত্তিকার সত্তা এবং অসত্তার অধীন, সুতরাং উহা একটী কার্য্য।

কার্য্যত্ব—কার্য্যের অসাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ; ইহা মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। উৎপত্তিই কার্য্যের মুখ্য ধর্ম্ম, কর্ত্তা বস্তুর উৎপত্তিই করে; উৎপত্তির পরে সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া তৎকালে কর্ত্তা বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত কিছুই করে না বা কর্ত্তাকে কিছু করিতে হয় না। কুম্ভকার ঘটের উৎপাদক, ঘট প্রস্তুত (ঘটের উৎপত্তি) করাই কুম্ভকারের কার্য্য, সুতরাং ঘটের উৎপত্তিই কুম্ভকারের প্রযত্নের বিষয়। ঘট উৎপন্ন হইলে ঘটের উৎপত্তির নিমিত্ত কুম্ভকারকে কিছুই করিতে হয় না (১)। সুতরাং উৎপত্তিই মুখ্য কার্য্যত্ব। এই উৎপত্তি ধর্ম্মটীকে নিয়া বস্তু সকল উৎপত্তি কালেই "কার্য্য" বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎপরে "কৃত" বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটীকে উৎপত্তিকালেই কার্য্য বলিয়া এবং তৎপরে কৃত বলিয়া সকলেই বলে। অপর—বস্তুর উৎপত্তির অনাদি পূর্ব্বকালে বস্তুর একটী বিশেষ অভাব অর্থাৎ বস্তুর যে অভাব বস্তুটী উৎপন্ন হইলেই থাকে না (প্রাগভাব) অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা উৎপন্ন বস্তুর একটী অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাই গৌণ কার্য্যত্ব। এই গৌণ কার্য্যত্ব ধর্ম্মের

---

(১) উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি অসম্ভব, যে বস্তুটী একবার হইয়াছে উহা আর হয় না। সুতরাং উৎপত্তির পরে বস্তু আকাশাদি পদার্থের ন্যায় সিদ্ধপদার্থ। তৎকালে কার্য্য বস্তু কর্ত্তার প্রযত্নের অধীন নহে।

দ্বারা উৎপত্তি অবধি স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই বস্তুটীকে কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে বা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কারণ— প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা বস্তুর উৎপত্তিকালে বস্তুতে যেরূপ থাকে উৎপত্তির পরেও তদ্রূপ থাকে। পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটী একটী কার্য্য, ইহা উৎপত্তি অবধি স্থিতিকালের সর্ব্বদাই প্রাগভাবের প্রতিযোগী, নিজের স্থিতিকালের কোনও সময়ে ইহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী নয় এরূপ বলা যায় না। সুতরাং উৎপত্তি অবধি স্থিতিকালের সর্ব্বদাই বস্তুটীতে প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা থাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় (২)। ইহা নিয়াই বস্তুটীকে তদীয় উৎপত্তি অবধি স্থিতিকালের সর্ব্বদা কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অথবা কার্য্য বস্তুর সত্তা কারণের সত্তার অধীন, মৃত্তিকার সত্তা বশতঃই পার্থিব ঘটের সত্তা। এই সত্তা বস্তুতে উৎপত্তি অবধি স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তুল্যরূপেই থাকে, ইহাই গৌণ কার্য্যত্ব। এইরূপ গৌণকার্য্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা উৎপত্তির পরেও বস্তুকে কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অথবা কার্য্য, কারণের অভাব বশতঃ যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং কার্য্য বস্তুতে কারণাভাব বশতঃ

(২) ঘট ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ; ঘটের প্রাগভাবও ঘটেরই একটী অভাব, সুতরাং ঘট ঘটের প্রাগভাবেরও অভাব স্বরূপ। প্রতিযোগী কি না অভাবের অভাব; ঘট, ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী কি না—ঘট ঘটের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ। সুতরাং ঘটে ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা—ঘটের প্রাগভাবের অভাবাত্মকতা বা ঘটের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ হওয়া। এই প্রতিযোগিতা উৎপত্তিকালে ঘটে যেরূপ থাকে তদ্রূপ উৎপত্তির পরেও থাকে। কারণ—ঘট উৎপত্তিকালে যেরূপ ঘটের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ, উৎপত্তির পরেও তদ্রূপ ঘট ঘটের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ। সুতরাং উৎপন্ন বস্তুতে উহার স্থিতিকাল ব্যাপিয়া প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা স্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুকে উহার স্থিতিকালের সর্ব্বদাই কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অভাবের প্রতিযোগিতা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ প্রতিযোগিতা বস্তুতে উৎপত্তিকালে যেরূপ থাকে তদ্রূপ উৎপত্তির পরেও থাকে (১); কারণ—উৎপত্তিকালে বস্তু যেরূপ ঐপ্রকার অভাবের প্রতিযোগী বা ঐরূপ অভাবের অভাব স্বরূপ হয় তদ্রূপ উৎপত্তির পরেও ঐরূপ অভাবের প্রতিযোগী বা ঐরূপ অভাবের অভাব স্বরূপ; ঐরূপ গৌণ কার্য্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা বস্তুকে উৎপত্তির পরেও কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

(জ)

জনক—কারণ; কারণ শব্দ দ্রষ্টব্য।

জনকতা—কারণতা; কারণতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

জন্য—কার্য্য; কার্য্য শব্দ দ্রষ্টব্য।

জন্যতা—কার্য্যতা; কার্য্যতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

জাতি—যে সকল পদার্থ নিত্য বা চিরস্থায়ী অর্থাৎ যে সকল পদার্থের ধ্বংশ এবং প্রাগভাব নাই, অথচ অনেকে সমবেত ঐসকলই জাতি। ঘটত্ব নিত্য বা চিরস্থায়ী, ঘটত্বের ধ্বংশ কিংবা প্রাগভাব নাই, অথচ ঘটত্ব সমুদয় ঘটেই সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে;

---

(১) মৃত্তিকার অভাব বশতঃ ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ঘট মৃত্তিকার অভাব বশতঃ যে অভাব ঐ অভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতা কি না অভাবের অভাব স্বরূপাত্মকতা। ঘট উৎপত্তিকালে যেরূপ মৃত্তিকার অভাব বশতঃ যে অভাব ঐ অভাবের অভাবস্বরূপ উৎপত্তির পরেও তদ্রূপ ঐপ্রকার অভাবের অভাব স্বরূপ। সুতরাং উৎপত্তি অবধি বিনাশ পর্য্যন্ত ঘটে তুল্যরূপেই ঐরূপ অভাবের অভাব স্বরূপাত্মকতা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ গৌণ কার্য্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা ঘট বস্তুটীকে উৎপত্তির পরেও কার্য্য বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

সুতরাং ঘটত্ব একটী জাতি। তাৎপর্য্য—মহাপ্রলয়েও ঘটত্ব বর্ত্তমান থাকে; রূপ, রস প্রভৃতি বস্তুর মত ঘটত্বের উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার করা যায় না। কারণ-ঘটত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঘট স্বরূপ বিশিষ্ট বস্তুটীকেই উহার সমবায়িকারণ বলিতে হয়; কারণের পূর্ব্ববর্ত্তিতা অবশ্য স্বীকার্য্য; সুতরাং ঘটত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে ঘটের সত্তা মানিতে হয়, কিন্তু ঘটত্বের দ্বারাই ঘট একটী বিশিষ্ট বস্তু, ঘটত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে ঘট স্বরূপ বিশিষ্ট বস্তু অলীক, আকাশ-কুসুম; সুতরাং ঘটত্বের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না, সুতরাং ঘটত্বের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অপর—উৎপত্তিহীন ভাবপদার্থ মাত্রই বিনাশহীন, যেমন—আকাশ। সুতরাং ঘটত্বের বিনাশ সম্ভবপর নয় ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তবে কথা হইতে পারে মহাপ্রলয়ে ঘট থাকেনা, আশ্রয় থাকেনা বলিয়া তৎকালে ঘটত্ব কোথায় থাকে? উত্তর এই যে ঘটত্ব মহাপ্রলয়ে ঘট বস্তুতে সমবেত না হইলেও কালিক সম্বন্ধে মহাকালে থাকে, সৃষ্টিকালে ঘটের উৎপত্তির সঙ্গেই ঘটে সমবেত হয়। ঐরূপ জাতি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কারণ—বিশ্বে যতগুলি ঘট ছিল, আছে বা হইবে তৎসমুদয় পরস্পর বিভিন্ন হইলেও "ঘট" ইত্যাকার একই প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে; সুতরাং উহারা ব্যক্তিতঃ; বিভিন্ন হইলেও উহাদের একটী সামান্য বা সমান-ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঘটত্ব জাতি। এইরূপ দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে॥

জ্ঞান—আত্মার একটী বিশেষ গুণ, যে বিশেষগুণ হইলে বিষয়টীকে "জানিয়াছি" বলিয়া মনের দ্বারা নিশ্চয় করা হয়। জ্ঞানের অনেক প্রকার বিভাগ আছে। জ্ঞান ভ্রম এবং প্রমা এই দুইভাগে বিভক্ত, আবার স্মৃতি এবং অনুভব এইরূপ দুইভাগেও জ্ঞানের বিভাগ করা

হইয়া থাকে। অনুভব চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ-বোধ। চাক্ষুষ, রাসন, স্পার্শন, ঘ্রানজ, ত্বাচ্ ভেদে প্রত্যক্ষ ছয়প্রকার। ভ্রম-জ্ঞান সংশয়, বিপর্য্যাস বা বিপরীত নিশ্চয় ভেদে দুইপ্রকার। বিপরীত নিশ্চয়ের একপ্রকার আহার্য্য জ্ঞান। কোনও বস্তুর জ্ঞান হইলে বস্তুটাকে জানিয়াছি বলিয়া মনের দ্বারা যে নিশ্চয় করা হয় ঐ নিশ্চয়ের নাম অনুব্যবসায় বা জ্ঞানের প্রকাশ। জ্ঞানের স্বপ্রকাশ বাদিগণ জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ নিশ্চয় স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুর জ্ঞান হইলেও সকল সময়েই জানিয়াছি বলিয়া অবধারণ বা নিশ্চয় অর্থাৎ বস্তুর জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। সুতরাং জ্ঞান হইলে পরে মনের দ্বারাই জ্ঞানের প্রকাশ বা অনুব্যবসায় হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকার করা সঙ্গত। তবে আপত্তি করা যাইতে পারে ঐরূপ অনুব্যবসায়ের আবার অনুব্যবসায় হয় না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে অনুব্যবসায়ের অনুব্যবসায় স্বীকার করিলে ক্রমে অনুব্যবসায় ধারার অবসান হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ ঘটে, সুতরাং অনুব্যবসায়ের প্রতি অনুব্যবসায়কে প্রতিবন্ধক বলিতে হয়। তাহা হইলে একবার অনুব্যবসায় হইলে পরে ঐ অনুব্যবসায়ই প্রতিবন্ধক বলিয়া অনুব্যবসায়ান্তর হইতে বাধাদেয় সুতরাং অনুব্যবসায়ের অনুব্যবসায়ান্তর স্বীকার করিতে হয় না, অনবস্থাদোষও হয় না। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বহুপ্রকার মত ভেদ আছে, যাহা বলা হইল উহা মোটামুটী মাত্র, বিশেষ জানিতে হইলে সমুদয় দর্শনেরই আলোচনা করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা অসম্ভব।

জ্ঞান লক্ষণা—উপনয় সন্নিকর্ষ; উপনয় শব্দ দ্রষ্টব্য।

(ড)

তর্ক—আপত্তি বা আরোপাত্মক একপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ কোনও স্থানে ব্যাপ্য-বস্তুর আরোপ বশতঃ ব্যাপক-বস্তুর আরোপ। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, বহ্নি ধূমের ব্যাপক; জলাশয়ে ব্যাপ্য-ধূমের আরোপ করিলে ব্যাপক-বহ্নির আরোপ করা স্বাভাবিক, সুতরাং "জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক এইরূপ আরোপ একটী তর্ক। যে বস্তুর আরোপ করা হয় উহাকে" আপাদ্য এবং যে বস্তু দ্বারা আরোপ করা হয় উহাকে আপাদক বলা হয়। ব্যাপ্য-বস্তুর দ্বারা ব্যাপক-বস্তুরই আরোপ করা হয়, সুতরাং আপাদ্য-ব্যাপক, আপাদক-ব্যাপ্য। এবং যেস্থানে আরোপ করা হয় উহা তর্ক-যোগ্য আধার। ঐরূপ তর্কস্থলে ধূম-আপাদক, বহ্নি-আপাদ্য এবং জলাশয় তর্ক-যোগ্য আধার। তর্ক-যোগ্য আধারে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয়, আপাদকের আরোপ এবং আপাদকে আপাদ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান এই তিনটীই তর্কের কারণ। ঐরূপ তর্কে জলাশয়ে বহ্নির অভাব নিশ্চয়, ধূমের আরোপ এবং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান এই তিনটীই কারণ। যে ব্যক্তি নিশ্চয়রূপে জানে জলাশয়ে বহ্নি নাই বা থাকেনা এবং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে, তাহার নিকটে জলাশয়ে ধূমের আরোপ করিলে (অর্থাৎ জলাশয় ধূমবান্, ইহা বলিলে) সেই তর্ক করিতে পারে "জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক।" এইরূপ তর্ক সংশয়ের নিরাসক; সন্দিগ্ধস্থলে কোনও বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইলেই ঐ বিষয়ে সংশয় থাকেনা বা থাকিতে পারে না। যেমন-সংশয় হইল জলাশয়ে ধূম থাকে কিনা? জলাশয় ধূমবান্ কিনা? ঐ অবস্থায় যদি তর্ক উপস্থিত হয় যে "জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহ্নিমান্ হউক,, তাহা হইলে জলাশয়ে ধূমের

সংশয় থাকিতে পারে না। কারণ—জলাশয়ে বহ্নির অভাব নিশ্চয় এবং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেই অর্থাৎ জলাশয়ে বহ্নি থাকেনা এবং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এ সকল নিশ্চয়রূপে জানা থাকিলেই কথিত-রূপ তর্ক উপস্থিত হয়, এবং ব্যাপকের অভাব নিশ্চয় ব্যাপ্যের অভাব নিশ্চয়ের কারণ বলিয়া জলাশয়ে বহ্নির অভাব নিশ্চয় বশতঃ ধূমের অভাব নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভবপর। সুতরাং ঐরূপ তর্কদ্বারা জলাশয়ে ধূমের সংশয়-নিবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক বা হইয়া থাকে।

ত্রসরেণু—তিনটী দ্ব্যণুক একত্রিত হইলে যে একটী প্রত্যক্ষ-যোগ্য ক্ষুদ্র পিণ্ড বা কণিকা হয় উহাই অর্থাৎ জানালার মধ্যদিয়া গৃহ ভিত্তিতে পতিত সূর্য্যরশ্মিতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে সকলের চেয়ে সূক্ষ্ম কনিকাই ত্রাসরেণু।

তাৎপর্য্য—বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা। বক্তা কোনও বিষয় বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াই বাক্য বলিয়া থাকেন, বক্তার ঐ ইচ্ছাই তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্য-জ্ঞান শাব্দবোধের একটী কারণ। শ্রোতা যদি বুঝে বক্তা বাক্যার্থটী বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াই বাক্য বলিয়াছেন তাহা হইলে ঐ বাক্যের দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে। বক্তা বলিল "পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ; শ্রোতা যদি বুঝে পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইহা বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াই বক্তা বাক্যটী বলিয়াছেন", তাহা হইলে ঐ বাক্য-জন্য শ্রোতার বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রোতার জ্ঞান হয় "পর্ব্বত, বহ্নিমান্। শুকপক্ষী প্রভৃতি ও শিক্ষা পাইলে কথা বলে বটে, কিন্তু উহারা অভ্যাস বশতঃই যখন তখন যে সে কথা বলিয়া থাকে, বাক্যার্থ বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়া কথা বলেনা ; সুতরাং তাৎপর্য্যজ্ঞান শাব্দ-বোধের কারণ। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, সুতরাং তাৎপর্য্য জ্ঞান শাব্দ বোধের কারণ ইহা সর্ব্ব-সম্মত নহে।

তাদাত্ম্য—নিজেতে নিজের সম্বন্ধ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধ। ঘট বস্তুটী ঘটই বটে, উহা ঘটের অন্য নয়, ঘটে ঘটের অভেদ থাকা হেতুই ঘট ঘটের অন্য নয় সুতরাং ঘটে ঘটের অভেদ বা তাদাত্ম্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

(দ)

দ্ব্যণুক—দুইটী পরমাণু একত্রিত বা সংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষের অযোগ্য যে একটী সূক্ষ্মকণিকা হয় উহাই দ্ব্যণুক। পরমাণুর ন্যায় উহাও প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ। নব্যন্যায়-ভাস্কর ৺রঘুনাথ শিরোমণি ঐরূপ একটী পদার্থ (দ্ব্যণুক) স্বীকার করেন নাই। কারণ—দুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলে একটী দ্ব্যাণুক এবং তিনটী দ্ব্যণুক সংযুক্ত হইলে একটী ত্রাসরেণু, এইরূপে স্থূল চরাচরের সৃষ্টি স্বীকার না করিয়া ছয়টী পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হইলেই একটী ত্রাসরেণু হয় স্বীকার করিলেও ক্ষতি নাই। মধ্যবর্ত্তী দ্ব্যণুক স্বীকার করা অনাবশ্যক।

দোষ—দোষের সাধারণ একটী লক্ষণ বলা অসম্ভব, তবে যাহা ভ্রম জ্ঞানের জনক তাহাই দোষ, মোটামুটী ইহা বলা যাইতে পারে। যেখানে যেরূপ প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে পিত্তরোগ এবং দূরত্বাদিই দোষ। পিত্তরোগে (কামলা রোগে) চক্ষু পিত্তের বর্ণযুক্ত (হরিদ্রাভ) হইলে শ্বেতবর্ণের বস্তু সকলকেও পিত্ত বা হরিদ্রার আভাযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, ঐস্থলে পিত্তরোগই দোষ। এইরূপ মন্দান্ধকারে দূর হইতে লম্বমান রজ্জুটীকে দেখিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, ঐস্থলে মন্দান্ধকার এবং দূরত্বই দোষ। অনুমিতিতে পক্ষে সাধ্য বস্তু না থাকাই দোষ ; জলাশয় বহ্নিমান্, এইরূপ ভ্রম অনুমিতি

স্থলে জলাশয়ে বহ্নি না থাকাই দোষ। জলাশয়ে বহ্নি বাস্তবিক থাকে না বলিয়াই ঐরূপ অনুমিতি ভ্রম হয়। শাব্দবোধে যোগ্যতা ভ্রমই দোষ। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্,, এই বাক্যস্থলে পর্ব্বতে বহ্নিমত্তাই যোগ্যতা, যদি ঐরূপ যোগ্যতার ভ্রম হয় তবে ঐ বাক্যজন্য জ্ঞান ও ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। উপমিতিতে ভ্রমাত্মক সাদৃশ্য জ্ঞানই দোষ।" ইহা গোসদৃশ, এইরূপ সাদৃশ্য জ্ঞানটী যদি ভ্রমাত্মক হয় অর্থাৎ বাস্তবিক গবয় পশুকে বিষয় করিয়া না হয়, তবে ঐ সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য উপমিতি (ইহা গবয় পদশক্য, ইত্যাদি রূপ জ্ঞান) ভ্রমাত্মক হয়। অপর—"দোষ" শব্দে হেত্বাভাসকেও বুঝায়। হেত্বাভাস শব্দ দ্রষ্টব্য।

(ধ)

ধর্ম্ম—বৈধকর্ম্ম-জনিত স্বর্গাদি উত্তম ফলের জনক কর্ম্মকর্ত্তার সংস্কার বিশেষ। ইহা শুভাদৃষ্ট, পুণ্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত,, বেদে এইরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ একটী বৈধকর্ম্ম ; অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অনুষ্ঠাতার স্বর্গ হয়। স্বর্গ একপ্রকার সুখ ; দুঃখ সম্পর্ক বর্জ্জিত অর্থাৎ যে সুখের সহিত দুঃখের সম্পর্ক নাই এবং হইবেও না ঐরূপ সুখই স্বর্গ। স্বর্গ-সুখ ইহজন্মে (মানবদেহে) সম্ভবপর নয়, দুঃখ নাই বা হইবেনা এরূপ মানব জগতে নাই। সুতরাং পরজন্মেই স্বর্গ-সুখ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ একটী কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান বিশেষ, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়, পরকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না ; সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে কর্ম্মকর্ত্তার একটী ব্যাপার অর্থাৎ বিশেষ গুণ (সংস্কার বিশেষ) হয় স্বীকার করিতে হয়, যদ্দারা চিরবিধ্বস্ত

অশ্বমেধ যজ্ঞও পরজন্মে স্বর্গ-সুখের জনক হয়, উহাই ধর্ম্ম। অধর্ম্মের অভাব ধর্ম্ম নহে, তাহা হইলে কাষ্ঠ, লোষ্ট্রাদিও ধার্ম্মিক আখ্যা পাইত। ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়-পদার্থ, ফলের দ্বারা অনুমেয়; কারণ-বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে স্বর্গাদি ফল না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মকর্ত্তা সাক্ষাৎ বুঝিতে পারে না যে কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমার একটী বিশেষ গুণ অর্থাৎ ধর্ম্ম হইয়াছে। অপর—আধেয় বস্তুকেও আধারের ধর্ম্ম বলা হয়। ঘটত্ব ঘটে আধেয় হইয়া থাকে, ঘটত্ব ঘটের ধর্ম্ম, বহ্নি মহানসে থাকে, সুতরাং বহ্নি মহানসের ধর্ম্ম।

ধর্ম্মতা—আধেয়তা, বৃত্তিতা, অস্তিত্ব (থাকা)।

ধর্ম্মী—আধার, অধিকরণ আশ্রয়।

ধর্ম্মিতা—আধারতা, অধিকরণতা, আশ্রয়তা। ধর্ম্মিতাখ্য বিষয়তা বিশেষ, প্রায়শঃ বিশেষ্যতাকেই ধর্ম্মিতা বলা হয়।

ধ্বংস—একপ্রকার অভাব, বস্তুর যে অভাব জন্য; অর্থাৎ যে অভাব হইলে বস্তুকে অতীত বা নষ্ট বলিয়া ব্যবহার করা হয়। ঘটের যে অভাব জন্য, ঘটের যে অভাব হইলে ঘট বস্তুটীকে অতীত (ছিল) বা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্যবহার করা হয় ঐ অভাবই ঘটের ধ্বংসাভাব।

(ন)

ন্যায়—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব, অসৎ প্রতিপক্ষিতত্ব, এই পাঁচটী হেতুর রূপ; হেতুর ঐ পাঁচটী রূপের জ্ঞান হয় যে সকল বাক্যের দ্বারা ঐ সকল বাক্যের সমষ্টিই ন্যায়। বাস্তবিক প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন সংজ্ঞক বাক্যের সমষ্টিই ন্যায়ের সিদ্ধান্ত লক্ষণ। ঐ সকলের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু. এইস্থলে পর্ব্বত-বহ্নিমান্, ধূমহেতু, যে যে ধূমবান্ সে সে বহ্নিমান্

যেমন—মহানস, এই পর্ব্বত ও তথা, সেইহেতু এই পর্ব্বত বহ্নিমান্, এই সকল বাক্যের সমষ্টিই ন্যায়। ন্যায়ের উপযোগিতা মৎসঙ্কলিত-কুসুমাঞ্জলি সৌরভের প্রথম স্তবকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিগমন—ন্যায়-বাক্যের পঞ্চম অবয়ব বা অংশ। অর্থাৎ হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুনরাবৃত্তি। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে "সেই হেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই বাক্য নিগমন।

নিবৃত্তি—প্রযত্ন বিশেষ, কোনও বস্তুতে বিদ্বেষ বশতঃ যে প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা বস্তুটীকে পরিত্যাগ করা হয় ঐ প্রযত্নই নিবৃত্তি।

নিরূপক—"নি" পূর্ব্বক "রূপ" ধাতুর অর্থ—প্রতিপত্তি (জ্ঞান), তাহার সম্পাদক, অর্থাৎ কোনও বস্তুর জ্ঞান হয় যদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, ফল কথা কোনও বস্তুর জ্ঞান যদ্বিষয়ক জ্ঞান-সাপেক্ষ, ঐ বস্তুকে ঐ বস্তুর নিরূপক বলা হয়। প্রতিযোগিতা, অবচ্ছেদকতার নিরূপক; কারণ—প্রতিযোগিতা বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার জ্ঞান প্রতিযোগিতাজ্ঞান-সাপেক্ষ। প্রতিযোগিতা কি ইহা যে জানে না সে বুঝিতে পারে না প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা কি পদার্থ। এইরূপ আধেয়তা এবং অধিকরণতা পদার্থ দ্বয়ের পরস্পরের জ্ঞানে পরস্পরের জ্ঞানের অপেক্ষাবশতঃ পরস্পর পরস্পরের নিরূপক; এইরূপ কার্য্যতা এবং কারণতা সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্বন্ধি-জ্ঞান-সাপেক্ষ, ভূতল এবং ঘটের জ্ঞান ব্যতীত ভূতলে ঘটের সংযোগ সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না, সুতরাং সম্বন্ধী সম্বন্ধের নিরূপক। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

নিরূপিত—যদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, ঐ বস্তুকে ঐ বস্তু নিরূপিত বলা হয়। প্রতিযোগিতাজ্ঞান-সাপেক্ষ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা জ্ঞান, প্রতিযোগিতা কি ইহা যে ব্যক্তি জানে না সে বুঝিতে

পারে না প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা কি পদার্থ। সুতরাং প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতা প্রতিযোগিতা-নিরূপিত। এইরূপ আধেয়তা, এবং অধিকরণতা, প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর পরস্পর-নিরূপিত। কার্য্যতা এবং কারণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ও এইরূপে বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ সম্বন্ধি-নিরূপিত, সর্ব্বত্র প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

নিশ্চয়—সংশয়ান্য জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়ের আকার নহে, উহাই নিশ্চয়; "ভূতল ঘটবৎ" এইরূপ জ্ঞান ভূতল "ঘটবৎ কিনা" ইত্যাদি রূপ সংশয়ের আকার নহে, সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান ভূতলে ঘটের নিশ্চয়। "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান "ইহা ঘট কি না" এরূপ সংশয়ের আকার নহে, সুতরাং উহা ঘটবিষয়ক নিশ্চয়। নিশ্চয়ত্ব জ্ঞানের একটী বিশেষ জাতি, এরূপ মতও নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান—একপ্রকার প্রত্যক্ষ; যে প্রত্যক্ষ বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে না, অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ বিশিষ্টজ্ঞানের স্বরূপ নহে। ফল কথা যে প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তু বিশেষরূপে কল্পিত হয় না বা যে প্রত্যক্ষের বিশেষ্য এবং বিশেষণ নাই, অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ বস্তুর জাতি, গুণ প্রভৃতিকে বিষয় করে না, বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি মাত্র, উহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ কোনও বস্তুর নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইলে বস্তুটীকে জানিয়াছি বলিয়া মনের দ্বারা অবধারণ করা যায় না। ঘটের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইলেই (ঘট বস্তুটী দেখামাত্রই) বলা যায় না ঘট এইরূপ ইত্যাদি। তাহা হইলেও ঐরূপ জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়; কারণ—বিশেষণ জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় না। "ইহা ঘট" এইরূপ প্রত্যক্ষ একটী বিশিষ্ট বুদ্ধি, ঘটত্বস্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান ঐরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ। সুতরাং ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে প্রথমতঃ ঘট এবং ঘটত্বের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। পরে ঘটের

জাতি, গুণ প্রভৃতিরূপে ইহাঘট, শুক্লঘট, ইত্যাদি আকারের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

(প)

প্রকার—বিশেষণ, বিশেষণ শব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রকারতা—বিশেষণতা, বিশেষণতা শব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যক্ষ—বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-জন্য জ্ঞান। ইহা প্রত্যক্ষের মোটামুটী লক্ষণ। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ ৺ভগবান্ সর্ব্বদর্শী; তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ক নিত্য একটী জ্ঞান; তাঁহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-জন্য নয়; সুতরাং যে জ্ঞান জ্ঞানকরণক নয়, অর্থাৎ জ্ঞান যে জ্ঞানের করণ নয়, উহাই প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, উহার করণের সম্ভবনা নাই, সুতরাং ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক নিত্য-জ্ঞান জ্ঞানকরণক নয় বলিয়া প্রত্যক্ষ। ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষের করণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিংবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ; সুতরাং ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণক নয়। অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি জ্ঞান কিংবা পরামর্শ, উপমিতির করণ-সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধের করণ পদজ্ঞান; সুতরাং অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান-করণক বলিয়া প্রত্যক্ষ নহে।

প্রত্যভিজ্ঞা—পূর্ব্বানুভব-জনিত-সংস্কার-জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান। "সেই এই ব্যক্তি হস্তি-চালক" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রত্যভিজ্ঞা। কোনও সময়ে এই ব্যক্তিকে হস্তি চালনা করিতে দেখা গিয়াছিল, ইদানীং হস্তি চালনা না করিলেও এই ব্যক্তিকে দেখিয়াই জ্ঞান হইল "সেই এই ব্যক্তি হস্তি-চালক"। এরূপ স্থলে ঐরূপ পূর্ব্বানুভব দ্বারা সংস্কার হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সংস্কারের দ্বারা এই ব্যক্তিকে দেখিয়াই জ্ঞান হয় "সেই এই ব্যক্তি হস্তি-চালক।"

পর্য্যাপ্তি—একপ্রকার স্বরূপ সম্বন্ধ। সংখ্যা গুণ পদার্থ, উহা গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, কিন্তু গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থও গণনার উপযুক্ত; এক, দুই, তিন করিয়া ঐ সকল পদার্থের ও গণনা করা হয়। "পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ" শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, লোকেও বলে "ছয়টী রস" ইত্যাদি; ঐ সকল স্থলে গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি সংখ্যার আশ্রয় রূপেই জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং বলিতে হয় সংখ্যা গুণ পদার্থ হইলেও উহা গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থেও থাকে এবং সমবায়ের অন্য সম্বন্ধেই থাকে। উহাই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ। এইরূপ অবচ্ছেদকতা অবচ্ছেদক পদার্থে যে সম্বন্ধে থাকে উহাও পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ। দ্বিত্ব, ত্রিত্ব (দুই, তিন) প্রভৃতি সংখ্যা দু'য়ে, তিনেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে, এজন্যই একটী বস্তুকে দুই, তিন বলা যায় না; কিন্তু একটী বস্তুও সমবায় সম্বন্ধে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার আশ্রয় হয়। ঘট এবং পট এই দুইটীকেই দুই বলা হয় বটে কিন্তু উহারা প্রত্যেকেই সমবায় সম্বন্ধে দ্বিত্ব সংখ্যার আশ্রয়; একটী ঘটকেও "দ্বিত্ববান্" বলা যায়। বিস্তারিত নব্যন্যায়ের অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রতিজ্ঞা—ন্যায়-বাক্যের প্রথম অবয়ব বা অংশ; অর্থাৎ ন্যায়-বাক্যের অন্তর্গত যে বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যের নির্দ্দেশ করা হয়। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, ইত্যাদি ন্যায়-বাক্য স্থলে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এই বাক্য একটী প্রতিজ্ঞা বাক্য; যেহেতু এই বাক্যের দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অপর—যে বাক্যের দ্বারা কোনও বিষয়ের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যতার জ্ঞান হয় উহাও ("অমুক কার্য্য করিব; ইত্যাদিরূপ বাক্যও) প্রতিজ্ঞা বাক্য। যেমন—বলা হইল "প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিব" এই বাক্যের দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা পাঠের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যতার জ্ঞান হয় বলিয়া ইহা একটী প্রতিজ্ঞা বাক্য।

প্রতিযোগী—প্রতিপক্ষ বা নিষেধ্য, অর্থাৎ যে বস্তুর নিষেধ করা হয় বা যে বস্তুর অভাব বুঝা যায়, ফলকথা যে বস্তু যে অভাবের অভাবস্বরূপ ঐ বস্তুই ঐ অভাবের প্রতিযোগী। ঘট নাই বলিলে ঘটের নিষেধ করা হয়, ঐ বাক্যের দ্বারা ঘটের অভাবই বুঝা যায়, সুতরাং ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী। অপর—ঘট বস্তুটী বাস্তবিক ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ; কারণ—"গৃহে ঘট আছে" বলিলে যেরূপ ঘটের জ্ঞান হয় তদ্রূপ "গৃহে ঘটের অভাব নাই" বলিলেও ফলতঃ ঘটেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। ফলকথা "গৃহে ঘট আছে" বুঝিলে গৃহে ঘটের অভাবের জ্ঞান ("গৃহে ঘট নাই" এইরূপ জ্ঞান) হয় না, প্রত্যুতঃ "ঘটের অভাব নাই" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; সুতরাং ঘট ঘটাভাবের অভাবস্বরূপ। এমত অবস্থায় ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী বলিলে ঘট ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ ইহাই বুঝিতে হয়। অপর—সম্বন্ধের ও প্রতিযোগী আছে, উহা অভাবের অভাবস্বরূপ নহে, উহা আধেয় বস্তুরই স্বরূপ। ভূতলে ঘট সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, ঘটই ঐ সংযোগ সম্বন্ধের প্রতিযোগী।

প্রতিযোগিতা—প্রতিপক্ষতা বা নিষেধ্যতা, ফলকথা অভাবের অভাবাত্মকতা। ঘট নাই, এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা থাকে। ঘট বাস্তবিক ঘটাভাবের অভাবস্বরূপ; সুতরাং ঘটাভাবের অভাবাত্মকতা বা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ হওয়াই ঘটে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতভেদ আছে, উপরে যাহা বলা হইল উহা আচার্য্যের মত। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য মতের আলোচনা করা গেল না। তৎসম্বন্ধে সবিশেষ নব্য-ন্যায় শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। অপর—আধেয় বস্তুতে সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা থাকে, ঐ প্রতিযোগিতা অভাবের অভাবাত্মকতা নহে। উহা অতিরিক্ত পদার্থ, অথবা মতভেদে আধেয়তার স্বরূপ। ভূতলে ঘট সংযোগ সম্বন্ধে থাকে বা

আধেয় হয়, ঘটে ঐ সংযোগ সম্বন্ধের যে প্রতিযোগিতা উহা নব্য-নৈয়ায়িকগণের মধ্যে কাহারও মতে অতিরিক্ত পদার্থ, আবার কাহারও মতে ভূতল নিরূপিত ঘটনিষ্ঠ যে আধেয়তা অর্থাৎ ভূতলে ঘটের যে অবস্থিতি উহারই স্বরূপ।

প্রতিবধ্য—বাধিত হওয়া অর্থাৎ উৎপত্তির অভাব। বহ্নি দ্বারা দাহ হয়, কিন্তু বহ্নিতে মণি বিশেষ (১) যোগ করিলে দাহ হয় না, দাহ বাধিত হয়, ঐরূপস্থলে দাহ না হওয়া বা দাহের অনুৎপত্তিই দাহ-নিষ্ঠ প্রতিবধ্যতা।

প্রতিবন্ধক—কারণের অভাব অথবা কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগী। বহ্নিতে মণি বিশেষ যোগ করিলে দাহ হয় না, (১) সুতরাং মণির অভাব দাহের কারণ। মণি মণির অভাবের অভাবস্বরূপ। সুতরাং দাহের কারণাভাব স্বরূপ বলিয়া মণি দাহের প্রতিবন্ধক। অথবা—মণি মণির অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ মণির অভাবের অভাব স্বরূপ এবং মণির অভাব দাহের কারণ। সুতরাং মণি দাহের কারণীভূত-অভাবের প্রতিযোগী বা অভাব স্বরূপ বলিয়া দাহের প্রতিবন্ধক। মৃত্তিকা পার্থিব ঘটের কারণ বলিয়া প্রথম অর্থে মৃত্তিকার অভাবকেও পার্থিব ঘটের প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার অভাব পার্থিব ঘটের কারণাভাব হইলেও মৃত্তিকা অভাবের স্বরূপ (সপ্তম পদার্থ) নয়, এই মতে মৃত্তিকার অভাব পার্থিব ঘটের কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগী বা অভাব স্বরূপ নয় বলিয়া দ্বিতীয় অর্থে উহাকে পার্থিব ঘটের প্রতিবন্ধক বলা হয় না, উহা পার্থিবঘটের কারণাভাব মাত্র। প্রথম অর্থই আচার্য্যের

---

(১) একপ্রকার মণি বা পাথর আছে যাহা বহ্নিতে যোগ করিলে তৃণ প্রভৃতি দাহ্য-বস্তুর দাহ হয় না।

মত, আচার্য্যের মতে কারণের অভাবই "প্রতিবন্ধ" পদের অর্থ; স্বার্থে "ক" প্রত্যয় করিলে প্রতিবন্ধক শব্দেও কারণের অভাবকেই বুঝায়। কুসুমাঞ্জলিসৌরভ প্রথম স্তবক ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রতিবন্ধকতা—কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগিতা বা অভাবাত্মকতা। মণিবিশেষের অভাব দাহের কারণ। মণি ঐ অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ অভাব স্বরূপ, সুতরাং মণি বিশেষে মণির অভাবের প্রতিযোগিতা বা অভাবাত্মকতাই ঐ স্থলে দাহের প্রতিবন্ধকতা। যাহারা মণিকে মণির অভাবের অভাবস্বরূপ বলেন না, মণির অভাবের অভাব ও একটী অভাব মাত্র, তাহাদের মতে মণিতে দাহের প্রতিবন্ধকতা স্বতন্ত্র একটী পদার্থ।

প্রবৃত্তি—প্রযত্ন বিশেষ, ইহা জীবাত্মার একটী বিশেষগুণ। ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান, কর্ত্তব্যতা-জ্ঞান এবং উপাদান বিষয়ে সাক্ষাৎজ্ঞান এই তিনটী প্রবৃত্তির কারণ। যদি কোনও কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত উপাদানের (উপায়ের) সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকে অর্থাৎ কি উপায়ে কর্ম্মটী সম্পন্ন করা যায় ইহা সাক্ষাৎরূপে বুঝে এবং ঐ কর্ম্মটীকে ইষ্টের সাধন (উপকারী) এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝে তবে ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ পুরুষ ঐরূপ কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তির ফল প্রাপ্তি। অশ্বমেধ যজ্ঞ স্বর্গ স্বরূপ ইষ্টের সাধন অর্থাৎ উপকারী এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা যে সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চয়রূপে বুঝে এবং কি উপায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয় ইহাও সাক্ষাৎরূপে বুঝে ঐ ব্যক্তিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ক প্রবৃত্তির ফল স্বর্গ-প্রাপ্তি।

প্রমা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ তদ্বতি তৎপ্রকারক জ্ঞান। ফলকথা যে বস্তু যে স্থানে বাস্তবিক থাকে ঐস্থানে ঐ বস্তুর জ্ঞান কিংবা যে বস্তুটী যেরূপ ঐরূপে ঐ বস্তুর জ্ঞান। গৃহে ঘট বস্তুটী বাস্তবিক

থাকিলে "গৃহ ঘট বিশিষ্ট" কিংবা "গৃহে ঘট আছে" ইত্যাদিরূপ জ্ঞান কিংবা ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান প্রমাজ্ঞান। "প্রমা শব্দের এইরূপ অর্থে যথার্থ স্মৃতিও প্রমা বটে, কিন্তু যে জ্ঞান জ্ঞাতাকে জ্ঞাত বিষয়ে স্বাধীন ভাবে বস্তুতঃ আকৃষ্ট বা বিযুক্ত করে না অর্থাৎ বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগে যে জ্ঞানের স্বাধীনতা নাই, ঐরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হইলেও প্রমা নহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরপেক্ষ নয় ঐরূপ জ্ঞান প্রমা নহে। স্মৃতি যথার্থ হইলেও স্মৃতি পূর্ব্বানুভবের অধীন বলিয়া স্মৃত বিষয়ে স্মর্ত্তাকে স্বাধীন ভাবে আকৃষ্ট বা বিযুক্ত করে না অর্থাৎ স্মৃতি পূর্ব্বানুভবের অধীন বলিয়া স্মৃত বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগে স্মৃতির স্বাধীনতা নাই, ফলকথা স্মৃতির যাথার্থ্য পূর্ব্বানুভবের যাথার্থ্যের অধীন। পূর্ব্বানুভবটী যেরূপ (যথার্থ বা অযথার্থ) স্মৃতিও তদ্রূপই (যথার্থ বা অযথার্থই) হইয়া থাকে। যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়ের বাস্তবিক প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ হয়, অযথার্থ (ভ্রম) জ্ঞানের দ্বারা উহা হয় না। মরীচিকাকে জল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে বাস্তবিক জলের প্রাপ্তি হয় না, রজ্জুকে সর্প বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলে বাস্তবিক সর্পের পরিত্যাগ হয় না! কিন্তু জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরপেক্ষ হইলেই উহা প্রমা-শব্দ-বাচ্য। এ নিমিত্তই মহর্ষি-গোতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটীকেই প্রমাণ বলিয়াছেন ; স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। এতৎ সম্বন্ধে কুসুমাঞ্জলি সৌরভের চতুর্থ স্তবকের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রমিতি—প্রমাজ্ঞান, প্রমাশব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রযত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, এবং জীবনযোনি ভেদে তিনপ্রকার ; ঐ ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য।

✓পরমাণু—সাবয়ব বস্তুর অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ, উহা নিত্য পদার্থ। সাবয়ব বস্তু বিভক্ত হইতে হইতে এরূপ অংশে উপস্থিত হয় যাহা আর

বিভক্ত হয় না, ঐরূপ সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু। এইরূপ পদার্থ স্বীকার করিতে হয়, অন্যথা বৃহদায়তন পর্ব্বত এবং স্বল্পায়তন সর্ষপ এই উভয়ের সমতা প্রসঙ্গ হয়। বৃহদায়তন পর্ব্বত এবং স্বল্পায়তন সর্ষপ সমান নহে, উহাদের বৈষম্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অবয়বের ন্যূনাধিক্যই উহাদের বৈষম্যের কারণ। এমত অবস্থায় উহাদের অবয়ব-বিভাগের পরিসমাপ্তি স্বীকার না করিলে প্রত্যেকেরই অবয়ব ধারার আনন্ত্য বশতঃ অবয়বের ন্যূনাধিক্য নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়া সমতা প্রসঙ্গ হইতে পারে।

পরার্থানুমান—প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়-বাক্যের দ্বারা যে পরামর্শ হয়, উহাই পরার্থানুমান। পর্ব্বত বহ্নিমান্, ধূমহেতু, ইত্যাদি রূপ ন্যায়-বাক্য বলিয়া অপরকে "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ যে পরামর্শ করান হয় উহা একটী পরার্থানুমান।

পরামর্শ—"সাধ্য-ব্যাপ্য (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট) হেতুমান্ পক্ষ" কিংবা সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতু, পক্ষে ইত্যাদি আকারের নিশ্চয়। এইরূপ নিশ্চয়ের ফল পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি ; ঐরূপ নিশ্চয় (পরামর্শ) মতভেদে অনুমান প্রমাণ। অনুমান শব্দ দ্রষ্টব্য। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এই স্থলে পক্ষ-পর্ব্বত, সাধ্য-বহ্নি, হেতু-ধূম ; ঐস্থলে "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত" কিংবা "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূম পর্ব্বতে" ইত্যাদি আকারের নিশ্চয় পরামর্শ। পক্ষ-পর্ব্বতে সাধ্য-বহ্নির অনুমিতি অর্থাৎ "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি ঐরূপ পরামর্শের ফল।

পক্ষ—যে স্থানে অনুমিতি করা হয়। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে পর্ব্বত-পক্ষ।

পক্ষতা—পক্ষের একটী অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা অনুমিতির একটী কারণ। অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব পক্ষের অসাধারণ ধর্ম্ম। অনুমিৎসা—অনুমিতি বিষয়ক ইচ্ছা, অর্থাৎ "অনুমিতি হউক"

ইত্যাদিরূপ ইচ্ছা। সিদ্ধি—সাধ্যের নিশ্চয় অর্থাৎ "পক্ষ সাধ্যবান্" কিংবা "পক্ষে সাধ্য" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়। পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্যস্থলে "পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হউক" এইরূপ ইচ্ছা একটী অনুমিৎসা এবং "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" কিংবা "পর্ব্বতে বহ্নি" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়-সিদ্ধি। সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না, কারণ—পক্ষে সিদ্ধি (সাধ্যবস্তুর নিশ্চয়) থাকিলে অনুমিতি করিবার প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং অনুমিতি ও হয় না। কিন্তু সিদ্ধি থাকিলেও যদি অনুমিৎসা হয় তবে অনুমিতি হইয়া থাকে। মনে কর রামের আগুণের প্রয়োজন, অনুসন্ধান করিতেছে কোথায় পাওয়া যায়; তৎকালে শাব্দবোধাত্মক কিংবা স্মরণাত্মক পরামর্শ হইল অর্থাৎ লোকমুখে জানিতে পারিল কিংবা মনে হইল "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত," কিন্তু ঐ সময়েই যদি ইহাও শুনিতে পায় কিংবা মনে হয় যে "পর্ব্বতে বহ্নি আছে" "পর্ব্বত বহ্নিমান্" ইত্যাদি, তাহা হইলে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি করিতে প্রবৃত্তি না হওয়া স্বাভাবিক, প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিও হয় না। কিন্তু রাম যদি মনে করে কোনও বিশেষ চিহ্ন বা হেতু দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বহ্নির নিমিত্ত পর্ব্বতে যাওয়া যাইবে, তাহা হইলে অনুমিৎসা ("পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হউক" ইত্যাদি রূপ ইচ্ছা) হওয়া স্বাভাবিক, ঐ অবস্থায় ঐরূপ ইচ্ছা হইলেই অনুমিতি হইয়া থাকে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্"। সুতরাং অনুমিৎসা না থাকিয়া কেবল সিদ্ধি থাকিলেই অনুমিতি হয় না, অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধিই অনুমিতির প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ, সুতরাং অনুমিৎসার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব অনুমিতির কারণ। অর্থাৎ অনুমিৎসার অভাব এবং সিদ্ধি এই উভয় এক সময়ে অনুমাতৃ-পুরুষে অবস্থিত না হইলে, ফলকথা অনুমিৎসা নাই সিদ্ধিও নাই কিংবা সিদ্ধি আছে অনুমিৎসাও আছে এরূপ হইলে পরামর্শ প্রভৃতি কারণের দ্বারা

অনুমিতি হইয়া থাকে। অপর-যেস্থানে অনুমিতি করা হয় উহাই পক্ষ, পক্ষে সিদ্ধি (সাধ্য বস্তুর নিশ্চয়) থাকিলে এবং অনুমিৎসা না থাকিলে অনুমিতি করিবার প্রবৃত্তি হয় না, অনুমিতিও হয় না, কিন্তু সিদ্ধি না থাকিলে কিংবা সিদ্ধি এবং অনুমিৎসা উভয় থাকিলে অনুমিতি করিবার প্রবৃত্তি হয়, অনুমিতি ও হয়; সুতরাং অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব পক্ষের অসাধারণ ধর্ম্ম বা পক্ষতা। পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্যস্থলে "পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হউক্" ইত্যাদিরূপ ইচ্ছা বা অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় বা সিদ্ধির অভাবই পক্ষ-পর্ব্বতের অসাধারণ ধর্ম্ম বা পক্ষতা। অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই যে পক্ষতা এ সম্বন্ধে আরও কথা এই যে বেদে মোক্ষার্থির আত্মবিষয়ক শ্রবণের পরে মননের বিধান করা হইয়াছে (১)। বেদ-বাক্যের দ্বারা আত্মার নিশ্চয় করাই শ্রবণ। মোক্ষার্থির প্রথমতঃ আত্মবিষয়ক শ্রবণ আবশ্যক বলিয়া ঐ শ্রবণ স্বরূপ সিদ্ধি বা বেদ-বাক্যের দ্বারা আত্মবিষয়ক নিশ্চয় আত্মবিষয়ক মননের (অনুমিতির) প্রতিবন্ধক হইতে পারে, তাহা হইলে "মন্তব্যঃ" এই বেদ-বিধির সার্থকতা থাকে না, সুতরাং অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধিকেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিতে হয় এবং ঐরূপ সিদ্ধির অভাবই অনুমিতির কারণ ইহাও বলিতে হয়। তাহা হইলে "মন্তব্যঃ" এই বেদ-বাক্যের দ্বারা মোক্ষার্থির আত্মবিষয়ক মননে ইচ্ছা (অনুমিৎসা) হয় বলিয়া (২) আত্মবিষয়ক শ্রবণ মননেচ্ছার (অনুমিৎসার) অভাব বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ এবং আত্মবিষয়ক

(১) আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক।

(২) মন্+তব্য="মন্তব্য"; "তব্য" প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয়, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ—ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব এবং গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব; মোক্ষার্থী "মন্তব্য" এই বেদ-

অনুমিৎসার অভাব এই উভয় মননের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে একই মোক্ষার্থি-পুরুষে অবস্থিত না হওয়ায় আত্মার শ্রবণ মননের প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষের ধর্ম্ম-পক্ষতা। কোনও কোনও তার্কিক পক্ষে সাধ্যের সংশয়কেই অনুমিতির পক্ষতা স্বরূপ কারণ বলেন, পক্ষে সাধ্যের সংশয় না থাকিলে অনুমিতি করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অনুমিতি ও হয় না, ইহাই তাহাদের অনুভব। মনেকর নৌকা পথে দূরদেশে যাওয়া হইতেছে, অসতর্কতা বশতঃ সঙ্গের সঞ্চিত আগুণ নিবিয়া গিয়াছে, পাক করিতে হইবে, আগুণ কোথায় পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল নদীর ওপারে গোষ্ঠে রাখালগণ গরু চড়াইতেছে, হয়ত তামাক খাইবার নিমিত্ত আগুণ রাখিতে পারে, সংশয় হইল তথায় আগুণ আছে কিনা? বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল তথা হইতে ধূম উঠিতেছে, স্মরণ হইল ধূম বহ্নির নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে, তৎপরক্ষণে পরামর্শ হইল বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম তথায় আছে, সুতরাং অনুমিতি হইল ঐ স্থানটী বহ্নিমান্ অর্থাৎ নিশ্চয় হইল তথায় বহ্নি আছে। এইরূপ অনুভবের দ্বারা তাহারা অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্যের সংশয় থাকা আবশ্যক মনে করে। এই মতটী সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক সংশয় না থাকিলেও অনুমিতি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়; নতুবা আত্মবিষয়ক শ্রবণের পরে মনন-বিধায়ক "মন্তব্যো" এই বাক্যটী বলিবার সার্থকতা থাকে না, বেদ-বিধির আনর্থক্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ—কোনও বস্তুর নিশ্চয় হইলে ঐ বস্তুর সংশয়

বাক্যের দ্বারা মনন ইষ্ট-সাধন বা উপকারী এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইহা বুঝে। ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান ইচ্ছার কারণ; সুতরাং "মন্তব্যঃ" এই বেদ-বাক্যের দ্বারা মোক্ষার্থির আত্ম-বিষয়ক মননেচ্ছা (অনুমিৎসা) হইয়া থাকে।

থাকিতে পারে না বা হইতে পারে না ; এমত অবস্থায় মোক্ষার্থির বেদ-বাক্যের দ্বারা প্রথমতঃ আত্মবিষয়ক নিশ্চয় (শ্রবণ) করিতে হয় বলিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না, মনন অসম্ভব হয়। অপর-তাহারা যে অনুভবের বলে অনুমিতির পূর্ব্বে পক্ষে সাধ্যের সংশয় থাকা আবশ্যক মনে করে তাহাও ঠিক্ নহে। কারণ—সংশয় একত্র ভাব এবং অভাববিষয়ক দ্বিক্ষণ মাত্র স্থায়ী একপ্রকার জ্ঞান, যেমন "গৃহ ঘট বিশিষ্ট কিনা ?" 'গৃহে ঘট আছে কিনা" ? ইত্যাদি জ্ঞান। কথিত ধূম দর্শনে বহ্নির মনন স্থলে বহ্নির সংশয়ের পরে মননের পূর্ব্বে ক্রমশঃ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞান এবং বহ্নি ও ধূমের. পরামর্শ প্রভৃতির সংঘটন হইলে বহ্নির সংশয়টী মননের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকে না। সুতরাং ঐরূপ স্থলে ব্যভিচারবশতঃ সংশয় মনন স্বরূপ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং কারণ বলা যায় না। এমত অবস্থার পক্ষে সাধ্যের সংশয়ই পক্ষের অসাধারণ ধর্ম্ম বা পক্ষতা এবং অনুমিতির একটী কারণ ইহা বলা অযৌক্তিক। পক্ষতা সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে, বিস্তারিত জানিতে হইলে নব্য-ন্যায়ের পক্ষতা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পক্ষধর্ম্মতা—পক্ষ-বৃত্তিতা বা পক্ষে অবস্থিতি ; স্বার্থে "তা" প্রত্যয় করিলে "পক্ষধর্ম্মতা" শব্দে পক্ষতাকেও বুঝায়।

পক্ষাসিদ্ধি—এক প্রকার অসিদ্ধি হেত্বাভাস ; পক্ষতাবচ্ছেদকের অভাব বিশিষ্ট পক্ষ, অথবা পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাব। কাঞ্চন-ময় পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এই স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক-কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট পর্ব্বত একটী পক্ষাসিদ্ধি। ইহাকে আশ্রয়াসিদ্ধিও বলা হয়। এইরূপ দোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। ঐ স্থলে কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট পর্ব্বত, "কাঞ্চন-ময় পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়,

কারণ—"কাঞ্চনময়ত্বাভাব বিশিষ্ট পর্ব্বত" এইরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। এবং ইহা উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক সুতরাং উহা হেত্বাভাস।

প্রাগভাব—উৎপত্তি অবধি অনাদি পূর্ব্বকালে বস্তুর যে একটী বিশেষ-অভাব থাকে উহাই প্রাগভাব। ফলকথা বস্তুর যে অভাবকে বিষয় করিয়া বস্তুকে "হইবে" বলিয়া বলা হয় অর্থাৎ ঘট হইবে, পট হইবে, ইত্যাদি রূপ বলা হয়, উহাই প্রাগভাব। পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটী চিরকাল হইতেই আছে না, কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ হইতেই সদ্ বা বিদ্যমান; উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্তুটী ছিল না কিন্তু উৎপন্ন হওয়া অবধিই বস্তুটী নাই বলা চলে না; সুতরাং পরিদৃশ্যমান ঘটবস্তুটীর এরূপ একটী অভাব স্বীকার করিতে হয়, যে অভাবটী ঐঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বেই ছিল, উৎপন্ন হওয়ায় পরে নাই, ঐ অভাবই পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটীর প্রাগভাব। ঐ অভাবকে বিষয় করিয়াই উৎপত্তির পূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান ঘটটীকে "হইবে" বলিয়া বলা সম্ভব পর ছিল বা হইত!

প্রামাণ্য—প্রমাণের অসাধারণ ধর্ম্ম। প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয়; বস্তুর যথার্থ জ্ঞানই সকল প্রবৃত্তি কিংবা সকল নিবৃত্তির সম্পাদক। প্রবৃত্তির ফল প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তির ফল পরিত্যাগ। বস্তুটীকে যথার্থরূপে বুঝিয়া এবং উপকারী বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্ত হইলে বস্তুটীর বাস্তবিক প্রাপ্তি বা লাভ হয়, এবং অনুপকারী বিবেচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে বস্তুটীর বাস্তবিক পরিত্যাগ হয়। চক্ষুঃ একটী প্রমাণ; ঘট বস্তুটাকে যথার্থরূপে দেখিয়া এবং জলাহরণের উপযোগী (উপকারী) বিবেচনা করিয়া বস্তুটীর প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে বাস্তবিক ঘট বস্তুটীর প্রাপ্তি হয়, প্রবৃত্তি সফল হয়। এইরূপ যথার্থরূপে দেখিয়া এবং অনুপকারী হিংস্র বিবেচনা করিয়া ব্যাঘ্রকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত (অর্থাৎ ব্যাঘ্র হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত) নিবৃত্ত হইলে

বাস্তবিক ব্যাঘ্রটাকে পরিত্যাগ করা হয়, নিবৃত্তি সফল হয়। ঐঐ স্থলে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির সফলতা বা সফল করাই চক্ষুঃ স্বরূপ প্রমাণের প্রামাণ্য। ফলকথা প্রমাজ্ঞানের করণত্বই প্রামাণ্য। প্রমাতা প্রমা-জ্ঞানের করণ নয়, প্রমাজ্ঞানের কর্তা; সুতরাং প্রমাতৃ-পুরুষের ঐরূপ প্রামাণ্য নাই। তবে প্রমাজ্ঞানের অযোগ-ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের সম্বন্ধের অভাব নাথাকাও একরূপ প্রামাণ্য, এইরূপ প্রামাণ্য প্রমাতৃ-পুরুষেও ব্যাহত নয়, অর্থাৎ এইরূপ প্রামাণ্যের দ্বারা প্রমাতৃ-পুরুষকেও প্রমাণ বলা যাইতে পারে বা বলা হইয়া থাকে। যদিও ঈশ্বরের সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান-নিত্য, ঈশ্বরে উহার কর্তৃত্ব, করণত্ব সম্ভব পর নয়, তথাপি ঈশ্বরে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতার সম্বন্ধাভাব না থাকাতে অর্থাৎ "ঈশ্বরের ঐরূপ জ্ঞান নাই" ইহা কোন সময়েই বলা সম্ভবপর নয় বলিয়া ঐরূপ প্রামাণ্যের দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রমাণ-পুরুষ বলা হয়।

(ব)

ব্যতিরেক—তদসত্ত্বেঽসত্তা, অর্থাৎ যে বস্তুর অসত্তা বা অভাব বশতঃ যে বস্তুর অসত্তা বা অভাব স্বীকার করিতে হয়, ফলকথা যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকে না, যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়, উহাই ঐ বস্তুতে ঐ বস্তুর ব্যতিরেক। মৃত্তিকার অসত্তা বা অভাব বশতঃ পার্থিব ঘটের অসত্তা বা অভাব স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ মৃত্তিকা না থাকিলে পার্থিব ঘট থাকে না, পার্থিব ঘটের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়; সুতরাং মৃত্তিকার অসত্তা বশতঃ পার্থিব ঘটের অসত্তাই পার্থিব ঘটে মৃত্তিকার ব্যতিরেক। অপর—"ব্যতিরেক" শব্দে কেবল অভাবকেও বুঝায়। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট হয় না বলিলে ঐস্থলে ব্যতিরেক শব্দে মৃত্তিকার অভাবেরই জ্ঞান হয়।

ব্যভিচার—সাধ্যের অভাব বিশিষ্টস্থানে হেতুর অবস্থিতি, অর্থাৎ যে স্থানে সাধ্যবস্তু থাকেনা ঐস্থানে হেতুর থাকা। অথবা হেতুর আশ্রয়ে সাধ্যবস্তুর অনবস্থিতি বা না থাকা। ধূমবান্ বহ্নিহেতু, এই একটী ব্যভিচারী স্থল, এস্থলে সাধ্য-ধূম, হেতু-বহ্নি, তপ্তলৌহ প্রভৃতি ধূমের অভাব বিশিষ্ট, তপ্তলৌহাদিতে ধূম থাকে না, বহ্নি থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং ধূমের অভাব বিশিষ্টস্থানে বহ্নির অবস্থিতি অর্থাৎ যেস্থানে সাধ্য-ধূম থাকেনা ঐস্থানে হেতু-বহ্নির অবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়, উহাই বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচার। অথবা হেতু-বহ্নির আশ্রয় তপ্তলৌহে ধূম থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং বহ্নির আশ্রয়ে ধূমের অনবস্থিতি বা না থাকা স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঐস্থলে ব্যভিচার। ইহা একপ্রকার অনৈকান্ত (সাধারণ) হেত্বাভাস (হেতুরদোষ)। এইরূপ দোষযুক্ত হেতুকে ব্যভিচারী বলা হয়। হেতুতে সাধ্যের ঐরূপ ব্যভিচারের জ্ঞান হইলে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারেনা বা হয় না। বহ্নি বাস্তবিক ধূমের ব্যভিচারী, বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী" এইরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞান হইলে বহ্নি ধূমের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট (ব্যাপ্য) এরূপ নিশ্চয় হয় না অর্থাৎ যেখানে বহ্নি থাকে তথায়ই ধূম থাকে" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হয় না, সুতরাং উহা পরামর্শের (ফলতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানের) প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। ব্যভিচারী হেতু সাধ্যযুক্তস্থানে নিয়ত অবস্থিত হয় না কিংবা সাধ্যাভাব যুক্তস্থানেও নিয়ত অবস্থিত হয় না। বহ্নি ধূমের অভাব বিশিষ্টস্থানেই থাকে ইহা বলা যায় না, মহানসাদিতে ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিংবা ধূমযুক্ত স্থানেই থাকে ইহাও বলা যায় না, তপ্তলৌহাদিতে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সুতরাং ইহা একপ্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস বা সাধারণ হেত্বাভাস। অনৈকান্ত শব্দ, সাধারণ শব্দ দ্রষ্টব্য। ব্যভিচার শব্দে স্থল বিশেষে কেবল অভাবও

বুঝায়। "মৃতশরীরে চৈতন্যের ব্যভিচার আছে" বলিলে ঐস্থলে "ব্যভিচার" শব্দে চৈতন্যের অভাবেরই জ্ঞান হয়।

বাচ্য—শব্দের শক্য (শক্তি সম্বন্ধযুক্ত)।

বাচ্যতা—শব্দের শক্তি, ইহা অর্থে শব্দের একপ্রকার সম্বন্ধ। "এই শব্দের দ্বারা এই অর্থের বোধ হউক্" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি অর্থাৎ অর্থে পদের সম্বন্ধ। "ঘট শব্দের দ্বারা ঘট স্বরূপ অর্থের বোধ হউক্" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা ঘট স্বরূপ অর্থে "ঘট" শব্দের শক্তি বা বাচ্যতা।

বাধ—সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পক্ষ অথবা পক্ষে সাধ্যের অভাব, ইহা একপ্রকার হেত্বাভাস (হেতুর দোষ)। হ্রদ, বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এইস্থলে পক্ষ-হ্রদে সাধ্য-বহ্নির অভাব থাকাতে বহ্নির অভাব বিশিষ্ট হ্রদ, অথবা হ্রদে বহ্নির অভাবই (হ্রদে বহ্নি না থাকাই) বাধ হেত্বাভাস। এইস্থলে বাধদোষ সম্ভবপর হওয়ায় ধূমস্বরূপ হেতুটীকে বাধিত বলা হয়। হ্রদে বাস্তবিক বহ্নি থাকে না সুতরাং হ্রদ বহ্নির অভাব বিশিষ্ট কিংবা হ্রদে বহ্নি নাই ইত্যাদিরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, ঐরূপ জ্ঞান হইলে "হ্রদ বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয় না, ঐরূপ জ্ঞান হ্রদ বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক ; সুতরাং অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উহা হেত্বাভাস (হেতুর দোষ)।

ব্যাপক—যে বস্তু যে বস্তুর সমুদয় আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ যে বস্তুর আশ্রয়ে যে বস্তুর অভাব থাকে না, ঐ বস্তুকে ঐ বস্তুর ব্যাপক বলা হয়। বহ্নি ধূমের সমুদায় আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে তাহার সর্ব্বত্রই বহ্নিও থাকে, ধূমের আশ্রয়ে বহ্নির অভাব থাকে না, সুতরাং বহ্নি ধূমের ব্যাপক।

ব্যাপকতা—হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে সাধ্যবস্তুর অবস্থিতি অথবা হেতুর আশ্রয়ে সাধ্যবস্তুর অভাব না থাকা। ধূমের সমুদয় আশ্রয়ে বহ্নির অবস্থিতি অথবা বহ্নির অভাব না থাকাই বহ্নিতে ধূমের ব্যাপকতা।

ব্যাপ্য—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট। যে বস্তু যে বস্তুর আশ্রয় স্থান হইতে অল্পস্থানে থাকে ঐ বস্তুকেও ঐ বস্তুর ব্যাপ্য বলা হয়। ধূম বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। এইরূপ তপ্তলৌহ প্রভৃতিতে বহ্নি থাকে ধূম থাকে না, সুতরাং বহ্নির আশ্রয় স্থান অপেক্ষা অল্প স্থানে থাকে বলিয়া এইরূপ অর্থেও কদাচিৎ ধূমকে বহ্নির ব্যাপ্য বলা হয়।

ব্যাপ্যত্ব—ব্যাপ্তি, অল্প স্থানে থাকা।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—ব্যাপ্যত্বের (ব্যাপ্তির) অসিদ্ধি (অভাব অথবা অজ্ঞান)। ইহা একপ্রকার অসিদ্ধি হেত্বাভাস (হেতুর দোষ)। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, নীলধূমহেতু, এইস্থলে নীলধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির অভাব আছে, কারণ-"যেখানে ধূম তথায়ই বহ্নি, এইরূপ ব্যাপ্তিস্বীকার করিলেই চলে, "যেখানে নীলধূম তথায়ই বহ্নি" এইরূপ স্বতন্ত্র একটী ব্যাপ্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ ধূম মাত্রই নীল, ধূমকে নীলত্ব স্বরূপ বিশেষণের দ্বারা হেতু করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, উহা নিরর্থক বিশেষণ, ব্যাপ্তিতে ধূমের নীলত্ব বিশেষণের কোনও সার্থকতা নাই। যদি নীলত্বের দ্বারা বিশেষিত না করিয়া ধূমকে হেতু করিলে বহ্নির ব্যভিচার হইত তাহা হইলে নীলত্বস্বরূপ বিশেষণের সার্থকতা সম্ভবপর হইত, কিন্তু বহ্নিসাধ্যস্থলে ধমত্বরূপে ধূমকে হেতু করিলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং নীলধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির অভাব (ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি) স্বীকার করিতে হয়; অথবা ঐরূপে ধূমে বহ্নির যথার্থ ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে বলিয়া ব্যাপ্তির অজ্ঞানরূপ অসিদ্ধি (ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি) স্বীকার করিতে হয়।

ব্যাপার—তজ্জন্য হইয়া তজ্জন্যের জনক। বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়-জন্য এবং ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের জনক; সুতরাং প্রত্যক্ষে বিষয়ে

ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। চক্ষুঃসংযোগ চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য, ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঘটের চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষ (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ) হয়, সুতরাং ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার। পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুমিতির জনক, সুতরাং অনুমিতিতে পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার। "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ পরামর্শ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য এবং ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির জনক, সুতরাং "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতিতে "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ পরামর্শ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার। শ্রুত বা অতিদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণ সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য এবং সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য উপমিতির (শক্তিজ্ঞানের) জনক, সুতরাং উপমিতিতে অতিদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণ সাদৃশ্যজ্ঞানের ব্যাপার। "গবয় গোসদৃশ" এরূপ সাদৃশ্য জ্ঞান হইলে "যাহা গোসদৃশ তাহাই গবয়" এইরূপ অতিদিষ্ট (অরণ্যচারীর নিকটে শ্রুত) বাক্যার্থের স্মরণ হইয়া উপমিতি হয় "গবয় গবয়পদ-শক্য"; সুতরাং ঐরূপ অতিদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণ গবয়ে গরুর সাদৃশ্য জ্ঞান-জন্য এবং এইরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান-জন্য "গবয় গবয় পদ-শক্য" এইরূপ উপমিতি বা গবয়পদের শক্তিজ্ঞানের জনক, সুতরাং এইরূপ উপমিতিতে "যাহা গোসদৃশ তাহাই গবয়" এইরূপ অতিদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণ গবয়ে গরুর সাদৃশ্যজ্ঞানের ("ইহা গোসদৃশ" "এরূপসাদৃশ্য জ্ঞানের) ব্যাপার। পদার্থের স্মরণ পদজ্ঞান-জন্য এবং পদ জ্ঞান-জন্য শাব্দবোধের জনক, সুতরাং শাব্দবোধে পদার্থের স্মরণ পদজ্ঞানের ব্যাপার। "ঘট" এই পদ শ্রবণে ঘট পদার্থের স্মরণ হইয়া অর্থ বোধহয়, সুতরাং ঘটের শাব্দবোধে ঘট বিষয়ক স্মরণ "ঘট" এই পদ জ্ঞানের ব্যাপার। এইরূপ কাষ্ঠ প্রভৃতির ছেদন কার্য্যে কুঠারাদির দৃঢ় সংযোগই ব্যাপার। প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে।

ব্যাপ্তি—অন্বয় ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ভেদে ব্যাপ্তি দুইপ্রকার। সাধ্য এবং হেতুর নিয়ত সাহচর্য্য অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে তথায়ই সাধ্য বস্তুর অবস্থিতি বা থাকা, ফলকথা হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে সাধ্যবস্তুর থাকা; অথবা হেতুর আশ্রয়ে সাধ্য-বস্তুর অভাব না থাকিলে ঐরূপ সাধ্য এবং হেতুর একত্রাবস্থিতি; অথবা সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট-স্থানে হেতুর অনবস্থিতি প্রভৃতিই অন্বয়ব্যাপ্তি। যেখানে হেতু-ধূম থাকে তথায়ই সাধ্য-বহ্নি ও থাকে অর্থাৎ ধূমের সমুদয় আশ্রয়েই বহ্নি থাকে, সুতরাং "বহ্নিমান্ ধূমহেতু" এইস্থলে সাধ্য-বহ্নি এবং হেতু-ধূমের নিয়ত সাহচর্য্য আছে, উহাই বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি। অথবা ধূমের আশ্রয়ে বহ্নির অভাব থাকে না, ধূম এবং বহ্নি একত্র থাকে, সুতবাং ধূমেব আশ্রয়ে অভাব না থাকিয়া বহ্নি এবং ধূমের একত্রাবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়, উহাই বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি। অথবা বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূম থাকে না, সুতরাং বহ্নির অভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূমের অনবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়, উহাই ধূমে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি। নব্য-ন্যায় শাস্ত্রে অন্বয়ব্যাপ্তির অনেক রূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে ঐ সকলের সমালোচনা করা অসম্ভব। উপরে যাহা বলা হইল উহা অন্বয় ব্যাপ্তির কয়েকটী প্রসিদ্ধ লক্ষণের মোটামুটী অর্থ মাত্র। অপর—সাধ্যাভাব-প্রযুক্ত যে অভাব হেতুতে ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। ধূমাভাবের প্রতিযোগিতা ধূমে থাকে, ধূমের অভাব বহ্নির অভাব প্রযুক্ত, কারণ—যেখানে বহ্নি থাকে না তথায় ধূম থাকে না, ধূমের অভাব থাকে এবং ধূমাভাবের প্রতিযোগিতা ধূমে থাকে, সুতরাং সাধ্য-বহ্নির অভাব-প্রযুক্ত যে অভাব ঐ অভাবে প্রতিযোগিতা ধূমে স্বীকার করিতে হয়, উহাই ধূমে বহ্নির ব্যতিরেকব্যাপ্তি। ধূমবান্ বহ্নিহেতু, এইস্থলে হেতু-বহ্নিতে সাধ্য-ধূমের অন্বয়ব্যাপ্তি কিংবা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির কোনও ব্যাপ্তিই নাই।

কারণ—তপ্তলৌহাদিতে সাধ্য-ধূম থাকে না হেতু-বহ্নি থাকে, সুতরাং অন্বয় ব্যাপ্তি নাই। এবং বহ্নির অভাব ধূমের অভাব-প্রযুক্ত ইহাও বলা যায় না; কারণ-তপ্ত লৌহাদিতে ধূম থাকে না, ধূমের অভাব থাকে, অথচ বহ্নি থাকিতে দেখা যায়, বহ্নির অভাব থাকে না, সুতরাং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিও নাই।

বিধি—বিধি-লিঙ্, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ। চিকীর্ষা প্রবৃত্তির কারণ; পুরুষকে কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে পুরুষের ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা (চিকীর্ষা) হওয়াতেই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব প্রভৃতির জ্ঞান চিকীর্ষার কারণ। কর্ম্মক্ষম-পুরুষ যদি বুঝে কর্ম্মটী ইষ্টের সাধন (উপকারী), কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং গুরুতর দুঃখের অজনক অর্থাৎ কর্ম্মটীর দ্বারা গুরুতর দুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলেই পুরুষের ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা (চিকীর্ষা) হইয়া থাকে। বিধিবাক্য শ্রবণে সমর্থ পুরুষকে বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, ঐরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে প্রবর্ত্ত্য-পুরুষ বিধিবাক্যের দ্বারা প্রথমতঃ কর্ম্মটী নিজের ইষ্ট-সাধন, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, এবং গুরুতর দুঃখের অজনক বলিয়া বুঝিয়াছে এবং পরে ঐ কর্ম্ম-চিকীর্ষা হওয়াতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। "স্বর্গকা-মোঽশ্বমেধেন যজেত" এই একটী বিধিবাক্য; এইরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে সমর্থ পুরুষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে ঐ বিধিবাক্য শ্রবণে পুরুষ প্রথমতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্ম্মটীকে নিজের ইষ্ট-সাধন, কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং গুরুতর দুঃখের অজনক বলিয়া বুঝিয়াছে এবং পরে ঐ কর্ম্ম চিকীর্ষা হওয়াতেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এমত অবস্থায় প্রবৃত্তির জনক-চিকীর্ষার হেতু যে জ্ঞান ঐ জ্ঞানের যাহা বিষয় উহাই অর্থাৎ ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্য, গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব এই

তিনটিই বিধি অর্থাৎ বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। ইহা নব্যমত, আচার্য্যের মতে আপ্ত পুরুষের অভিপ্রায়ই বিধি। বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ সম্বন্ধে মীমাংসক-প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের অনেকরূপ মত ভেদ আছে, মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি সৌরভের পঞ্চম স্তবকের বিধিবাদ দ্রষ্টব্য।

বিধি-প্রত্যয়—যেসকল প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব, গুরুতর দুঃখের অজনকত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়, ঐসকল প্রত্যয়ই বিধি-প্রত্যয়। "স্বর্গকামো হশ্বমেধেন যজেত" এই একটী বিধিবাক্য ; এই স্থলে যজ্ + ঈত = যজেত ; "যজেত" ইহার "ঈত" এই প্রত্যয়ের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ স্বরূপ কর্ম্মে ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্ত্তব্যত্ব এবং গুরুতর দুঃখের অজনকত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ—ঐরূপ বিধিবাক্য শ্রবণে সমর্থ পুরুষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে দেখাযায় ; সুতরাং প্রবর্ত্ত্যপুরুষ "ঈত" এই প্রত্যয়ের দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞটীকে নিজের ইষ্ট-সাধন (উপকারী) কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছে এবং উহা গুরুতর দুঃখের অজনক অর্থাৎ ঐ কর্ম্মের দ্বারা গুরুতর দুঃখের সম্ভাবনা নাই ইহাও বুঝিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। বিধি-লিঙ্, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা ঐ সকলের জ্ঞান হয় বলিয়া বিধি-লিঙ্, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ই বিধি-প্রত্যয়।

বিধেয়তা—বিধেয়তাপন্ন-বিষয়তা, কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি। "পর্ব্বত, বহ্নিমান" এইরূপ অনুমিতি কিংবা শাব্দ বোধ প্রভৃতি স্থলে পর্ব্বত-উদ্দেশ্য, বহ্নি-বিধেয়। বহ্নিতে ঐরূপ অনুমিতি প্রভৃতির যে বিষয়তা (প্রকারতা) থাকে উহাই বিধেয়তা। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" এইরূপ বিধি থাকাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ একটী বৈধকর্ম্ম ; সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা প্রভৃতিই ঐস্থলে বিধেয়তা।

বিরোধ—সাধ্য এবং হেতুর অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্রানবস্থিতি, ইহা একপ্রকার হেত্বাভাস (হেতুর দোষ) ; এইরূপ দোষযুক্ত হেতুকে

বিরুদ্ধ বলা হয়। গোত্ববান্, অশ্বত্ব হেতু, এই একটী বিরুদ্ধ স্থল ; সাধ্য-গোত্ব এবং হেতু-অশ্বত্বের অসামানাধিকরণ্য আছে, অর্থাৎ গোত্ব এবং অশ্বত্ব একত্র থাকে না, সুতরাং ঐস্থলে হেতু-অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের অসামানাধিকরণ্য বা একত্রানবস্থিতিই একটী বিরোধ হেত্বাভাস। হেতু অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের অসামানাধিকরণ্যজ্ঞান অর্থাৎ গোত্ব এবং অশ্বত্ব একত্র থাকেনা, এরূপ জ্ঞান যথার্থজ্ঞান, এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হইলে হেতু-অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে অশ্বত্ব থাকে তথায়ই গোত্ব থাকে, এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয়, সুতরাং উহা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস।

বিশেষণ—যদ্দ্বারা বস্তুর বিশিষ্টজ্ঞান হয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা বস্তুর বিশেষরূপে পরিচয় হয় ; ফলকথা যেধর্ম্মের দ্বারা অন্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্ররূপে বস্তুর জ্ঞান হয়, উহাই বিশেষণ। ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্বের দ্বারাই "ঘট, ইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে, ঘটত্বের দ্বারাই ঘট বস্তুটীর বিশেষ পরিচয় হয় অর্থাৎ পটাদি বস্তু হইতে স্বতন্ত্র রূপে ঘটের জ্ঞান হয়, ঘটত্বই উহার কারণ। এইরূপ "বহ্নিমান্ পর্ব্বত, বলিলে বহ্নিযুক্ত পর্ব্বতের যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, বিশেষরূপে পরিচয় হয় অর্থাৎ বহ্নিশূন্য পর্ব্বতাদি হইতে স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞান হয় বহ্নিই উহার কারণ ; সুতরাং বহ্নি বহ্নিযুক্ত পর্ব্বতের বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণ ভ্রমজ্ঞান স্থলে ও সম্ভবপর কারণ—"হ্রদ বহ্নিমান্, বলিলে তৎকালে বহ্নিযুক্তরূপেই হ্রদের বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে, ঐরূপেই হ্রদের বিশেষ পরিচয় হইয়া থাকে, অন্য বস্তু হইতে হ্রদটীকে স্বতন্ত্র বলিয়াই বুঝা হয় তবে ভ্রমজ্ঞান স্থলে বিশেষ্য-বস্তু বাস্তবিক বিশেষণ-যুক্ত নয়, যথার্থজ্ঞানস্থলে বিশেষ্যবস্তু বাস্তবিক বিশেষণ যুক্ত এইমাত্র প্রভেদ। ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি প্রভৃতি স্থলেও এইরূপে বুঝিতে হইবে।

বিশেষণতা—প্রকারতা ইহা বিশেষণ বস্তুতে জ্ঞান, ইচ্ছা কৃতি প্রভৃতির বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধ।

বিশেষ্য—বিশেষণ যুক্তরূপে জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ কোনও বিশেষণের দ্বারা যে বস্তুর পরিচয় হয় উহাই জ্ঞানের বিশেষ্য। "ঘট, ইত্যাকার জ্ঞান স্থলে ঘট বস্তুটীই ঐরূপ জ্ঞানের বিশেষ্য। যেহেতু ঐরূপজ্ঞান ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণ যুক্তরূপে ঘটের জ্ঞান, "ঘট" ইহা বলিলে 'ঘটত্বরূপে ঘটের পরিচয় হয়। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ জ্ঞান বহ্নিযুক্তরূপে পর্ব্বতের জ্ঞান, "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" বলিলে বহ্নিযুক্তরূপে পর্ব্বতের পরিচয় হয়; সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান স্থলে পর্ব্বত বিশেষ্য। ভ্রমজ্ঞান স্থলে বিশেষ্য বাস্তবিক বিশেষণ যুক্ত না হইলেও তৎকালে বিশেষণ যুক্তরূপেই বস্তুর পরিচয় হইয়া থাকে। সর্পত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান ভ্রম-জ্ঞান, ঐরূপ ভ্রমজ্ঞান স্থলে সর্পত্বরূপে রজ্জুরই পরিচয় হয়; সুতরাং রজ্জু ঐরূপ জ্ঞানেরবিশেষ্য। ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি প্রভৃতির বিশেষ্য এইরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

বিশেষ্যতা—বিশেষ্য বস্তুতে বিশিষ্ট-জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি এবং দ্বেষের বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধ। "ঘট" ইত্যাকার জ্ঞান বিশিষ্ট-জ্ঞান, ঘট বস্তু ঐরূপ জ্ঞানের বিশেষ্য, ঘটে ঐরূপ জ্ঞানের বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধই বিশেষ্যতা। "ঘট হউক" এইরূপ ইচ্ছার বিশেষ্য-ঘট, ঘটে ঐরূপ ইচ্ছার বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধই ঐরূপ ইচ্ছার বিশেষ্যতা। কৃতি এবং দ্বেষের বিশেষ্যতা ও ঐরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

বিষয়তা—বিষয়ে জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি এবং দ্বেষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। "ঘট, ইত্যাকার জ্ঞান হইলে ঐজ্ঞানের দ্বারা ঘট বস্তুটীকে জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহার করা যায়; সুতরাং ঘটে ঐরূপ জ্ঞানের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; উহাই ঐরূপ জ্ঞানের বিষয়তা। "ঘট হউক" এইরূপ ইচ্ছা

হইলে ঐ ইচ্ছা দ্বারা ঘট বস্তুটীকে ইষ্ট বলিয়া ব্যবহার করা হয়, সুতরাং ঘটে ঐরূপ ইচ্ছার সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই ইচ্ছার বিষয়তা ; কৃতি এবং দ্বেষের বিষয়তাও এইরূপে বুঝিতে হইবে।

বিষয়িতা—জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি এবং দ্বেষে বিষয়ের সম্বন্ধ। "ঘট" ইত্যাকার জ্ঞান ঘটের দ্বারা বিশেষিত বিশিষ্ট-জ্ঞান, সুতরাং ঐরূপ জ্ঞানে ঘটের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঐরূপ জ্ঞানস্থলে বিষয়িতা। "ঘট হউক" এইরূপ ইচ্ছা ঘটের দ্বারা বিশেষিত বিশিষ্ট একটী ইচ্ছা, সুতরাং ঐরূপ ইচ্ছাতে ঘটের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঐরূপ ইচ্ছা স্থলে বিষয়িতা। কৃতি এবং দ্বেষ স্থলে ও এইরূপে বুঝিতে হইবে।

বৃত্তি—সম্বন্ধ, অবস্থিত বা আধেয়, শক্তি এবং লক্ষণা প্রভৃতি নানা অর্থেই নব্য-ন্যায়ে "বৃত্তি" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

(ভ)

ভ্রম—যে বস্তুটী যে স্থানে থাকেনা ঐস্থানে ঐবস্তুর জ্ঞান। হ্রদ, বহ্নিমান্, এইরূপ জ্ঞান ভ্রম জ্ঞান, যেহেতু হ্রদে বহ্নি থাকে না।

ভাবনা—ভাবনাখ্য সংস্কার আর্থাৎ যে সংস্কারের দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়।

ভোগ—সুখ এবং দুঃখের অনুভূতিই ভোগ।

ভাব—প্রতিযোগির জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া যে সকল বস্তুর জ্ঞান সম্ভবপর ঐ সকল বস্তুই ভাবপদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয়টীভাব পদার্থ। ঘট একটী দ্রব্য, ঘটবস্তু ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ, ঘটাভাব ঘটের অর্থাৎ ঘটাভাবের অভাবের প্রতিযোগী ; ঘট বস্তুটী "ঘটের অভাব নাই" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, "ঘটের অভাব নাই" এইরূপজ্ঞান ঘটাভাব স্বরূপ প্রতিযোগির জ্ঞানের অপেক্ষা করিয়াই হয় বটে, কিন্তু

ঘটের অভাব নাই এইরূপে ঘট বস্তুটীর জ্ঞান সর্ব্বদা হয় না, কদাচিৎ হইয়া থাকে, কদাচিৎ ঘটত্ব রূপেও ঘট বস্তুর জ্ঞান হয়, ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান ঘটাভাব স্বরূপ প্রতিযোগিরজ্ঞানের অপেক্ষা করে না, সুতরাং ঘট একটী ভাব পদার্থ। অন্যান্য ভাব পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপে বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক সমবায় এবং একার্থ সমবায় এই উভয়ের একতর সম্বন্ধে সত্তা জাতি বিশিষ্টতাই ভাব পদার্থের লক্ষণ। সত্তা দ্রব্য, গুণ, এবং কর্ম্ম এই তিন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এবং সামান্য বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থে একার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। একার্থ সমবায় শব্দ দ্রষ্টব্য।

(ম)

মনন – অনুমিতি, অনুমিতি শব্দ দ্রষ্টব্য।

মিতি—জ্ঞান

মহাপ্রলয়—সমুদয় জন্য-ভাব বস্তুর এক সময়ে বিনাশ। মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি সৌরভের দ্বিতীয় স্তবকে মহাপ্রলয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, ঐস্থান দ্রষ্টব্য।

(য)

যোগ্যতা—এক পদার্থে অপরপদার্থ বিশিষ্টতা অথবা এক পদার্থে অপর পদার্থের অসংসর্গের অভাব অর্থাৎ সম্বন্ধভাব না থাকা। যোগ্যতা শাব্দবোধের কারণ। "পর্ব্বত. বহ্নিমান্" এই বাক্যস্থলে পর্ব্বতে বহ্নি বিশিষ্টতা অথবা পর্ব্বতে বহ্নির সম্বন্ধাভাব না থাকাই যোগ্যতা। এইরূপ যোগ্যতা জ্ঞান থাকিলে ঐ বাক্য-জন্য জ্ঞান (শাব্দবোধ) হইয়া থাকে "পর্ব্বত, বহ্নিমান্।" "বহ্নিদ্বারা সেচন করিতেছে" বলিলে অভ্রান্ত শ্রোতার ঐ বাক্য-জন্য অর্থ বোধ হয় না ; কারণ—সেচনে "বহ্নিদ্বারা" পদার্থ-বহ্নিকরণকত্ববিশিষ্টতা স্বরূপ যোগ্যতা নাই, অথবা বহ্নিদ্বারা

পদার্থের অসংসর্গের অভাব নাই, যেহেতু বহ্নিদ্বারা সেচন করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং উক্ত স্থলে অভ্রান্ত শ্রোতার যোগ্যতা জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়াই অর্থ বোধ হয় না।

যোগজ সন্নিকর্ষ—অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ একপ্রকার সম্বন্ধ। যোগিগণ যে অসাধারণ শক্তিদ্বারা সকল বিষয় সাক্ষাৎ জানেন উহাই যোগজ সন্নিকর্ষ।

(ল)

লক্ষণা—পদ এবং পদার্থের একপ্রকার সম্বন্ধ বা বৃত্তি, অর্থাৎ পদ-শক্য অর্থের সম্বন্ধ। লক্ষণাজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—গঙ্গাতে ঘোষ (১) বলিলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ গঙ্গা নদীতে ঘোষের অবস্থিতি সম্ভবপর নয় বলিয়া অভ্রান্তের ঐবাক্য-জন্য গঙ্গানদীতে ঘোষ এইরূপ জ্ঞান হয় না, পরন্তু "গঙ্গাতীরে ঘোষ" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতে হয় তীরে গঙ্গাপদের শক্যার্থের সম্বন্ধ থাকাতে গঙ্গাপদের শক্যার্থ-সম্বন্ধ স্বরূপ লক্ষণাজ্ঞান-জন্য তীরের উপস্থিতি হইয়া ঐ বাক্য-জন্য অর্থবোধ হয় "গঙ্গাতীরে ঘোষ"। বক্তার তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি কিংবা একপদের অর্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধের অনুপপত্তি থাকিলে একপদের লক্ষণা স্বীকার করিয়াই অর্থবোধ করিতে হয়। ঐস্থলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ-গঙ্গানদীতে ঘোষ পদের শক্যার্থ-গোপপল্লীর সম্বন্ধের উপপত্তি না থাকাতে গঙ্গাপদের লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়াই অর্থবোধ করিতে হয়।

(শ)

শক্তি—পদ এবং অর্থের একপ্রকার সম্বন্ধ বা বৃত্তি, অর্থাৎ "এই শব্দের দ্বারা এই অর্থের জ্ঞান হউক, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা। "ঘট" এই

(১) ঘোষ—গোপ পল্লী।

শব্দস্থলে ঘট শব্দের দ্বারা ঘট স্বরূপ অর্থের জ্ঞান হউক, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। শক্তিজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ। যে ব্যক্তির ঘট শব্দের শক্তিজ্ঞান নাই তাহার ঘট শব্দের দ্বারা ঘট স্বরূপ অর্থের উপস্থিতি হয় না, সুতরাং ঘট শব্দের অর্থ বোধ হয় না। নব্য-নৈয়ায়িক গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ঐরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি এরূপ নহে, পরন্তু অস্মদাদির ঐরূপ ইচ্ছাও শক্তি, নতুবা আধুনিক চৈত্র, মৈত্র প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অর্থবোধ হইতে পারে না। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে শক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

শাব্দবোধ—একপ্রকার অনুভব অর্থাৎ শক্তি কিংবা লক্ষণাজ্ঞান-জন্য উপস্থিত এক পদার্থে অপর পদার্থের জ্ঞান। "পর্ব্বত বহ্নিমান্' এই বাক্যের দ্বারা "পর্ব্বত" পদের শক্তিজ্ঞান-জন্য উপস্থিত-পর্ব্বতে বহ্নিমান্" শব্দের শক্তি-জ্ঞান জন্য উপস্থিত-বহ্নিযুক্তের জ্ঞান। "গঙ্গাতেঘোষ" এই বাক্যস্থলে গঙ্গাপদের লক্ষণাজ্ঞান-জন্য উপস্থিত-গঙ্গাতীরে ঘোষ পদের শক্তিজ্ঞান-জন্য উপস্থিত-গোপপল্লীর জ্ঞান। বাস্তবিক শাব্দবোধত্ব জাতিই শাব্দবোধের লক্ষণ।

(স)

সৎপ্রতিপক্ষ—নিজের কার্য্যে তুল্য বলে বাধা দিতে সমর্থই প্রতিপক্ষ। সৎপ্রতিপক্ষ-বিদ্যমান্ প্রতিপক্ষ, ইহা একপ্রকার হেত্বাভাস। স্বসাধ্যা-ভাবের পরামর্শ হইলে স্বসাধ্যের অনুমিতি হয় না ; উহা স্বসাধ্যানুমিতির প্রতিবন্ধক, সুতরাং স্বসাধ্যের অনুমাপক পরামর্শকালে স্বসাধ্যাভাবের অনুমাপক পরামর্শ এক প্রকার সৎপ্রতিপক্ষ। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে স্বপদে ধূম, স্বসাধ্য-বহ্নি, স্বসাধ্যাভাব-বহ্ন্যভাব। ধূমহেতুর সাধ্য-বহ্নির অনুমাপক পরামর্শকালে অর্থাৎ "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়কালে যদি বহ্ন্যভাবের অনুমাপক পরামর্শ অর্থাৎ

"বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-জলবান্ পর্ব্বত" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় সম্ভবপর হয় তবে এইরূপ পরামর্শই ধূমহেতুর সৎপ্রতিপক্ষ। কারণ—"বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ পর্ব্বত" এইরূপ পরামর্শের দ্বারা পর্ব্বতে বহ্ন্যভাবের অনুমিতি সম্ভবপর, বহ্ন্যভাব বহ্নির বিরোধী,উক্তস্থলে বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ পর্ব্বত" এইরূপ নিশ্চয় বহ্নির বিরোধির (বহ্ন্যভাবের) অনুমাপক বলিয়া ধূমহেতুর কার্য্য-"পর্ব্বত "বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক অর্থাৎ এইরূপ অনুমিতি হইতে বাধা দেয়। ইহা অনিত্যদোষ, কারণ—সর্ব্বদা ঐরূপ অবস্থা ঘটে না অর্থাৎ যখনই "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ নিশ্চয় হয় তখনই "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান পর্ব্বত" এইরূপ নিশ্চয় হয় না, কদাচিৎ বিচারস্থলেই ঐরূপ সম্ভবপর হইয়া থাকে। অথবা স্বসাধ্যাভাবের ব্যাপ্য-প্রতিহেতু বিশিষ্টপক্ষই সৎপ্রতিপক্ষ। হ্রদ, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে পক্ষ-হ্রদ, সাধ্য-বহ্নি, হেতু-ধূম, সাধ্যাভাব-বহ্ন্যভাব, জল প্রভৃতিই প্রতিহেতু। ঐস্থলে বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ ই সৎপ্রতিপক্ষ। কারণ—জল বাস্তবিক বহ্ন্যভাবের ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানেই জল থাকে তথায়ই বহ্নির অভাব থাকে এবং হ্রদ বাস্তবিক জলবান্। সুতরাং "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ" এইরূপ নিশ্চয় যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ নিশ্চয় হইলে "হ্রদ বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয় না, উহা "হ্রদ বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। সুতরাং "হ্রদ, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উক্তস্থলে বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জলবান্ হ্রদই সৎপ্রতিপক্ষ। ইহা নিত্যদোষ, কারণ—হ্রদ বাস্তবিক বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্, কখনও ইহার অন্যথা দেখা যায় না।

সত্তা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে এবং সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই তিন পদার্থে একার্থ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত জাতি বিশেষ। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ছয়টী পদার্থ "সৎ এইরূপ একপ্রকার জ্ঞানের

বিষয় হয়, দ্রব্যসৎ, গুণসৎ, ইত্যাদিরূপ জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে ; সুতরাং উহাদের একটী সামান্যরূপতা স্বীকার করিতে হয়, উহাই সত্তা জাতি ।

সপক্ষ—সাধ্যবিশিষ্টরূপে নিশ্চিত-পক্ষাতিরিক্ত বস্তু । অনুমিতি করিতে গেলে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব থাকা আবশ্যক (১) ! সুতরাং তৎকালে পক্ষের অতিরিক্ত বস্তুতেই সাধ্যের নিশ্চয় সম্ভবপর বা হইয়া থাকে । "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতিস্থলে মহানস প্রভৃতিই সপক্ষ ; কারণ—ঐরূপ অনুমিতিস্থলে পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নির সংশয় কিংবা বহ্নির নিশ্চয়ের অভাব থাকা আবশ্যক, অন্যথা 'পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয় না । ঐ অবস্থায় মহানস প্রভৃতিতে বহ্নির নিশ্চয় সম্ভব পর ।

সমবায়িকারণ—যে বস্তুতে সমবেত হইয়া কার্য্য হয় উহাই সমবায়ি কারণ । ফলকথা সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যের অধিকরণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অবস্থিত কারণই সমবায়িকারণ । ঘট কপালে সমবেত, কপাল কপালে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে, কপাল ঘটের কারণ, সুতরাং কপাল ঘটের সমবায়িকারণ । সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যের অধিকরণে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই সমবায়িকারণের লক্ষণ বা সমবায়ি কারণত্ব । উক্তস্থলে ঘটের সমবায় সম্বন্ধে অধিকরণ-কপালে কপালের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে, সুতরাং ইহাই ঘটের সমবায়ি কারণের লক্ষণ বা ঘটস্বরূপ কার্য্যের সমবায়ি কারণত্ব ।

সমবায়—সম্যক্‌প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) । ফলকথা যে সম্বন্ধে থাকার দরুণ আধার হইতে আধেয় বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, পৃথক্ করিতে গেলেই আধার কিংবা আধেয় একতরের বিনাশ কিংবা অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবী ঐ

(১) পক্ষতাশব্দ দ্রষ্টব্য ।

সম্বন্ধই সমবায়। অবয়ব হইতে অবয়বি বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, পৃথক্ করিতে গেলেই অবয়বির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; কপাল হইতে ঘট বস্তুটীকে পৃথক্ করা যায় না, পৃথক্ করিতে গেলেই ঘটের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং অবয়বে অবয়বির সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। দ্রব্য হইতে গুণ এবং কর্ম্ম পদার্থ পৃথক্ করা যায় না, পৃথক্ করিতে গেলেই গুণ এবং কর্ম্মের বিনাশ কিংবা অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবী ; ঘটবস্তু হইতে ঘটেররূপ পৃথক্ করিতে গেলেই ঘটের রূপের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং দ্রব্যে গুণ এবং কর্ম্মের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। ঘটত্ব জাতিটীকে ঘট বস্তু হইতে পৃথক্ করিতে গেলে ঘটের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মে জাতির সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ পরমাণু হইতে বিশেষ পদার্থটীকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, পৃথক করিতে গেলেই অনুপপত্তি দোষ হয়, সুতরাং পরমাণুতে বিশেষ পদার্থের সম্বন্ধ সমবায়সম্বন্ধ। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য, সংযোগাদি সম্বন্ধের মত অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) নহে। ভূতলে ঘট বস্তুটী সর্ব্বদা থাকে না, অন্যত্র থাকিতেও দেখা যায়, সুতরাং ভূতলে ঘটের সংযোগ সম্বন্ধটীকে অনিত্য স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঘট বস্তুটী নিজের বর্ত্তমানতা দশাতে সর্ব্বদাই কপালে থাকে, ঘটের রূপ নিজের বর্ত্তমানকালের সর্ব্বদা ঘটেই থাকে, অন্যত্র থাকিতে দেখা যায় না। আধার এবং আধেয় বস্তুর সম্বন্ধের বিনাশ করিতে না পারিলে আধেয় বস্তুটীকে অন্যত্র নেওয়া যায় না। যেহেতু ঘটের রূপটীকে অন্যত্র নেওয়া যায় না, কপাল হইতে ঘট বস্তুটীকে পৃথক্ করা যায় না, সেইহেতু অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে ঘটে ঘটের রূপের সম্বন্ধ, কপালে ঘটের সম্বন্ধ বিনাশের অযোগ্য। সমবায় ভাব পদার্থ, যেসকল ভাব পদার্থ বিনাশের অযোগ্য ঐ সকলের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়, সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ উৎপত্তি এবং বিনাশহীন বলিয়া নিত্য। কাহারও মতে

সমবায় সম্বন্ধ এক, আবার কাহারও মতে নানা। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে বৈশেষিক দর্শন, নব্য-ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

সমবেত—সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি বা অবস্থিত। ঘট বস্তুটী কপালে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি বা অবস্থিত, সুতরাং ঘট বস্তুটী কপালে সমবেত। এইরূপ সর্ব্বত্র প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে।

সঙ্কেত—শক্তি, শক্তিশব্দ দ্রষ্টব্য।

সহকারিত্ব—মিলিত হইয়া কার্য্য করা। দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সমুদয় ঘটস্বরূপ কার্য্যের অধিকরণে মিলিত না হইলে ঘট হয় না, ঐ সকল একত্র মিলিত হইলেই ঘট স্বরূপকার্য্য হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ সকল পদার্থের মিলিত হইয়া ঘট স্বরূপকার্য্য করাই ঘট স্বরূপকার্য্যে পরস্পরের সহকারিত্ব।

স্বার্থানুমান—নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে অনুমান (পরামর্শ) করা হয় উহাই স্বার্থানুমান। মনে কর বহ্নির প্রয়োজন, দেখা যাইতেছে পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে, অনুমান (পরামর্শ) হইল "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত।" ইহা একটী স্বার্থানুমান।

সাদৃশ্য—উভয় সাধারণ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মই একে অপরের সাদৃশ্য। চন্দ্র এবং মুখ এই উভয় পদার্থেই আহ্লাদ-জনকতা আছে, এই আহ্লাদ-জনকতা উভয়েরই প্রসিদ্ধ-ধর্ম্ম; সুতরাং "চন্দ্রেরমত মুখ" বলিলে মুখে চন্দ্রের যে সাদৃশ্যের জ্ঞান হয় উহা উভয়ের আহ্লাদ-জনকতা ধর্ম্ম মাত্র।

সাধন—হেতু, কারণ, সিদ্ধি প্রভৃতি অর্থে সাধন শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেখানে যেরূপ তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে।

সাধ্য—নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত, এবং কর্ত্তব্য বা প্রযত্নের বিষয়। পর্ব্বত, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতিস্থলে বহ্নি নিশ্চিত

হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া সাধ্য। ঘট বস্তুটী কুম্ভকারের প্রযত্নের বিষয় সুতরাং সাধ্য।

সাধ্যাপ্রসিদ্ধি—সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাব বিশিষ্ট সাধ্য। পর্ব্বত, কাঞ্চনময়-বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এইস্থলে সাধ্য-কাঞ্চনময়বহ্নি, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম-কাঞ্চনময়ত্ব; বহ্নি বাস্তবিক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট, সুতরাং কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট বহ্নিই ঐস্থলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি। ইহা একপ্রকার অসিদ্ধি হেত্বাভাস। "বহ্নি, কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট" এরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞান হইলে "বহ্নি কাঞ্চনময়" এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়া "যেখানে ধূম থাকে তথায়ই কাঞ্চনময় বহ্নি থাকে' ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান কিংবা "কাঞ্চনময় বহ্নিমান্ পর্ব্বত" এইরূপ অনুমিতি সম্ভবপর নহে, ঐরূপ জ্ঞান ব্যাপ্তি জ্ঞানের কিংবা ঐরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। সুতরাং ব্যপ্তিজ্ঞানের কিংবা অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উহা হেত্বাভাস (হেতুরদোষ)।

সাধারণ—ব্যভিচার, ব্যভিচার শব্দ দ্রষ্টব্য। ইহা একপ্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস। অনৈকান্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।

সামান্য—জাতি, জাতি শব্দ দ্রষ্টব্য। বহু বস্তুতে অবস্থিত ধর্ম্মকে ও সামান্য বলা হয়।

সামান্য লক্ষণা—অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ একপ্রকার সম্বন্ধ। কোনও ব্যক্তির প্রত্যক্ষতঃ একটী ঘটের জ্ঞান হইলে তাহাকে আর ঘটকি বস্তু ইহা বুঝাইতে হয় না, সময়ান্তরে ঘট বস্তুটী দেখিলেই বুঝিতে পারে ইহা ঘট। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে ঘট বস্তুটীর প্রাথমিক দর্শনের পরেই ঐ ব্যক্তি ঘটত্বরূপে সমুদয় ঘট বুঝিয়াছিল। ঘটত্বরূপে সমুদয় ঘটের ঐরূপ যে জ্ঞান উহা সামান্য লক্ষণা দ্বারাই হয়। তবেই দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-বস্তুতে বিশেষণীভূত যে সামান্য তদ্‌বিশিষ্টতাই

সামান্য লক্ষণা। ঐ স্থলে ঘটবস্তুটী ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় সংযুক্ত, ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্ব সমুদয় ঘটেই থাকে সুতরাং ইন্দ্রিয়-সংযুক্তের বিশেষণীভূত যে ঘটত্ব তদ্বিশিষ্টতাই ঐ স্থলে সামান্য লক্ষণা। ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ, কারণ—এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সমুদয় ঘটের যে প্রত্যক্ষ হয় উহা দ্বারা উপলব্ধি হয় না যে সমুদয় ঘটই দেখিলাম। লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে দেখিলাম বলিয়াই দৃষ্ট বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। সামান্যলক্ষণা সম্বন্ধে অনেকরূপ মত আছে. নব্য-ন্যায়ের সামান্য লক্ষণা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। নব্য ন্যায় ভাস্কর ৺রঘুনাথ শিরোমণি সামান্য লক্ষণা স্বীকার করেন নাই!

সামানাধিকরণ্য -একত্রাবস্থিতি।

সিদ্ধি—পক্ষে সাধ্যবস্তুর নিশ্চয়। পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় অর্থাৎ "পর্ব্বত, বহ্নিমান্" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় সিদ্ধি।

স্মৃতি—অনুভব ভিন্ন জ্ঞান, অর্থাৎ পূর্ব্বানুভব-জনিত সংস্কারের দ্বারা অনুভূত বস্তু বিষয়ক জ্ঞান। বাস্তবিক স্মৃতিত্ব জাতিই স্মৃতির লক্ষণ

সোপাধিক—ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট হেতুকে সোপাধিক বলা হয়; ধূমবান্ বহ্নিহেতু, এই স্থলে আদ্রেন্ধন-উপাধি। বহ্নিস্বরূপ হেতুতে আদ্রেন্ধনের ব্যভিচার আছে, অর্থাৎ যেখানে আদ্রেন্ধন থাকে না ঐরূপ স্থানেও বহ্নি থাকে; তপ্ত-লৌহ-পিণ্ডে আদ্রেন্ধন থাকেনা, বহ্নি থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং ঐ স্থলে হেতু-বহ্নি ব্যভিচার সম্বন্ধে আদ্রেন্ধন স্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট বা সোপাধিক।

সংশয়—একত্র ভাব এবং অভাব বিষয়ক জ্ঞান। "পর্ব্বত, বহ্নিমান্ কিনা" এইরূপ জ্ঞান পর্ব্বতে বহ্নি এবং বহ্নির অভাবকে বিষয় করে বলিয়া উহা সংশয়। সংশয়ত্ব জ্ঞানের একপ্রকার বিশেষ জাতি ইহাও বলা যায়।

সংস্কার—ভাবনা এবং স্থিতি-স্থাপক ভেদে সংস্কার দ্বিবিধ। যে

বিশেষ গুণের দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়, উহা ভাবনাখ্য সংস্কার। রবার বস্তুটীকে টান দিলে লম্বা হয়, এবং ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্ববৎ হ্রস্ব হইয়া যায়, রবারের যে গুণের দ্বারা উহা সম্পন্ন হয় উহাই স্থিতি-স্থাপক সংস্কার।

সংযোগ—অপ্রাপ্ত বা আধার আধেয় রূপে অসংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ। ঘট বস্তুটী গৃহে সর্ব্বদা থাকে না, উহারা সর্ব্বদা আধার আধেয় রূপে সংশ্লিষ্ট নহে। গৃহে ঘট বস্তুটীর যে প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ উহাই গৃহে ঘটের সংযোগ।

হেতু—জ্ঞাপক, কারণ প্রভৃতি অর্থে হেতু শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, এই স্থলে ধূম বহ্নির জ্ঞাপক বলিয়াই বহ্নির হেতু। মৃত্তিকা ঘটের কারণ (উৎপাদক) বলিয়াই ঘটের হেতু।

হেত্বসিদ্ধি—ইহা একপ্রকার অসিদ্ধি হেত্বাভাস। হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অভাবই হেত্বসিদ্ধি। পর্ব্বত, বহ্নিমান্, কাঞ্চনময় ধূমহেতু, এইস্থলে হেতু-কাঞ্চনময়ধূম, হেতুতাবচ্ছেদক-কাঞ্চনময়ত্ব; কাঞ্চনময় ধূম প্রসিদ্ধ নহে, ধূম বাস্তবিক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট, কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট ধূমই ঐ স্থলে হেত্বসিদ্ধি। "ধূম কাঞ্চনময়ত্বের অভাববিশিষ্ট" এরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান হইলে "ধূম কাঞ্চনময়" এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়া কাঞ্চনময়ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে কাঞ্চনময় ধূম থাকে তথায়ই বহ্নি থাকে, ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে, ঐরূপ জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উহা হেত্বাভাস।

হেত্বাভাস—হেতুর আভাস বা দোষ। অনুমিতি কিংবা পরামর্শের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস। হ্রদ বাস্তবিক বহ্নির অভাব

বিশিষ্ট, ঐরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, বহ্ন্যভাববিশিষ্ট হ্রদই ঐরূপ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। ঐরূপ যথার্থ জ্ঞান "হ্রদ, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান হইলে "হ্রদ, বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয় না। সুতরাং হ্রদ, বহ্নিমান্, ধূমহেতু এইস্থলে বহ্নির অভাব বিশিষ্ট হ্রদ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। পক্ষ এবং সাধ্য, অনুমিতি এবং পরামর্শের বিষয়, সুতরাং পক্ষাসিদ্ধি, বা আশ্রয়াসিদ্ধি, সাধ্যাপ্রসিদ্ধি প্রভৃতি অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া কিংবা পরামর্শের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বি[illegible] বলিয়া হেত্বাভাস। হেতু, ব্যাপ্তি, হেতুযুক্ত-পক্ষ প্রভৃতি পরামর্শের বি[illegible], সুতরাং হেত্বসিদ্ধি, ব্যভিচার বিরোধ, স্বরূপাসিদ্ধি প্রভৃতি পরামর্[illegible] প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। পর্বত, ধূমবান্, বহ্নিহেতু, এইস্থলে হেতু-বহ্নি সাধ্য-ধূমের ব্যভিচারী, অর্থাৎ বহ্নি ধূমের অভাব বিশিষ্ট স্থানে বাস্তবিক থাকে, ঐরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, ঐরূপ জ্ঞান হইলে বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ "যেখানে বহ্নি থাকে তথায়ই ধূম থাকে" ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হয় না। সুতরাং উহা পরামর্শের (ফলতঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানের) প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস এইরূপ হেত্বসিদ্ধির জ্ঞান অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাববিশি[illegible] হেতু বিষয়ক জ্ঞান পরামর্শের (ফলতঃ হেতুজ্ঞানের) প্রতিবন্ধক যথ[illegible] জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। সর্বত্র হেত্বাভাস স্থলে ঐরূপে প্রণিধান-পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হেত্বাভাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

হেত্বাভাসের উপযোগিতা—বাদী এবং প্রতিবাদীর বিচারস্থলে একজনের উত্থাপিত হেতুতে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিতে পারিলে পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি কিংবা সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ বিষয়ক পরামর্শ হইতে

পারে না, ঐরূপ হেতুর উত্থাপক পরাজিত হয়। মধ্যস্থ অপরের জয় ঘোষণা করেন, অপরের প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থ নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে—বাদী বলিল হ্রদ, বহ্নিমান্, ধূমহেতু, প্রতিবাদী বলিল হ্রদ, বহ্ন্যভাববান্, জলহেতু, এইরূপ স্থলে ধূমহেতুটী বাধ দোষ বিশিষ্ট বা বাধিত, প্রতিবাদী ঐ স্থলে বাধ দোষের উদ্ভাবন করিতে পারিলে অর্থাৎ হ্রদ বাস্তবিক বহ্নির অভাব বিশিষ্ট ইহা মধ্যস্থকে বুঝাইতে পারিলে ধূমহেতু দ্বারা হ্রদ, বহ্নিমান্ এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া বাদীর প্রস্তাবিত বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, বাদী পরাজিত হইয়া যায়, মধ্যস্থ প্রতিবাদীর জয় ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে প্রতিবাদীর উত্থাপিত জলহেতুদ্বারা "হ্রদ, বহ্ন্যভাববান্" এইরূপ নিশ্চয় হইতে বাধা থাকে না বলিয়া প্রতিবাদীর প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থ নির্দ্ধারণ হইতে পারে বা হইয়া থাকে। সুতরাং বিচার করিয়া বিরুদ্ধ মত নিরাস করিতে হইলে হেত্বাভাসের জ্ঞান একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বাদ বিচার অর্থাৎ গুরু এবং শিষ্যের বিচার স্থলেও হেত্বাভাসের উদ্ভাবন হইতে পারে। গুরু এবং শিষ্যের একতর অপরের প্রস্তাবিত হেতুতে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিতে পারিলে অপরের প্রস্তাবিত বিষয়ের নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, এক পক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ের যাথার্থ্য অবধারিত হয়। "হেতুর মত প্রকাশমান" এইরূপ অর্থে হেত্বাভাস শব্দে দুষ্ট হেতুকেও বুঝায়। নব্যন্যায়ের সামান্য নিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে হেত্বাভাসের অনেক রূপ লক্ষণ করা হইয়াছে। বিশেষ জানিতে হইলে ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

সম্পূর্ণ।